তাছাওয়ফ তত্ত্ব
বা
তরিকত দর্পণ
(মলফুজাতে-সিদ্দিকীয়া)
হজরত আল্লামা—
মোহাম্মদ রুহল আমিন (রহঃ)

উঁড়েক

তাছাওয়ফ-তত্ত্ব

— বা —

তরিকত দর্পণ

মলফুজাতে - সিদ্দিকীয়া

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ, শাইখুল মিল্লাতে অদ্দীন, ইমামুল হুদা
মুজাদ্দিদে জামান, পীরে কামেল, শাহ্-ছুফী
আলহাজ্জ হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত।

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী—
সু-প্রসিদ্ধ পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ, মুছান্নিফ ও ফকিহ
আলহাজ্জ হজরত আল্লামা মাওলানা—

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও

পীরজাদা—মাওঃ মোঃ আবদুল মাজেদ (রহঃ)এর পুত্র
মোহাম্মদ নূরুল আমিন কর্ত্তৃক

বশিরহাট "বঙ্গনূর প্রেস" হইতে মূদ্রিত ও প্রকাশিত।

(দশম মূদ্রণ)

হিঃ ১৪২৮, ইং ২০০৭, বাং ১৪১৩ সাল

মূল্য — একশত কুড়ি (১২০) টাকা মাত্র।

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিষয়	পৃষ্ঠা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

الحمد لله رب العلمين و الصلوة والسلام على

رسوله سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين

তাছাওয়ফ-তত্ত্ব

— বা —

তরিকত দর্পণ

মলফুজাতে – সিদ্দিকীয়া

(প্রথম পরিচ্ছেদ)

(কোর-আন শরিফের দুই প্রকার অর্থ)

কোর-আন ছুরা নহল—

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَلِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ اِلَيْهِمْ

وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ

অর্থ ঃ— "আমি তোমার উপর কোরআন নাজিল করিয়াছি এই হেতু যে, তুমি লোককে প্রকাশ করিবে যাহা তাহাদের উপর নাজিল করা হইয়াছে এবং এই হেতু যে, তাহারা চিন্তা করিবে।"

তফছির বয়জবি, ৪৪৬ পৃঃ— আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন যে, হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) কোর-আনের আদেশ, নিষেধ বা অস্পষ্ট বিষয়গুলি প্রকাশ করিবেন এবং লোকে উহার প্রকৃত মর্ম্ম অবগতির জন্য চিন্তা করিবেন। হজরত কতক স্থলে উহা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, অবশিষ্ট কতক স্থলে কেয়াছ ও জ্ঞান দ্বারা মর্ম্ম অবগতির জন্য উপদেশ দিয়াছেন।

তফছির কবির, ৫ম খণ্ড—

কোর-আনের কতকাংশের মর্ম্ম অস্পষ্ট, সেই হেতু হজরত নবী করিম (ছাঃ) উহার মর্ম্ম প্রকাশ করিয়া দিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, কোর-আন শরিফের আয়তের স্পষ্ট ও অস্পষ্ট দুই প্রকার মর্ম্ম আছে। যদি উহা না থাকিত, তবে হজরত নবী করিম (ছাঃ) কেন উহা প্রকাশ করিতে এবং লোকে কেয়াছ বা জ্ঞান দ্বারা উহা আবিষ্কার করিতে আদিষ্ট হইলেন?

কোর-আন, ছুরা ত্বাহা— رَبِّ زِدْنِى عِلْمًا

হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমার এলম বেশী কর।

তফছির মনির, দ্বিতীয় খণ্ড, ২৮ পৃষ্ঠা—

ای فهما لادراك حقائقه غير متناهية ☆

আয়তের মর্ম্ম এই যে,খোদাতায়ালা বলিতেছেন, হে মোহাম্মদ (ছাঃ), আপনি কোর-আন শরিফের নিগূঢ় মর্ম্মসমূহ বুঝিতে সক্ষম হইবার জন্য আমার নিকট প্রার্থনা করুন, কেননা উহা অসীম।

মেশকাত, ৩৫ পৃষ্ঠা—

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُنْزِلَ الْقُرْاٰنُ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ لِكُلِّ اٰيَةٍ مِّنْهَا ظَهْرٌ وَبَطْنٌ وَلِكُلِّ حَدٍّ مُطَّلَعٌ رَوَاهُ فِى شَرْحِ السُّنَّةِ

জনাব হজরত নবী করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, কোরআন শরিফ সপ্ত অক্ষরে (কেরাতে) অবতীর্ণ হইয়াছে। প্রত্যেক আয়তের দুই প্রকার অর্থ আছে, স্পষ্ট ও অস্পষ্ট। প্রত্যেকের এক একটি সীমা (হদ) ও বুঝিবার স্থল আছে। এমাম বাগাবি এই হাদিছটি 'শরহোছ ছুন্নাহ' গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লামা তিবি মেশকাতের টীকায় লিখিয়াছেন—

قال السيد جمال الدين ثم قسم صلعم بكل حرف تارة

بالظهر و البطن و الا جرى بالحد و المطلع الخ

ছৈয়দ জামালুদ্দিন বলিয়াছেন, হজরত নবী করিম (ছাঃ) প্রত্যেক অক্ষরকে একবার জাহিরি ও বাতিনী দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। দ্বিতীয়বার প্রত্যেকের হদ ও এত্তেলাস্থল নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। হজরত নবী করিম (ছাঃ) ও ছাহাবাগণ কর্ত্তৃক যে তফছির বর্ণিত হইয়াছে, উহাকে জাহর বলে। আর সূক্ষ্ম জ্ঞান দ্বারা যে নিগূঢ়তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, উহাকে বাতন বলে। হদ ও এত্তেলাস্থলের সীমা নাই, কেননা উভয়ের শেষ সীমা মারেফাত-তত্ত্বজ্ঞ পীরদের পথ। খোদাতায়ালা এবং তাঁহার মনোনীত নবীগণ ও অলিউল্লাহগণের মধ্যে নিহিত তত্ত্বজ্ঞান আরবী ব্যাকরণ ও অভিধান শিক্ষা করিলে এবং উহাতে পারদর্শিতা লাভ করিলে এবং জাহেরি মর্ম্ম যদ্দ্বারা জানা যায়, তাহার হাদিছ ও ছাহাবাগণের মতের অনুসরণ করিলে, উহার জাহিরী মর্ম্ম অবগত হওয়া যায় এবং কঠোর সাধ্য সাধনা দ্বারা আত্মশুদ্ধি করিতে পারিলে, উহার বাতিনী মর্ম্ম অবগত হওয়া যায়।

তফছির মায়ালেমে বর্ণিত আছে, কোর-আন শরিফের শব্দকে (শব্দার্থকে) 'জাহর' বলে এবং নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞানকে 'বাতন' বলে। উহার বুঝিবার শক্তিকে 'মাতলা' বলে। খোদাতায়ালা গবেষণাকারীদের উপর এরূপ নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ করেন—যাহা অন্য কাহারও উপর প্রকাশ করেন না।

এমাম রাজি তফছির কবিরের তৃতীয় খণ্ডে (১২২পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন—

اما المفسر المحقق الذى لايزال يطلع فى كل آية

على اسرار عجيبة ودقائق لطيفة

সূক্ষ্মতত্ত্বজ্ঞ টীকাকার প্রত্যেক আয়তে বহু আশ্চর্য্যজনক গুপ্ত ভেদ ও সূক্ষ্মতত্ত্বজ্ঞান অবগত হইয়া থাকেন। আরও তিনি উক্ত তফছিরের নবম খণ্ডে (২৪০ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন—

فسبحان من له تحت كل كلمة سر مخفى ـ فهذا ما جرى

به القلم فى هذه الاية و فى الزوايا خبايا ومن اسرار

هذه اللايه بقايا ولو ان ما فى الارض من شجرة اقلام

والبحر يمده من بعد سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله

যে খোদার প্রত্যেক কথায় এক একটি গুপ্ত ভেদ নিহিত আছে, আমি তাঁহার পবিত্রতা প্রকাশ করিতেছি। এই আয়তের এইরূপ মর্ম্ম লিখিত হইল, কিন্তু এখনও উক্ত আয়তের অধোদেশে বহু অব্যক্ত তত্ত্বজ্ঞান নিহিত আছে। যদি জমির সমস্ত বৃক্ষ লেখনী হয় এবং ক্রমান্বয়ে সপ্ত সমুদ্রের পানি মসীরূপে ব্যবহৃত হয় তবু ও খোদাতায়ালার বাক্য সকল শেষ হইবে না।

আকায়েদ নাছাফি, ১১৯।১২০ পৃষ্ঠা—

والنصوص من الكتاب و السنة تحمل على ظواهرها

مالم يصوف عنها دليل قطعى الخ ☆

"কোর-আনের আয়ত ও হাদিছ সকলের স্পষ্ট ও প্রকাশ্য মর্ম্ম গ্রহণীয় হইবে, অবশ্য কতক স্থলে অকাট্য দলীল অনুযায়ী অস্পষ্ট মর্ম্ম গ্রাহ্য হইবে। কাফের বাতিনিয়া দল যেরূপ স্পষ্ট মর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যে যে মর্ম্মের দাবী করে, উহা কাফেরী কার্য্য। কতক বিচক্ষণ বিদ্বানের মত এই যে, কোর-আনের আয়ত ও হাদিছ সমূহের স্পষ্ট মর্ম্মই গ্রহণীয় হইবে, তবে তৎসমুদয়ের এইরূপ সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞানের অস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে—যাহা তরিকতপন্থী পীরগণের উপর প্রকাশ হইয়া থাকে, কিন্তু উক্ত তত্ত্বজ্ঞান গ্রহণ স্পষ্ট মর্ম্মের বিপরীত নহে। তাঁহাদের এই মতকে পূর্ণ ইমান ও বিশুদ্ধ মা'রেফাত বুঝিতে হইবে।"

আল্লামা জামি 'নাফহাতোল উনছ' কেতাবে লিখিয়াছেন, প্রকৃত কামেল ও ছালেক আট শ্রেণী। আর সাত শ্রেণী লোক কামেল ও ছালেক নহেন, কিন্তু তাঁহাদের তুল্য হইবার চেষ্টা করেন। আর সাত শ্রেণীর লোক কামেল ওছালেক হইবার দাবী করে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহারা কতক কাফের ও কতক রিয়াকার

ফাছেক। ইহাদের মধ্যে একদল বাতিনিয়া ও মোবাহিয়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তাহারাই কোরআন ও হাদিছের স্পষ্ট মর্ম্মসমূহ অস্বীকার করে। তাহারা শরিয়ত অমান্য করতঃ কাফের হইয়াছে।

এমাম গাজ্জালি 'এহইয়াওল-উলুম' কেতাবে উক্ত বাতিনিয়া দলের প্রতিবাদ করিয়াছেন। আওয়ারেফ কেতাবে বর্ণিত আছে, পীর জোনাএদ বাগদাদী (রঃ) বলিয়াছেন যে, আমাদের এই তারিকতের ভিত্তি কোর-আন ও হাদিছ দ্বারা দৃঢ় করা হইয়াছে। এমাম আহমদ ছারহান্দি (রঃ) মকতুবাতে লিখিয়াছেন, তরিকত শরিয়ত ভিন্ন আর কিছু নহে। তরিকতের আদি আবিষ্কারক হজরত নবী করিম (ছাঃ), ছাহাবা, তাবিয়ি ও তাবা-তাবিয়ি ছিলেন। হজরত ছালমান ফার্সি (রাঃ), এমাম হাছান বাসারি, এমাম জাফর ছাদেক, এমাম মোহাম্মদ বাকের, এমাম মুছা কাজেম, এমাম আলি রেজা, পীর মা'রুফ কারখি, পীর ছার্রি ছাকতি, পীর জোনায়েদ বাগদাদী, পীর শেখ শিবলী, হজরত সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী, পীর শেখ ফরিদদ্দিন, হজরত খাজা মঈনদ্দিন চিশতী, হজরত খাজা নেজামদ্দিন, খাজা বাহাউদ্দিন রহমতুল্লাহে আলায়হিম প্রভৃতি এইরূপ সহস্রাধিক পীর তরিকতপন্থী ছিলেন। তাঁহারা শরিয়ত অমান্য করেন নাই তাঁহারা কোর-আন ও হাদিছের স্পষ্ট মর্ম অস্বীকার করেন নাই।

শরিয়ত তরিকত হকিকত ও মা'রেফাতের অর্থ

ফাতাওয়ায় আজিজি, ১ম খণ্ড, ১৫৫।১৫৬ পৃষ্ঠা ;—

لفظ شریعت دو معنی دارد عام و خاص و معنی اول ماجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى امور الدين من اعتقاد وعمل و خلق و حال و نية و قرية روخصة و عزيمة وامر ونهى الخ ☆

'শরিয়ত' শব্দের দুই প্রকার অর্থ আছে, একটি আ'ম (সাধারণ) আর একটি খাস (বিশিষ্ট)। সাধারণ অর্থ এই যে, হজরত নবী করিম (ছাঃ) দ্বীন সংক্রান্ত যে যে বিশ্বাস; ক্রিয়া-কলাপ, স্বভাব, চরিত্র, নিয়ত, এবাদত, ছুন্নত, মোস্তাহাব, মোবাহ, ফরজ-ওয়াজেব আদেশ ও নিষেধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাকে শরিয়ত বলে। বিশিষ্ট অর্থ এই যে, সমস্ত এবাদত বাহ্য অবয়ব বা অর্থের দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাহাকে শরিয়ত বলে। ইহা বর্ণনা করা ফকিহ আলেমের কর্ত্তব্য কার্য্য এবং ইহা ফেকহের কেতাবে বর্ণিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে তরিকত, হকিকত ও মা'রেফাতের কার্য্যও আছে। (অহঙ্কার, দ্বেষ, হিংসা, আত্মগরিমা, রিয়া (লোক দেখাইবার উদ্দেশ্যে এবাদত করা) ক্রোধ, কৃপণতা ইত্যাদি), চরিত্র ও মনোভাবগুলি দূরীভূত করা এবং কাতর, বিনম্র ও ভীতভাবে একগ্র-চিত্তে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর এবাদত করাকে 'তরিকত' বলে। এখলাছ اخلاص। (শুদ্ধ সঙ্কল্প) আএনোল একিন عين اليقين (প্রত্যেক বস্তু স্বচক্ষে দর্শন করিয়া অটল বিশ্বাস অর্জ্জন করা) মোশাহাদা مشاهده অদৃশ্য বিষয়গুলির দর্শন লাভ করা এবং উক্ত তত্ত্বজ্ঞান দর্শনে আত্ম-বিস্মৃতিকে 'হকিকত' বলে। খোদাতায়ালার একত্ব, সহকৃত, নিকটবর্ত্তি ও বন্ধু হওয়ার তত্ত্বজ্ঞান এবং বেলায়েত ও আওলিয়ার দরজা ইত্যাদি আকিদা সংক্রান্ত গুপ্ত তত্ত্বগুলি অবগত হওয়াকে মা'রেফাত বলে। এই 'তরিকত' 'হকিকত' ও 'মা'রেফাত' শরিয়তের অন্তর্ভূক্ত অবশ্য প্রত্যেক এল্‌মের পারদর্শী বিদ্বানগণ তৎসংক্রান্ত অস্পষ্ট মছলা সমূহকে এজতেহাদ দ্বারা আবিষ্কার করিয়া স্পষ্ট মছলাগুলির সহিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং তৎসমুদয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিবরণে প্রমাণিত হইল যে, তরিকত, হকিকত ও মা'রেফাত শরিয়তের অন্তর্গতি এবং কোরআন হাদিছ হইতে আবিস্কৃত হইয়াছে।

বেলাএতের প্রমাণ—

কাজি ছানাউল্লাহ পানিপাতি "এরশাদোত্তালেবিন" এর ৩, ৪, ৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

در اثبات ولایت بدان اسعدک اللہ تعالی کہ چنانچہ در انسان کمالات ظاہری ہستند الخ

"বেলাএতের প্রমাণ তুমি জানিয়া রাখ, আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাকে সৌভাগ্যবান করুন।

মানুষের মধ্যে যেরূপ জাহেরি কামালাত আছে, সেইরূপ অন্য এক প্রকার বাতিনি কামালাত আছে। কোরআন, হাদিছ ও ছুন্নত জামায়াতের এজমা অনুযায়ী ছহিহ্, ছহিহ্ আকিদা (বিশ্বাস) ধারণ করা, ফরজ, ওয়াজেব, ছুন্নত, মোস্তাহাব ইত্যাদি সৎকার্য্য করা এবং হারাম, মকরুহ্, বেদয়াত ও সন্দেহযুক্ত বিষয়গুলি ত্যাগ করাকে জাহিরি কামালাত বলে। ছহিহ্ বোখারি ও মোছলেমে হজরত ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একজন অপরিচিত লোক হজরত নবী করিমের (ছাঃ) নিকট আগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইছলাম কি? হুজুর (ছাঃ) বলিলেন, শাহাদাত কলেমা পড়া, নামাজ পড়া,জাকাত দেওয়া, রমজানের রোজা রাখা ও ক্ষমতা সত্ত্বে হজ্জ করাকে (ইছলাম বলে) । তিনি বলিলেন, আপনি সত্য বলিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন এবং উহার সত্যতা স্বীকার করিতেছেন, ইহাতে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছিলাম । তৎপরে তিনি ঈমানের বিষয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। হজরত (ছাঃ) বলিলেন, খোদা, ফেরেশতাগণ কেতাব সকল, রছুল সকল, কেয়ামতের দিবস, কল্যাণ ও অকল্যাণ সকল খোদাতায়ালার তকদির (অদৃষ্টলিপি) অনুযায়ী হয়, এই সমস্ত বিষয় বিশ্বাস করা, তিনি বলিলেন, আপনি সত্য কথা বলিয়াছেন। তৎপরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এহছান কি? হুজুর (ছাঃ) বলিলেন, তুমি এরূপভাবে খোদার এবাদত কর, যেন তাঁহাকে দেখিতেছ, আর যদি তুমি তাঁহাকে দেখিতে না পাও, তবে ধারণা কর যে, তিনি তোমাকে দেখিতেছেন। এই হাদিছ হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, আকায়েদ ও আমল ভিন্ন এহছান নামক এক প্রকার কামালিয়াত আছে— যাহাকে বেলাএত বলে।

দ্বিতীয় দলীল।

জনাব হজরত নবী করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, মানুষের শরীরে একটি মাংসপিণ্ড আছে। যদি উহা শুদ্ধ হয়, তবে সমস্ত দেহ শুদ্ধ হয়। আর যদি উহা অশুদ্ধ হইয়া থাকে, তবে সমস্ত দেহ অশুদ্ধ থাকে। উহা কল্‌ব (দেল), ইহাতে সন্দেহ নাই যে, ছুফিগণ চিত্তের শুদ্ধতাকে ফানায়-কল্‌ব বলেন। কল্‌ব যে সময় খোদাতায়ালার প্রেমে বিলীন হয় এবং নফছ (রিপু) উহার সহবাসে প্রেম আকর্ষণ করে, পাপ কার্য্য হইতে বিরত থাকে, খোদার রছুলগণকে বন্ধুরূপে ও খোদার শত্রুগণকে শত্রুরূপে গ্রহণ করে, সেই সময় সমস্ত শরীর শরিয়তের আজ্ঞাবহ হয়। ইহাকে ফানায়- কল্‌ব ও বাতিনী কামালিয়াত বলে।

তৃতীয় দলীল।

বিদ্বান্‌গণের এজমা হইয়াছে যে, অন্যান্য লোক অপেক্ষা ছাহাবাগণের পদমর্য্যদা অধিক। অন্যান্য লোক এল্‌ম ও আমলে ছাহাবাগণের সমকক্ষ ছিলেন, ইহা সত্ত্বেও হজরত নবী করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, যদি কেহ পর্ব্বত তুল্য স্বর্ণ খোদার পথে ব্যায় করে, তবে ছাহাবাদিগের অর্দ্ধ 'ছায়া' যব দানের তুল্য হইতে পারে না। তাঁহারা হুজুরের সংস্রবে থাকিতেন এবং তাঁহাদের হৃদয় হুজুরের হৃদয় দ্বারা আলোকময় হইয়াছিল, এই বাতিনি কামালাতের জন্য তাঁহারা উক্ত প্রকার দরজা লাভ করিয়াছিলেন। যদি এই উম্মতের অলিউল্লাহগণ উক্ত কামালাত পাইয়া থাকেন তবে পীরগণের সঙ্গগুণে পাইয়াছেন এবং তাহারা পুরুষ পরস্পরায় হজরত নবী করিম (ছাঃ) হইতে বাতিনী নূর লাভ করিয়াছেন। ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, জাহিরি কামালাত ভিন্ন এক প্রকার বাতিনি কামালাত আছে, উভয়ের মধ্যে অনেক তারতম্য আছে। হাদিছ কুদ্‌ছিতে বর্ণিত আছে, খোদাতায়ালা বলিয়াছেন 'যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ আমার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে, আমি এক হাত পরিমাণ তাহার নৈকট্যের চেষ্টা করি। যে ব্যক্তি এক হাত পরিমাণ আমার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে, আমি এক বাঁও তাহার নৈকট্যের চেষ্টা করি। মানুষ সর্ব্বদা নফল এবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে, এমন কি আমি তাহাকে

বন্ধুরূপে গ্রহণ করি, আর যখন আমি তাহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করি, তখন আমি তাহার শুনিবার, দেখিবার, ধরিবার ও চলিবার ক্ষমতা হই।" এই হাদিছে মানুষের বাতিনি কামালাতের প্রমাণ পাওয়া যায়।

চতুর্থ দলীল।

বহু সংখ্যক ধার্ম্মিক বিদ্বান—যাঁহাদের একবাক্যে মিথ্যাবাদী হওয়া অসম্ভব, লেখনী ও মুখ দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে সমস্ত পীরের শিক্ষা দীক্ষার সম্বন্ধ (ছেল্‌ছেলা) পুরুষ পরম্পরায় হজরত নবী করিম (ছাঃ) পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে, তঁহাদের সংশ্রবে থাকিলে, মানুষের অন্তর এরূপ ভাবাপন্ন হয় যে, কখনও ইতিপূর্ব্বে আকায়েদ ও ফেকাহ দ্বারা সেরূপ ভাবাপন্ন হইতে পারে নাই। সেই ভাবের জন্য খোদাতায়ালার প্রতি প্রেম, তাঁহার ভক্তদের প্রতি ভক্তি, সৎকার্য্য সমুহের প্রতি আগ্রহ, তৎসমুদয় করিবার তৌফিক (ক্ষমতা) ও ছহিহ আকিদার প্রতি স্থিরতা জন্মিয়া থাকে, এই অবস্থা নিশ্চয় বাতিনি কামাল্লাত (আধ্যাত্মিক সিদ্ধতা) হইবে।

পঞ্চম দলীল।

উক্ত পীরগণের দ্বারা কারামত প্রকাশিত হইয়া থাকে, ধার্ম্মিক ব্যক্তিদের দ্বারা উহা প্রকাশিত হওয়া বাতিনি কামালাতের চিহ্ন হইবে।

তরিকত, হকিকত ও মারেফাতের প্রথম প্রমাণ

কোস্তোলানি, ১ম খণ্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা—

ما الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه الخ

হজরত জিবরাইল (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, "এহছান কাহাকে বলে? হজরত নবী করিম (ছাঃ) বলিলেন, তুমি এমনভাবে এবাদাত কর—যেন খোদাকে দেখিতেছ, আর যদি তুমি তাঁহাকে দেখিতে না পাও, তবে নিশ্চয়

তিনি তোমাকে দেখিতেছেন।" এহছান শব্দের অর্থ বিশুদ্ধ কিম্বা সুচারুরূপে কার্য্য করা। উক্ত হাদিছটি হজরত নবী করিমের (ছাঃ) একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য, কিন্তু উহার মর্ম্ম বহু বিস্তৃত—কেননা উহাতে মোশাহাদা ও মোরাকাবার কথা বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নোক্ত বিবরণে তুমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিবে। মানুষের এবাদত তিন প্রকার প্রথম এই যে, শর্ত্ত ও রোকন (ফরজ) সহ এবাদত সম্পন্ন করা, ইহাতে শরিয়তের হুকুম প্রতিপালিত হইয়া যায়। দ্বিতীয় এই যে, শর্ত্ত ও রোকন আদায় করা সত্ত্বেও মোকাশাফার সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া এবাদত করা—যেন সে ব্যক্তি খোদাতায়ালার দর্শন লাভ করিতেছে, ইহা হজরত নবী করিমের (ছাঃ) দরজা, যেমন তিনি বলিয়াছেন, নামাজে আমার চক্ষু শীতল হয়, কেননা এবাদতে তাঁহার (অসীম) আনন্দ ও শান্তি অনুভূত হইত, কাশফের আলোক সমূহ তাঁহাকে বেষ্টন করিত, সেই হেতু খোদা ভিন্ন অন্যের চিন্তার পথ একেবারে রুদ্ধ হইত। খোদাতায়ালার মোশাহাদায় তিনি বিমোহিত হইতেন এবং তঁহার সর্ব্বান্তঃকরণ মোশাহাদার জ্যোতিতে পরিপূর্ণ হইত। পার্থিব সমস্ত হাবভাব তাঁহা হইতে বিস্মৃত হইয়া যাইত এবং সমস্ত চিহ্ন বিলীন হইয়া যাইত। (তৃতীয়) এই যে এইরূপ এবাদত করা, যেন তাহার এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, খোদাতায়ালা তাহাকে দেখিতেছেন, ইহা মোরাকাবার দরজা। হজরত নবী করিম (ছাঃ) প্রথম মোশাহাদার অবস্থা বর্ণনা করিয়া তৎপরে মোরাকাবার অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। এই তিন প্রকার এবাদতকে এহ্‌ছান বলে, প্রথম প্রকারের এবাদত ছাহিহ হইয়া থাকে। মোরাকাবা ও মোশাহাদা খাছ লোকদিগের কার্য্য,অধিকাংশ লোকের পক্ষে উহা করা সঙ্কট।

হাফেজ এবনে-হাজার 'ফৎহোল—বারি'র টীকার ৮৯পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

احسان العبادة الاخلاص فيها و الخضوع و فراغ البال

حال التلبس بها و مراقبة المعبود الخ ☆

এহছানের মর্ম্ম বিশুদ্ধ ও বিনম্রভাবে এবাদত করা, এবাদতের সময় মন অন্য চিন্তা হইতে বিশুদ্ধ করা ও খোদাতায়ালার মোরাকাবা করা। হজরত

নবী করিম (ছাঃ) হজরত জিবরাইল (আঃ) এর প্রশ্নের উত্তরে দুইটি অবস্থার উপর ইঙ্গিত করিয়াছেন—প্রথমটি শ্রেষ্ঠতর—উহা এই যে, এবাদতের সময় অন্তরের চক্ষু দ্বারা খোদাতায়ালার মোশাহাদা (দর্শন লাভ) বলবৎ হয়, যেন চর্ম্মচক্ষে তাঁহার দর্শন লাভ হইতেছে। দ্বিতীয় এই যে, এবাদতের সময় এইরূপ ধারণা করে যে, নিশ্চয়ই খোদাতায়ালা তাহার অবস্থা অবগত আছেন ও তাহার প্রত্যেক কার্য্য দেখিতেছেন। এই দুই অবস্থায় খোদাতায়ালার ভয় ও মারেফাত লাভ হয়। এমাম নাবাবী বলিয়াছেন, হাদিছের এই অংশ দ্বীন ইছলামের একটি প্রধান ভিত্তি মুছলমানদের একটি আবশ্যকীয় বিধান, ইহা ছিদ্দিকগণের (এক শ্রেণী অলিউল্লাহগণের) প্রধান অবলম্বন , তরিকতপন্থীদিগের কামনীয় বস্তু , মারেফাত অবলম্বীদিগের গুপ্তধন ও সাধুপুরুষদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য। ইহা হজরত নবী করিম (ছাঃ) এর একটি সংক্ষিপ্ত প্রবচন, যাহার মর্ম্ম বহু বিস্তৃত। সূক্ষ্মতত্ত্বজ্ঞ বিদ্বানগণ সাধু পুরুষ দিগের সঙ্গলাভ করিতে অগ্রসর হইয়া থাকেন, কেননা তাঁহাদের লজ্জায় ও খাতিরে মন্দ স্বভাবগুলি দূরীভূত হয়। এক্ষণে যে খোদাতায়ালা সর্ব্বদা তাহার বাহ্য ও আন্তরিক সংবাদ অবগত আছেন, তাঁহার মোরাকাবা ও মোশাহাদায় মন্দ স্বভাবগুলি কেন দূরীভূত হইবে না ?

এমাম নাবাবী ছহিহ মোছলেমের টীকার ২৯ পৃঃ লিখিয়াছেন :—

قال القاضى عياض رح و هذ الحديث قد اشتمل على شرح جميع و ظائف العبادات الظاهرة و الباطنة الخ

কাজি এয়াজ বলিয়াছেন, এই হাদিছে ঈমান, (নামাজ, রোজা ইত্যাদি) বাহ্য ক্রিয়াকলাপ, অন্তর বিশুদ্ধ করা অন্তরকে দোষসমূহ হইতে পরিষ্কার করা প্রভৃতি জাহিরি ও বাতিনি সমস্ত এবাদতের কার্য্যগুলির ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে, এমন কি উক্ত কার্য্যগুলি শরিয়তের সমস্ত এলমের মূল ও অন্যান্য বিষয় তৎসমস্ত হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

আশেয়াতোল্লাময়াৎ ৩৬ পৃষ্ঠা;—

بدانکه مبناي دين وكمال ان برفقه
وكلام وتصوف است الخ

দ্বীন ইছলামে সিদ্ধ (কামেল) হওয়া ফেকাহ, আকা'এদ ও তাছাওয়াফের উপর নির্ভর করে। উক্ত ছহিহ (বোখারী ও মোছলেমের) হাদিছে উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের উল্লেখ হইয়াছে। প্রথম ইছলাম, ইহাতে ফেক্‌হের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে, যাহাতে শরিয়তের ফরুয়াত মছলা ও আমলের উল্লেখ হইয়াছে দ্বিতীয় ঈমান, ইহাতে এল্‌মে কালাম সংক্রান্ত আকাএদের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। তৃতীয় এহছান, ইহাতে মূল তাছাওয়ফের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। তাছওয়াফের মর্ম্ম খোদাতায়ালার দিকে প্রকৃত মনোনিবেশ করা। তরিকতের পীর সকল তাছাওয়ফের যে সমস্ত মর্ম্মের উপর ইঙ্গিত করিয়াছেন, তৎসমুদয়ের উদ্দেশ্য কেবল খোদাতায়ালার প্রেমে মগ্ন হওয়া। ফেক্‌হ, তাছাওয়ক ও আকা'এদ একে অন্যটির পক্ষে লাজেম, একটি অপরটি ব্যতীত সম্পূর্ণ হয় না ও হইতে পারে না। বিনা ফেক্‌হ তাছাওয়ফ সিদ্ধ হইতে পারে না, কেননা বিনা ফেক্‌হ খোদাতায়ালার হুকুম অবগত হওয়া যায় না। বিনা তাছাওয়ফে ফেক্‌হ সম্পূর্ণ হয় না, কেননা প্রকৃত খোদার প্রতি মনোনিবেশ করা ব্যতীত আমল সিদ্ধ হয় না। বিনা ঈমান (আকা'য়েদ) ফেক্‌হ ও তাছাওয়ফ ছহিহ হইতে পারে না, যেরূপ আত্মা ও দেহ একটি অন্যটি ব্যতীত পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হয় না। সেই হেতু এমাম মালেক (রঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাছাওয়ফ আমল করে এবং ফেক্‌হ আমল না করে, সে ব্যক্তি বড় কাফের হইবে। যে ব্যক্তি ফেক্‌হ আমল করে, কিন্তু তাছাওয়ফ আমল না করে, সে ব্যক্তি ফাছেক হইবে। আর যে ব্যক্তি উভয় গ্রহণ করে, নিশ্চয় সে ব্যক্তি সত্য পথের পথিক হইবে,।

এরশাদোত্তালেবিন, ১৩ পৃষ্ঠা;

طلب طريقت وسعى كردن براى تحصيل
كمالات باطنى واجب است الخ

তরিকত ও বাতিনি কামালত শিক্ষার জন্য চেষ্টা করা ওয়াজেব কেননা

খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, "হে ঈমানদারগণ, তোমরা সম্পূর্ণরূপে পরহেজগারী কর," অর্থাৎ জাহের ও বাতেনে কোন আকায়েদ ও স্বভাব যেন খোদাতায়ালার মর্জির (ইচ্ছার) খেলাফ না হয়। আদেশসূচক শব্দে আদিষ্ট বিষয় ওয়াজেব হইয়া থাকে। পূর্ণ পরহেজগারী বেলায়েত ব্যতীত সিদ্ধ হইতে পারে না। দ্বেষ, হিংসা, অহঙ্কার দেখাইবার বা শুনাইবার উদ্দেশ্যে এবাদত করা, আত্মগৌরব ইত্যাদি নফছের কু- স্বভাবগুলি কোরআন, হাদিছ ও এজমা দ্বারা হারাম হইয়াছে। উক্ত দোষগুলি ত্যাগ করিতে না পারিলে, পূর্ণ পরহেজগারী লাভ হয় না। উহা শরীর ও অন্তর শুদ্ধিকে বলে, উহাকে ছুফিগণ ফানায়- নফছ, ফানায় কালব ও বেলায়েত বলিয়া থাকেন।

তাফছিরে আজিজি , ছুরা বাকার, ১২৮ পৃষ্ঠা;—

کسانیکہ اطاعت آنہا بہ حکم خدا فرض است
شش گروہ اند الخ

"খোদাতায়ালার হুকুমে ছয় দল লোকের পয়রিবি করা ফরজ হইয়াছে, তন্মধ্যে শরিয়তের এমামগণ ও তরিকতের পীরগণ একদল, সাধারণ উম্মতের উপর তাঁহাদের কোন এক এমাম ও কোন এক পীরের হুকুম পালন করা ওয়াজেব, কেননা তাঁহারাই শরিয়তের গুপ্ত ভেদ ও তরিকতের নিগূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন। খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, যদি তোমরা না জান, তবে 'আহলে-জেকর'কে জিজ্ঞাসা কর।"

কোর- আন ছুরা কাহহাফ;— রুকু - ৯

"এবং আমি তাঁহাকে (খেজেরকে) আমার নিকট হইতে এল্‌ম শিক্ষা দিয়াছিলাম।"

তফছির কবির ৫ম খণ্ড , ৫১৫ পৃষ্ঠা ;—

علمناه من لدنا علما يفيد ان انلك العلوم حصلت
عنده من عند الله من غير واسطة الخ

উপরোক্ত আয়তে প্রমাণিত হয় যে, হজরত খেজের (আঃ) কোন শিক্ষকের বিনা সাহায্যে খোদার নিকট হইতে উক্ত এলম সমূহ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। যে এলম মোকাশাফা দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, ছুফিগণ উহাকে এল্‌ম লাদুন্নি নামে আখ্যাত করেন। শেখ আবু হামেদ গাজ্জালি একখণ্ড পুস্তকে এলমে-লাদুন্নির অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন।

আরও উক্ত পৃষ্ঠা;—

ان يسعى الانسان بواسطة الرياضات و المجاهدات

فى ان تصير القوي الحسية والخيالية ضعيفة الخ

মানুষ রেয়াজত (কঠোর পরিশ্রম) ও মোজাহাদাত (তরিকত অবলম্বন) দ্বারা নিজের বাহ্য ইন্দ্রিয় ও নাফছ দুর্ব্বল করিতে চেষ্টা করে, যে সময় তৎসমুদয় দুর্বল হয় তখন তাহার জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রবল হয় ও তাহার জ্ঞানেন্দ্রিয় আল্লাহতায়ালার (প্রকাশিত) জ্যোতিতে আলোকিত হয় এবং তখন সে ব্যক্তি মা'রেফাত (তত্ত্বজ্ঞান) সকলও বিনা চেষ্টায় ও বিনা চিন্তায় এলম সকল লাভ করিতে সক্ষম হয়, ইহাকে এলমে- লাদুন্নি নামে অভিহিত করা হয়।

কোর-আন ছুরা আনয়াম;—রুকু - ৯

و كَذٰلِكَ نُرِىٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ

"এইরূপ আমি এবরাহিমকে আকাশ সকল ও জমির রাজ্যসমূহ দেখাইব।"

তফছির কবিরের চতুর্থ খণ্ডে (৭৫ পৃষ্ঠায়) লিখিত আছে, হজরত এবরাহিম উক্ত রাজ্য চর্ম্মচক্ষে দেখিয়াছিলেন কিনা ইহাতে বিদ্বানগণের মতভেদ হইয়াছে। একদল আলেম বলেন, তিনি উহা চর্ম্মচক্ষে দেখিয়াছিলেন, আল্লাহতায়ালা আছমান ফাড়িয়া আরশ কূরছি পর্য্যন্ত জমিন ফাড়িয়া শেষ তবক পর্য্যন্ত এবং আছমান ও জমির যাবতীয় আশ্চর্য্যজনক বিষয় তাঁহাকে দেখাইয়াছিলেন। আর একদল আলেম বলেন, তিনি উহা হৃদয় চক্ষে দেখিয়াছিলেন কেননা খোদাতায়ালা এই উম্মতের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"আমি তাহাদিগকে আমার নিদর্শন সকল জগতের চারিদিকে ও তাহাদের অন্তরের মধ্যে দেখাইব।" এই আয়তে প্রমাণিত হয় যে, এই উম্মতের লোক অন্তরের চক্ষে উক্ত বিষয়গুলি দেখিবেন, সেইরূপ হজরত এবরাহিম (আঃ) উহা অন্তরের চক্ষে দেখিয়াছিলেন।

আর ৭৪ পৃষ্ঠা—

وهى ان نور جلال الله تعالى لائح الخ

জালালী নূর নিশ্চয় অবিরত প্রকাশিত রহিয়াছে, মনুষ্যের আত্মা (রুহ) একটি পরদার জন্য উক্ত নূর হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, খোদা ব্যতীত অন্যের চিন্তাতে মগ্ন থাকাকেই উক্ত পরদা বলা হয়। এক্ষেত্রে যত পরিমাণ উক্ত পরদা বিদুরিত হয়, তত পরিমাণ উক্ত নূর প্রকাশিত হইতে থাকে। হজরত এবরাহিম (আঃ) এর হৃদয় হইতে উক্ত পরদা একেবারে দূরীভূত হইয়াছিল, সেই হেতু তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে আছমান ও জমির রাজ্য প্রকাশিত হইয়াছিল।

কোরআন ছুরা কাহাফ—রুকু - ৯

اٰتَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَ عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمَا

"আমি তাঁহাকে (খেজেরকে) আপন নিকট হইতে রহমত (দয়া) প্রদান করিয়াছিলাম এবং আমি আপন নিকট হইতে তাঁহাকে এলম শিক্ষা দিয়াছিলাম।"

তফছির রুহোল-বায়ান ২য় খণ্ড ৪৯৯ পৃষ্ঠা—

وعلمناه من لدنا علما۔ خاصا هو علم الغيوب و

الاخبار عنها بلذنه تعالى علي ماذهب اليه ابن عباسؓ

اوعلم الباطن الخ

আল্লাহতায়ালা হজরত খেজেরকে (আঃ) এলম-লাদুন্নি শিক্ষা দিয়াছিলেন, উহা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান ও খোদাতায়ালার অনুমতিতে উহা সংবাদ দেওয়া, ইহা হজরত এবনে-আব্বাছের (রাঃ) মত কিম্বা গুপ্ততত্ত্বের

জ্ঞান (এলমে বাতিনি)। বাহারুল-উলুমে বর্ণিত আছে, যদিও সমস্ত এলম খোদার নিকট হইতে হয়, কিন্তু উহার কতক মানুষের দ্বারা শিক্ষা করা হয়, উহাকে এলমেলাদুন্নি বলা হয় না, বরং যাহা বিনা শিক্ষক ও বিনা বাহ্য নিরূপিত উপায়ে খোদাতায়ালা কর্ত্তৃক মানুষের অন্তঃকরণে নিক্ষিপ্ত হয়, উহাকেই এলমে-লাদুন্নি বলে। হজরত ওমর (রাঃ) হজরত আলি (রাঃ) এবং বহু সংখ্যক মনোনীত ওলিউল্লাহ যাহারা খোদাতায়ালার প্রেম ও সংসার বৈরাগ্যে অন্যান্য লোক অপেক্ষা অগ্রগণ্য ছিলেন (তাঁহারা উক্ত এল্‌মে-লাদুন্নিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।)

'তাবিলাত-নাজমিয়া'তে বর্ণিত আছে যে আয়তের অর্থ এই যে, খোদাতায়ালা তাঁহাকে নিজেই তাঁহার ছেফাত সমূহের নূর আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন।

আরও তাঁহাকে তাঁহার জাত ও ছেফাতের মা'রেফাতের এল্‌ম শিক্ষা দিয়াছিলেন—যাহা খোদাতায়ালার শিক্ষা ব্যতীত কেহই অবগত হইতে পারে না।

প্রকাশ থাকে যে, যে এল্‌ম খোদাতায়ালা মানব জাতিকে শিক্ষা দিয়া থাকেন এবং মানব খোদা ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট তাহা শিক্ষা করিতে পারেন, উহা এলমে - লাদুন্নির মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। খোদাতায়ালার জাত ও ছেফাতের মা'রেফাতের এলমকে এলমে-লাদুন্নি বলে, কেননা উহা কেবল খোদা কর্ত্তৃক শিক্ষা করা যায়।

আরও উক্ত তফছির উক্ত পৃষ্ঠা—

قال الجنيد قدس سرة العلم اللدنى ماكان تحكما على الاسرار بغير ظن ولا خلاف الخ ☆

হজরত জোনায়েদ (রঃ) বলিয়াছেন, যে এলম নিশ্চয়রূপে গুপ্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভের অবলম্বন স্বরূপ হয় এবং উহাতে কোনরূপ সংশয় ও মতভেদ না থাকে, ইহাকে এল্‌মে লাদুন্নি বলা হয়; অর্থাৎ উহা অদৃশ্য গুপ্ত বিষয় সমূহের

নূর সকল প্রকাশ হওয়াকে বলে। যে সময় মানুষের সমস্ত অঙ্গ- প্রত্যঙ্গ যাবতীয় বিপরীত কার্য্য হইতে বিরত থাকে এবং তাহার সমস্ত কার্য্য বিনা ইচ্ছায় সংঘটিত হইতে থাকে এবং সে ব্যক্তি খোদার নিকট নির্জীব দেহের তুল্য হয়, সেই সময় উক্তনূর সকল প্রকাশ হইয়া থাকে।

ছুফিগণ বলেন, 'মোকাশাফা' দ্বারা যে এলম সকল লাভ করা যায় তৎসমস্তকে এলমে-লাদুন্নি বলে। নিজের হৃদয়কে খোদাতায়ালা ব্যাতীত অন্যের চিন্তা হইতে পরিষ্কার করিলে, অদৃশ্য অব্যক্ত বিষয়গুলি প্রকাশ হইয়া পড়ে , উহাকে কাশফ (মোকাশফা) বলে। এই কাশফ কয়েক প্রকার, তন্মধ্যে খোদাতায়ালার বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান, তাঁহার ছেফাত ও ক্রিয়াকলাপের জ্যোতিঃ ও চিহ্ন দর্শন সর্ব্বপ্রধান; ইহাই এলমে-এলাহি-শরয়ি, উহাকে অলিউল্লাহ্গণ এলমোল-হাকায়েক বলেন। এই এলম অন্যান্য এলমের তুলনায় যেরূপ সূর্য্য উহার কিরণ-কণার সমক্ষে এবং সমুদ্র উহার বারি-বিন্দুর সমক্ষে অলিউল্লাহদিগের এলম ও কাশফ চাক্ষুষ দর্শনের উপর নির্ভর করে। অন্যান্য লোকের এল্‌ম ও চিন্তা বিবেকের উপর নির্ভর করে। অলিউল্লাহ গণের পথের প্রারম্ভ পরহেজগারী ও সৎকার্য্য । তাঁহাদের বিপক্ষদলের পথের প্রারম্ভ বেতন, মর্য্যদা ও অর্থরাশি সঞ্চয় করা।

আমার শিক্ষক "লাএহাৎ বরকিয়াৎ" পুস্তকে লিখিয়াছেন, উক্ত আয়তে রহমতের মর্ম্ম এলমে- এবাদাত, দেরাছাত, জাহের ও শরিয়ত; আর এলমে-লাদুন্নির মর্ম্ম এলম ইশারা, অরাছাত, বাতেন ও হকিকত। যেরূপ ধড়ের হিসাবে প্রাণ, সেইরূপ এলমে জাহিরির হিসাবে এলমে-বাতিনী । যেরূপ খোদাতায়ালার কোরবে জাতির মর্য্যাদা, সেইরূপ এলমে -লাদুন্নির মর্য্যাদা, এই হেতু উহাকে এলমে-লাদুন্নি বা তাঁহার নিকটের এলম বলা হইয়াছে । ছুফিগণ বলেন যে, যে এলমে বাতিনী কোন শিক্ষকের শিক্ষা ব্যতীত কেবল খোদাতায়ালার শিক্ষায় লাভ করা যায়, তাহাকেই এলমে-লাদুন্নি বলে।

এলমে-বাতিনি গৃহের দ্বারের তুল্য, যে ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করিতে চাহে, তাহাকে দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে হইবে। হজরত নবী করিম (ছাঃ) গৃহ ও শহর স্বরূপ এবং হজরত আলি (রাঃ) উহার দ্বার-স্বরূপ । আহলে-জেকের

ছুফি হানাফিদিগের অগ্রগণ্য মহামতি এমাম আজম আবুহানিফা (রঃ) ছিলেন। আহলে-জেকের ছুফি শাফিয়িদিগের অগ্রণী এমাম মহামতি শাফিয়ি (রঃ) ছিলেন। আহলে জেকের ছুফি হাম্বলিদের নেতা ধার্ম্মিক প্রবর এমাম আহমদ বেনে হাম্বল (রঃ) ছিলেন। আহলে জেকের ছুফি মালিকিদের প্রধান নেতা নিষ্ঠাবান এমাম মালেক (রঃ) ছিলেন। এই মহা মহা চারি এমাম মহিমান্বিত চারি খলিফার ন্যায় নক্ষত্র তুল্য, বরং চন্দ্র সূর্য্যের তুল্য ছিলেন। তরিকতপন্থী ব্যক্তি এমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে যে কোন এক এমামের অনুসরণ করিবে, স্পষ্ট সত্যপথ পাইবে। তাঁহারা সত্য ধর্ম্ম ইছলাম গৃহের চারিটি স্তম্ভের ন্যায় ছিলেন। আরও তাঁহারা সমস্ত ওলি কোৎবের মধ্যে যেরূপ আরশ, আকাশ বা সূর্য্য ও নক্ষত্র। তাঁহাদের পরবর্ত্তী লোকেরা কেয়ামত অবধি তাঁহাদের পয়রবি করা ব্যতীত বেহেস্তের পথ ও খোদাতায়ালার দর্শন লাভ করিতে পারিবে না। যে ব্যক্তি তাহাদের কোন একজনের মজহাবে থাকিয়া সাধ্যানুযায়ী শরিয়ত, তরিকত ও হকিকতে তাঁহাদের পয়রবি করিবে, তাঁহাদের এলম শিক্ষা করিবে, আমল করিবে ও আদব অবলম্বন করিবে, নিশ্চয় সে ব্যক্তি হজরত নবী করিমের (ছাঃ) পদানুসরণ করিবে, আর যে ব্যক্তি উক্ত বিষয়ে তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিবে, সে ব্যক্তি হজরত নবী করিমের (ছাঃ) পদানুসরণ হইতে ভ্রান্ত পথে পতিত হইল এবং কবুলের গণ্ডী হইতে দূরে পড়িল।

তফছির রুহোল মায়ানি, ৫ম খণ্ড ১০০। ১০১ পৃষ্ঠা ;—

و علمناه من لدنا علما اى علما الخ

অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান ও গুপ্ত এলম সমূহের তত্ত্বজ্ঞানকে এলমে লাদুন্নি বলে। বিদ্বানগণের মতে এই আয়তই এলমে-লাদুন্নি সপ্রমাণ করিবার একটি মূল দলীল। প্রকৃত কথা এই যে, উহাকে এলমে-বাতেন বলা ছহিহ হইবে, কেননা অধিকাংশ লোকের পক্ষে উক্ত এলম অপ্রকাশ্য থাকে, বিবেক ও বুদ্ধি ব্যতীত কেবল খোদাতায়ালার অনুগ্রহ দ্বারা উহা লাভ করা যায়। কোন কোন লোক বলেন যে, এলমে বাতেন ও এলমে হকিকতের আহকাম এলমে জাহের ও এলমে শরিয়তের বিপরীত (খেলাফ) হইয়া থাকে, ইহা তাহাদের বাতীল ধারণা।

আরও উক্ত তফছিরের ১০২ পৃষ্ঠা—

আয়তের প্রকৃত মর্ম এই যে, এলমে হকিকতের কতকাংশ হজরত মুছা (আঃ) জানিতেন না, কিন্তু হজরত খেজের (আঃ) উহা জানিতেন এবং এলমে- শরিয়তের কতকাংশ হজরত খেজের (আঃ) জানিতেন না, কিন্তু হজরত মুছা (আঃ) উহা জানিতেন। অতএব হজরত মুছা (আঃ) ও খেজের (আঃ) প্রত্যেকেই এলমে শরিয়তে ও এলমে হকিকত জানিতেন, কিন্তু হজরত মুছা (আঃ) এলমে -শরিয়তে হজরত খেজের (আঃ) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ছিলেন এবং হজরত খেজের (আঃ) এলমে-হকিকতে হজরত মুছা (আঃ) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ছিলেন।

এইরূপ এমাম -জালালুদ্দিন ছিউতি প্রভৃতির কথার মর্ম্ম এই যে, হজরত মোহাম্মাদ (ছাঃ) শরিয়ত ও হকিকত উভয় এলমে পূর্ণতা লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু অন্যান্য নবী একাধারে উভয় এলমে পূর্ণতা লাভ করিতে পারেন নাই।

কোরআন-ছুরা আনয়াম— রুকু - ৯

وَكَذٰلِكَ نُرِىْ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ

"এইরূপ আমি (হজরত) এবরাহিম (আঃ) কে আকাশ সমূহ ও জমির 'মালাকুত' দেখাইব।"

তফছির রুহোল বায়ান, ১ম খণ্ড ৬৪৯ পৃষ্ঠা,—

وقد اطلق العلماء الملك الخ

আলেমগণ বলিয়াছেন, যাহা চর্ম্মচক্ষে দেখা যায়, তাহাকে 'মোলক বলে, আর যাহা অন্তরের চক্ষে দেখা যায়, তাহাকে 'মালাকুত' বলে । জ্ঞানীগণ (জ্ঞানের দ্বারা) 'মালাকুত' (গুপ্ততত্ত্ব) দর্শন করিতে পারেন না, বরং ওলিউল্লাহগণ উহা দর্শন করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন , কেননা জ্ঞানের দ্বারা অসম্পূর্ণ তত্ত্ব লাভ হয়, আর কাশ্‌ফ দ্বারা পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, উক্ত মোকাশাফা তরিকতের সিদ্ধি লাভ (মোজাহাদা) ব্যতীত লাভ হইতে পারে না।

কোরআন;—ছুরা ত্বাহা, রুকু - ২ رَبِّ اشْرَحْ لِى صَدْرِىْ

"হে আমার প্রতিপালক আমার জন্য আমার বক্ষদেশ (ছিনা) প্রসার কর।" হজরত মুছা (আঃ) খোদার নিকট বক্ষঃপ্রসারের দোয়া.চাহিয়াছিলেন তাহাই উক্ত আয়তে বর্ণিত হইয়াছে।

তফছির কবির ৬ষ্ঠ খণ্ড—

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرح الصدر الخ

জনাব হজরত নবী করিম (ছাঃ) ছিনা পরিসর হওয়ার বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হওয়ায় বলিয়াছিলেন যে, হৃদয়ে একটি নূর প্রজ্জ্বলিত (নিক্ষিপ্ত) হয় উহাকে ছিনা প্রসার হওয়া বলে, তৎপরে লোকে উহার চিহ্ন জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া, পরকালের দিকে রুজু করা ও মৃত্যু পৌঁছিবার অগ্রে উহার নিমিত্ত প্রস্তুত হওয়া উহার লক্ষণ।

হৃদয় পরিসর হওয়ার মর্ম্ম এই যে, হৃদয় নূরে আলোকিত হওয়া, ইহা ছুরা জোমারের আয়ত হইতে প্রমাণিত হয়।

তফছির রুহোল বায়ান, ৩য় খণ্ড ৩৯১ পৃষ্ঠা—

উক্ত নূরের লক্ষণ এই যে, জড়জগতের কামনা, উহার সৌন্দর্য্যের বাসনা ইত্যাদি কুপ্রবৃত্তি সমূহের অন্ধকার দূরীভূত হওয়া, পরজগতের ও সৎকার্য্য সমূহের প্রতি আসক্ত হওয়া এবং সৎচরিত্র ও সদাচর হওয়া। আরও উহার লক্ষণ এই যে, খোদাতায়ালার জেক্‌রে তাঁহাদের হৃদয় কোমল হয়, খোদাতায়ালার দর্শন ও নৈকট্য লাভের জন্য তাঁহাদের আগ্রহ বলবৎ হয়, পার্থিব শ্রমদায়ক ব্যাপার সমূহ পাশবিক ও দানবীয় স্বভাবসমূহের ভার বহন করিতে অক্ষম হয়েন, সেই হেতু তাঁহারা খোদাতায়ালার দিকে ধাবমান হয়েন, তৎপরে তাঁহারা খোদাতায়ালার ছেফাত সমূহের নূর, লাওয়াএহের নূর লাওয়ামেয়ের নূর মোহাজারার নূর, মোকাশাফার নূর, মোশাহাদার নূর ও জামালেছামাদিয়েতের নূর আকর্ষণ করেন। এমাম অস্তি বলিয়াছেন, হৃদয় প্রসার হওয়ার নূর খোদাতায়ালার মহা অনুগ্রহ, খোদাতায়ালা যাহার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, কেবল সেই ব্যক্তি উহা আকর্ষণ করিতে পারেন।

কোরআন ছুরা এনশেরাহ,— রুকু - ১

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ

(ইয়া মোহাম্মদ), আমি কি তোমার জন্য তোমার হৃদয় প্রসার করি নাই? (অর্থাৎ আমি তোমার হৃদয় প্রসার করিয়াছি)।

মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ দেহলবি তফছির আজিজিতে লিখিয়াছেন, হজরত নবী করিমের (ছাঃ) 'শরহে-সাদর' দুই প্রকার হইয়াছিল। প্রথম এই যে, ফেরেস্তাগণ তাঁহার ছিনা চারিবার চাক করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় এই যে, খোদাতায়ালা তাঁহার ছিনা এরূপ প্রসার করিয়াছিলেন যে, উহা যেন অনন্ত প্রান্তরে পরিণত হইয়াছিল—যাহাতে একটি বৃহৎ অট্টালিকা আছে, যাহার মধ্যে বারটি বৈঠকখানা আছে, প্রথমটিতে একজন বাদশাহ, দ্বিতীয়টিতে একজন হাকিম, তৃতীয়টিতে একজন কাজী (বিচারক), চতুর্থটিতে একজন মুফতি (ফৎওয়া দাতা), পঞ্চমটিতে একজন হিসাব পরীক্ষক (মোহতাছেব), যষ্ঠটিতে একজন ক্বারী (কোর-আন পাঠকারী), সপ্তমটিতে একজন আবেদ (তাপস), অষ্টমটিতে একজন মারেফাত তত্ত্বজ্ঞ কামেল আছেন, যিনি খোদাতায়ালার জাত ও ছেফাতের তত্ত্বজ্ঞান ও অসংখ্য এল্‌ম প্রকাশ করিতেছেন। নবমটিতে একজন ওয়াএজ (উপদেশক), দশমটিতে একজন উলোল- আজম (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) রছুল আছেন। একাদশটিতে একজন তরিকতপন্থী কামেল মুর্শীদ আছেন, যিনি মুরিদ সকলের অন্তরে তাওয়াজ্জহ দান করিয়া খোদা-প্রাপ্তির পথ প্রদর্শন করিতেছেন। দ্বাদশটিতে একজন রূপবান মাহবুব (প্রেমাষ্পদ) আছেন।

কোরআন ছুরা জোমার— রুকু - ৩

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ

"খোদাতায়ালা যাহার হৃদয় ইছলামের জন্য খুলিয়াছেন, সে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের নূরের উপর আছে।

তফছির আরাএছোল বায়ানে বর্ণিত আছে কতক আলেম আয়তের অর্থ এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন খোদাতায়ালা যাহার হৃদয় স্বীয় মারেফাতের জন্য

প্রসার করিয়াছেন, সে ব্যক্তি তাঁহার নূরের উপর আছেন, আর উক্ত নূর কর্ত্তৃক অদৃশ্য বিষয় সকল দর্শন করেন এবং আপন রুহ ও ছেরের সহিত উপস্থিত থাকেন, উহার জন্য মোরাকাবায় নিমগ্ন থাকেন। এমাম জাফর সাদেক (রঃ) বলিয়াছেন, "খোদাতায়ালা ওলিউল্লাহদিগের হৃদয় প্রসার করিয়াছেন, কেননা উহা খোদাতায়ালার ধন ভাণ্ডার, ইঙ্গিতের খনি, গচ্ছিত বস্তুর গৃহ" শেখ শিবলি বলিয়াছেন, 'খোদাতায়ালা তাঁহাদের হৃদয় প্রসার করিয়াছেন,ইহাতে তাঁহাদের হৃদয় আলোকিত হইয়াছে,তাঁহাদের রসনা হেকমত (তত্ত্বজ্ঞান) প্রকাশ করিতেছে, তাঁহারা নফছ দমন (রিপু দমন) করিয়াও শিষ্টাচার অবলম্বন করতঃ কামেল ওলি ও ছিদ্দিক হইয়াছেন। এমাম নূরী বলিয়াছেন, "খোদাতায়ালার নৈকট্যের নূরে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়াছে।" কেহ কেহ বলেন, "উক্ত নূরে সে ব্যক্তি খোদাতায়ালার মোশাহাদার উপর বিশ্বাস করিয়াছেন, ত্রিজগত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন ও প্রত্যেক বেলাএতের দরজা লাভ করিয়াছেন।"

উপরোক্ত আয়ত সমূহে মা'রেফাত, তরিকত ও হকিকতের জাজ্জ্বল্য প্রমাণ রহিয়াছে।

কোরআন-ছুরা আনকাবুত;— রুকু - ৭

وَ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ☆

"যাহারা আমার সম্বন্ধে (কার্য্যে) জেহাদ (সাধ্য সাধনা) করে আমি অবশ্য তাহাদিগকে আমার পথ সকল দেখাই।"

তফছির বয়জবি, ২য় খণ্ড, ১১৪ পৃষ্ঠা ;—

যাহারা জাহেরী কিম্বা বাতেনী জেহাদ করে, আমি তাহাদিগকে আমার দিকে ভ্রমণের বা আমার নিকট পৌঁছিবার পথ সকল দেখাই। (অর্থাৎ মারেফাত ও খোদাপ্রাপ্তি তত্ত্বের পথ সকল দেখাই)।

তফছির রুহোল-বায়ান, দ্বিতীয় খণ্ড, ৯৯৩—৯৯ পৃষ্ঠা,—

জেহাদ দুই প্রকার, জাহেরি জেহাদ— যোদ্ধারের পক্ষে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। বাতিনি জেহাদ—নফছ ও শয়তানের বিরুদ্ধে জেহাদ করা,

উক্ত আয়তে উভয় প্রকার জেহাদ মর্ম্ম গ্রহণ করা যাইতে পারে। বহু পথ এই জন্য বলা হইয়াছে যে, মানুষের আধিক্য অনুপাতে খোদাপ্রাপ্তির বহু পথ আছে। আয়তের মূল মর্ম্ম এই যে, চেষ্টার পরিমাণ দরজা লাভ হইয়া থাকে, যে ব্যক্তি শরিয়তে সাধ্য-সাধনা করে, সে ব্যক্তি বেহেস্তে প্রবেশ করিবে। যে ব্যক্তি তরিকতে সাধ্য-সাধনা করে, সে হেদাএত প্রাপ্ত হইবে। যে ব্যক্তি মারেফাত ও খোদা ব্যতীত অন্য সমস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পথে সাধনা করে, সে আএনোল-একিন লাভ করিবে ও খোদাপ্রাপ্ত হইবে।

এহইয়াওল উলুম;—

খোদাতায়ালার জাত, ছেফাত ও ক্রিয়াকলাপের মা'রেফাত, জেহাদে বাতিনি (তরিকত অবলম্বন) ব্যতীত লাভ করা যায় না, উপরোক্ত ছুরা আনকাবুতের আয়তে তাহাই প্রমাণিত হইতেছে।

কোরআন-ছুরা লোকমান,— রুকু ৩

وَ اَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهٗ ظَاهِرَةً وَّ بَاطِنَةً ☆

"আর খোদাতায়ালা তোমাদের উপর আপন জাহিরি ও বাতিনি নেয়ামত (দান) পূর্ণ করিয়াছেন।"

তফছির রুহোল-বায়ান, তৃতীয় খণ্ড, ৫৯ পৃষ্ঠা;—

জাহিরি দান— যাহা চর্ম্মচক্ষে দেখা যায়, যথা—সুন্দর রূপ হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি অঙ্গ-প্রতঙ্গের পরিপাট্য, জীবিকা অর্থ সম্পত্তি, সন্তান-সন্ততি, স্বাস্থ্য, ইছলাম, নামাজ, রোজা, হজ্জ জাকাত, কোরআন ইত্যাদি। বাতিনি দান— যাহা চর্ম্মচক্ষে দেখা যায় না, —আত্মা, বুদ্ধি, বিবেক, গবেষণার শক্তি, মা'রেফাত, কুস্বভাব সমূহ হইতে আত্ম শুদ্ধি, হৃদয়ের সদ্‌গুণ বিশিষ্ট হওয়া, হজরত রছুলের প্রতি অটল ভক্তি, হৃদয়ের প্রসারতা, স্বভাব-সমূহের নির্ম্মলতা, ওলি হওয়া, হকিকত পথপ্রার্থী হওয়া, ফয়েজ গ্রহণের যোগ্যতা, সর্ব্বক্ষণ জেকের করা ইত্যাদি।

ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, তরিকত, হকিকত ও মা'রেফাতের কার্য্যকলাপ খোদাতায়ালার বাতিনি নেয়ামতের মধ্যে গণ্য।

তফছির রুহোল-বায়ান ৩য় খন্ড, ৪৯৮ পৃষ্ঠা;—

আলেম তিন প্রকার, প্রথম আলেম বিল্লাহ, দ্বিতীয় আলেম বে-আমরিল্লাহ ও তৃতীয় আলেম বিল্লাহ ও বে-আমরিল্লাহ।

যাহার হৃদয়ে আল্লাহ্তায়ালার মারেফাত বলবৎ হয় এবং যিনি খোদাতায়ালার জালাল ও ছেফাতের মোশাহাদায় মগ্ন আছেন, তিনি আলেম বিল্লাহ হইবেন।

যিনি হালাল, হারাম ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আহকাম অবগত হয়েন, কিন্তু খোদাতায়ালার জালল ও জামালের গুপ্ততত্ত্ব অবগত না হয়েন, তিনিই আলেম বে-আমরিল্লাহ হইবেন। যদি এই শ্রেণীর আলেম প্রথমোক্ত আলেমের উপর এনকার করেন, তবে তিনি আলেম শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইতে পারেন না। আর যিনি উভয় প্রকার এলম শিক্ষা করিয়াছেন তিনি আলেম বিল্লাহ ও বে-আমরিল্লাহ হইবেন। ইনি যখন মোশাহাদায় মগ্ন হয়েন তখন মানুষ হইতে সম্পূর্ণ বিছিন্ন হয়েন, আর কখন মানুষের উপর দয়া বিতরণ করেন, ইহা রছুল ও সিদ্দিকগণের পথ।

এমাম গাজ্জালি লিখিয়াছেন আখেরাতের এলম দুই প্রকার প্রথম, এলমে-মোশাকাফা, দ্বিতীয়, এলমে-মোয়া'মালা প্রথম প্রকার এল্‌মে মোকাশাফা, এলমে বাতিনি নামে—অভিহিত হইয়াছে। ইহাই সমস্ত এলমের আসল ।

কোন ওলিউল্লাহ বলিয়াছেন, প্রত্যেক মুছলমানের পক্ষে উক্ত এলমের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং উক্ত পথের পথিককে ভক্তি করা আবশ্যক, আর যে ব্যক্তি উক্ত পথের পথিক নহে, বরং উহার বা উহার পথিকের প্রতি অবজ্ঞা করে, মৃত্যুকালে তাহার ঈমান নষ্ট হইবার আশঙ্কা করি।

আর একজন অলিউল্লাহ বলিয়াছেন, বেদয়াত মতাবলম্বী বা অহঙ্কারী ব্যক্তি উক্ত এলম হইতে বঞ্চিত থাকিবে। আরও কোন সাধক বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি উহার প্রতি অবজ্ঞা করিবে, সে উহা লাভ করিতে সক্ষম হইবে না। উহা সিদ্দিক নামীয় সাধকের এলম । অন্তরকে সমস্ত কদর্য্য স্বাভাব হইতে পবিত্র ও নির্ম্মল করিতে পারিলে, উহাতে যে এক প্রকার জ্যোতিঃ (নূর)

প্রকাশিত হয় এবং উহা দ্বারা বহু অস্পষ্ট বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হইয়া পড়ে, সেই জ্যোতিঃ প্রকাশিত হওয়াকে এলমে মোকাশাফা বলে। এই এলম লিপিবদ্ধ করিবার বিষয় নহে। খোদাতায়ালা যাহাকে এই তত্ত্বজ্ঞান দান করিয়াছেন, তিনি অযোগ্য ব্যক্তির নিকট উহা প্রকাশ করেন না, অবশ্য যোগ্য ব্যক্তিকে উপদেশ স্বরূপ ও গুপ্ত ভাবে প্রকাশ করিতে পারেন।

হজরত নবী করিম (ছাঃ) এক হাদিছে উহাকে গুপ্ত ও তত্ত্বজ্ঞান বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। হাদিছ এই— এক প্রকার এলম গুপ্ততত্ত্ব, মারেফাত তত্ত্বজ্ঞ ব্যতীত কেহই উহা অবগত হইতে পারেন না। দ্বিতীয় এলমে-মোয়ামালা, উহা অন্তরের দোষগুণের তত্ত্বজ্ঞান, বিপদে ধৈর্য্য ধারণ, সম্পদে কৃতজ্ঞতা, পারলৌকিক শাস্তির ভয়, দায়ার আশা খোদাতায়ালার হুকুমে সম্মতি, পার্থিব কামনা ত্যাগ, পাপরাশি বর্জ্জন, অল্পে তুষ্ট হওয়া ও দান করা ইত্যাদি এই সমস্ত অন্তরের গুণাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। দরিদ্রতার ভয়, খোদাতালায়ার হুকুমের প্রতি অসন্তোষ, দ্বেষ, হিংসা, অহঙ্কার, 'রিয়া' ও ক্রোধ এইগুলি অন্তরের দোষ।

উক্ত দোষগুণ সমূহের কারণ, উপকার অপকার অথবা প্রতিকারের নিয়মাবলী অবগত হওয়া আখেরাতের এলমের মধ্যে গণ্য, ইহা অবগত হওয়া প্রকৃত আলেমদিগের ব্যবস্থা মতে ফরজ। যদি কোন তর্কবাগীশ তর্কশাস্ত্রে পণ্ডিত হয়েন, কিন্তু উপরোক্ত আখেরাত সম্বন্ধীয় জ্ঞানার্জ্জন না করেন এবং হৃদয়ের পবিত্রতা ও শুদ্ধতা সম্বন্ধে সচেষ্টা না হন, তবে তিনি কিছুতেই দ্বীনের আলেম শ্রেণীভূক্ত হইতে পারেন না।

এলম-মোকাশাফা প্রসঙ্গে যে খোদাতায়ালার গুণাবলী ও ক্রিয়াকলাপের মারেফাততত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে, উহা আকায়েদের এলম দ্বারা শিক্ষা করা অসম্ভব বরং উহা মোজাহাদা (অন্তর শুদ্ধির চেষ্টা) দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে। "খোদাতায়ালা উক্ত মোজাহাদাকে হেদাএত (সত্যপথ) প্রাপ্তির মূল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। যথা— কোর-আন শরিফে বর্ণিত হইয়াছে, যাহারা আমার সম্বন্ধে সাধ্য-সাধনা করেন, নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে আমার পথ সকল দেখাই " এহইয়াওল-উলুম, ১ম খণ্ড ১৪।১৫ পৃঃ ।

আরও এমাম গাজ্জালি লিখিয়াছেন;—

" এলম দুই প্রকার, জাহিরি ও বাতিনি, ইহা কোন প্রতিভাশালী বিদ্বান অস্বীকার করিতে পারেন না। কেবল যে স্বল্পবিদ্যাধারী লোক বাল্যজীবনে কিছু শিক্ষা করিয়া তাহার উপর স্থিরপ্রতিজ্ঞ রহিয়াছে, কাজেই সে ব্যক্তি জ্ঞান ও বিদ্যার উচ্চশিখর এবং আলেম ও ওলিউল্লাহগণের উচ্চ পদ পর্য্যন্ত উন্নত হইতে পারে নাই, ইহা শরিয়তের দলীল সমূহ হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। হজরত নবী করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, "নিশ্চয় কোর-আন শরিফে জাহের ও বাতেন এই দুই প্রকার মর্ম্ম ও সীমা বুঝিবার স্থল, এই দুই প্রকার ভাব আছে। হজরত আলি (রাঃ) বক্ষদেশের দিকে ইশারা করিয়া বলিয়াছেন, "নিশ্চয় এই স্থলে বহু তত্ত্বজ্ঞান সংগৃহীত আছে, যদি উহা গ্রহণের যোগ্যপাত্র পাইতাম (তবে উহা প্রকাশ করিতাম)" খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, আমি মানুষের জন্য এই সমস্ত উদাহরণ প্রকাশ করিতেছি, আলেমগণ ব্যতীত কেহই উহা বুঝিতে পারিবে না। হজরত নবী করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, এক প্রকার এলম গুপ্ত বস্তুর ন্যায় আছে, খোদাতায়ালার মা'রেফাত তত্ত্বদর্শিগণ ব্যতীত কেহই উহা জানিতে পারে না।" হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, "যাহা আমি জানি যদি তোমরা তাহা জানিতে তবে তোমরা অল্প হাসিতে ও অধিক কাঁদিতে। উহা গুপ্ততত্ত্ব ছিল, লোকে উহা বুঝিতে পারিবে না বা এই রূপ কোন কারণে উহা প্রকাশ করিতে আদিষ্ট হন নাই । যদি ইহা গুপ্ততত্ত্বজ্ঞান না হইত, তবে কি জন্য তিনি উহা প্রকাশ করেন নাই? কোর-আন শরিফে বর্ণিত আছে, খোদাতায়ালা সপ্ত আকাশ ও জমি হইতে তত্তুল্য সৃজন করিয়াছেন, তিনি উহাদের মধ্যে হুকুম অবতারণ করেন।" হজরত এবনে অব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি যদি উক্ত আয়তের ব্যাখ্যা প্রকাশ করি, তবে নিশ্চয় তোমরা আমাকে প্রস্তরাঘাত করিবে বা কাফের বলিবে। হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, "আমি হজরত নবী করিম (ছাঃ) হইতে দুইটি পাত্র (দুই প্রকার এলম) রক্ষা করিয়া রাখিয়াছি, এক প্রকার প্রকাশ করিয়াছি, আর যদি দ্বিতীয় প্রকার প্রকাশ করি, তবে নিশ্চয় আমার কণ্ঠনালীকর্ত্তন করা যাইবে । হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, হজরত আবুবকর (রাঃ) অধিক রোজা ও নামাজের জন্য

তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম পদ প্রাপ্ত হন নাই, বরং তাঁহার অন্তরে যে তত্ত্বজ্ঞান নিহিত হইয়াছে, (তাহার জন্য ইহা প্রাপ্ত হইয়াছেন)'' নিশ্চয় উক্ত তত্ত্বজ্ঞান ইছলাম সংক্রান্ত বিষয় ছিল। সাহল তস্তুরি বলিয়াছেন, এলম তিন প্রকার, এক প্রকার সাধারণ সমক্ষে প্রকাশ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রকার কেবল যোগ্য ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করা সিদ্ধ হইবে। তৃতীয় প্রকার হজরত নবী করিম (ছাঃ) ব্যতীত কাহারও নিকট প্রকাশ করা হয় নাই।

নূর বাতেনি শিক্ষা করিবার নিয়ম

কোর-আন ছুরা আহজাব— রুকু - ৬

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْراً كَثِيْراً وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا

"হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা অধিক পরিমাণ খোদাতায়ালার জেক্‌র কর এবং প্রভাত ও সন্ধ্যায় তাঁহার তছবিহ পড়।"

কোর-আন ছুরা রাদ— রুকু - ৪

وَيَهْدِىْ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

"যে বিশ্বাসীগণ (খোদাতায়ালার দিকে) প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন এবং যাহাদের হৃদয় খোদাতায়ালার জেক্‌রে শান্তিলাভ করে, তঁহারাই তাঁহার দিকে পথ পাইবেন সাবধান! খোদাতায়ালার জেক্‌রেই (মানবের) হৃদয় শান্তিলাভ করে।

এমাম রাজি লিখিয়াছেন; যে সময় হৃদয় পার্থিব কোন বস্তু দর্শন লাভের কামনা করে, সেই সময় চঞ্চল ও অস্থির হইয়া পড়ে এবং উহা লাভ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে, কিন্তু যে সময় খোদাপ্রাপ্তির ধেয়ানে নিমগ্ন হয় তখন তাহার উপর (আরশস্থিত) জ্যোতিঃ পতিত হইতে থাকে, কাজেই উহাতে শান্তি লাভ করে। দ্বিতীয়, হৃদয় যখন পার্থিব সম্পদ লাভ করে সেই

সময় তদপেক্ষা উচ্চপদ লাভ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করে, কিন্তু যে সময় মারেফাত ও আধ্যাত্মিক জ্যোতি লাভ করে, তখন শান্তভাব ধারণ করে এবং অন্য কোন বস্তুর আশঙ্কা করে না। তৃতীয়, যেরূপ রসায়ন বিদ্যার প্রভাবে তাম্র স্বর্ণাকারে পরিণত হইলে, বহুকাল একই ভাবে থাকে, সেইরূপ খোদাতায়ালার 'জালাল' হৃদয়ে পতিত হইলে উহা স্থায়ীভাবে জ্যোতিষ্মান হইয়া থাকেন।

তফছির কবির, ৫ম খণ্ড , ২০৮ পৃষ্ঠা—

কোর-আন ছুরা ফজর—

" হে শান্তি প্রাপ্ত আত্মা ! তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন কর।"

এমাম রাজি লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তি মা'রেফাতের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং খোদাতায়ালার জেক্‌রে শান্তি লাভ করিয়াছেন, সেই ব্যক্তির আত্মাকে 'নাফ মোৎমায়েন্না' বলা হইয়াছে, সেই ব্যক্তি খোদাতায়ালার প্রেমে 'বাকা বিল্লাহ' পদ লাভ করিয়াছেন; সেই ব্যক্তি মৃত্যুকালে খোদা কর্ত্তৃক অথবা তাঁহার ফেরেশতা কর্ত্তৃক এই প্রকার বাণী শুনিতে পাইবেন।

তফছির কবির, অষ্টম খণ্ড , ৪০১।৪০২ পৃষ্ঠা ;—

কোর-আন ছুরা এবরাহিম;—

খোদাতায়ালা পবিত্র কলেমার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিয়াছেন, যেরূপ একটি পবিত্র বৃক্ষ—যাহার মূল স্থায়ী, যাহার শাখা আকাশে এবং যাহা প্রত্যেক সময়ে আপন প্রতিপালকের অনুমতিতে সুফল প্রদান করে।

এমাম রাজি লিখিয়াছেন, খোদাতায়ালা ঈমানের কলেমার দৃষ্টান্তে যে বৃক্ষটির আলোচনা করিয়াছেন, উহা উপাসনা (এবাদত) ও মা'রেফাতের বৃক্ষ। উক্ত বৃক্ষটি পবিত্র, কেননা উহার দ্বারা হৃদয় পরিমার্জিত ও বিশুদ্ধ হয় ও আত্মা সদানন্দ লাভ করে। উক্ত মারেফাতের বৃক্ষ খোদাতায়ালার প্রেম, সর্ব্বক্ষণ তাঁহার ধেয়ান, তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন ও পার্থিব সমস্ত বিষয় হইতে বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি শাখা উৎপন্ন হয়, যাহার প্রতিচ্ছায়া আকাশ

পর্য্যন্ত সমুন্নত হয় এবং প্রতিক্ষণে খোদার অনুগ্রহে উক্ত হৃদয়ে এলহাম ও কাশ্‌ফ ইত্যাদি প্রকাশ হইতে থাকে।

তফছির কবির, ৫ম খণ্ড, ২৪২-২৪৩ পৃষ্ঠা—

কোর-আন ছুরা জে'মার—

"যাঁহারা তাঁহাদের প্রতিপালকের ভয় করেন, উহাতে (কোর-আন শুনিয়া) তাঁহাদের চর্ম্মের লোম সকল শিহরিয়া উঠে, তৎপরে তাঁহাদের চর্ম্ম সকল ও হৃদয় সকল খোদাতায়ালার জেকেরের জন্য কোমল হয়।"

এমাম রাজি এমাম ওয়াহেদী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, কোর-আন সাক্ষ্য দিতেছে যে, মোশাহাদা ও মোকাশাফার সময় ওলিউল্লাহগণের লোম সকল শিহরিয়া উঠে, কখন খোদার জেক্‌রের প্রভাবে তাঁহাদের অন্তর নরম হইতে থাকে—তঃ কবির, ৭ম খণ্ড ২৪৭ পৃষ্ঠা।

কোর-আন ছুরা নূর —

رجال لا تلهيهم تجارة و لا بيع من ذكر الله

"একদল মানুষ এরূপ আছেন, যাঁহাদিগকে ব্যবসায় ও ক্রয় বিক্রয় খোদার জেক্‌র হইতে বিরত রাখিতে পারে না।"

হজরত নবী করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে কোন লোকেরা এক স্থানে দলবদ্ধ হইয়া খোদার জেক্‌র করেন, ফেরেস্তাগণ তাঁহাদিগকে পরিবেষ্ঠন করেন, (খোদার) রহমত তাঁহাদের উপর অজস্র ভাবে বর্ষণ হয়, তাঁহাদিগের প্রতি শান্তি অবতীর্ণ হয় এবং খোদাতায়ালা ফেরেস্তাগণের নিকট তাঁহাদের সুযশ প্রকাশ করেন। আরও বলিয়াছেন, অগ্রগামী লোক সকল অত্যুচ্চ পদ লাভ করিয়াছেন, ছাহাবাগণ বলিলেন, ইয়া রাছুলাল্লাহ কাহারা অগ্রগামী লোক হইবেন? হজরত (ছাঃ) বলিলেন, যে পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণ অধিক পরিমাণ জেক্‌র করিয়া থাকেন;— ছহিহ মোছলেম।

হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপন প্রতিপালকের জেক্‌র করে সে ব্যক্তি জীবিত লোকের সমান। আর যে ব্যক্তি তাঁহার জেকর না করে, সে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির সমান।

খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, যখনই কেহ আমার জেকর করে, তখনই আমার রহমত তাহার উপর পতিত হয়, সে ব্যক্তি যদি মনে মনে আমার জেকর করে, আমি নিজে তাহার প্রতিফল দেই। আর যদি লোকের সাক্ষাতে আমার জেকর করে আমিও তদপেক্ষা উত্তম দলের মধ্যে (ফেরেস্তাগণের মধ্যে) তাহার সুখ্যাতি প্রকাশ করি।

“যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ আমার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে, আমার রহমত (অনুগ্রহ) এক হস্ত পরিমাণ তাহার দিকে অগ্রসর হয়, আর যে ব্যক্তি এক হস্ত পরিমাণ আমার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে, আমার রহমত এক বাঁও পরিমাণ তাহার দিকে অগ্রসর হয়। যে ব্যক্তি আমার দিকে ধীরে ধীরে আসে, আমার রহমত দ্রুতগতিতে তাহার দিকে ধাবিত হয়— ছহিহ বোখারি ও মোছলেম।

হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে সময় তোমরা (বেহেস্তের বাগান) সমূহ গমন কর, তখন (উহাতে) বিচরণ কর, ছাহাবাগণ বলিলেন, বেহেস্তের উদ্যান সকল কি? হুজুর (ছাঃ) বলিলেন, যে স্থানে লোক দলবদ্ধ হইয়া জেকের করে সেই স্থানেই বেহেস্তের বাগান —ছহিহ তেরমেজি।

হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, শয়তান আদম সন্তানের হৃদয়ে স্থিতি করে মানুষ যে সময় খোদার জেকর করে শয়তান পশ্চাদপদ হয়, আর যে সময় অমনোযোগী হয়, শয়তান দুশ্চিন্তা নিক্ষেপ করে। ছহিহ বোখারি।

হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, প্রত্যেক বস্তুর পরিষ্কার করিবার উপায় আছে, আর হৃদয় পরিষ্কার করিবার উপায় খোদাতায়ালার জেকর। খোদাতায়ালার শাস্তি হইতে বেশী মুক্তিদাতা তাঁহার জেকর অপেক্ষা কোন বস্তু নাই। বয়হকি।

হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমি কি তোমাদিগকে এইরূপ বিষয়ের সংবাদ প্রদান করিব না, যাহা সমস্ত সদনুষ্ঠান হইতে উত্তম তোমাদের প্রতিপালকের নিকট অতি পবিত্র, তোমাদের দরজায় শ্রেষ্ঠতম স্বর্ণ রৌপ্যের দান অপেক্ষা তোমাদের পক্ষে উত্তম এবং তোমরা শত্রুদের সহিত সংগ্রাম করতঃ তাহাদের রক্তপাত কর বা তাহারা তোমাদের রক্তপাত করে, ইহা অপেক্ষা উত্তম? ছাহাবাগণ বলিলেন, অবশ্য (সংবাদ প্রদান করুন)। হজরত (ছাঃ) বলিলেন

উহা খোদাতায়ালার জেকর। মোয়াত্তা তেরমেজি, মসনদে আহমদ ও এবনো মাজা।

এক ব্যক্তি বলিয়াছেন, ইয়া রাছুলাল্লাহ, ইছলামের শরিয়ত (ফরজ ও ছুন্নত) আমার প্রতি অনেক হইয়াছে, পরন্তু এরূপ এক বিষয়ের সংবাদ আমাকে দিন, যাহা আমি সর্ব্বক্ষণ বহনকরিতে পারি। হজরত (ছাঃ) বলিলেন, সর্ব্বদা তোমার রসনা (জবান) খোদার জেকরে অভিনিবিষ্ঠ রাখ—তেরমেজি ও এবনো-মাজা।

হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, অমনোযোগী (ঘোর সংসারী লোকদের) মধ্যে একজন খোদার জেকরকারীর দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাতকদিগের পশ্চাতে একজন লোক সংগ্রামে লিপ্ত থাকে, অথবা শুষ্ক নির্জীব বৃক্ষরাজির মধ্যে একটি সজীব বৃক্ষ, কিম্বা অন্ধকারময় গৃহে একটি প্রদীপ, খোদাতায়ালা উক্ত ব্যক্তির জীবিতাবস্থায় বেহেস্তের মধ্যে তাহার (নিরূপিত) স্থান তাঁহাকে দেখাইয়া থাকেন এবং মানব ও পশুর পরিমাণ তাঁহার গোনাহ ক্ষমা করেন। —রজিন।

আবু ইয়ালি বর্ণনা করিয়াছেন— হজরত বলিয়াছেন, যে গুপ্ত জেকরের শব্দ রক্ষক (লিপিকর) ফেরেস্তাগণ শুনিতে না পান, তাহার নেকী সত্তর গুণ অধিক। খোদাতায়ালা কেয়ামতের দিবস মানুষ সকলকে বিচারের জন্য সমবেত করিবেন এবং রক্ষক ফেরেস্তাগণ যাহা অবগত হইয়া লিখিয়াছেন তাহা পেশ করিবেন। খোদাতায়ালা তাহাদিগকে বলিবেন, তোমরা চেষ্টা কর, আর কিছু অবশিষ্ট থাকিল কিনা? তাহারা বলিবেন, যাহা আমরা অবগত হইয়াছি ও স্মরণ রাখিয়াছি, তাহা আমরা পরিত্যাগ করি নাই, নিশ্চয় আমরা উহা আয়ত্ত্ব করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছি। পরে খোদাতায়ালা বলিবেন নিশ্চয় তোমার জন্য আমার নিকট এরূপ নেকী আছে-যাহা তুমি অবগত হও নাই, নিশ্চয় আমি তোমাকে উহার প্রতিফল দিব, উহা গুপ্ত জেকর। মেরকাত।

হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, জেকরকারিগণ এরূপ দল যে, যাহারা তাঁহাদের সংশ্রবে থাকে, হতভাগ্য হইবে না। —ছহিহ বোখারি।

এবনো-মালেক বলিয়াছেন, দান ও জেহাদ অপেক্ষা জেকরের অধিক

নেকী লাভ হইয়া থাকে, উহা হৃদয়ের জেকর, উহাই শ্রেষ্ঠতম জেকর।

এমাম গাজ্জালি বলিয়াছেন, আমি 'আজিজ' 'বছিত' ইত্যাদি গ্রন্থ (কেতাব) রচনা করিতে বৃথা সময় নষ্ট করিয়াছি, এখন জেকরের যে দরজা অনুভাব করিতেছি, ইহা অগ্রে বুঝিতে পারিলে সময় নষ্ট করিতাম না।

শেখ আলাওয়ান, ফৎওয়াদাতা ও মাদ্রাছার অধ্যাপক ছিলন, এক সময় পীর সৈয়দ আলি তাঁহাকে জেকর শিক্ষা দেন এবং অধ্যাপনা ফৎওয়া প্রকাশ ইত্যাদি করিতে নিষেধ করেন এবং সর্ব্বক্ষণ জেকরে সংলিপ্ত থাকিতে আদেশ করেন, নির্ব্বোধেরা বলিতে লাগিল যে, ছৈয়দ ছাহেব শাইখোল ইছলামকে পথভ্রান্ত করিয়াছেন এবং সাধারণের হিতকর কার্য্য হইতে তাহাকে বিরত রাখিলেন। একসময় ছৈয়দ ছাহেব শুনিলেন যে শায়খোলইছলাম কখন কখন কোর-আন পড়েন, তখন তিনি তাঁহাকে কোর-আন পড়িতে নিষেধ করিলেন, লোকে বলিতে লাগিল, ছৈয়দ ছাহেব কোর-আন পড়িতে নিষেধ করিয়া কাফের হইয়াছেন, কিন্তু শায়খোল-ইছলাম মুর্শিদের আদেশ পালন করিলেন, তৎপরে তাঁহার হৃদয় আলোকিত হইলে ও মোশাহাদার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে কোর-আন পড়িতে অনুমতি দিলেন, তৎপরে তিনি কোর-আন পড়িতে আরম্ভ করিলে, রাশি রাশি তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। তখন তিনি বলিলেন, আমি তোমাকে মৌখিক কোর-আন পড়িতে নিষেধ করিয়াছিলাম কোর-আন শরিফের তত্ত্বজ্ঞান সমূহে আয়ত্ত্ব করিয়া পড়িতে নিষেধ করি নাই।—মেরকাত।

মোরাকাবার প্রমাণ

কোর-আন ছুরা আল-এমরান—

الـذيـن يـذكرون الله قياما و قعودا و على جنوبهم و يتفكرون فى خلق السموا ت و الارض

"যাহারা দাঁড়াইয়া, বিসিয়া ও পার্শ্বদেশের উপর (শয়ন করিয়া) খোদাতায়ালার জেকর করেন এবং আকাশ সকল ও ভূতলের সৃষ্টি (কৌশল)

সম্বন্ধে ধেয়ান করেন।

এমাম রাজি লিখিয়াছেন—

উপরোক্ত আয়তের দুই প্রকার মর্ম্ম হইতে পারে, প্রথম এই যে, মানুষের প্রতিক্ষণই খোদাতায়ালার জেকর করা কর্ত্তব্য, কেননা মানুষ হয় দাঁড়াইয়া থাকে, না হয় বসিয়া থাকে, না হয় শায়িত থাকে, খোদাতায়ালা যখন উক্ত তিন সময়ে জেকর করিবার কথা বলিয়াছেন, তখন নিশ্চয় প্রত্যেক সময় জেকর করিবার কথা বলিয়াছেন।

দ্বিতীয় মর্ম্ম এই যে, জেকর করার মর্ম্ম নামাজ পড়া। সক্ষমাবস্থায় দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িবে। অক্ষমাবস্থায় বসিয়া কিম্বা শয়নাবস্থায় নামাজ পড়িবে। প্রথম প্রকার মর্ম্ম গ্রহণ করাই উত্তম, কেননা বহু আয়তে জেকরের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হইয়াছে। হজরত নবী করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি বেহেস্তের উদ্যানে বিচরণ করিতে অভিলাষী হয়, তাহাকে অধিক পরিমাণে জেকর করা আবশ্যক। খোদাতায়ালা প্রথমে জেকরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু জেকর বিনা ফেকরে (ধেয়ানে) সিদ্ধ হইতে পারে না, সেই হেতু তিনি পুনরায় আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি -কৌশলের প্রতি ধেয়ান করিতে বলিয়াছেন। হজরত নবী করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, খোদার সৃষ্টি কৌশলের প্রতি ধ্যান করার তুল্য এবাদত আর নাই। কেহ কেহ বলেন, ধ্যানে মানুষের অলস্য দূরীভূত হয়। যেরূপ পানি শষ্য উৎপন্ন করে, সেইরূপ ধ্যান হৃদয়ে পরকালের ভয় আনয়ণ করে। হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা মাত্তার পুত্র (হজরত) ইউনোছ (আঃ) অপেক্ষা আমাকে শ্রেষ্ঠতর জানিও না, কেননা প্রত্যেক দিবস তাঁহার জন্য জগদ্বাসীদের নেকী সমূহের তুল্য নেকী আকাশে উত্তোলন করা হয়। বিদ্বানগণ বলেন, তিনি খোদাতায়ালার মা'রেফাত সম্বন্ধে ধ্যান করিতেন, সেই হেতু তিনি এত নেকী লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কেননা কোন মানুষ কেবল অঙ্গ- প্রত্যঙ্গ দ্বারা জগদ্বাসীদের নেকীর তুল্য নেকী করিতে সক্ষম হইতে পারে না।

এমাম রাজি আরও লিখিয়াছেন, খোদাতায়ালার জাত ও ছেফাত সংক্রান্ত দলীল সমূহে ধ্যান করা ছিদ্দিক নামীয় সাধকের অত্যুচ্চ কার্য্য ।

তফছির কবির ৩৪ খণ্ড ১২১।১২২ পৃষ্ঠা ;—

কোর-আন ছুরা হামীম সেজদা— রুকু - ৬

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الاٰفَاقِ وَ فِى اَنْفُسِهِمْ

"আমি অতি সত্বর তাহাদিগকে আমার নিদর্শন সকল (জগতের) চারিদিকে ও তোমাদের জীবনে প্রদর্শন করিব।"

আল্লামা শেখ ইছমাইল আফিন্দী লিখিয়াছেন, আফাক অর্থে আকাশ ও ভূতলের চতুর্দিক আরশ পর্য্যন্ত যাহা কিছু আছে, উহাকে আলমে-কবির বলে। আন্‌ফোছ অর্থ মনুষ্যের মধ্যে যাহা কিছু আছে, অলমে-কবিরে যাহা কিছু আছে মানবদেহে তৎসমস্তই আছে, উহাকে আলমে -ছগির বলে। খোদাতায়ালা উক্ত দুই আলমের সম্বন্ধে ধ্যান করিতে বলিতেছেন,—তফছিরে রুহোল-বায়ান, ৩য় খণ্ড , ৫১৩ ।৫১৮ পৃষ্ঠা ;—

কোর- আন ছুরা জারেয়াত;—

وَ فِى الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ ۝ وَ فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ☆

ভূতলে বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন সকল আছে এবং তোমাদের অন্তরে (নিদর্শন সকল আছে)। অনন্তর তোমরা কি দেখিতেছ না?

খোদাতায়ালা মারেফাতপন্থীদিগকে পৃথিবীস্থিত ও অধ্যাতিক নিদর্শন সকল জ্ঞান চক্ষে দর্শন করিতে বলিতেছেন। জগতে যে কোন পদার্থ আছে, মনুষ্যের মধ্যে তাহার দৃষ্টান্ত আছে। —তফছির রুহোল-মায়ানি, অষ্টম খণ্ড, ২২৩।২২৪ পৃষ্ঠা ;—

ছহিহ বোখারি--

"তৎপরে নির্জ্জন বাস তাঁহার (হজরতের) জন্য প্রীতিজনক করা হইয়াছিল।"

অর্থাৎ হজরত নবী করিম (ছাঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির আগে নির্জ্জন বাস ভালবাসিতেন, সেই হেতু তিনি হেরা নামক পর্ব্বত গুহায় একাকী অনেক

সময় অতিবাহিত করিতেন। আল্লামা কোস্তোলানি বলিয়াছেন, উক্ত হাদিছে প্রমাণিত হয় যে, নির্জন বাস অত্যুত্তম কার্য্য। কেননা উহাতে হৃদয় পার্থিব কামনা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া খোদাতায়ালার ধ্যানে সংলিপ্ত হয়। উহাতে হৃদয়ে হেকমতের (তত্ত্বজ্ঞানের) প্রশ্রবণ প্রবাহিত হয়। মানুষ যে সময় জগৎ হইতে, বরং আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া খোদাতায়ালার ধ্যানে নিমগ্ন হয়, সেই সময় তাহার অবয়ব গুপ্ত তত্ত্ব জ্ঞানের আধার হইয়া পড়ে। হজরত নবী করিম (ছাঃ) খোদার ধ্যানে মগ্ন হইবার জন্যই নির্জন পর্ব্বত গুহায় অবস্থিতি করিতেন।

কোস্তোলানি, ২য় পৃষ্ঠা ;—

এমাম খাত্তাবি বলিয়াছেন, হজরত (ছাঃ) নির্জন গুহায় থাকিতে ভালবাসিতেন, ইহাতে তাঁহার অন্তঃকরণ নিশ্চিন্তভাবে খোদাতায়ালার ধ্যানে নিমগ্ন হইত, ইহাতে তিনি মানবীয় হাবভাব হইতে বিচ্ছিন্ন হইতেন এবং তাঁহার অন্তর পরকালের ভয়ে পরিপূর্ণ হইত। অধিকাংশ আলেম বলেন, তিনি মা'রেফাতের জ্যোতিঃ আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে নির্জন বাসের জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন। --- আয়নি প্রথম খণ্ড , ৭২ পৃষ্ঠা ;—

পাঠক, তরিকতপন্থীগণ এইরূপ ধ্যান করাকে ফেকর ও মোরাকাবা বলিয়া থাকেন। তাঁহারা আভ্যন্তরিক লতিফাসমূহের সম্বন্ধে ধ্যান করাকে 'ছায়রে-আনওয়ারে আন্‌ফোছি' বলেন। আর বাহ্য জগতের সম্বন্ধে ধ্যান করাকে 'ছায়রে-আনওয়ারে-আফাকি' বলেন। আর খোদার নাম ও ছেফাতের (গুণাবলীর) জেলাল (প্রতিচ্ছায়া) বা তিনি কিরূপে জগদ্বাসীদের সঙ্গে আছেন ইত্যাদি বিষয়ে ধেয়ান করাকে 'বেলাএতে ছোগরা' বলে। আর খোদাতায়ালা কিরূপে মানুষের নিকট আছেন; তিনি কিরূপে নেককারদিগকে ভালবাসেন, তিনি কিরূপে মানুষের হৃদয় কে আলোকিত ও প্রসারিত করেন, অথবা তাঁহার জাহেরা নাম ও ছেফাত ইত্যাদি সম্বন্ধে ধ্যান করাকে 'বেলাএতে কোবরা' বলেন। তাঁহার বাতিনী নাম ও ছেফাত সম্বন্ধে ধ্যান করাকে বেলাএতে ওলইয়া বলেন। নবুয়ত, রেছালত, উলুল আজমি এই দরজাগুলির সম্বন্ধে ধ্যান করাকে কামালাতে নবুয়ত কামালাতে-রেছালৎ ও কামালাতে উলুল আজম বলেন।

কা'বা, নামাজ ও কোরআন ইত্যাদি সম্বন্ধে ধ্যান করাকে হকিকতে কা'বা, হকিকতে কোর আন হকিকতে ছালাত বলেন। এইরূপ মোরাকাবা করিতে করিতে তাঁহাদের অন্তর চক্ষু উন্মিলিত হইয়া যায় এবং একটি আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হন ইহা দ্বারা তাঁহারা বহু তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হয়েন।

কোর আন ছুরা জোমার;—

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍمِّنْ رَّبِّهٖ ☆

"অনন্তর খোদাতায়ালা যাহার হৃদয়কে ইছলামের জন্য প্রসারিত করিয়াছেন, পরন্তু সে ব্যাক্তি আপন প্রতিপালকের আলোকের উপর আছে।

হজরত নবী করিম (ছাঃ) উক্ত জ্যোতিঃ দ্বারা সূর্য্য গ্রহণের নামাজ পাঠকালে বেহেস্ত ও দোজখ দর্শন করিয়াছিলেন, নিদ্রিতাবস্থায় ত্রিজগতের অবস্থা অবগত হইয়াছিলেন ও নামাজ পাঠকালে অগ্রপশ্চাতের লোকদের অবস্থা জানিতে পারিতেন। হজরত এব্রাহিম (আঃ) আকাশ ও ভূতলের রাজ্য দর্শন করিয়াছিলেন। হজরত ওমার (রাঃ) মদিনা শরিফের মসজিদের মিম্বরে দাঁড়াইয়া ছারিয়া নামক সেনাপতির দূরদেশস্থ যুদ্ধের অবস্থা দর্শন করিয়াছিলেন।

জেকর করিবার নিয়ম

কোর-আন শরিফের ছুরা জোমারে বর্ণিত হইয়াছে যে, ওলিগণের শরীরের প্রত্যেকাংশ জেকরে উন্মত্ত হয় এবং প্রত্যেক লোমকূপ হইতে "আল্লাহ আল্লাহ" শব্দ বাহির হয়। আরও কোর-আন শরিফের ছুরা নূর ও আল্-এমরানে বর্ণিত আছে যে, ওলিগণ প্রত্যেকক্ষণেই জেকর করিতে থাকেন, কিন্তু কিরূপে উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করা সম্ভব হইবে তাহার জন্য পীরদিগের অনুসরণ করিতে হুকুম করিয়াছেন। মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ দেহলবি (রঃ) সুরা বাকারের তফছির আজিজির ১২৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "খোদাতায়ালার হুকুম অনুযায়ী ছয় দল লোকের পয়রবি করা ফরজ, তন্মধ্যে শরিয়তের এমামগণ ও তরিকতের পীরগণ একদল। সাধারণ উম্মতের প্রতি

তাঁহাদের এক একজনের পয়রবি করা ওয়াজেব; কেননা তাঁহারাই শরিয়ত ও তরিকতের নিগূঢ়তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন।'' খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, ''যদি তোমরা না জান, তবে আহলে জেকরকে জিজ্ঞাসা কর।''

ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, সমস্ত শরীরকে খোদাতায়ালার জেকরে উন্মত্ত করিতে হইলে তরিকতের পীরদিগের হুকুম পালন করা আবশ্যক।

মাওলানা ইছমাইল ছাহেব ছেরাতে-মোস্তাকিমের ১১৪।১২০ পৃষ্ঠায় ও শাহ মাওলানা ওলিউল্লাহ দেহলবি কওলোল জমিলের ৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, তরিকতের পীরগণ শরীরের ছয়টি স্থানকে কালব, রুহ, ছের, খফি , আখ্‌ফা ও নফছ নাম দিয়াছেন, উক্ত ছয় স্থানকে লতিফা বলেন। তাঁহারা প্রথমে মুরিদের কাল্‌ব লতিফার উপর আল্লাহ্ আল্লাহ জেকর নিক্ষেপ করেন। ইহাতে মুরিদের হৃৎপিণ্ড (কালব) উক্ত জেকরে উন্মত্ত হয়। তৎপরে আর পাঁচ লতিফার উপর জেকর নিক্ষেপ করিলে, উক্ত লতিফা সকল ঘড়ির-কাঁটার ন্যায় আল্লাহ্ আল্লাহ করিতে থাকে এই ছয় স্থানে জেকর নিক্ষেপ করার উদ্দেশ্য এই যে, ইহাতে মুরিদের সমস্ত শরীর জেকর করিতে সক্ষম হইবে। তৎপরে পীরগণ মুরিদের সমস্ত শরীরে জেকর নিক্ষেপ করেন ইহাতে মুরিদের সর্ব্বাঙ্গ ও প্রত্যেক লোমকূপ আল্লাহ্ আল্লাহ বলিতে থাকিবে। তৎপরে তাঁহারা কলেমার জেকর মুরিদের লতিফা সমূহের উপর নিক্ষেপ করেন, 'লা' শব্দ নাভী হইতে মস্তকের মধ্যদেশ পর্যন্ত, 'এলাহা' তথা হইতে রুহ পর্য্যন্ত ও ইল্লাল্লাহ'শব্দ তথা হইতে কাল্‌ব পর্য্যন্ত লইয়া ইশারা ভাবে আঘাত করিবে ।

এই জেকরের উদ্দেশ্য এই যে, ইহাতে সর্ব্বাঙ্গে কলেমার জেকর অনুভূত হইতে থাকিবে। এইরূপ কাদেরিয়া ও চিশতিয়া তরিকার এক জরবি, দুই জরবি, তিন জরবি, ও চার জরবি জেকর করিতে হয়। সমস্ত তরিকার মূল উদ্দেশ্য এই যে, কোর-আন শরিফের ছুরা জোমার, নূর ও আল্-এমরানে বর্ণিত আয়তগুলি অনুসারে মানুষের সর্ব্বঙ্গ সর্বক্ষণে জেকর করিতে অভ্যস্ত হয়।

মাওলানা আবদুল আজিজ দেহলবি পারা তাবারকের তফছিরে (১২৮ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন—''খোদাতায়ালার জেক্‌র কর সর্বক্ষণ প্রত্যেক কার্য্যে,

প্রত্যেক এবাদতে, রসনা দ্বারা হউক, কাল্‌ব রুহ, ছের্‌র, খফি, আখফা ও নফছ দ্বারা হউক, আল্লাহ নামের জেকর হউক, 'হু' কিম্বা কলেমার জেকর হউক, এক জরবি জেক্‌র হউক বা একাধিক জরবি জেকর হউক, অভিজ্ঞ তরিকত পন্থিগণ জেকরের যে কতকগুলি বিশিষ্ট নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, মুর্শীদগণ তৎসমূদয়ের মধ্যে যেটি মুরিদের পক্ষে ভাল বুঝেন, তাহাই নির্বাচন করিবেন। খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, "যদি তোমরা না জান, তবে আহলে জেকরকে (অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে) জিজ্ঞাসা কর"। কোন কোন লোক উক্ত প্রকার জেকরকে সর্বনাশ মূলক ঘৃণিত বেদয়াত বলিয়াছেন, এক্ষণে প্রথমে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, মাওলানা শাহ ওলিউল্লাহ, মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ ও মাওলানা ছৈয়দ আহমদ ছাহেবগণ কি বেদয়াতি ছিলেন? আপনাদের অপেক্ষা তাঁহারা কোর-আন হাদিছের এল্‌ম কি কম জানিতেন?

দ্বিতীয় কোর-আন পড়িতে গেলে, উহার অক্ষর গুলির উচ্চারণ প্রণালী শিক্ষা করিতে হয়, কোর- আন ও হাদিছ বুঝিতে গেলে, আরবি অভিধান ও ব্যাকরণ শিক্ষা করিতে হয়, উক্ত উচ্চারণ প্রণালী অভিধান ও ব্যাকরণ কি কোর- আন ও হাদিছ? উক্ত বিষয় গুলির বিস্তারিত বিবরণ আপনি কি কোর-আন ও হাদিছ হইতে প্রমাণ করিতে পারেন? কখনও পারিবেন না, এক্ষেত্রে নিজ দাবী অনুসারে আপনি সর্ব্বনাশমূলক ঘৃণিত বেদয়াত কার্য্য করিয়া ইছলাম ধ্বংস করিতেছেন কি না? এমাম বোখারি, মোছলেম প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ ছহিহ হাদিছ নির্ব্বাচন করিতে গিয়া যে ভিন্ন ভিন্ন অভিনব কল্পিত মত আবিষ্কার করিয়াছেন এবং তদনুযায়ী হাদিছকে ছহিহ, হাছান, জইফ, মরফু ও মওকুফ মকতু, মোরছাল মোয়াল্লাক ইত্যাদি নাম দিয়া স্বেচ্ছায় কতককে গ্রহণ ও কতককে ত্যাগ করিয়াছেন, এই সমস্ত বিষয় কি কোর- আন ও হাদিছে আছে? কখনও আপনি কোর-আন ও হাদিছে তৎসমূদয়ের প্রমাণ দেখাইতে পারিবেন না।

"মোহাদ্দেছ শ্রেষ্ঠ এমাম আবদুর রহমান বেনে মেহদি বলিয়াছেন, যদি তোমরা এই গুপ্ততত্ত্ব সমূহের প্রমাণ চাও, তবে আমরা উহা প্রকাশ করিতে অক্ষম। এমাম আবুহাতেম ও আবু জোরয়া কোন কোন হাদিছের ছহিহ বাতিল

বা জইফ বলিলে, লোকে ইহার দলীল জিজ্ঞাসা করিতেন ইহাতে তাঁহারা বলিতেন, আমরা ইহার প্রমাণ পেশ করিতে অক্ষম; তবে অন্যান্য আলেমকে জিজ্ঞাসা কর। তাঁহাদের মতের সহিত আমাদের মতের ঐক্য হইলে উহা সত্য জান''। ফৎহোল মগিছ, ৯৭ পৃষ্ঠা;—

এক্ষণে প্রশ্নকারীকে জিজ্ঞাসা করি, হাদিছজ্ঞ বিদ্বানদিগের হাদিছতত্ত্ব আপনি অবনত মস্তকে মান্য করিয়া থাকেন, তাহার অধিকাংশ বিদ্বানদের কল্পিত মত কোর-আন ও হাদিছে তৎসমস্তের প্রমাণ নাই, এক্ষণে মোহাদ্দেছগণ ও আপনারা ইছলামের সর্ব্বনাশমূলক ঘৃণিত অভিনব বেদয়াত মত গ্রহণ করিয়া কি হইবেন? প্রশ্নকারী অগ্রে এই সমস্ত কার্য্যকে বেদয়াত বলিয়া তওবা করুন, তৎপরে তরিকতের জেকরকে বেদয়াত বলিতে সাহসী হইবেন।

তাওয়াজ্জোহ

মাওলানা শাহ ওলিউল্লাহ মোহাদ্দেছ দেহলবী (রঃ) 'কওলোল জমিল' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, পীর নিজের লতিফা কিম্বা সর্ব্বাঙ্গে জেকর জারি করিয়া কিম্বা নিজে মোরাকাবার নূরে আলোকিত হইয়া সজোরে উক্ত জেকের কিম্বা নূর মুরিদের লতিফা বা সর্ব্বাঙ্গে নিক্ষেপ করেন, ইহাতে উক্ত লতিফা বা সর্ব্বাঙ্গ জেকের উন্মত্ত বা নূরে আলোকিত হয়, ইহাকেই তাওয়াজ্জোহ বলে।

পাঠক! এইরূপ তাওয়াজ্জোহ দানের বহু দলীল কোর-আন ও হাদিছে আছে, যাহার কয়েকটি এস্থলে উল্লেখ করা হইতেছে।

প্রথম মেশকাতের ৬৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে;—

"জনাব হজরত নবী করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমি খোদাতায়ালাকে উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন দেখিয়াছিলাম, অনন্তর খোদাতায়ালা বলিলেন, (মোহাম্মাদ) ফেরেস্তাগণ কি বিষয়ে ঝগড়া করেন? আমি বলিলাম, তুমি শ্রেষ্ঠতম অভিজ্ঞ (অন্তর্যামী), তৎপরে খোদাতায়ালা রহমতের (অনুগ্রহের) জ্যোতিঃ আমার অন্তরে নিক্ষেপ করিলেন, ইহাতে আমি উহার শীতলতা আপন হৃদয়ে অনুভব করিতে লাগিলাম এবং আমি আকাশ ও ভূতলস্থিত যাবতীয় বিষয় অবগত হইলাম। আর এক হাদিছে বর্ণিত আছে, প্রত্যেক

বিষয় আমার পক্ষে প্রকাশিত হইল এবং আমি (তৎসমুদয়ের) তত্ত্বজ্ঞান অবগত হইলাম।"

পাঠক এই হাদিছে প্রমাণিত হইতেছে যে, হজরত নবী করিম (ছাঃ) এর অন্তরে খোদাতায়ালার রহমতের জ্যোতিঃ অর্পিত হইয়াছিল, ইহাকেই তাওয়াজ্জোহ বলে।

দ্বিতীয় ঃ—মিসরি ছাপা ছহিহ বোখারির প্রথম খণ্ডে (৩পৃষ্ঠায়) বর্ণিত আছে "জনাব হজরত নবী করিম (ছাঃ) হেরা নামক পর্ব্বতের গর্ত্তে ছিলেন, এমতাবস্থায় ফেরেস্তা (জিবরাইল) তাঁহার নিকট আগমন করিয়া বলিলেন, আপনি কোরআন পড়ুন । হজরত বলিলেন , আমি কোরআন পড়িতে সক্ষম নহি। তৎপরে তিনি আমাকে ধরিয়া এরূপ ভাবে দাবাইতে লাগিলেন যে, আমার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইতে লাগিল, তৎপরে তিনি আমাকে ছাড়িয়া দিলেন এবং বলিলেন, আপনি কোরআন পড়ুন , আমি বলিলাম , আমি কোরআন পড়িতে সক্ষম নহি। তৎপরে তিনি দ্বিতীয়বার আমাকে ধরিয়া দাবাইতে লাগিলেন, আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছিল, তৎপরে তিনি আমাকে ছাড়িয়া দিলেন এবং বলিলেন, আপনি কোরআন পড়ুন, আমি বলিলাম, আমি কোরআন পড়িতে সক্ষম নহি। তৎপরে তিনি তৃতীয়বার আমাকে ধরিয়া দাবাইতে লাগিলেন, আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছিল, তৎপরে তিনি আমাকে ছাড়িয়া দিয়া 'একরা' ছুরার কয়েক আয়ত পড়িলেন, তখন হজরত (ছাঃ) উক্ত আয়তগুলিসহ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইতেছিল"।

মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ দেহলবি (রঃ) আমপারার তফছিরের ৩০৭।৩০৮ পৃষ্ঠায় ছুরা আ'লাকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, উপরোক্ত ঘটনায় প্রমাণিত হয় যে, হজরত জিবরাইল হজরতকে দাবাইয়া ধরিয়া তাঁহার পবিত্র আত্মার (পাক রুহের) মধ্যে অতি মাত্রায় জ্যোতিঃ (আছর) নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কামেল পীরগণ মানুষের হৃদয়ে যে আছর (আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃ) অর্পণ করেন, উহাকে তরিকতপন্থীগণ তওয়াজ্জোহ নামে অভিহিত করেন, উহা চারি প্রকার হইয়া থাকে। প্রথম তাছিরে এন্‌য়েকাছি, যেরূপ এক ব্যক্তি আতর গাত্রে মর্দ্দন করিয়া কোন সভায় উপস্থিত হইলে উহার সুগন্ধে

সভাসদগণের মস্তিষ্ক বিমোহিত হয় কিন্তু ইহা অতিশয় নিম্নদরের তাছির ; কেননা সেই ব্যক্তি তথা হইতে প্রস্থান করিলে আর উক্ত সৌরভ স্থায়ী থাকে না। এরূপ কোন ওলিউল্লাহ এক স্থানে উপস্থিত হইলে তাঁহার আন্তরিক জ্যোতির প্রভাবে সাধারণ লোক বিমোহিত হইতে থাকে। দ্বিতীয়, তাছিরে-এলকায়ী, যেমন এক ব্যক্তি প্রদীপে তৈল ও পলিতা ঠিক করিয়া রাখে , আর এক ব্যক্তি অগ্নি দ্বারা উহা প্রজ্জ্বলিত করিয়া দেয়, এই প্রকার তাওয়াজ্জোহ প্রথম প্রকার তাওয়াজ্জোহ অপেক্ষা অধিক প্রভাবযুক্ত হইয়া থাকে, কেননা কিছু দিবস ইহার প্রভাব স্থায়ী থাকে, কিন্তু প্রবল বায়ুর তেজে উহা নির্ব্বাপিত হইতে থাকে, ইহাতে নফছ ও লতিফা সকল পরিমার্জিত হয় না। তৃতীয়, তাছিরে এছলাহি, যেমন কোন জলাশয় হইতে নালীযোগ কোন পানিপাত্রে পানি প্রবাহিত করে এবং মধ্যপথের তৃণ ইত্যাদি বিষয়গুলি পরিষ্কার করিয়া দেয়, এই প্রকার তাওয়াজ্জোহের প্রভাব অনেক্ষণ স্থায়ী হইয়া থাকে, ইহাতে স্থুল ও সূক্ষ্ম লতিফা সকল পরিমার্জিত হইয়া থাকে। চতুর্থ, তাছিরে এত্তেহাদি পীর নিজ সিদ্ধ আত্মাকে (কামেল রুহকে) দৃঢ়তার সহিত শিষ্যের আত্মার সহিত সংযোগ করেন, ইহাতে পীরের আত্মার প্রভাব শিষ্যের আত্মায় প্রবেশ করে, ইহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল তাওয়াজ্জোহ ; কেননা উভয় আত্মার সংযোগ পীরের সমস্ত কালাম (আত্মিক ক্রিয়া) শিষ্যের আত্মায় সংক্রামিত হইয়া থাকে।

হজরত খাজা বাকীবিল্লাহ (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক সময় তাঁহার বাটীতে কয়েকজন অতিথি আগমন করিয়া ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সেবার উপযুক্ত কোন খাদ্য সামগ্রী তাঁহার বাটীতে ছিল না, এই হেতু তিনি খাদ্য সংগ্রহ করিতে বিব্রত হইলেন, একজন দোকানদার উক্ত পীর ছাহেবের এই অবস্থা দর্শন করিয়া তাঁহাকে এক খণ্ড রুটী ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী দান করিল ইহাতে তিনি আনন্দিত হইয়া বলিলেন, তুমি আমার নিকট কি যাজ্ঞা কর? লোকটি বলিল, আপনি আমাকে আপনার ন্যায় করুন। পীর ছাহেব বলিলেন, তুমি ইহা সহ্য করিতে পারিবে না, অন্য কিছু যাজ্ঞা কর। সে ব্যক্তি বারম্বার উহাই প্রস্তাব করিতে লাগিল এবং পীর ছাহেব উহা অস্বীকার করিতেছিলেন, অগত্যা পীর ছাহেব তাহাকে হোজরায় লইয়া এত্তেহাদী তাওয়াজ্জোহ তাহার

উপর নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে উভয়ে তথা হইতে বাহির হইলেন, কিন্তু পীর ও শিষ্যের আকৃতি একই প্রকার হইয়া গিয়াছিল। তবে প্রভেদ এইটুকু যে পীর ছাহেব চৈতন্য ও শিষ্য অচৈতন্য, কয়েক দিবস পরে শিষ্যের মৃত্যু ঘটিল। হজরত জিবরাইল (আঃ) জনাব হজরত নবী করিমের (ছাঃ) উপর এত্তেহাদী তাওয়াজ্জোহ প্রদান করিয়াছিলেন। এমন কি তাঁহার আত্মা হজরতের আত্মার সহিত দুগ্ধ ও চিনির (শর্করার) ন্যায় মিশ্রিত হইয়া আশ্চর্য্যজনক প্রভা বিকীরণ করিয়াছিল।

তৃতীয় দলীল ;—

ছহিহ বোখারী (মিছরি ছাপা) ২২পৃষ্ঠা ;—

"হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন আমি বলিয়াছিলাম, ইয়া রাছুলাল্লাহ! আমি আপনার নিকট বহু হাদিছ শুনিয়া থাকি, কিন্তু উহা বিস্মৃত হইয়া থাকি। হজরত বলিলেন, তোমার চাদরটি বিছাইয়া ধর, ইহাতে আমি উহা বিছাইয়া ধরিলাম, হজরত দুই হস্ত দ্বারা উহার দিকে ইশারা করিয়া বলিলেন, তুমি উহা উঠাইয়া লও, আমি উহা উঠাইয়া লইলাম, তৎপরে আমি আর কিছু বিস্মৃত হই নাই।"

"এই হাদিছে প্রমাণিত হইল যে, হজরত নবী করিম (ছাঃ) হজরত আবু হোরায়রার (রাঃ) অন্তরে তাওয়াজ্জোহ প্রদান করিয়া ছিলেন , ইহার প্রভাবে তাঁহার হৃদয় এরূপ প্রভাবসম্পন্ন হইয়াছিল যে, তিনি আর কখনও কোন হাদিছ বিস্মৃত হন নাই ।

চতুর্থ দলীল;—

'তফছিরে দোর্‌রে-মনছুরে লিখিত আছে, "হজরত ওমার (রাঃ) ইছলাম গ্রহণের পূর্ব্বে উলঙ্গ তরবারি সহ হজরত নবী করিম (ছাঃ) এর শিরচ্ছেদনের জন্য তাঁহার নিকট পৌঁছিলে, হজরত (ছাঃ) তাঁহার দুই হস্ত ধরিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার সমস্ত শরীর বিকম্পিত হইল ও তাঁহার হস্ত হইতে তরবারি ভূতলে পতিত হইল, তৎক্ষণাৎ তিনি কলেমা পাঠ করিয়া মুছলামান হইলেন।"

পাঠক, হজরত নবী করিম (ছাঃ) হজরত ওমারের (রাঃ) হৃদয়ে এত্তেহাদী-তাওয়াজ্জোহ দিয়াছিলেন, সেই হেতু তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বিকম্পিত হইয়াছিল এবং তিনি কাফের হইতে ইছলামে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিলেন।

পঞ্চম দলীল ;—

শেফায়ে কাজী এয়াজ, ১।২৩২।২৩৩ পৃষ্ঠা;—

(হজরত) হামজা (রাঃ) শায়বা বেনে ওছমানের পিতা ও চাচার (পিতৃব্যের) প্রাণবধ করিয়াছিলেন, সেই শায়বা 'হোনাএন' যুদ্ধের দিবসে (জনাব) নবী (ছাঃ) কে (একাকী) পাইয়া বলিতে লাগিল, অদ্য আমি হজরত মোহাম্মাদ (ছাঃ) এর নিকট হইতে উহার প্রতিশোধ লইব। যে সময় লোকে যুদ্ধে রত হইল, তখন সে হজরতের পশ্চাদ্দিক হইতে তাঁহার উপর আঘাত করণেচ্ছায় তরবারি উঠাইল। শায়বা বলিয়াছে, যে সময় আমি হজরতের অতি নিকটবর্ত্তী হইলাম, সে সময় বিদ্যুৎ অপেক্ষা অধিকতর দ্রুতগতিতে একটি অগ্নিশিখা আমার নিকট ধাবিত হইল, ইহাতে আমি পালায়ন করিতে লাগিলাম। হজরত নবী করিম (ছাঃ) আমার এই ঘটনা অবগত হইয়া আমাকে ডাকিলেন। আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, হজরত আমার বক্ষের উপর নিজ হস্ত রাখিলেন, অথচ তিনি আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক অপ্রিয় ছিলেন।

তৎপরে তিনি যখন হাত উঠাইয়া লইলেন, তখন তিনি আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক প্রীতিভাজন হইয়া গেলেন। এমতাবস্থায় হজরত আমাকে বলিলেন, তুমি নিকটে যাইয়া যুদ্ধ কর আমি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কাফেরদের উপর তরবারির আঘাত করিতে লাগিলাম এবং তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিতে উদ্যত হইলাম। যদি সেই সময় হজরতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আমার পিতাকে দেখিতাম, তবে তাহার ও উপর তরবারির আঘাত করিতাম।

এস্থলে হজরতে তাওয়াজ্জোহ প্রদান করায় শায়বা কাফেরী ও শত্রুতা ত্যাগ করিয়া পরম বন্ধু ও পরিপক্ক ইমানদার হইয়াছিল।

ষষ্ঠ দলীল;—

শেফা ২।২৩৩ পৃষ্ঠা ;—

"ফাজালা বেনে আমর বলিয়াছেন, হজরত নবী (ছাঃ) মক্কা শরীফ জয় হওয়ার বৎসরে কা'বা শরিফের তওয়াফ(প্রদক্ষিণ) করিতেছিলেন, এম অবস্থায় আমি তাঁহার প্রাণবধ করিতে ইচ্ছা করিলাম। যখন আমি হজরতের নিকটবর্ত্তী হইলাম তখন তিনি ডাকিলেন হে ফাজালা! আমি হুজুর বলিয়া উত্তর দিলাম। হজরত (ছাঃ) বলিলেন, তুমি মনে মনে কি চিন্তা করিতেছ? আমি বলিলাম, কিছুই না। ইহাতে হজরত হাস্য করিয়া আমার জন্য খোদাতায়ালার নিকট ক্ষমা চাহিলেন এবং নিজের হাত আমার বক্ষের উপর রাখিলেন। তখন আমার মন শান্তি প্রাপ্ত হইল। খোদাতায়ালার শপথ, হজরত হাত উঠাইতে না উঠাইতে আমার নিকট এরূপ বোধ হইল যে, যেন খোদাতায়ালা তাঁহা অপেক্ষা আমার সমধিক প্রিয় পাত্র আর কাহাকেও সৃষ্টি করেন নাই।

এস্থলে হজরতের তাওয়াজ্জোহ প্রদানের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

সপ্তম দলীল ;—

মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ ছাহেব 'তোহ্‌ফা এছনা আশারিয়া' কেতাবের ২১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

"হজরত বলিয়াছেন, খোদাতায়ালা যাহা কিছু আমার হৃদয়ে নিক্ষেপ করিয়াছেন, আমি তৎসমুদয় আবুবকরের (রাঃ) হৃদয়ে নিক্ষেপ করিয়াছি।"

পাঠক! ইহাতেও প্রমাণিত হইতেছে যে, হজরত নবী করিম (ছাঃ) তাঁহার চির-সহচর হজরত আবুবকরের (রাঃ) হৃদয়ে তাওয়জ্জোহ দান করিয়াছিলেন।

অষ্টম দলীল;—

কোরআন ও হাদিছ হইতে অলিউল্লাহদিগের কারামতের সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে, পীরগণ অলৌকিকভাবে শিষ্যদের সর্ব্বাঙ্গকে জেকরে উন্নত ও মোরাকাবার নূরে আলোকিত করিয়া দেয়; ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কারামত বিশ্বাসীদের কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

কেহ কেহ উক্ত তাওয়াজ্জোহকে কোরআন হাদিছের বিপরীত বেদয়াত মরদুদ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। পাঠক, এক্ষণে আপনারা দেখিলেন ত যে, তাওয়াজ্জোহ কোরআন ও হাদিছ অনুমোদিত মত, ইহাকে যিনি বেদয়াত বলেন, তিনিই বেদয়াতি, তাহার কথাই মরদুদ, তিনি তওবা করিবেন কি?

পীরদিগের কারামতে মুরিদদিগের সর্ব্বঙ্গে আল্লাহ নামের বা কলেমার জেক্‌র করিতে থাকে, কিছুকাল পরে মূরিদগণ নিজ নিজ কর্ণে উহার শব্দ শুনিতে পাইয়া থাকে, ইহাকে যিনি ম্যাসম্যারিজমের সহিত তুলনা দিয়াছেন, আমরা অশঙ্কা করি, তিনি কোন দিবস বলিয়া ফেলিবেন যে, জাদুগরদিগের জাদু ও পয়স্বরদিগের মো'জেজা একই জিনিষ। বরং ইহাও বলিতে পারেন যে, মুছলমানদের খোদার জন্য সেজদা করা ও পৌত্তলিকদের প্রতিমার জন্য গড় হওয়া একই বিষয় ।ধন্য তাহাদের ফৎওয়াজারী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একাদশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ হজরত এমাম রাব্বানি আহমদ ছারহান্দি (কোঃ) মকতুবাতের প্রথম খণ্ডে (৫০।৫৪ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন, "শরিয়ত মূল , তরিকত ও হকিকত উহার সেবক। শরিয়ত তিন অংশে বিভক্ত হইয়াছে, প্রথম উহার জ্ঞান লাভ-যাহাকে এলম বলা হয়, দ্বিতীয় তদনুযায়ী কার্য্য করা-যাহাকে আমল বলা হয়, তৃতীয় উক্ত কার্য্যে বিশুদ্ধ সঙ্কল্প হওয়া—যাহাকে এখলাছ নামে অভিহিত করা হয়। এই তিন বিষয় জ্ঞান লাভ ব্যতীত শরিয়ত সিদ্ধ (কামেল) হইতে পারে না। শরিয়ত সিদ্ধ হইলে খোদার সন্তোষ লাভে সৌভাগ্যবান হওয়া যায়। খোদাতায়ালার সন্তোষ লাভ দুই জগতের সমস্ত প্রকার সৌভাগ্য লাভ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম।"

কোরআন শরিফে বর্ণিত আছে;—

ورضوان من الله اكبر

" খোদার সন্তোষ লাভ শ্রেষ্ঠতম। এক্ষেত্রে শরিয়ত দুই জগতের শ্রেষ্ঠতম সৌভাগ্য লাভের একমাত্র অবলম্বন, কিন্তু যে সে লোক এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম। অনেক অমূলক ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ও বাহ্য আড়ম্বরে বিমুগ্ধ হইয়া এবং শরিয়তের অত্যুচ্চ মর্য্যাদা , তরিকত ও হকিকতের নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে অক্ষম হইয়া শরিয়তকে চর্ম্ম স্বরূপ ও হকিকতকে মজ্জা স্বরূপ ধারণা করে; বস্তুতঃ তরিকত ও হকিকত যে শরিয়তের পূর্ণকারী সেবক ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহারা এই ধ্রুব সত্য পদদলিত করিয়া ছুফিদের বাহ্য হাবভাব ও আড়ম্বর দর্শনে প্রতারিত হইয়াছে।

হজরত মোজাদ্দেদ ছাহেব উক্ত মকতুবাতের ৯৫।১১২।১১৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "তরিকত শিক্ষার্থীরা প্রথমেই ছুন্নত জামায়াত সম্প্রদায়স্থ বিদ্বান মণ্ডলীর ন্যায় মত ধারণ করিবেন, তৎপরে শরিয়তের আবশ্যকীয় মছলাগুলির সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া ফরজ, ওয়াজেব, ছুন্নত ও মোস্তাহাবগুলির সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবেন এবং হারাম, মকরুহ, বা সন্দেহমূলক কার্য্যগুলি ত্যাগ করিবেন, তৎপরে খোদাতায়ালার অনুগ্রহ হইলে তরিকতের নিয়মাবলী পালন পূর্ব্বক সুক্ষ্ম জগতে উন্নীত হইতে পারেন, ছুন্নত জামায়াতের মতাবলম্বন এবং শরিয়তের আদেশ নিষেধ পালন ব্যতীত মা'রেফাত ও হকিকত তত্ত্ব লাভ করা অসম্ভব।"

তিনি উক্ত মকতুবাতের ৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"ফরজ কার্য্যের সহিত নফল কার্য্যের কোন তুলনা হইতে পারে না। সময় মত একটি ফরজ কার্য্য সম্পাদন করা বিশুদ্ধ ভাবে সহস্র বৎসর ব্যাপী নফল নামাজ, রোজা, জেকর, মোরাকাবা ইত্যাদি কার্য্য সম্পাদন করা অপেক্ষা উত্তম, বরং ফরজ কার্য্যের মধ্যে যে কোন ছুন্নত মোস্তাহাব আছে , তাহা ও অন্যান্য নফল কার্য্য হইতে বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। এক কড়াকড়ি জাকাত প্রদান করা নফল ভাবে পর্ব্বত তুল্য সুবর্ণ দান অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। উক্ত জাকাত আপন আত্মীয় দরিদ্রকে প্রদান করা মোস্তাহাব, এই মোস্তাহাবটিও অন্যান্য নফল দান অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। তহরিমি হউক, আর তঞ্জিহি হউক, এইরূপ কোন একটি মকরুহ পরিত্যাগ করা জেকর, ফেকর, মোরাকাবা ও তাওয়াজ্জোহ অপেক্ষা বহু

গুণে শ্রেষ্ঠ। অবশ্য ফরজ, ওয়াজেব, ছুন্নত মোস্তাহাবগুলি সুচারুরূপে পালন ও মকরুহ, হারাম ও সন্দেহমূলক কার্য্যগুলি ত্যাগ করার পরে যদি কেহ জেকর, মোরাকাবা ইত্যাদি সম্পাদন করিতে পারে, তবে সে মহা উচ্চপদ লাভে সমর্থ হইবে।”

মকতুবাত, প্রথম খণ্ড ৬৯।১৩৫ পৃষ্ঠা;—

“রিপু দমনার্থ শরিয়ত সঙ্গত একটি কার্য্য করা শরিয়ত বর্হিভুত সহস্র বৎসরব্যাপী সাধ্য সাধনা ও বৈরাগ্যভাব হইতে শ্রেষ্ঠ। সন্ন্যাসীগণ বহু সাধ্য সাধনা করিয়া থাকে, কিন্তু ইহাতে তাহাদের রিপু সতেজ হওয়া ব্যতীত নিস্তেজ হয় না। দিবাভাগে দ্বিতীয় প্রহরের সময় কিছুক্ষণ শয়ন করা হজরত নবী করিম (ছাঃ) এর ছুন্নত, এই একটি ছুন্নত পালন করা ছুন্নত বর্হিভূত কোটি কোটি রাত্রি জাগরণ অপেক্ষা উত্তম। ঈদের দিবস পানাহার করা শরিয়তের একটি ব্যাবস্তা, এই শরিয়ত সঙ্গত ব্যবস্থাটি পালন করা শরিয়ত-বর্হিভূত অনন্তকাল পর্য্যন্ত রোজা করা অপেক্ষা উত্তম। হজরত ওমার (রাঃ) এক দিবস ফজরের নামাজ সমাপনান্তে একজন সহচরকে অনুপস্থিত দেখিয়া তাহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে সহচরেরা বলিলেন, উক্ত ব্যক্তি সমস্ত রাত্রি জাগ্রত থাকিয়া নামাজ পাঠ করে, বোধ হয় এখন নিদ্রিত আছে তৎশ্রবণে হজরত ওমার (রাঃ) বলিলেন, যদি সে ব্যক্তি সমস্ত রাত্রি নিদ্রিত থাকিয়া ফজরের নামাজ জামায়াতসহ সম্পন্ন করিত, তবে সমধিক ফলপ্রদ হইত।”

মকতুবাত প্রথম খণ্ড, ১৭১ পৃষ্ঠা ;—

নকশবন্দিয়া তরিকায় ছুন্নতকে দৃঢ়রূপে ধারণ করিতে হয় এবং বেদয়াত পরিত্যাগ করিতে হয় বিধায়, এই তরিকা উন্নতি অত্যুচ্চ সোপানে আরোহন করিয়াছে এই জন্য তরিকার পীরগণ উচ্চ শব্দে জেকর ত্যাগ করতঃ কল্‌বের (অন্তরের) জেকর অবলম্বন করিয়াছেন, সঙ্গীত ও জেকর কালে নর্ত্তন কুর্দ্দন যাহা নবী করিম (ছাঃ) ও তাঁহার পবিত্র খলিফাগণের সময় ছিল না নিষেধ করিয়াছেন, চল্লিশ দিবস নির্জ্জন বাসের প্রথা যাহা উক্ত পবিত্র সময়ে ছিল না, ত্যাগ করতঃ এরূপ পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, যাহাতে জনতার মধ্যে থাকিয়াও হৃদয়কে খোদাতায়ালার ধ্যানে নির্বিষ্ট রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন,

দৃঢ়ভাবে ছুন্নতের অনুসরণ ও বেদয়াত পরিহার করায় বহু আত্মিক উন্নতি লাভে সমর্থ হইয়াছেন, সেই হেতু অন্যান্য তরিকার পীরগণ ছলুক সমাপনান্তে যে সমস্ত মকাম (উচ্চপদ) লাভে সক্ষম হইয়াছেন, এই তরিকার পীরগণ ছলুকের প্রারম্ভে তৎসমুদয় অর্জ্জনে সক্ষম হইয়াছেন। অন্যান্য তরিকার নেছবত (আধ্যাত্মিক) উন্নতি অপেক্ষা এই তরিকার নেছবত উচ্চতম, ইহাদের মুখ-নিঃসৃত উপদেশ আত্মিক পীড়ার ঔষধ, ইহাদের দৃষ্টি আন্তরিক ব্যাধির উপশম, ইহাদের তাওয়াজ্জোহ শিক্ষার্থীগণকে উভয় জগতের আসক্তি হইতে মুক্তি প্রদান করে ইহাদের উচ্চ হৃদয়ের আকর্ষণ মুরিদগণকে জড় জগতের নিম্নস্তর হইতে অদৃশ্য লোকের উচ্চস্তরে উন্নতি করে, কিন্তু বর্ত্তমান কালে উপরোক্ত নেছবত বিলুপ্ত হইয়াছে, একদল তরিকতপন্থী উক্ত মূল্যবান রত্ন অর্জ্জনে অসমর্থ হইয়া ইতস্ততঃ বিব্রত হইতেছে এবং শিশুরা যেরূপ সামান্য ফলমূল লইয়া ক্রীড়া করিতে কৌতুহল মনে করে, সেইরূপ তাহারা মূল্যবান রত্নরাজি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কতিপয় কঙ্কর লইয়া তৃপ্তি বোধ করে। তাহারা কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া প্রাচীন পীরগণের প্রদর্শিত নিয়ম পরিহার পূর্ব্বক কখন উচ্চস্বরে জেকর করায় শান্তি অনুভব করে, কখন সঙ্গীত, নর্ত্তন-কুর্দ্দন করিয়া তৃপ্তি লাভ করে, লোকজনে সমাকীর্ণ থাকিয়াও অহর্নিশি খোদাতায়ালার ধ্যানে মন নিবিষ্ট রাখা তাহাদের পক্ষে সহজসাধ্য না হওয়ায় চল্লিশ দিবস নির্জ্জন কুটীর বাস করার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকে, এই বেদয়াত কার্য্যকে তরিকার অঙ্গীভূত বিধান বলিয়া ধারণা করে, এই তরিকত ধ্বংস কর বিষয়কে সংস্কার বলিয়া কল্পনা করে, খোদাতায়ালা তাহাদিগের জ্ঞানচক্ষুকে উন্মিলিত করুন এবং এই তরিকার পীরগণের আত্মিক উন্নতির কিছু কিছু তাহাদের অন্তরে নিক্ষেপ করুন।

মকতুবাত, প্রথম খণ্ড, ৩৩৩—৩৩৫ পৃষ্ঠা ;—

অন্যান্য তরিকা অপেক্ষা নকশবন্দিয়া তরিকা অবলম্বন করা উত্তম, কেননা এই তরিকার পীরগণ দৃঢ়রূপে ছুন্নতের অনুসরণ ও বেদয়াত কার্য্য বর্জন করিয়াছেন, যদি ছুন্নতের অনুসরণ করিয়াও জেক্‌র ও মোরাকাবা কালে কোন আত্মিক হাবভাব দর্শন করিতে না পারেন, তবে তাহাতেও তৃপ্তি অনুভব

করেন আর যদি ছুন্নতের অনুসরণে ক্রুটী করিয়া কোন আধ্যাত্মিক হাবভাব দর্শন করেন, তবে উহা পছন্দ করেন না। এই হেতু তাহারা সঙ্গীত, নর্ত্তন-কুর্দ্দন জায়েজ করেন নাই এবং উহাতে যে সমস্ত অবস্থা পরিলক্ষিত হয়, তাহার প্রতি আস্থা স্থাপন করেন নাই ও উচ্চ শব্দে জেকর করা বেদয়াত ধারণায় উহা নিষেধ করিয়াছেন এবং উহার যে সমস্ত ফল লাভ হয় তাহার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন নাই। এক দিবস আমি আমার পীর (হজরত খাজা বাকিবিল্লাহ (কঃ) ছাহেবের সেবায় (খেদমতে) আহারের মজলিশে উপস্থিত ছিলাম, এমতাবস্থায় হজরত খাজা ছাহেবের প্রিয়তম শিষ্য শেখ কামাল আহার আরম্ভকালে উচ্চস্বরে বিছমিল্লাহ পড়িয়াছিলেন যে, ইহাতে হজরত খাজা ছাহেব অত্যন্ত অসন্তষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন যে, তাহাকে আহারের মজলিশে উপস্থিত হইতে নিষেধ করিয়া দাও। হজরত খাজা ছাহেবের মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, হজরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্শবন্দী (কোঃ) স্থানীয় বিদ্বান মণ্ডলীকে আহ্বান পূর্ব্বক ওলি প্রবর হজরত আমীর কালাল (রঃ) এর দীক্ষালয়ে (খানকাতে) এই জন্য লইয়া গিয়াছিলেন যে, যেন তাহারা উক্ত দরবেশ প্রবরকে উচ্চ শব্দে জেকর করিতে নিষেধ করেন, বিদ্বানমণ্ডলী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, উচ্চ শব্দে জেকর করা বেদয়াত, আপনি উহা করিবেন না, তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, আমি উহা করিব না যখন এই তরিকার পীরগণ উচ্চ শব্দে জেকের করা এরূপ দৃঢ়রূপে নিষেধ করিয়া থাকে, তখন সঙ্গীত, নর্ত্তন-কুর্দ্দন কিরূপে সিদ্ধ বলিলেন? শরিয়তের বিরুদ্ধ কার্য্যকলাপে যে সমস্ত হাবভাব ও আসক্তি পরিলক্ষিত হয়, উহা আমাদের মতে ভোজবিদ্যার মধ্যে গণ্য কেননা ঐন্দ্রজালিকেরা ঐরূপ হাবভাব ও আসক্তি লাভে সমর্থ হইয়া থাকে, উক্ত দরবেশ দল যেরূপ অদৃশ্য বস্তু সকল দর্শন করিয়া থাকেন, সেইরূপ সন্ন্যাসীগণ ও যোগীগণ দর্শন করিয়া থাকে। হারাম ও সন্দেহমূলক কার্য্য ত্যাগ করার পরে শরিয়তের বিধান মতে যে কোন আত্মিক হাবভাব প্রকাশিত হয়, তাহাই অকৃত্রিম তরিকত। সঙ্গীত ও জেকর কালে নর্ত্তন, কুর্দ্দন করা প্রকৃত পক্ষে ক্রীড়া কৌতুকের মধ্যে গণ্য।

কোর-আন শরিফের ছুরা লোকমানে বর্ণিত আছে ;—

ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن

سبيل الله بغير علم

লোকদের মধ্যে এরূপ কোন লোক আছে যে, ক্রীড়াজনক কথা অবলম্বন করে। উদ্দেশ্য এই যে, বিনা এল্‌মে (লোককে) খোদাতায়ালার পথ হইতে পথভ্রান্ত করে।"

এই আয়তটি গীত নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য অবতীর্ণ হইয়া ছিল। হজরত এবনে আব্বাছের শিষ্য তাবিয়ি শ্রেষ্ঠ এমাম মোজাহেদ বলিয়াছেন। এই আয়তে সঙ্গীত নিষিদ্ধ হইয়াছে। হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) ও এবনে মছউদ (রাঃ) এই ছাহাবাদ্বয় শপথ করিয়া বলিতেন যে, উক্ত আয়তে গীত নিষিদ্ধ হইয়াছে ইহা তফছির মাদারেকে আছে। কোর-আন ছুরা ফোর-কান والذين لا يشهدن الزور এমাম মোজাহেদ বলেন, খোদাতায়ালা উক্ত আয়তে প্রকাশ করিয়াছেন যে, ধার্ম্মিকেরা সঙ্গীতের নিকট উপস্থিত হন না।" এমাম আবু মনছুর মাতুরিদি (রঃ) গীতের সুরে কোর-আন পাঠকারিদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি বর্ত্তমানকালের এরূপ 'ক্বারী দিগের কোর-আন পাঠকালে বলে যে, তুমি ভাল করিয়াছ, সে ব্যক্তি কাফের হইয়া যাইবে, তাহার স্ত্রীর নিকাহ ভঙ্গ হইয়া যাইবে এবং খোদাতায়ালা তাহার সমস্ত সৎকার্য্য বিনষ্ট করিয়া দিবেন। এমাম আবু নসির এমাম কাজি জহিরউদ্দিন হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি কোন গায়কের বা অন্য কোন লোকের মুখে গীত শ্রবণ করিয়া অথবা কোন হারাম কার্য্য দর্শন করিয়া অন্তরের ভক্তি সহকারে হউক, আর নাই হউক উহাকে ভাল বলে, সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ কাফের হইবে, কেননা সে ব্যক্তি শরিয়তের হুকুম বাতীল করিল, আর যে ব্যক্তি শরিয়তের হুকুম বাতীল করে, সে কোন এমামের নিকট ঈমানদার থাকিবে না খোদাতায়ালা তাহার সৎকার্য্য গ্রহণ করিবেন না এবং তাহার সমস্ত সৎকার্য্য নষ্ট করিবেন। গীত হারাম হওয়ার সম্বন্ধে কোর-আন, হাদিছ ও ফেকাহের অসংখ্য প্রমাণ আছে। এক্ষণে যদি কোন ব্যক্তি গীত হালাল 'প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে কোন মনছুখ হাদিছ বা বাতীল রেওয়াএত পেশ করে, তবে উহা

অগ্রাহ্য হইবে, কেন্না কোন ফেকহ্ তত্ত্ববিদ বিদ্বান্ কোন সময়ে গীত হালাল হওয়ার ফৎওয়া প্রদান করেন নাই এবং জেকরকালে নর্ত্তন, কুর্দ্দন জায়েজ বলেন নাই, ইহা এমাম জিয়াউদ্দীন শামি নিজ কেতাবে লিখিয়াছেন। হালাল ও হারাম হওয়া সম্বন্ধে ছুফিদিগের কার্য্য দলীল হইতে পারে না, এস্থলে এমাম আবু হানিফা (রঃ) আবু ইউছুফ (রঃ) ও মোহাম্মদ (রঃ) প্রভৃতি ফকিহ্গণের ফৎওয়া গ্রাহ্য হইবে, পীর আবু বকর শিবলী (রঃ) ও পীর আবুল হাছান নূরী (রঃ) প্রভৃতি তরিকতপন্থিদিগের কার্য্য ধর্ত্তব্য হইতে পারে না। বর্ত্তমান কালের অপরিপক্ক ছুফিগণ নিজেদের মুর্শিদগণের কার্য্যকে দলীল বুঝিয়া গীত, নর্ত্তন ও কুর্দ্দনকে ধর্ম্ম ও এবাদতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

তাহারা কোরআন শরিফের আয়তানুসারে নিজেদের ধর্ম্মকে কৌতুক ক্রীড়া করিয়া লইয়াছেন। উল্লিখিত রেওয়াএত হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি হারাম কার্য্যকে ভাল জানে, সে ইছলামাবলম্বীদিগের দল হইতে বহির্ভূত ও ধর্ম্মচ্যুত হইবে। এক্ষণে চিন্তা করা আবশ্যক যে সঙ্গীত, নর্ত্তন ও কুর্দ্দনের মজলিশের সম্মান করা বরং উহা এবাদত ও নেক কার্য্য জানা কত বড় অহিতকর বিষয়।''

মকতুবাত ২য় খণ্ড ১০৮ পৃষ্ঠা ;—

''শরিয়তের বিধি ব্যবস্থা কোরআন, হাদিছ, এজমা ও কেয়াছ এই চারিটি দলীল হইতে প্রমাণিত হইবে, এই চারিটি দলীল ব্যতীত এলহাম বা কাশফ দ্বারা হালাল, হারাম, ফরজ, ছুন্নত প্রমাণিত হইতে পারে না, যেরূপ জায়েদ, আমর প্রভৃতি সাধারণ লোক এমামগণের মজহাব মান্য করিতে বাধ্য, সেইরূপ কাশফ শক্তিসম্পন্ন এলহামপ্রাপ্ত পীর জন্নুন মিসরি, পীর বাএজিদ বোস্তামি, পীর জোনাএদ বাগদাদী ও পীর শেখ শিবলী প্রভৃতি তরিকতপন্থী ওলিগণ শয়িতের ব্যবস্থা উক্ত এমামগণের মতাবলম্বন করিতে বাধ্য। অবশ্য শেষোক্ত পীরগণ খোদাতায়ালার প্রেমে উন্মত্ত হইয়া পার্থিব যাবতীয় বিষয়ের প্রেম বর্জনে সমর্থ হইয়াছেন, বহু গুপ্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভে সৌভাগ্যবান হইয়াছেন। শরিয়ত বৃক্ষ সদৃশ, মা'রেফাত্ ও তত্ত্বজ্ঞান ফল সদৃশ, যদিও বৃক্ষ রোপণের উদ্দেশ্য ফল প্রাপ্তি, তথাচ মূল বৃক্ষটি নষ্ট হইলে ফলের আশা করা দুরাশা

মাত্র। যে ব্যক্তি বিহিত উপায়ে যত অধিক বৃক্ষ পালনের ব্যবস্থা করে, ততই অধিক ফল প্রাপ্তির আশা করিতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি ছেদন পূর্ব্বক ফলের প্রতীক্ষা করে সে নিতান্ত হতজ্ঞান। এইরূপ যে ব্যক্তি যতই অধিক পরিমাণ শরিয়ত পালনে যত্নবান হন ততই মা'রেফাত রূপ ফল প্রাপ্তিতে সৌভাগ্যবান হন। আর যে ব্যক্তি যতই শরিয়ত পালনে শৈথিল্য প্রকাশ করে, ততই মা'রেফাত রত্ন হইতে বঞ্চিত হইবে। যদি কোন শরিয়ত লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি অদৃশ্য বিষয় দর্শন করে, তবে উহা শয়তানের ভেল্কি বুঝিতে হইবে। সন্ন্যাসী ও যোগিগণ এইরূপ ভেল্কি দেখিয়া থাকে। শরিয়ত বিরোধী হকিকতকে খাঁটি কাফেরী জানিতে হইবে।

এরশাদোত্তালেবিন কেতাবে লিখিত আছে যে, চেতন বা নিদ্রিতাবস্থায় সৎ মানুষের হৃদয়পটে কোন বস্তুর প্রতিচ্ছায়া অঙ্কিত হয়, উহাকে 'কাশ্‌ফ' বলে। খোদাতায়ালা বা ফেরেস্তা মানুষের হৃদয়ে যে তত্ত্বজ্ঞান নিক্ষেপ করেন, উহাকে এলহাম বলে। আর শয়তান কর্ত্তৃক যে কু-কল্পনা হৃদয়ে নিক্ষিপ্ত হয়, উহাকে 'ওয়াছওয়াছা' বলে। ওলিউল্লাহগণের কাশ্‌ফ অনেক ভ্রান্তিমূলক হইয়া থাকে, কেননা দুইজন ওলিউল্লাহ এক বিষয়ে কাশ্‌ফ করিয়া দুইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেন এর একজন ওলিউল্লাহ কোন বিষয়ে দুই সময় কাশ্‌ফ করিয়া দুই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ভাব বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে কাশ্‌ফ অকাট্য সত্য হইতে পারে না।

আকায়েদে নাছাফিতে লিখিত আছে যে, এলহাম দ্বারা অকাট্য জ্ঞান (এলমে একিনি) লাভ হইতে পারে না।

মকতুবাত, প্রথম খণ্ড, ৩৭৩ পৃষ্ঠা ;—

ছুন্নত জামায়াতের বিদ্বানগণ কোরআন, হাদিছ ও প্রাচীন বিদ্বানগণের নীতি ও উপদেশ হইতে যে সমস্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং অধিকাংশ ছুন্নি বিদ্বান কোরআন ও হাদিছে যেরূপ মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন তৎসমুদয়কে অকাট্য সত্য জানা তরিকতপন্থীর পক্ষে একান্ত আবশ্যক। যদি কাশ্‌ফ ও এলহাম দ্বারা উপরোক্ত ছুন্নি বিদ্বানদিগের প্রদর্শিত মতের বিপরীত কোন মত প্রকাশিত হয়, তবে উহা গ্রাহ্য করিতে নাই। উক্ত বিদ্বানগণ খোদাতায়ালার

একত্ব, নৈকট্য ও সহকৃত হওয়া ইত্যাদি মর্ম্মবাচক আয়ত ও হাদিছ গুলির যে যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যদি আত্মহারা দরবেশের পক্ষে তদ্বিপরীতে অন্য কোন মর্ম্ম প্রকাশিত হয়, তবে খোদাতায়ালার নিকটে সবিনয়ে প্রার্থনা করিতে থাকিবে যে, দয়াময় খোদাতায়ালা, তুমি আমাকে এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়া সত্যপরায়ণ ছুন্নত জামায়াত সম্প্রদায়স্থ বিদ্বানগণের প্রদর্শিত মতের সানুকুল অবস্থা প্রদর্শন কর, তাঁহাদের মতের কেশাগ্র বিপরীত কোন মত আমাকে প্রদর্শন করিও না। মূল কথা এই যে, কাশ্‌ফের ছুন্নি বিদ্বানদিগের মতের সহিত সামঞ্জস্য করিতে হইবে, উহার বিপরীত এলহামগুলি ত্যাগ করিতে হইবে। কেননা তাহাদের বিপরীত সমস্ত মত অমূলক, বেদয়াতি সম্প্রদায়েরা আপন আপন কলুষিত কল্পনা দ্বারা নব নব মত সৃষ্টি করতঃ পথভ্রষ্ট হইয়াছে। ছুন্নি সম্প্রদায়স্থ বিদ্বানগণ, সাহাবাগণ ও প্রাচীন বিদ্বানগণ কর্ত্তৃক উক্ত মর্ম্ম সকল শিক্ষা করিয়াছেন ও তাঁহাদের জ্যোতিঃ দ্বারা সত্যপথ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই অনন্ত মুক্তির অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহারাই শরিয়তবাহক নামের যোগ্য তাঁহারাই কৃত্রিম অকৃত্রিম মতের প্রভেদ করিয়াছেন, তাঁহাদের বহু সাধ্য-সাধনায় ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব জগদ্বাসীদের সমক্ষে প্রকাশিত রহিয়াছে, তাঁহারা পথ প্রদর্শন না করিলে আমরা কখনও সত্য পথের অন্বেষণ পাইতাম না, তাঁহাদের বিপরীত যে কোন মত হউক সমস্তই বাতীল। যে সমস্ত তরিকতপন্থী পীরগণ ছলুকের সমস্ত পথ অতিক্রম করিয়া বেলাএতের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছেন, তাঁহারাও কাশ্‌ফ ও এলহাম কর্ত্তৃক অবগত হইয়াছেন যে, উক্ত বিদ্বানদিগের মত ধ্রুব সত্য। যদিও মধ্যম শ্রেণীর ছুফিগণ আত্ম-বিস্মৃতি অবস্থায় ছুন্নি বিদ্বানদিগের বিপরীতে কিছু দর্শন করিয়া থাকেন, তথাচ বেলাএতের শেষ সীমায় উপস্থিত হইলে স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারে যে, তাঁহাদের আত্ম-বিস্মৃতি অবস্থায় অর্জ্জিত জ্ঞান একেবারে অমূলক। এই আত্মহারা ছুফিদল খোদাতায়ালার নৈকট্য, পরিব্যাপ্ত হওয়া ও সহকৃত হওয়া ইত্যাদি গুণাবলী সম্বন্ধে বা অন্যান্য কয়েক স্থলে কাশ্‌ফ করিতে গিয়া ভ্রম পথে পতিত হইয়াছেন। এক্ষেত্রে তরিকত শিক্ষার্থী ব্যক্তি সিদ্ধি (কামালিয়াত) লাভের পূর্ব্বে কাশ্‌ফ কর্ত্তৃক শরিয়তের বিপরীতে কোন হাবভাব দর্শন করিলে,

সত্যপরায়ণ বিদ্বানদিগের মতের অনুসরণ করিতে তাঁহাদিগকে সত্যপরায়ণ ও নিজকে ভ্রান্ত ধারণা করিতে বাধ্য হইবেন; যেহেতু উপরোক্ত বিদ্বানগণ পয়গম্বরগণের অনুসরণ করিয়া থাকেন, পয়গম্বরগণ ওহি দ্বারা নির্ভুল মত প্রাপ্ত হইয়াছেন; ওহি প্রমাণিত মতের বিরুদ্ধে যে কোন কাশফ ও এলহাম হউক, উহা নিশ্চয় ভ্রান্তিমূলক।

মকতুবাত, প্রথম খণ্ড, ২২২—২২৫ পৃষ্ঠা;—

"অনেক সময় কাশফ ও এলহাম প্রমাণিত বিষয় ভ্রান্তিমূলক হইয়া থাকে, ইহার বহু কারণ আছে, যাহা হউক কাশফ ও এলহাম কোর-আন, হাদিছ, এজমা ও কেয়াছ এই শরিয়তের দলীল চতুর্থয়ের কোন একটির সহিত ঐক্য হইলে গ্রহণীয় হইবে এবং উক্ত দলীল চতুর্থয়ের বিরুদ্ধে হইলে অর্দ্ধ কড়া যবের সমান হইবে না।"

মকতুবাত, প্রথম খণ্ড, ৩৫২-৩৫৩ পৃষ্ঠা;—

"স্বপ্নের প্রত্যেক কথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত নহে, কেননা অনেক সময় শয়তান মানবরূপ ধারণ পূর্ব্বক মানুষকে কুপথ প্রদর্শন করিয়া থাকে, শয়তান মনুষ্যদের পরম শত্রু, অতি উচ্চ ধরণের পীরগণ উহার কূটচক্র হইতে ত্রাসিত ও বিকম্পিত থাকেন, নিম্ন বা মধ্যম শ্রেণীর তরিকতপন্থিগণ উহার কূটচক্রে নিপতিত হইয়াই থাকেন। কখন এইরূপ সংঘটিত হইয়া থাকে যে, এক ব্যক্তি একটি কার্য্য বা মত পছন্দ করে, উক্ত কার্য্য বা মতের আত্মিকরূপ তাহার স্মৃতিতে রক্ষিত থাকে, স্বপ্নযোগে উক্ত রূপটি প্রকাশিত হইয়া তাহাকে উহা করিতে উত্তেজিত করে। কখনও একটি সত্য ঘটনা দেখিতে পায়, কিন্তু উহা এত জটীল যে, উহার বিপরীত অর্থ বুঝিয়া পদস্খলিত হয়। এই সমস্ত কারণে স্বপ্নে প্রাপ্ত প্রত্যেক উপদেশ অনুযায়ী কার্য্য করা সিদ্ধ (জায়েজ) নহে। যদি স্বপ্ন দ্বারা সকল বিষয় শিক্ষা করা সম্ভব হইত, তবে জগতে পীরের আবশ্যক হইত না, অকৃত্রিম মুরিদ পীরের উপদেশ ত্যাগ করতঃ স্বপ্নের প্রতি আস্থা স্থাপন করে না।"

মকতুবাত, ১ম খণ্ড, ৩৪৭।৩৪৮ পৃষ্ঠা;—

"একদল লোক দাবী করে যে, 'মোশাহাদা' কালে স্বচক্ষে খোদাতায়ালার

দর্শন লাভ করিয়াছি, তাঁহার সহিত মানুষের ন্যায় কথোপকথন করিয়াছি। তিনি এইরূপ কথা বলিয়াছেন, আমার অমুক বন্ধু বা শত্রুর সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে 'মোশাহাদা' কালে খোদাতায়ালার নাম ও গুণাবলীর প্রতিবিম্ব বা জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া উহাকে খোদা ধারণা করতঃ কাফের হইয়া যায়। তাহারা খোদাতায়ালার প্রতি অযথা কলঙ্কারোপ করিয়াছে। খোদাতায়ালা অসীম দয়াশীল, সেই হেতু এই অপবাদক দলের প্রতি হঠাৎ অভিসম্পাত (লা'নত) প্রেরণ করেন না। এবং তাহাদিগকে নির্ম্মূল করেন না। এস্রাইল সন্তানগণ ইহজগতে খোদাতায়ালার দর্শন আকাঙ্খা করা মাত্র বিনষ্ট হইয়াছিল। হজরত মুছা (আঃ) তাঁহার দর্শন আকাঙ্খা করার পরে তীব্র নিষেধ বাক্য শ্রবণে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং অবশেষে এই প্রার্থনার জন্য অনুতাপ করিয়াছিলেন। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) মে'রাজের রাত্রে সশরীরে আরশ স্থান ও কাল অতিক্রম করিয়া খোদাতায়ালার দর্শন লাভ করিতে পারিয়াছিলেন কিনা, ইহাতে বিদ্বানদিগের মতভেদ হইয়াছে। আর এই হতভাগ্য দল প্রত্যহ খোদাতায়ালার দর্শন লাভ করে, ইহা অপেক্ষা বাতুলতা আর কি হইতে পারে? হজরত মুছা (আঃ) যে সময় বৃক্ষ হইতে খোদাতায়ালার বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন, সে সময় তিনিও প্রত্যক্ষভাবে মানুষের বাক্যের ন্যায় কোন শব্দ শ্রবণ করেন নাই বরং খোদাতায়ালা বৃক্ষকে বাক্‌শক্তি প্রদান করতঃ নিজের বাক্য উহা হইতে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তবে এই হতভাগ্য দল কিরূপে প্রত্যক্ষ ভাবে শব্দসহ খোদাতায়ালার বাক্য শ্রবণ করিল, তাহাদের এইরূপ দাবী স্পষ্ট ধর্ম্মদ্রোহিতা (কাফেরী)।

এমাম বয়হকি কেতাবোল আছমা আছ্‌ছেফাতে লিখিয়াছেন--

"নিশ্চয় তোমাদিগকে ও প্রত্যেক মুছলমানকে বিশ্বাস করা ওয়াজেব যে, আমাদের প্রতিপালক (খোদাতায়ালা) আবয়ব ও রূপধারী নহেন।"

এমাম রাজি তফছির কবিরের ৬ষ্ঠ খণ্ডে (৪।৫ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন--

"কেহ কেহ বলেন যে, খোদাতায়ালা আরশের উপর বসিয়া আছেন, কিন্তু ইহা কয়েক কারণে বাতীল। প্রথমে এই যে, যে সময় আরশ ছিল না, খোদাতায়ালা সেই সময় ছিলেন, চিরকাল আছেন, তৎপরে তিনি আরশ

সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহার জন্য আরশের কি কারণে আবশ্যক হইবে?"

দ্বিতীয়- কোর-আন শরিফে বর্ণিত আছে "তাঁহার তুল্য কোন বস্তু নাই। এই আয়ত হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, তাঁহার পক্ষে এক স্থানে উপবেশন করা অসম্ভব কেননা উহা সৃষ্ট বস্তুর গুণ বিশেষ, যদি তিনি উপেবেশন করেন, তবে সৃষ্ট বস্তুর তুল্য হইবেন।

তৃতীয়-কেয়ামতের দিবস আটজন ফেরেস্তা আরশকে বহন করিয়া থাকিবেন, যদি খোদাতায়ালা আরশের উপর উপবেশন করেন, তবে ফেরেস্তাগণ খোদাতায়ালাকে বহন করিবেন, ইহা যুক্তি বিরুদ্ধ মত।

চতুর্থ-কোরআন শরিফে বর্ণিত আছে, "খোদাতায়ালা অংশ বিহীন এক।" যদি খোদাতায়ালা আরশের উপর উপবিষ্ট থাকেন, তবে তাঁহার অংশ বিশিষ্ট হওয়া প্রমাণিত হইবে এবং উক্ত আয়তের মর্ম্ম ব্যর্থ হইবে।

উক্ত তছফির, উক্ত খণ্ড, ৫৯১ পৃষ্ঠা ;—

"খোদাতায়ালার আরশের উপর উপবিষ্ট হওয়া স্বীকার করিলে তাঁহার উপর দোষারোপ করা হয়, উহা অনভিজ্ঞতা , বেদয়াত ও প্রায় কাফিরী মত।"

উক্ত তফছির, উক্ত খণ্ড, ৩১০। ৩১১ পৃষ্ঠা;—

"চন্দ্র সূর্য ও অগ্নি হইতে যে আলোক ভূতলে ও প্রাচীর ইত্যাদির উপর পতিত হয় উহাকে নূর বলে, খোদাতায়ালার এইরূপ নূর হওয়া অসম্ভব। খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, তিনি কোন বস্তুর তুল্য নহেন।" যদি তিনি উক্ত প্রকার নূর হয়েন, তবে তিনি পার্থিব বস্তুর তুল্য হইবেন, ইহা বাতীল মত। দ্বিতীয় খোদাতায়ালা আলোক ও অন্ধকার সৃষ্টি করিয়াছেন, কাজেই তিনি আলোক (নূর) হইতে পারেন না।"

"এমাম নাবাবী 'ছহিহ মোছলেমে'র টীকার ৯৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে নূর (আলোক) একটিপার্থিব পদার্থ, সমস্ত এমামের এজমাতে খোদাতায়ালার নূর হওয়া অসম্ভব আর কোরাআন শরীফে তাঁহাকে যে নূর বলা হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম আলোক দানকারী।"

এমাম হয়হকি কেতাবোল ''আছমা অছছেফাতের' ৩১৬। ৩১৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;— ''যাতায়াত করা, স্থির হওয়া, বিকম্পিত হওয়া নিশ্চল হওয়া ইত্যাদি পার্থিব পদার্থের গুণ বিশেষ, আল্লাহতায়ালা এই সমস্ত গুণ হইতে (পবিত্র), তিনি অংশবিহীন এক,স্বার্থবিহীন, তাঁহার তুল্য কোন বস্তু নহে। নীচে অবতরণ করা পার্থিব বস্তুর গুণ বিশেষ, খোদাতায়ালা এই সমস্ত গুণ হইতে পাক।''

''এমাম খাত্তাবি বর্ণনা করিয়াছেন যে, হাস্য করা, বিদ্রুপ করা, চিন্তা করা ও আনন্দ অনুভব করা ইত্যাদি মানবীয় গুণ হইতে খোদাতায়ালা সম্পূর্ণ পাক।''

মোল্লা আলি কারি (রঃ) মওজুয়াতে কবির পুস্তকের ২৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন-

হজরতের এই উক্তি —

انا من نور اللّٰه و المؤ منون منی

''আমি খোদাতায়ালার নূর হইতে এবং ঈমানদারগণ আমা হইতে।'' এমাম আস্কালানি বলেন, ইহা কোন হাদিছ নহে, বরং বাতীল কথা। এমাম জরকশি ও আবু তায়মিয়া বলিয়াছেন ইহা অমূলক কথা, হজরত নবিয়ে করিম (ছাঃ) এর কথা নহে।''

আছা'রে মরফুয়া, ২৭২পৃষ্ঠা ;—

''সাধারণ লোক মিলাদ শরিফে বর্ণনা করে যে, হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর নূর (জ্যোতিঃ) খোদাতায়ালার জ্যোতির অংশ,ইহা বাতীল মত; কেননা ইহাতে হজরতের খোদাতায়ালার অংশী হওয়া সাব্যস্ত হয়, কিন্তু খোদাতায়ালার অংশবিহীন এক। মছনদে আবদুর রাজ্জাক হাদিছ গ্রন্থে নবী (ছাঃ)-এর নূর সৃষ্টি সম্বন্ধে যে হাদিছটি বর্ণিত হইয়াছে, উহার মর্ম্ম এই যে খোদাতায়ালা অতি সম্মানের সহিত প্রথমেই নবী (ছাঃ) এর নূর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই হেতু তাঁহাকে 'নূরোল্লাহ' (খোদার নূর) বলা হইয়াছে, যে রূপ খোদা হজরত আদম (আঃ) ও হজরত ঈছা (আঃ) কে বিনা পিতায়

সৃষ্টি করিয়া 'রুহোল্লাহ' (খোদার আত্মা) বলিয়াছেন এবং পৃথিবীর প্রারম্ভে সসম্মানে কা'বা গৃহ সৃষ্টি করিয়া 'বায়তুল্লাহ' (খোদার গৃহ) বলিয়াছেন।''

কাছায়েদে আমালিয়ার টীকা —

''খোদাতায়ালার কোন অংশ নাই, সাধারণ লোক মিলাদ পাঠকালে বলিয়া থাকে, হজরতের নূর খোদার নূরের একাংশ, এইরূপ বিশ্বাস ও কথায় মানুষ কাফের হইয়া যায়।''

মাওলানা আবদুল হাই ছাহেব মজমুয়া-ফাতাওয়ার দ্বিতীয় খণ্ডে (২৬০।২৬১) পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, ''আকায়েদের সমস্ত কেতাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, খোদাতায়ালার কোন অংশ হইতে পারে না, কাজেই হজরতের নূর খোদাতায়ালার অংশ হইতে পারে না। খোদাতায়ালা এক হুকুমে তাঁহার নূর সৃষ্টি করিয়া ছিলেন। যদি কেহ হজরতের (ছাঃ) এর নূরকে খোদার নূরের একাংশ বলে, তবে কাফের হইয়া যাইবে।''

হজরত মাওলানা শাহ ওলিউল্লাহ মোহাদ্দেছ দেহলবি (রঃ) কওলোল জমিল গ্রন্থের ৩০।৪১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন— তরিকত শিক্ষার্থীগণের শিক্ষা ও দীক্ষা দান করার পরপর কয়েকটি দরজা আছে। প্রথম তাহার আকিদা (মত) নির্দ্দেশ হওয়া অতীব আবশ্যক। যে সময় কোন ব্যক্তি খোদা-প্রাপ্তির অন্বেষণে আগ্রহ প্রকাশ করে, সেই সময় প্রথমে তাহাকে প্রাচীন ছুফি সম্প্রদায়ের ন্যায় মতাবলম্বন করা আবশ্যক। যথা — খোদাতায়ালা অদ্বিতীয়, তাঁহা ব্যতীত প্রকৃত উপাস্য (এবাদতের যোগ্য) অন্য কেহ নাই। তিনি অবিনশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান ও ইচ্ছাময়; এইরূপ তিনি উক্ত পবিত্র গুণাবলী (ছেফাত) দ্বারা বিভূষিত আছেন— যদ্দ্বারা তিনি (কোর-আন শরিফে) আপনাকে বিভূষিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন অথবা সত্য সংবাদ প্রচারক হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) তাঁহার সহচর বা তদনুবর্ত্তী বিদ্বান্‌গণ হইতে তৎসম্বন্ধে প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি কোন জড় পদার্থ নহেন বা জড়ের গুণবিশেষ নহেন, তিনি কোন স্থানে বা কোন দিকে স্থিতিশীল নহেন। তিনি কোন বর্ণ বা আকৃতিধারী নহেন, এইরূপ তিনি সমস্ত নশ্বর (ফানার যোগ্য) ও কলঙ্কমূলক গুণ হইতে পবিত্র। কোরআন শরিফ ও হাদিছ শরিফে যে কতকগুলি শব্দ

আছে যাহার, স্পষ্ট আভিধানিক মর্ম্ম গ্রহণ করিলে পাক খোদাতায়ালার প্রতি কলঙ্কের কালিমা লেপন করা হয়, বিনা ব্যাখ্যায় তৎসমুদয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং উহার প্রকৃত মর্ম্ম খোদাতায়ালার প্রতি ন্যস্ত করা একান্ত আবশ্যক। এমাম মালেক (রঃ) বলিয়াছেন এইরূপ শব্দগুলির আভিধানিক মর্ম্ম কাহারও অজ্ঞাত নহে, কিন্তু উহার প্রকৃত তত্ত্ব অনির্দ্দিষ্ট, উহার প্রকৃত তত্ত্বোদঘাটনের প্রশ্ন করা বেদয়াত (কদর্য্য মত)। ইহাই নির্দ্দোষ মত, কারণ উহার মর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিতে গেলে, ভ্রান্তপথে পতিত হওয়ার বিশেষ আশঙ্কা আছে।

তৎপরে সমস্ত পয়গম্বরের প্রেরিতত্ত্ব (পয়গম্বরি) বিশেষতঃ শেষ তত্ত্ববাহক (পয়গম্বর) হজরত মোহাম্মাদ (ছাঃ) এর প্রেরিত তত্ত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তিনি যে সমস্ত আদেশ নিষেধ করিয়াছেন, তৎসমস্তই পালন করা এবং খোদাতায়ালার গুণাবলী বিচার দিবস (কেয়ামত) উক্ত দিবসে মানবের সশরীরে পুনর্জ্জীবিত হওয়া, বিচার-প্রান্তরে সকলের সমবেত হওয়া, নেকি-বদির পাল্লা স্থাপন, হিসাব নিকাশ, সেতু (পোলছেরাত) স্থাপন কওছর প্রস্রবণ, খোদাতায়ালার নিদর্শন লাভ, গোরের শাস্তি সম্বন্ধে তিনি যাহা কিছু বলিয়াছেন এবং উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তৎসমুদয়ের প্রতি আস্থা স্থাপন করা একান্ত আবশ্যক।

তৎপরে মহা গোনাহগুলি ত্যাগ করা ও ক্ষুদ্র গোনাহগুলির প্রতি অনুতাপ করা আবশ্যক। যে সমস্ত গোনাহের জন্য কোরআন বা ছহিহ হাদিছে দোজখ কিংবা কঠিন শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে, কিম্বা যে সমস্ত গোনাহের অনুষ্ঠানকারীর পক্ষে বেত্রাঘাত প্রস্তরাঘাত ইত্যাদি শাস্তি নির্দ্ধারিত হইয়াছে, কিম্বা যে সমস্ত গোনাহ উপরোক্ত গোনাহ সমূহের তুল্য বা তদধিক ক্ষতিজনক হয়, তৎসমুদয়কে কবিরা (মহা) গোনাহ বলা হয়। মহা গোনাহ ভিন্ন যে কোন কার্য্য শরিয়তে নিষিদ্ধ হইয়াছে বা শরিয়তের কোন নিয়ম পরিবর্ত্তন করে, উহাকে ক্ষুদ্র গোনাহ (গোনাহ ছগিরা) বলা যাইবে।

তৎপরে ওজু, গোছল, নামাজ রোজা, জাকাত ও হজ্জ ইত্যাদি ইছলামের

কর্ত্তব্য কার্য্যগুলির প্রতি লক্ষ্য করিবে। হজরত নবী করিম (ছাঃ) তসমুদয়কে ফরজ, ওয়াজেব, ছুন্নত মোস্তাহাব সহ যে নিয়ম পদ্ধতিতে সম্পন্ন (আদায়) করিতে আদেশ করিয়াছেন, সেইভাবে সম্পন্ন করিবে।

তৎপরে পানাহার, পরিচ্ছদ, কথোপকথন ইত্যাদি জীবন যাত্রার আবশ্যকীয় বিষয়গুলির প্রতি-বিবাহ, দান দাসদাসীর স্বত্ত্ব (হক) ও সন্তান-সন্ততির স্বত্ত্ব ইত্যাদি গার্হস্থ্য নীতির প্রতি এবং ক্রয়-বিক্রয় দান, ইজারা ইত্যাদি সাংসারিক কার্য্যকলাপের প্রতি লক্ষ্য করিবে এবং তৎসমুদয়কে বিনা শৈথিল্য ও ক্রটি সিদ্ধ (জায়েজ) ভাবে ছুন্নত অনুযায়ী সুসম্পন্ন করিবে।

তৎপরে প্রভাত, সন্ধ্যা, শয়ন, উত্থান ইত্যাদি কালে যে সমস্ত জেকর হজরত নবী করিম (ছাঃ) কর্ত্তৃক নিয়মিত হইয়াছে, তৎসমুদয় পালন করিতে যত্নবান হইবে। তৎপরে লোকের নিকট হইতে সম্মান লাভেচ্ছায় সৎকার্য্য করা (রিয়াকারী), আত্মশ্লাঘা, দ্বেষ হিংসা ইত্যাদি দোষসমূহ হইতে চিত্তশুদ্ধ (দেল পাক) করিতে সচেষ্ট হইবে কোর-আন পাঠ করিতে পরকালের চিন্তা হৃদয়ে ধারণ করিতে, বিদ্বানদিগের সভায় যোগদান করিতে দরবেশ শ্রেণীর সঙ্গলাভ করিতে এবং মসজিদে উপস্থিত হইতে যত্ন করিবে। যে সময় শিষ্য উপরোক্ত প্রকার চরিত্র গঠন করিতে সমর্থ হয়, সেই সময় সে ব্যক্তি তরিকতের কার্য্য সমূহ শিক্ষা করিতে, অনবরত মহিমান্বিত খোদাতায়ালার ধ্যানে হৃদয় নির্দ্দিষ্ট করিতে এবং অন্তরের চক্ষু দ্বারা আরশস্থিত জ্যোতিঃ পতনের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে উপযুক্ত হইয়া থাকে।

পাঠক, এক্ষণে কবিরা গোনাহ কোন্ কোন্‌টি তাহাই বিবেচ্য বিষয়। হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলেন যে, উহা প্রায় সত্তরটি হইবে। হজরত ছইদ বেনে জোবায়ের (রাঃ) প্রায় সাত শত গোনাহ কবিরা স্থির করিয়াছেন। যাহা হউক, নিম্নে কতকগুলি গোনাহ কবিরার উল্লেখ করা হইতেছে।

(১) খোদাতায়ালা ব্যতীত অন্যের উপাসনা করা কিম্বা-তাঁহা ব্যতীত অন্যের নিকট জীবিকা ও রোগমুক্তি যাচ্ঞা করা। ইহাকে শেরেক বলে, ইহা সর্ব্বাপেক্ষা মহাগোনাহ। উপরোক্ত দুই প্রকার মহাগোনাহ হইতে অনুতপ্ত হইবার জন্য নিম্নোক্ত আয়তে ইঙ্গিত করা হইয়াছে —

ايّاك نعبد و ايّاك نستعين

"আমরা কেবল তোমারই উপাসনা (এবাদত) করিতেছি এবং আমরা কেবল তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।"

যে কার্য্যগুলি খোদাতায়ালার জন্য উপাসনা স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে, উক্ত কার্য্যগুলি খোদাতায়ালা ব্যতীত অন্যের নিমিত্ত করাকে 'শের্‌ক ফিল এবাদত' (উপাসনার অংশী স্থান করা) বলে। হজরত আলির (রাঃ) নামে রোজা রাখা, কোন মনুষ্য বা বস্তুকে ছেজদা (গড়) করা, খোদাতায়ালার নামের তুল্য অন্য কোন মনুষ্য বা বস্তুর নামের জেকর (জপনা) করা এবং কা'বা গৃহের তুল্য গোরের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করা উক্ত প্রকার শেরেকের মধ্যে গণ্য। উপরোক্ত আয়তে প্রমাণিত হয় যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট জীবিকা, রোগমুক্তি ইত্যাদি যাচ্ঞা করা সিদ্ধ (জায়েজ) নহে। যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান ও দয়ালু এই ত্রিগুণ সম্পন্ন নহেন, তিনি জগদ্বাসিদের মনস্কাম পূর্ণ করিতে সক্ষম হইতে পারেন না, কারণ তিনি সর্ব্বজ্ঞ নহেন, তিনি কিরূপে জগদ্বাসিদের মনোবাঞ্ছা অবগত হইবেন? আর যিনি সর্ব্বশক্তিমান না হয়েন, তিনি কিরূপে তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সক্ষম হইবেন? আর যিনি দয়ালু না হয়েন, তাঁহার দ্বারা কিরূপে তাহাদের সাহায্য সম্পাদিত হইবে? খোদাতায়ালা ব্যতীত অন্য কেহই উক্ত ত্রিগুণ সম্পন্ন নহেন, সুতরাং অন্য কাহারও নিকট জীবিকা, রোগমুক্তি ইত্যাদি যাচ্ঞা করা সিদ্ধ হইতে পারে না। কতক গোর পূজকেরা বলে, খোদাতায়ালা ওলিউল্লাহদিগকে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান করিয়াছেন; ইহা বাতীল মত, কোরআন, হাদিছ ও এজমাতে এরূপ প্রলাপোক্তির কোন প্রমাণ নাই — কওলোল জমিলের টীকা।)

(২) হজরত নবী করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন —

من حلف بغير الله فقد اشرك

"যে ব্যক্তি খোদাতায়ালা ভিন্ন অন্যের শপথ (কছম) করে নিশ্চয় সে ব্যক্তি শেরক করিল। মেশকাত, ২৮৮ পৃষ্ঠা;—

(৩) কোন স্থানে যাত্রাকালে কোন বস্তু দেখিয়া অশুভের লক্ষণ বুঝাও শেরেক।

(৪) আবদুন্নবি, আবদুর রছুল ইহার অর্থ পয়গম্বরের বান্দা এইরূপ নাম রাখাও শেরেক। কিন্তু উহার অর্থ নবীর তাবেদার লইলে, শেরেক হইবে - না।

তফছির আজিজি ও মেয়াতো-মাছায়েল শরহে ফেকহ আকবর দ্রষ্টব্য।

(৫) হজরত নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন। — التوله شركة

"যাদুমন্ত্র সমন্বিত তাবিজ শেরক। মেশকাত ৩৮১ পৃষ্ঠা;—

من اتي كاهنا نصدقه بما يقول فقد برئ مما انزل على محمد ــ

(৬) হজরত নবী বলিয়াছেন।

"যে ব্যক্তি কোন গণকের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, সে ব্যক্তি হজরতের প্রতি অবতীর্ণ কোরআন হইতে বিচ্ছিন্ন হইল।" মেশকাত ৩৮৫ পৃষ্ঠা;—

কতক লোক জ্বেন ও দৈত্যের নিকট হইতে গুপ্ত বিষয় অবগত হইয়া লোকের নিকট উহা প্রকাশ করতঃ তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিত, ইহারাই গণক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। খোদাতায়ালা ব্যতীত অন্য কেহই গুপ্ত বিষয়ের সংবাদ অবগত নহেন, যে ব্যক্তি উহা জ্ঞাত আছে বলিয়া দাবী করে - কোরআন, হাদিছ ও এজমা অনুযায়ী সে মিথ্যাবাদী-কওলোল-জমিল (৭৮)

কোর-আন ছুরা মায়েদাহ ;—

انما الخمر والميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان ☆

সুরা, দ্যুত ক্রীড়া দরগাহ (আস্তানা) ও ফাল খোলা হারাম, শয়তানের কার্য্যের অন্তর্গত।"

পাঠক, উপরোক্ত আয়তে প্রমাণিত হইল যে, জাল, কবর (দরগাহ)

প্রস্তুত করা ও লোকের অদৃষ্ট গণনা করা হারাম।

কোরআন ছুরা নমল ;—

قل لا يعلم من فى السموات و الارض الغيب الا الله

"বলুন (মোহাম্মাদ (ছাঃ) খোদাতায়ালা ব্যতীত যাহারা আছমান সমূহে ও পৃথিবীতে আছে, তাহারা গুপ্ত বিষয় (গায়েব) জানে না।"

কোরআন ছুরা আরাফ ;—

قل لا املك لنفسى نفعا ولا ضرا الاما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لا ستكثرت من الخير وما مسنى السوء

"বলুন (মোহাম্মাদ (ছাঃ), আমি খোদাতায়ালার ইচ্ছা ব্যতীত নিজ আত্মার লাভ ও ক্ষতির মালিক নহি। আর যদি আমি গায়েব জানিতাম, তবে নিশ্চয় বেশী সম্পদ লাভ করিতাম এবং কোন বিপদ আমাকে স্পর্শ করিত না।

বাজ্জাজিয়া কেতাবে বর্ণিত আছে, গায়েব জানিবার দাবি করিলে ও গণকের নিকট গমন করিয়া তাহার কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলে কাফের হইতে হয়।

তাতারখানিয়া কেতাবে বর্ণিত আছে, "যদি কেহ বলে — আমি বস্তু সকলের সংবাদ বলিতে পারি কিম্বা জ্বেনেরা আমাকে সংবাদ প্রদান করে বলিয়া আমি উক্ত সংবাদ প্রকাশ করি, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইয়া যায়।

কওলোল জমিল, ১২৩ পৃষ্ঠা ;— "কেহ কেহ চোর ধরিবার জন্য বদনার উপর ছুরা ইয়াছিনের কয়েকটি আয়ত পড়িয়া থাকে, কিন্তু এক্ষেত্রে যাহার নাম চোর বলিয়া প্রকাশিত হয়, নিশ্চিতরূপে তাহাকে চোর বলিয়া বিশ্বাস করিবে না, কেননা খোদাতায়ালা ছুরা বনি-ইস্রাইলে বলিয়াছেন, যে

বিষয়ের অকাট্য জ্ঞান তোমার নাই, তাহার অনুসরণ করিও না।"

পাঠক, প্রত্যেক মানুষের শরীরে এক একটি শয়তান (হামজাদ) আছে উহাকে "নাফ্ছ আম্মারা" বা "খান্নাছ" বলা হয়।

কোন কোন লোক পার্থিব সম্পদ লাভের ইচ্ছায় উক্ত নফ্ছ আম্মারার আমল করিতে থাকে; উক্ত আমল সিদ্ধ হইলে সে ব্যক্তি নফ্ছের সহিত কথোপকথন করিতে সক্ষম হয়। যখন কোন লোক উক্ত আমলের নিকট উপস্থিত হয়, তখন তাহার নফ্ছ সমাগত লোকের নফ্ছের সহিত কথোপকথন করিয়া তাহার অবস্থা জানিয়া উক্ত আমলকে অবগত করাইয়া দেয় সেই সময় উক্ত আমল বলিতে থাকে, তোমার এই কয়েকটি পুত্র কন্যা আছে। তুমি অদ্য ইহা খাইয়াছ এবং অদ্য তুমি এই মানসে আসিয়াছ। এইরূপ নানা কথা বলিয়া লোককে মুগ্ধ করে। সাধারণ লোক এইরূপ প্রবঞ্চক মানুষকে "গায়েব দান" পীর ধারণা করিয়া কাফের হইয়া যায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মকতুবাত, ১ম খণ্ড, ৯৬ পৃষ্ঠা ;—

"খোদাতায়ালার আদেশ নিষেধ পালনে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। নিষিদ্ধ বিষয়গুলি ত্যাগ করাকে পরহেজগারী বলা হয়। হারাম দুই প্রকার-এক প্রকারে কেবল খোদাতায়ালার হুকুম অমান্য করা হয়, ইহাতে মনুষ্যের সত্ত্ব নষ্ট হয় না। দ্বিতীয় প্রকারে যে রূপ খোদাতায়ালার হুকুম অমান্য করা হয়, সেইরূপ মনুষ্যের সত্ত্ব নষ্ট করা হইয়া থাকে। উভয় প্রকার হারাম ত্যাগ করিতেই হইবে, কিন্তু বিশেষ ভাবে শেষোক্ত হারাম হইতে দূরে থাকিবে, কেননা খোদাতায়ালা প্রথমোক্ত হারামের গোনাহ ক্ষমা করিতেও পারেন, পরন্তু মালিক ক্ষমা না করিলে, স্বয়ং খোদাতায়ালা শেষোক্ত হারামের গোনাহ ক্ষমা করিবেন না। পরহেজগারী করিবার জন্য সন্দেহমূলক বিষয়গুলি ত্যাগ করিতে হইবে, যেহেতু উহা দ্বারা হারামে পতিত হইবার আশঙ্কা আছে, বরং বাহুল্য মোবাহ কার্য্য ত্যাগ করিয়া প্রয়োজনীয় মোবাহ কার্য্যগুলি করিতে হয়।

হজরত নবী করিমের (ছাঃ) নিকট এবাদত, শ্রমসাধ্য কার্য্য ও পরহেজগারী করার সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইতেছিল, ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, পরহেজগারীর তুল্য কিছু নাই। আর হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের ধর্ম্ম পরহেজগারীর দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইতে পারে।

মেশকাতে বর্ণিত আছে, হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন,"তুমি হারাম কার্য্যগুলি ত্যাগ কর, তাহা হইলে লোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম তাপস (আবেদ) হইবে।" একজন লোক হজরতের (ছাঃ) নিকট আবেদন করিয়াছিল যে, হুজুর! আমি বিদেশে গমন করিতে ইচ্ছা করি, আপনি আমাকে কিছু পাথেয় দান করুন, তদুত্তরে হজরত (ছাঃ) বলিয়াছিলেন, "হারাম ও গোনাহ থেকে পরহেজগারী কর।"

হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন-নিশ্চয় খোদাতায়ালা পাক, তিনি পাক বস্তু ব্যতীত গ্রহণ করেন না, তিনি যে রূপ পয়গম্বরদিগকে বিশুদ্ধ হালাল বস্তু ভক্ষণ করিতে আদেশ করিয়াছেন, সেইরূপ ঈমানদারদিগকে বিশুদ্ধ হালাল ভক্ষণ করিতে আদেশ করিয়াছেন।

এক ব্যক্তি মলিন কেশ ও শরীরে বিদেশে বহু সময় অতিবাহিত করে, আছমানের দিকে হস্তদ্বয় উত্তোলন পূর্ব্বক হে প্রতিপালক, হে প্রতিপালক, বলিয়া দোয়া করে, কিন্তু তাহার খাদ্য, পানীয় ও পরিচ্ছদ হারাম এবং সে হারামে প্রতিপালিত হইয়াছে, এই হেতু তাহার প্রার্থনা (দো'য়া) গ্রাহ্য হয় না।

আরও তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি হারাম অর্থ উপার্জ্জন করতঃ দান করে উহা খোদার নিকট গৃহীত হয় না, যদি উহা সাংসারিক বিষয়ে ব্যয় করে, তবে উহাতে বরকত হয় না। আর যদি উহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, তবে দোজখের পাথেয় হইবে, হারাম উপার্জ্জনে যে গোনাহ হয়, তাহা হারাম দানে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।

আরও বলিয়াছেন, মনুষ্য জাতির উপর এরূপ এক কাল উপস্থিত হইবে- যাহাতে মনুষ্য হালাল উপার্জ্জন করিল, অথবা হারাম উপার্জ্জন করিল তদ্বিষয়ে অনুমান মাত্র ইতঃস্তত করিবে না।

এমাম মোঞ্জারি তরগিব ও তরহিব কেতাবে নিম্নলিখিত হাদিছগুলি বর্ণনা করিয়াছেনঃ- হজরত ছায়াদ (রাঃ) জনাব হজরত নবী করিম (ছাঃ) এর নিকট আবেদন করিয়াছিলেন যে, হজরত! আপনি খোদাতায়ালার নিকট প্রর্থনা করুন, যেন আমার দো'য়া খোদার নিকট অব্যর্থ হয়-তদুত্তরে হজরত বলিয়াছেন যে, যদি তুমি বিশুদ্ধ হালাল ভক্ষণকরিতে পার, তবে তোমার দো'য়া গৃহীত (মকবুল) হইবে। খোদাতায়ালার শপথ, যে ব্যক্তি এক মুঠো হারাম খাদ্য ভক্ষণ করে, তাহার চল্লিশ দিবসের সৎকার্য্য গ্রহণীয় (মঞ্জুর) হইবে না। যাহার মাংস হারাম ভক্ষণে বর্দ্ধিত হয়, সে দোজখের উপযুক্ত।

হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দশ টাকায় একখানা বস্ত্র ক্রয় করে, কিন্তু উহার একটি টাকা হারাম, সেই বস্ত্র পরিধান করতঃ যত দিবস নামাজ পড়িবে, তত দিবস উক্ত নামাজ গ্রহণীয় (কবূল) হইবে না।

আরও বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন অপহৃত বস্তুর সংবাদ অবগত হইয়াও উক্ত বস্ত্র ক্রয় করে, সেই ব্যক্তিও চোরের তুল্য গোনাহগার হইবে।

নিম্নোক্ত হাদিছগুলি মেশকাতে আছে ;—

হজরত বলিয়াছেন, হালাল প্রকাশ্য, হারাম প্রকাশ্য এবং উভয়ের মধ্যে কতকগুলি সন্দেহমূলক বিষয় আছে, অধিকাংশ লোক তৎসমূদয়ের অবস্থা অবগত নহেন। এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি উক্ত সন্দেহমূলক বিষয়গুলি ত্যাগ করিল, সেই ব্যক্তি নিজের ধর্ম্ম ও সম্ভ্রম রক্ষা করিল, আর যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয়গুলিতে পতিত হইল, সে ব্যক্তি হারামে পতিত হইল।

মনুষ্য যতক্ষণ সন্দেহমূলক (হারাম বা মকরুহ) বিষয়ে পতিত হওয়ার আশঙ্কায় কতক সন্দেহ শূন্য (মোবাহ) বিষয় ত্যাগ না করে, ততক্ষণ পরহেজগার শ্রেণীভূক্ত হইতে পারে না।

আরও তিনি বলিয়াছেন—যে বিষয়ে তোমার মনে শান্তি হয় তাহাই সত্য, আর যাহাতে সন্দেহ হয় তাহাই অসত্য। যদিও সন্দেহযুক্ত বিষয় গ্রহণ করিতে ফৎওয়াদাতাগণ ফৎওয়া দেন তথাচ উহা গ্রহণ করিবে না।

হজরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত আবুবকরের (রাঃ)

একটি ক্রীতদাস ছিল, তিনি তাহার উপার্জ্জিত বস্তু ভক্ষণ করিতেন। এক দিবস উক্ত ক্রীতদাসটি কোন বস্তু আনয়ন করিয়াছিল এবং তিনি উহা ভক্ষণ করিয়াছিলেন। দাস বলিল আপনি এই বস্তুর অবস্থা জানেন কি? তদুত্তরে তিনি উহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন, দাস বলিল, আমি কাফেরী অবস্থায় এক ব্যক্তির অদৃষ্ট গণনা করিয়াছিলাম, কিন্তু আমি উহা সুচারুরূপে অবগত ছিলাম না, প্রতারণা ভাবে তাহাকে কিছু বলিয়া ছিলাম, অদ্য সেই ব্যক্তি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই বস্তু প্রদান করিয়াছেন। তৎশ্রবণে উক্ত হজরত কণ্ঠে অঙ্গুলী দিয়া তৎসমুদয় বমন করতঃ বাহির করিয়া দিয়াছিলেন।

এক ব্যক্তি হজরত ওমার (রাঃ) কে কিছু দুগ্ধ পান করিতে দিয়াছিল। তিনি উহা পান করিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, তুমি উহা কোথা হইতে আনিয়াছ? তদুত্তরে সে ব্যক্তি বলিয়াছিল যে, আমি কোন জলাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া কতকগুলি লোককে দেখিলাম, তাহারা জাকাতের উষ্ট্রগুলিকে পানি পান করাইতেছে, আমি তাহাদের নিকট হইতে এই দুগ্ধ লইয়া আসিয়াছি, হজরত ওমার (রাঃ) তৎশ্রবণে বমন করিয়াছিলেন।

হজরত এমাম হাছান (রাঃ) ছদকার একটি খোর্ম্মা মুখে দিয়াছিলেন, তদ্দর্শনে জনাব হজরত নবী করিম (ছাঃ) বলিয়া ছিলেন, উহা নিক্ষেপ কর — কেননা আমার বংশধরদিগের পক্ষে (ওয়াজেব) ছদকা হালাল নহে।

খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি খোদাতায়ালাকে ভয় করে, খোদাতায়ালা তাহার (সঙ্কট হইতে) বহির্গমনের পথ নির্দ্ধারণ করেন এবং তাহার ধারণায় না আসিতে পারে এরূপ ভাবে তাহাকে উপজীবিকা (রুজী) প্রদান করেন।"

আরও বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি খোদাতায়ালার প্রতি আত্মনির্ভর (তাওয়াক্কোল) করে, খোদাতায়ালা তাহার পক্ষে যথেষ্ট।"

তরগিব ও তরহিব কেতাবে বর্ণিত আছে —

হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, "হালাল উপজীবিকা চেষ্টা করা প্রত্যেক নর-নারীর প্রতি ফরজ।"

"মনুষ্যের অদৃষ্টে যে সমস্ত উপজীবিকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা প্রাপ্ত হওয়ার

পূর্ব্বে কখনও সে ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হইবে না, এক্ষেত্রে হালাল জীবিকার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য।"

"প্রভাতে এক ব্যক্তি জীবিকা অন্বেষণ করিতে বাহির হইয়া ছিল, তদ্দর্শনে হজরত (ছাঃ) বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পিতামাতা বা নিজের জীবিকা অন্বেষণে বাহির হয়, সে জেহাদের ফল প্রাপ্ত হয়।"

"হালাল জীবিকা অন্বেষণকারী খোদাতায়ালার বন্ধু।"

এমাম গাজ্জালী লিখিয়াছেন ;—

"জীবিকা উপার্জ্জন কালে সদুপায়ে করিতেছে কি অসদুপায়ে করিতেছে সে দিকে যাহার সভয় দৃষ্টি না থাকে, তাহাকে দোজখে নিক্ষেপ করা কালে কোন্ পথে নিক্ষেপ করা হইবে, সেদিকে বিচারকর্ত্তা দৃষ্টিপাত করিবেন না।"

খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি হারাম হইতে দূরে পলায়ন করে, তাহার বিচার করিতে আমি লজ্জা বোধ করিব।"

"যাহার মধ্যে হারামের গন্ধ মাত্র নাই, এমন হালাল দ্রব্য যে ব্যক্তি ৪০ দিবস ভক্ষণ করিবে, সৃষ্টিকর্ত্তা তাহার হৃদয়টি ধর্ম্মজ্যোতিতে আলোকিত করিয়া দিবেন এবং তাহার হৃদয়ে হেকমতের ঝরণা উৎপন্ন করিয়া দিবেন।"

"এবাদতের দশটি অংশ আছে, তাহার ৯টি অংশ কেবল হালাল অনুসন্ধানের মধ্যে পড়ে।"

হজরত এবনে ওমার (রাঃ) বলিয়াছেন, যদি তুমি নামাজ পড়িতে পড়িতে তোমার পৃষ্ঠদেশ কুজ করিয়া ফেল এবং রোজাব্রত পালন করিতে করিতে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া যাও, তথাপি হারাম পরিত্যাগ করিতে না পারিলে, উহা খোদাতায়ালার নিকট গৃহীত হইবে না।"

এমাম ছুফিয়ান বলিয়াছেন, "হারামের ধন হইতে ছদকা দান করা আর পবিত্র করার উদ্দেশ্যে অপবিত্র বস্ত্র মূত্র দ্বারা ধৌত করা একই সমান।"

শেখ এহইয়া বলিয়াছেন, এবাদত খোদাতায়ালার ধন-ভাণ্ডার, উহার কুঞ্জিকা প্রার্থনা (দো'য়া) এবং উক্ত কুঞ্জিকার দাঁত হালাল অন্ন (রুজি)।

জ্ঞানীগণ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি ৪০ দিবস সন্দেহের বস্তু ভক্ষণ করিবে,

তাহার হৃদয় কালিমাময় হইয়া যাইবে।"

এমাম এবনো মোবারক বলিয়াছেন, "সন্দেহের এক কপর্দ্দকও তাহার প্রকৃত ধন-স্বামীকে ফেরত দেওয়া লক্ষ মুদ্রা ছাদকা প্রদান করা অপেক্ষা উত্তম।"

মেশকাতে বর্ণিত আছে, হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন — "জানিয়া শুনিয়া এক দেরহম সুদ ভক্ষণ করা ৩৬ বার ব্যাভিচার (জেনা) করা অপেক্ষা কঠিনতর।"

"কর্জ্জ করিয়া গৃহীতার নিকট হইতে কোন প্রকার ফল লাভ করিলে সুদের মধ্যে গণ্য হইবে।"

হজরত ওমার (রাঃ) বলিয়াছেন— স্পষ্ট সুদ ত্যাগ কর এবং যাহাতে সুদের গন্ধ আছে তাহাও ত্যাগ কর।"

হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, "লোকের উপর এরূপ এক সময় উপস্থিত হইবে যে, সুদ ভক্ষণ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না, যদিও স্পষ্টতঃ উহা ভক্ষণ না করে তথাচ উহার ধূলিতে বা তাপে কলুষিত হইবে।"

খোদাতায়ালা য়িহুদীদিগকে বিনষ্ট করুন, নিশ্চয় খোদাতায়ালা য়িহুদীদিগের প্রতি চর্ব্বি ভক্ষণ করা অবৈধ (হারাম) করিয়া ছিলেন, কিন্তু তাহারা উক্ত চর্ব্বি দ্বারা তৈল প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় পূর্ব্বক উহার মূল্য ভক্ষণ করিত।

লামায়াত কেতাবে বর্ণিত আছে, যে কোন কার্য্য করিলে পরিণামে হারামের সৃষ্টি হয়, উক্ত কার্য্য বাতীল, ইহা উপরোক্ত হাদিছে প্রমাণিত হয়।

পাঠক, মুছলমানগণ বর্ত্তমানে নানা প্রকার হিলা ধরিয়া সুদ গ্রহণ করিতেছে, কিন্তু নিজের বিবেককে জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়া দিবে যে, এইটি মন্দ, এইটি ভাল।

হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, "তোমাদের কার্য্যকলাপ নিয়ত অনুসারে হইয়া থাকে, যে ব্যক্তি খোদা ও রছুলের উদ্দেশ্যে হেজরত করে, সে হেজরতের ফল প্রাপ্ত হইবে, আর যে ব্যক্তি পার্থিব সম্পদ লাভ বা কোন স্ত্রীলোকের পাণিগ্রহণ উদ্দেশ্যে হেজরত করে তাহার তাহাই লাভ হইবে।"

"খোদাতায়ালা তোমাদের হৃদয় ও মনের ভাব দর্শন করেন তোমাদের রূপ ও বাহ্য ভাব দর্শন করেন না।"

ফাতাওয়ায়-আজিজি, ৩য় খণ্ড ২১ পৃষ্ঠা ;—

"যদি কোন ব্যক্তি একজন লোককে কিছু টাকা কর্জ্জ দিয়া তাহার কিছু ভূমি এই শর্ত্তে বন্দক রাখে যে, তুমি যত দিবস টাকা পরিশোধ করিতে না পার, তত দিবস আমি এই ভূমির উপস্বত্ব ভোগ করিব, তবে ইহা নাজায়েজ হইবে, কেননা যদি তুমি ইহা ক্রয়-বিক্রয় ধারণা কর, তবে ইহা জানিয়া রাখ যে, ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে ক্রেতা ও বিক্রেতার লাভজনক কোন শর্ত্ত থাকিলে উহা অসিদ্ধ (নাজায়েজ) হয়। আর যদি উহা বন্দক ধারণা কর, তবে জানিয়া কর্জ্জ দিয়া কোন উপস্বত্ব ভোগ করা জায়েজ নহে।"

হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, "উৎকোচ গ্রহণকারীর উপর খোদাতায়ালর অভিসম্পাত হইয়া থাকে।"

শামি কেতাবে আছে ;—

ومن السحت ما يا خذه السهر من الختن بطيب نفسه بسبب بنته

শ্বশুর কন্যার (বিবাহ) উপলক্ষে জামাতার নিকট হইতে যাহা কিছু গ্রহণ করে, (যদিও) জামাতা ইহাতে সন্তুষ্ট থাকে, তথাচ উহা হারাম।"

হেদায়া ও দোর্রোল মোখতারে আছে ;—

بخلاف الغنم و الدجاج معا ملة

"যদি কোন ব্যক্তি ছাগ, ছাগী, মোরগ, মুরগী, একজন লোকের নিকট এই শর্ত্তে অপর্ণ করে যে, তুমি উহার রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালন করিবে এবং উহার শাবক হইলে তুমি অর্দ্ধেকাংশ পাইবে, তবে ইহা জায়েজ নহে।

পাঠক, ইহাকে বঙ্গের কোন কোন স্থলে "পোষানী" কোন কোন স্থলে 'আদি' বলে। উপরোক্ত ঘটনায় শাবক মালিকের হইবে এবং মালিক রক্ষক

ও পোষণকারীকে পারিশ্রমিক প্রদান করিবে।

৪র্থ খণ্ড হেদায়ার ৪০৭—৪০৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

"যদি একজন অন্যের নিকট এই শর্তে ভূমি কর্ষণ ও বীজ বপন করিতে দেয় যে তুমি আমাকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ধান্য, পাট, কলাই, ইক্ষু ইত্যাদি দিবে, তবে ইহা নাজায়েজ হইবে ইহাকে গুলা বলা হইয়া থাকে।"

"যদি একজন লোক কোন কৃষককে এই শর্তে কয়েক বিঘা ভূমি ভাগে দেয় যে, নির্দ্দিষ্ট কয়েক বিঘার শস্য আমার হইবে এবং অবশিষ্ট কয়েক বিঘার শস্য তুমি পাইবে, তবে ইহা জায়েজ হইবে না।"

ভাগের ভূমির সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মছলাগুলি শামী কেতাব হইতে উদ্ধৃত হইতেছে ;—

"যদি মালিকের ভূমি ও বীজ হয় আর কৃষক নিজের গরু দ্বারা ভূমি কর্ষণ করে ও বীজ বপন করে, তবে এক্ষেত্রে ভাগ আদান-প্রদান জায়েজ হইবে।"

যদি মালিকের কেবল ভূমি হয়, কৃষক নিজের গরু দ্বারা কর্ষণ করে ও নিজের বীজ বপন করে তবে এক্ষেত্রে জায়েজ হইবে।

যদি মালিকের ভূমি, গরু ও বীজ হয় এবং কৃষক কেবল কর্ষণ বপন করে, তবে ভাগ জায়েজ হইবে। যদি মালিকের ভূমি ও গরু হয় এবং কৃষক, কর্ষণ ও নিজের বীজ বপন করে, তবে ভাগ জায়েজ হইবে না। যদি মালিকের ভূমি, বীজ ও কর্ষণ, বপন হয় এবং অন্যের কেবল গরু হয়, তবে উহা জায়েজ হইবে না।

যদি মালিকের ভূমি, গরু ও কর্ষণ বপন হয়, অন্যের কেবল বীজ হয়, তবে ভাগ জায়েজ হইবে না।

যদি মালিক নিজ ভূমিতে কর্ষণ ও বপন করে এবং অন্য কেহ গরু ও বীজ দেয়, তবে ভাগ সিদ্ধ হইবে না।

হেদায়া ও দোর্রোল মোখতারে বর্ণিত আছে ;—

"যদি কেহ কোন লোকের গম পেষণ করিয়া দিয়া উক্ত পেষিত ময়দা

কিছু অংশ পারিশ্রমিক গ্রহণ করে, তবে উহা নাজায়েজ হইবে।

পাঠক, এই সূত্রানুযায়ী নারিকেল, সুপারি পাড়িয়া দিয়া পারিশ্রমিক নারিকেল, সুপারি গ্রহণ করা, ধান্য কর্ত্তন করিয়া দিয়া পারিশ্রমিক ধান্য গ্রহণ করা, ধান্য ভানিয়া দিয়া পারিশ্রমিক চাউল গ্রহণ করা ও মৎস্য ধরিয়া দিয়া পারিশ্রমিক মৎস্য গ্রহণ করা জায়েজ হইবে না। অবশ্য পারিশ্রমিক টাকা পয়সা গ্রহণ করা, এক জমির ধান্য কাটিয়া অন্যের কর্ত্তিত জমির ধান্য গ্রহণ করা, ধান্য ভানিয়া দিয়া অন্য চাউল গ্রহণ করা জায়েজ হইতে পারে। মেশকাতে এই কয়েকটি হাদিছ বর্ণিত আছে ;—

"হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন দূষিত বস্তু ক্রেতার নিকট উহার দোষ প্রকাশ না করিয়া বিক্রয় করে, সে ব্যক্তি সর্ব্বদা খোদাতায়ালার কোপে পতিত থাকে কিম্বা ফেরেস্তাগণ তাহার প্রতি অভিসম্পাত (লানত) প্রদান করেন।"

একদা হজরত নবী করিম (ছাঃ) কোন গম বিক্রেতার দোকানের নিকট দিয়া গমনকালে স্বীয় হস্ত গমের ঢেরীর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন এবং ভিজে টের পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি? বিক্রেতা নিবেদন করিল, ইহা ভিজা গম।" তখন তিনি বলিলেন, 'কেন উহা বাহির করিয়া ফেল নাই। যে ব্যক্তি প্রবঞ্চনা করে, সে আমার মধ্যে নহে।"

এমাম গাজ্জালী লিখিয়াছেন ;—

যে টাকার মধ্যে কিছু মাত্র রৌপ্য নাই, তাহাকে মেকী টাকা বলা হয়। মেকী টাকা হাতে আসিলে তৎক্ষণাৎ তাহা কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিবে, ইহা 'খোঁটা টাকা" বলিয়া গৃহীতাকে জানাইয়াও দিবে না; কেননা কি জানি সে যদি অন্যকে ঠকায়, গৃহীতা জানিয়া শুনিয়া লইলে অবশ্যই অন্যকে ঠকাইবার মানসে লইয়া থাকে। সেই অন্য ব্যক্তি ঠকিয়া আবার অপরকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করে। এইরূপ বহুকাল যাবৎ পর প্রতারণার পথ প্রশস্ত থাকিয়া যায়, বন্ধ হয় না। মেকী টাকা প্রচলিত করিয়া যে ব্যক্তি প্রথমতঃ প্রতারণার সূত্রপাত করিয়াছিল পরবর্ত্তী সকলের প্রতারণার গোনাহ তাহার উপর বর্ত্তিবে। এই জন্য কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়াছেন, একটি খোঁটা টাকা অপরকে দেওয়া

একশত টাকা অপহরণ করা অপেক্ষা মন্দ। চুরি গোনাহ্ অপহরণ করা হইলেই বন্ধ হয়, কিন্তু ইহার স্রোত হয়ত কর্ত্তার মৃত্যুর পরেও বহুকাল প্রচলিত হইতে থাকে। এইরূপ গোনাহ্ মৃত্যুর পরে শত শত বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত হইতে থাকে এবং তজ্জন্য তাহার আত্মার উপর শাস্তি অবিরত হইতে থাকিবে। যে সমস্ত টাকা মেকী নহে, তবে উহার মূদ্রাঙ্কণ(ছাপা) মুছিয়া যাওয়ায় উহা অচল হইয়াছে, তাহাও না জানাইয়া কোন লোককে দিলে গোনাহ্গার হইতে হইবে।

খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, "সেই ব্যক্তির অবস্থা অতি শোচনীয় হইবে, যে ব্যক্তি দিবার সময় কম ওজন করে এবং লইবার সময় বেশী ওজন করে।"

হেদায়া প্রভৃতি কেতাবে বর্ণিত হইয়াছে, কোন বস্তু ধারে বিক্রয় করিলে, যদি মূল্য পরিশোধের তারিখ নির্দিষ্ট করা হয়, তবে সিদ্ধ হইবে নচেৎ উহা সিদ্ধ হইবে না।

মুহিত কেতাবে বর্ণিত আছে, যদি ক্রেতা অগ্রিম মূল্য প্রদান করিয়া বস্ত্র বা কোন বস্তু এই শর্ত্তে ক্রয় করে যে, উহা অমুক তারিখে গ্রহণ করিব, তবে ইহা জায়েজ হইবে না।

খাওয়ার উপযুক্ত আম্র, কাঁঠাল, আনারস ইত্যাদি ফল পরিপক্ক হউক আর নাই হউক যে সময় বৃক্ষে থাকে, সেই সময় উহা বিক্রয় করা জায়েজ হইবে। আর যদি ক্রেতা এই শর্ত্তে ক্রয় করে যে, এত দিবস ফল বৃক্ষে থাকিবে, তবে উহা অসিদ্ধ হইবে। আর যদি ক্রয়-বিক্রয়ের সময় কোন শর্ত্ত না করা হইয়া থাকে, কিন্তু বিক্রয়ের পর মালিকের অনুমতিতে ফল কিছু দিবস বৃক্ষে থাকে, তবে ইহা সিদ্ধ হইবে। ইহা হেদায়া কেতাবে আছে।

যদি কেহ পুষ্করিণীর মালিককে কিছু টাকা দিয়া বলে যে, আমি ছিপ বড়শী দ্বারা এক দিবস বা এক সপ্তাহ তোমার পুষ্করিণীর মৎস্য ধরিয়া লইব, কিম্বা কোন জমিদারকে ৫ টাকা দিয়া বলে যে, আমি দুই মাস কাল জাল দ্বারা নদীর মৎস্য ধরিয়া লইব, অথবা যদি কেহ পুষ্করিণীর মালিককে বলে যে, তুমি আমাকে ১০০ টাকায় এই পুষ্করিণীর মৎস্যগুলি বিক্রয় কর এবং মালিক ইহাতে রাজি হয়, তবে উপরোক্ত ক্রয়-বিক্রয় গুলি নাজায়েজ হইবে।

ঘাস, খড় ইত্যাদি কর্ত্তন করার পূর্ব্বে বিক্রয় করা সিদ্ধ নহে। ইহা হেদায়া

ও কেফাইয়া কেতাবে আছে।

সৈয়দ বা হাশিমি বংশধর কিম্বা ধনী লোককে জাকাত ফেতরা গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। ইহা বাহার্রোর রায়েক, দোররে মোখতার ইত্যাদি কেতাবে আছে।

যাহার উপর ফেতরা বা কোরবানি ওয়াজেব তাহার পক্ষে জাকাত বা ফেতরা গ্রহণ করা নাজায়েজ, যাহার এক দিবসের খাদ্য আছে, তাহার পক্ষে ভিক্ষা নাজায়েজ। ইহা মেরকাত ইত্যাদিতে আছে।

মেশকাতে বর্ণিত আছে, হজরত নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন ;—

অত্যাবশ্যকীয় কারণ ব্যতীত যাহারা অর্থ বৃদ্ধি করণেচ্ছায় ভিক্ষা করে, কিয়ামতে তাহার মুখে মাংস থাকিবে না। হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে মছুলমান কাহারও নিকট ভিক্ষার জন্য হস্ত প্রসারণ না করে, আমি তাহার বেহেস্তের জামিন হইতে পারি। ঋণ পরিশোধার্থে অথবা অভাব পক্ষে প্রথম জীবনের ফরজ হজ্জ সম্পাদনের জন্য ভিক্ষা করিতে পারে। হজরত নবী (ছাঃ) ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদনার্থে চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি তবুক যুদ্ধের সময় ছাহাবাদিগের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, ইহাতে হজরত ওছমান (রাঃ) তিন শত উষ্ট্র দান করিয়াছিলেন। তিনি রুমা নামক কূপ ক্রয়ের জন্য হজরত ওছমানের (রাঃ) নিকট চাঁদা গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইনি ৩৫ সহস্র দেরম দান করিয়াছিলেন। মদিনা শরিফের মসজিদে লোকের স্থান সঙ্কুলান হইত না, সেই হেতু পার্শ্ববর্ত্তী ভূমি ক্রয় করণার্থে হজরত নবী করিম (ছাঃ) হজরত ওছমানের (রাঃ) নিকট হইতে ২৫ সহস্র দেরম চাঁদা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ মেশকাতের ৫৬২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে।

মেশকাতের ৩২৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে যে, হজরত আবুবকর (রাঃ) খেলাফত কালে বয়তল মাল তহবিল হইতে আপন পরিজনের খোরাক গ্রহণ করিতেন।

দোর্রোল মোখ্‌তারে বর্ণিত আছে যে, উপদেষ্টা বিদ্বানগণকে মুছলমানেরা উপঢৌকন (তোহফা) স্বরূপ যাহা কিছু দান করেন তাহা হালাল।

মেশকাতের ২৫৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে, তাবিজের পরিবর্ত্তে যাহা কিছু গ্রহণ করা হয় তাহা হালাল।

শামী ও হেদায়া গ্রন্থে আছে — শিক্ষক, আজানদাতা ও মসজিদের এমাম এক স্থানে আবদ্ধ থাকিয়া কোর-আন হাদিছ ইত্যাদি শিক্ষা দেন, আজান দেন, এমামত করেন, সেই সময়ের পরিবর্ত্তে যাহা কিছু গ্রহণ করেন, উহা বর্ত্তমান যুগের বিদ্বানদিগের মতে হালাল।

যাদুমন্ত্র সমন্বিত শেরকমূলক তাবিজ লিখন হারাম। গীত ও বাদ্য করিয়া কিংবা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া ও দ্যূতক্রীড়া (জুয়াখেলা) করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করা হয় তাহা হারাম।

মেশকাত ১৯৩ পৃষ্ঠা ;—

হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অর্থ উপার্জ্জন উদ্দেশ্যে কোরআন পাঠ করিয়া থাকে, সে ব্যক্তি যে সময় কেয়ামত উপস্থিত হইবে, সেই সময় তাঁহার মুখ ভয়ঙ্কর বিকট হইবে, কিন্তু উহাতে মাংস থাকিবে না।

মেশকাত ১৯১ পৃষ্ঠা ;—

হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, অতি সত্ত্বর একদল লোকের আবির্ভাব হইবে, তাহারা কোরআনকে অতিরঞ্জিত ভাবে পাঠ করিবে ইহাতে পরকালের সুফল প্রাপ্তির চেষ্টা করিবে না বরং পার্থিব অর্থ উপার্জ্জনের আকাঙ্খা করিবে।

তন্‌কিহে ফাতাওয়ায়-হামিদিয়া ২য় খণ্ড, ১৭ পৃষ্ঠা ;—

"কোরআন পাঠ করা ছওয়াবের বিষয়, উহার পরিবর্তে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ নহে। যে কোন কার্য্যে বিশুদ্ধ সঙ্কল্প (খাঁটি নিয়ত) না হয়, উহাতে সুফল পাওয়া অসম্ভব। যে ব্যক্তি পারিশ্রমিক গ্রহণ পূর্ব্বক কোরআন পাঠ করে, উহা বিশুদ্ধ খোদাতায়ালার সন্তোষ লাভের জন্য করা হয় না, বরং পার্থিব অর্থ উপার্জ্জনের জন্য করা হইয়া থাকে, এমন কি যদি কোরআন পাঠকারী কিছু পারিশ্রমিক না পাওয়ার সংবাদ অবগত হয়, তবে এক অক্ষরও পাঠ করিতে রাজি হইবে না। সেই কারণে তাজোশ-শরিয়াহ হেদায়ার টীকায় লিখিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি পারিশ্রমিক গ্রহণ পূবর্বক কোরআন পাঠ করে,

সে ব্যক্তি বা মৃত ব্যক্তি অনুমাত্র ফল পাইবেন না। আল্লামা আয়নি 'হেদায়ার' টীকায় লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তি পার্থিব লাভের জন্য কোরআন পাঠ করে, তাহাকে এই কার্য্য হইতে নিষেধ করা উচিত, এইরূপ পাঠকারী ও দানকারী উভয়েই গোনাহগার হইবে। এখতেয়ার ও মজমায়োল ফাতাওয়ায় লিখিত আছে যে, কোরআন পাঠের পরিবর্ত্তে কিছু গ্রহণ করা জায়েজ নহে।"

ফাতাওয়ায়-আজিজি, ১ম খণ্ড, ৮৯ পৃষ্ঠা ;—

"যদি কেহ কোরআন পাঠান্তে কিছু মূল্য লইয়া উহা কাহারও নিকট বিক্রয় করে, তবে উহা একেবারে নাজায়েজ হইবে। যদি কেহ ছওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে কিছু বেতনে একজন লোককে কোরআন খতম করার জন্য নিয়োজিত করে, ক্বারী কোরআন পাঠের ছওয়াব উক্ত ব্যক্তিকে দান করে, ইহা জায়েজ নহে। যদি কেহ বিশুদ্ধভাবে পঠিত কোরআনের ছওয়াব কোন লোককে দান করে, অথবা কোন লোককে কোরআন পাঠের ছওয়াব দান করার উদ্দেশ্যে উহা পাঠ করে এবং কোরআন পাঠকারীর মনে তজ্জন্য অর্থ ইত্যাদি লাভের ধারণা একেবারে উদয় না হয়, তৎপরে সেই ব্যক্তি কোরআন পাঠকালে বা শেষ হইলে প্রতিফল উদ্দেশ্যে তাহাকে দান করে, তবে ইহা জায়েজ হইবে। যদি এক ব্যক্তি কোন ক্বারী ব্যক্তিকে অনেক বৎসর হইতে দান খয়রাত করিয়া থাকে এবং ক্বারী ব্যক্তি পূর্ব্বদানের প্রতিদানের জন্য কোরআন, কলেমা ইত্যাদি পাঠ করিয়া উক্ত দানশীলকে উহার ছওয়াব পৌঁছাইয়া দেয়, তবে ইহা জায়েজ বরং মোস্তাহাব হইবে। কেহ লোকের পার্থিব উদ্দেশ্যে সাধনার্থে তাবিজ লিখিয়া দিয়া বা কোন ছুরা খতম করিয়া যাহা কিছু গ্রহণ করে, ইহা অবাধে জায়েজ হইবে, ইহার নজির হাদিছ শরীফে আছে"।

তফছিরে আজিজি, ছুরা বকর, ২০৮। ২০৯ পৃষ্ঠা ;—

সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ্ বিদ্বানগণ একটি হিতজনক নিয়ম স্থির করিয়া বলিয়াছেন যে, ফরজে আয়নি হউক, ফরজে কেফায়া হউক, আর ছুন্নত মোয়াক্কেদা হউক, যাহা মনুষ্যের প্রতি এবাদত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে — যথা কোরআন, হাদিছ ও ফেক্‌হ শিক্ষা দান, নামাজ, রোজা, কোরআন পাঠ, জেক্‌র ও তছবিহ ইহার উপর বেতন গ্রহণ করা জায়েজ নহে। আর যাহা কোন প্রকার এবাদত

নহে বরং বিশুদ্ধ মোবাহ্ কার্য; যথা — কোরআন পড়িয়া কাহারও শরীরে ফুঁক দেওয়া ও তাবিজ লিখিয়া দেওয়া এরূপ কার্য্যের প্রতিদানে বেতন গ্রহণ করা জায়েজ আছে। সময় ও স্থান নির্দ্ধারণ করাতে এবাদত কার্য্যও মোবাহ হইয়া যায়, উহার বেতন গ্রহণ করা জায়েজ আছে। যেরূপ প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাহারও গৃহে থাকিয়া তাহার সন্তানকে শিক্ষা প্রদান করা, এইরূপ শর্ত্ত সহ কার্য্য করা এবাদত নহে।

পাঠক, উপরোক্ত প্রমাণে প্রমাণিত হয় যে, যদি কেহ প্রত্যেক দিবস কাহার বাটীতে কয়েক ঘন্টা থাকিয়া কোরআন পাঠ করতঃ ইহার ছওয়াব উক্ত গৃহস্থকে দান করে, তবে এই সময় অতিবাহিত করার পবিবর্ত্তে বেতন লইতে পারিবে।

আলমগিরিতে আছে ;—

"যে ব্যক্তি কোন কোরবানি মানত করে, সে ব্যক্তি দরিদ্র হউক আর মহৎ হউক, উহা ভক্ষণ করিতে পারিবে না। এবং অন্য কোন অর্থশালী লোককে উহা ভক্ষণ করাইতে পারে না।"

বাহারোর রায়েকে আছে ;—

"জাকাত নিজের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রকে দান করিতে পারে না। এইরূপ মানত করা বস্তু, ছদকায় ফেৎরা বা কোন ওয়াজেব ছদ্‌কাও মানত করা বস্তু পারে না। এইরূপ ফরজ, ওয়াজেব, ছদ্‌কা ও মানত করা বস্তু অর্থশালী লোককে দান করিতে পারে না।

হামাবিতে আছে ;—

মানত কোরবানি দরিদ্র ব্যক্তি ভক্ষণ করিবে, অর্থশালী ব্যক্তিকে উহা ভক্ষণ করা জায়েজ নহে। কেন্‌ইয়া কেতাবে আছে— যদি কেহ বলে যে যদি আমার নিরুদ্দেশ ব্যক্তি প্রত্যাগমন করে, তবে আমি খোদার নামে এই দলকে জেয়াফত করিব, কিন্তু তাহারা অর্থশালী, এইরূপক্ষেত্রে ইহা ছহিহ হইবে না।

(বাহরোর-রায়েক, দ্বিতীয় খণ্ড, ২৯৮ পৃষ্ঠা ;— অধিকাংশ সাধারণ

লোককে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাদের কোন এক ব্যক্তির কোন আত্মীয় নিরুদ্দেশ বা পীড়িত হইলে অথবা কোন আবশ্যকীয় মনোবাঞ্ছা থাকিলে, সেই ব্যক্তি কোন ওলি-দরবেশ ব্যক্তির কবরের নিকট উপস্থিত হইয়া উহার পরদা মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক বলিতে থাকে, হে আমার অমুক ছৈয়দ যদি আমার নিরুদ্দেশ ব্যক্তি প্রত্যাবর্ত্তন করে, কিম্বা আমার পীড়িত ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করে, অথবা আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, তবে আপনার জন্য এত রৌপ্য, এত খাদ্য, এত পানি, এত মোমবাতি এবং এত জৈতুন তৈল প্রদান করিব। এইরূপ মানত কয়েক কারণে বাতীল। প্রথম এই যে — উহা সৃষ্টি বস্তুর মানত, সৃষ্টি বস্তুর মানত জায়েজ নহে, কেননা উহা এবাদত, আর সৃষ্টি বস্তুর এবাদত জায়েজ নহে। দ্বিতীয়, যাহার মানত করা হইয়াছে তিনি মৃত ব্যক্তি আর মৃত ব্যক্তি (কিছু করিতে) সক্ষম নহে। তৃতীয় যদি সে ব্যক্তি দৃঢ় ধারণা করে যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত (স্বয়ং) মৃত ব্যক্তি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সক্ষম, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে। সৃষ্ট বস্তুর জন্য মানত করা যে হারাম, ইহার প্রতি বিদ্বানগণের একমত (এজমা) হইয়াছে। এইরূপ মানত লাজেম হয় না, নিশ্চয় উহা হারাম বরং অপবিত্র। পীরের খাদেমের (সেবকের) পক্ষে উহা গ্রহণ ভক্ষণ বা কোন প্রকার ব্যবহার করা জায়েজ নহে।

যখন তুমি ইহা অবগত হইলে তখন বুঝিতে পারিলে যে, যে টাকাকড়ি, মোমবাতি, জৈতুন তৈল ইত্যাদি ওলিউল্লাহগণের কবর সমূহের নিকট তাহাদের নৈকট্য ও সম্মান লাভেচ্ছায় লইয়া যাওয়া হয়, তৎসমুদয় মুছলমানদিগের এজমা অনুযায়ী হারাম। অবশ্য যদি খোদাতায়ালার নামে মানত করতঃ পীরগণের ছওয়াব পৌঁছান উদ্দেশ্যে দরিদ্রকে দান করা হয়, তবে উহা জায়েজ হইবে।

শামি, ২য় খণ্ড, ১৩৯ পৃষ্ঠা ;—

"অধিকাংশ নিরক্ষর লোক মৃতদিগের জন্য মানসা করিয়া থাকে এবং টাকা মোমবাতি, জৈতুন তৈল ইত্যাদি বোজর্গ ওলিউল্লাহগণের কবরের নিকট তাঁহাদের নৈকট্য লাভ উদ্দেশ্যে লইয়া যায়, ইহা বাতীল ও হারাম।

এইরূপ আলমগিরী ও দোরারোল-বেহারে বর্ণিত আছে।

শরহে-মোয়াকেফে আছে ;—

"কাফেরেরা যে গরুটি পিতা ও পিতামহদিগের নামে মানত করে উহা হারাম, উহাতে দুই প্রকার হারাম আছে। প্রথম এই যে, উহা মানতকারীর নিজস্ব বস্তু, মুছলমানকে পরের বস্তু আত্মসাৎ ও ভক্ষণ করা জায়েজ নহে, কেননা পরের সত্ত্ব (হক) হারাম। দ্বিতীয়, কাফেরগণ পিতৃগণের নামে যাহা উৎসর্গ করে উহা হারাম, মছুলমানের পক্ষে উহা ভক্ষণ করা জায়েজ নহে। এইরূপ লোকে পীরগণের আত্মার জন্য যে গরুটি মানত করে (উহাও হারাম), যেহেতু উহা মৃতের নামে মানত করা হইয়াছে।"

কোরআন শরিফে আছে ;—

وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

"যাহা কোন দরগায় (বা প্রতিমার নিকট) জবাহ করা হয় (উহা হারাম করিয়াছি)।"

ফাতাওয়ায় আজিজি, প্রথম খণ্ড, ২২ পৃষ্ঠা ;—

"গারাএবে আবিওবাএদ, বোস্তানোল ফকিহ ও কাঞ্জল এবাদ গ্রন্থে লিখিত আছে, আবুদাউদের হাদিছ অনুযায়ী কবরের নিকট গো ও ছাগল জবাহ করা জায়েজ নহে। এইরূপ (জ্বেন দৈত্যের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার ধারণায়) নূতন এমারতের উপর এবং বাটী ক্রয়কালে জবাহ করা জায়েজ নহে, যেহেতু হজরত নবী করিম (ছাঃ) জ্বেন দৈত্যের জন্য জবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।"

ছহিহ মোছলেমে আছে ;—

"হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালা ব্যতীত অন্যের (সম্মানের) জন্য জবাহ করে, খোদাতায়ালা তাহার উপর অভিসম্পাত করিবেন।"

দস্তুরোল কোজাতে বর্ণিত আছে ;—

যাহা কোন প্রতিমা, কূপ, সমুদ্র, নদী, গৃহ, প্রস্রবণ ও প্রান্তরের নিমিত্ত

জবাহ করা হয়, উহা খোদাতায়ালা হারাম করিয়াছেন। জবাহকারী মোশরেক, উক্ত জবাহের জীব মৃত, উহার স্ত্রীর নিকাহ ভঙ্গ হইবে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, কোন পুষ্করিণীর নিকট উহার সম্মান উদ্দেশ্যে জবহা করিলে উহা হারাম হইবে।

মেশকাতে বর্ণিত আছে ;—

"এক ব্যক্তি হজরত নবিয়ে করিম (ছাঃ) এর সময় বোয়ানা নামক স্থানে একটি উষ্ট্র জবাহ করার মানত করিয়াছিল, তৎপরে সে ব্যক্তি হুজুরের নিকট উপস্থিত হইয়া উহা প্রকাশ করিয়া ছিল, তৎশ্রবণে তিনি বলিয়াছিলেন, ইছলামের পূর্ব্বে (জাহিলিয়তের) সময়ের কোন প্রতিমা তথায় আছে কি? তাঁহারা বলিলেন না। তৎপরে তিনি বলিলেন, তথায় কি তাহাদের পর্ব্ব হইত? তাঁহারা বলিলেন না। তখন হজরত (ছাঃ) বলিলেন, তুমি তোমার মানত পূর্ণ কর। যে মানতে খোদার হুকুম অমান্য করা হয়, উহা পূর্ণ করা জায়েজ নহে।

পাঠক, এই হাদিছে প্রমাণিত হইতেছে যে, মেলা ও দরগায় কোন বস্তু জবাহ করিলে উহা হারাম হইবে।

নেছাবোল-এহতেছাব কেতাবে আছে ;—

"নিরক্ষর লোকেরা ওলিউল্লাহ ও শহিদ প্রভৃতি বোজর্গগণের কবরের নিকট গৃহ ক্রয় করা কালে, নূতন এমারতের উপর, গৃহ সমূহের দ্বারে বিশিষ্ট আমীরের আগমন কালে, কোন মনুষ্যের সম্মানের জন্য, এইরূপ কোন স্থলে আল্লাহতায়ালা ব্যতীত অন্যের সম্মান উদ্দেশ্যে জবাহ করিলে যদিও উহার উপর বিছমিল্লাহ পাঠ করা হয়, তথাচ উহা হারাম হইবে এবং তাহারা এই জন্য কাফের হইয়া যাইবে। যখন এই দোষে খাস লোকেরাই অসাবধান হইয়া আছে, তখন সাধারণ লোকদের কথা আর কি বলিব?

দলিলোছ-ছালেহিনে আছে;—

আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য মানত করা সিদ্ধ নহে। যে ব্যক্তি কোন নবী কিম্বা ওলির জন্য মানত করে, তাহার প্রতি কিছুই লাজেম হইবে না। যদি

উক্ত বস্তু উপরোক্ত নিয়মে কোন লোককে প্রদান করে, তবে তাহার পক্ষে জ্ঞানগোচরে উহা গ্রহণ করা জায়েজ হইবে না। যদি উহা খাদ্য-সামগ্রী হয়, তবে উহা ভক্ষণ করা জায়েজ হইবে না। যদি উহা জবাহকৃত পশু হয়, তবে মৃত তুল্য হইবে। যদি তাহারা বিছমিল্লাহ পাঠ করিয়া উহা ভক্ষণ করে, তবে সকলে কাফের হইয়া যাইবে।"

কেফাইয়াতোল ইছলামে আছে ;—

"যদি কোন পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোক কোন ওলি, শহিদ প্রভৃতির কবরের উপর, পানি নির্গমন পথে, শিশুর কথা বলার সময়ে শহিদগণের কবরস্থিত ময়দানে, প্রাচীরের উপরে কড়িকাষ্ঠ স্থাপনের সময় কিম্বা কোন পল্লী নির্ম্মাণের সময় কোন পক্ষী কিম্বা ছাগ জবাহ করে, তবে জবাহকৃত জীব মৃত ও জবাহকারী কাফের হইবে।"

কোরআন ছুরা বাকার ;— ☆ وَمَا أُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ

উক্ত আয়তের ব্যাখ্যায় তফছিরে মায়ালে মোত্তজ্জিলে আছে ;—

"যে জন্তু প্রতিমার সম্মানের জন্য জবাহ করা হইয়াছে তাহা হারাম। এমাম রবি প্রভৃতি বলিয়াছেন, যে পশুর উপর খোদা ব্যতীত অন্যের নাম বিঘোষিত হইয়াছে উহা হারাম।"

এমাম হাকেম নিজ তফছিরে লিখিয়াছেন ;—

"এমাম রবি ও একদল বিদ্বান উক্ত আয়তের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, যে জন্তুর উপর খোদাতায়ালা ব্যতীত অন্যের নাম ঘোষণা করা হইয়াছে উহা হারাম। কাতাদা ও মোজাহেদ বলিয়াছেন, যাহা আল্লাহতায়ালা ব্যতীত অন্যের (সম্মানের) জন্য জবাহ করা হয়, উহা হারাম। সে ব্যক্তি কোন জবাহকৃত পশুর উপর স্পষ্টভাবে অন্যের নাম উচ্চারণ করে, উহার হারাম হওয়ার প্রতি সন্দেহ নাই। অবশ্য যে ব্যক্তি জবাহ কালে খোদা ব্যতীত অন্যের সম্মান অন্তরে পোষণ করে এবং উহা মুখে প্রকাশ না করে, উহাতে বিদ্বানগণের মতভেদ হইয়াছে; কতক সংখ্যক বিদ্বান উহা হারাম বলিয়াছেন, ইহাই

উৎকৃষ্ট মত।"

"তফছির কবির, ২য় খণ্ড, ৮৫ পৃষ্ঠা ;—

"এমাম রাজি উক্ত আয়তের মর্ম্মে লিখিয়াছেন যে, (এমাম) মোজাহেদ ও জোহাক বলিয়াছেন, যে পশু খোদাতায়ালা ব্যতীত অন্যের (সম্মানের) জন্য জবাহ করা হইয়াছে, উহা হারাম (এমাম) রবি বেনে আনাছ ও রবি বেনে জায়েদ বলিয়াছেন যে, আল্লাহতায়ালা ব্যতীত অন্যের নাম যে জীবের উপর ঘোষণা করা হইয়াছে, উহা হারাম, ইহাই উৎকৃষ্ট মত, যেহেতু শব্দের সহিত এই মতের অধিকতর মিল আছে। বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, যদি কোন মছুলমান কোন পশু জবাহ করে এবং উহাতে খোদাতায়ালা ভিন্ন অন্যের নৈকট্য লাভের ধারণা করে, তবে সে কাফের হইবে এবং উহার জবাহকৃত পশু কাফেরের জবাহকৃত পশুর তুল্য হইবে।"

তফছির আজিজি, ৬১০।৬১১ পৃষ্ঠা ;—

মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ দেহলবী (রঃ) উক্ত আয়েতের টীকায় লিখিয়াছেন যে, যে পশুর উপর আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নাম ঘোষণা করা হইয়াছে, (উহা হারাম করা হইয়াছে)। প্রতিমা কিম্বা কোন অশুচি আত্মার জন্য ভোগ স্বরূপ দেওয়া হউক, কোন গৃহে বা বাটীতে জ্বেনের দৌরাত্ম্য হয়, উক্ত জ্বেন পশু ভোগ দেওয়া ব্যতীত উক্ত গৃহবাসীদিগের উপর অত্যাচার করা হইতে বিরত হয় না কিম্বা তোপের গোলা নিক্ষেপ করিতে বাধা প্রদান করে, অথবা কোন পীর পয়গম্বরের জন্য এই প্রকার একটি জীবিত পশু নির্দ্দিষ্ট করা হয়, এই সমস্তই হারাম ছহিহ হাদিছে আছে, যে ব্যক্তি কোন জন্তু জবাহ করাতে খোদাতায়ালা ব্যতীত অন্যের নৈকট্য লাভের কামনা করে, সে ব্যক্তি অভিসম্পাত গ্রস্ত (লানতগ্রস্ত) হইবে। জবাহকালে বিছমিল্লাহ পাঠ করুক আর নাই করুক, কেননা যখন ঘোষণা করা হইয়াছে যে, এই পশুটি অমুক পীরের, তখন জবাহ কালে খোদার নাম লইলে কোন ফলোদয় হইবে না। যখন উক্ত জন্তু অন্যের নামে বিঘোষিত হইয়াছে, তখন উহা মৃত পশু অপেক্ষা অধিকতর অপবিত্র (নাপাক) হইয়াছে; কেননা মৃত পশুর প্রাণবিয়োগ কালে উহার উপর খোদার নাম উচ্চারিত হয় নাই, পক্ষান্তরে এই পশুটির আত্মাকে

খোদা ব্যতীত অন্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া হত্যা করা হইয়াছে, ইহা অবিকল শেরেক; যখন উক্ত পশুকে এই অপবিত্রতা সংক্রামিত হইয়াছে, তখন পুনরায় বিছমিল্লাহ উচ্চারণ করিলে উহা হালাল হইতে পারে না, যেরূপ কুকুর ও শূকর বিছমিল্লাহ বলিয়া জবাহ করিলে, হালাল হইতে পারে না।

এই মছলার নিগূঢ় তত্ত্ব এই যে, যে ব্যক্তি কোন আত্মা সৃষ্টি করিতে পারে না, তাহার জন্য কোন আত্মা উৎসর্গ করা জায়েজ হইতে পারে না। খাদ্য পানীয় ও অন্যান্য বস্তু অন্যের নৈকট্যের জন্য প্রদান করা হারাম ও শেরেক, কিন্তু উপরোক্ত বস্তুগুলি দান করিলে দাতা যে ছওয়াব (ফল) প্রাপ্ত হয়, তাহা অন্যকে প্রদান করা জায়েজ হইবে; কেননা মনুষ্য যেরূপ আপন টাকা কড়ি অন্যকে দান করিতে পারে, সেইরূপ আপন কার্য্যের ছওয়াব অন্যকে দান করিতে পারে। পশুর আত্মা মনুষ্যের অধিকারে নাই, তবে উহা কিরূপে অন্যকে দান করিবে। অর্থদানে এই জন্য ছওয়াব হইবে যে উহাতে মানুষ লাভ ভোগ করিতে পারে। শরিয়তে তদ্দ্বারা উপকার করার এই রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে যে, অর্থের ছওয়াব অন্যকে দান করিবে। পশুর জীবন উহার জীবদ্দশায় মনুষ্যের উপকারে আসে নাই, কাজেই মৃত্যুর পরে উহা লাভজনক হইতে পারে না। অবশ্য ছহিহ হাদিছে মৃতের পক্ষ হইতে কোরবানী করার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু উহার তাৎপর্য এই যে, উক্ত পশুর আত্মা খোদার জন্য উৎসর্গ করতঃ উহার নেকী মৃত ব্যক্তিকে প্রদান করা হয়, উহা মৃতের জন্য জবাহ করা হয় না। কতক নিরক্ষক মুছলমান এই স্থলে ভ্রমাত্মক বশবর্তী হইয়া বলিতে থাকে যে মাংস রন্ধন করতঃ মৃতদের নামে দেওয়া নিঃসন্দেহে জায়েজ আছে, মৃতদের নামে জন্তু জবাহ করা ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য। তাহাদিগকে বুঝাইতে এই কথাটি যথেষ্ট হইবে যে, তোমরা যে পশুটি মৃতদের জন্য মানত করিয়াছ, যদি উহার পরিবর্ত্তে ঐ পরিমাণ মাংস ক্রয় পূর্ব্বক রন্ধন করতঃ দরিদ্রদিগকে ভক্ষণ করাও তবে তোমাদের জ্ঞানে উক্ত মানত আদায় হইবে কিনা? যদি তোমাদের মতে এই কার্য্যে উক্ত মানত আদায় হইয়া যায়, তবে এ কথা সত্য যে উক্ত জবাহ কার্য্যে মৃতের ছওয়াব পৌঁছানই তোমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। আর যদি তোমাদের মতে উক্ত কার্য্যে মানত

আদায় না হয়, তবে মৃতের নৈকট্য ও সম্মান লাভ উদ্দেশ্যে তোমাদের মানত করাও স্পষ্ট শেরক করা সাব্যস্ত হইবে।

ইহা লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, কোরআন শরিফের চারি স্থলে وما اهل به لغير اللّٰه (যে বস্তুতে খোদা ব্যতীত অন্যের নাম ঘোষণা করা হইয়াছে), এইরূপ শব্দগুলি আসিয়াছে, কোন স্থলে وما ذبح باسم غير اللّٰه (যাহা খোদা ভিন্ন অন্যের নামে জবাহ করা হইয়াছে) বলা হয় নাই।

যখন ঘোষণা করা হইল যে, এই গো-টি অমুক পীরের এই ছাগটি অমূক পীরের তখন খোদার নামে জবাহ করিলে উহাতে ফলোদয় হইবে না। এবং উক্ত পশুর মাংস হালাল হইবে না।

اهل শব্দের অর্থ ذبح গ্রহণ করা অভিধান ও ব্যবহারে বিপরীত, কখনও আরবদিগের অভিধানে ও উক্ত দেশের ও সময়ের ব্যবহারে اهلال 'এহলাল' শব্দের অর্থ জবাহ করা দৃষ্ট হয় নাই, কোন কবিতা ও কোন বাক্যে এইরূপ অর্থ পরিলক্ষিত হয় নাই। বরং আরবদিগের অভিধানে 'এহলাল' শব্দের অর্থ উচ্চ শব্দ করা ও ঘোষণা করা। যেরূপ সদ্য প্রসূত সন্তানের উচ্চ ক্রন্দন করাকে ও হজ্জযাত্রীদিগের হজ্জকালে লাব্বায়কা বলিয়া উচ্চ শব্দ করাকে اهلال 'এহলাল' বলা হইয়া থাকে। যদি কেহ বলে, اهللت اللّٰه তবে উক্ত শব্দে ذبحت (খোদার জন্য জবাহ করিয়াছি) এই অর্থ কিছুতেই বুঝা যায় না। যদিও اهل শব্দের অর্থ ذبح গ্রহণ করা হয়, তবে আয়তের এরূপ অর্থ হইবে, ذبح لغير اللّٰه অর্থাৎ যাহা খোদা ব্যতীত অন্যের জন্য জবাহ করা হইয়াছে কিন্তু ذبح باسم غير اللّٰه (যাহা খোদা ব্যতীত অন্যের নামে জবাহ করা হইয়াছে) এইরূপ অর্থ কোথা হইতে বুঝা যাইবে? কাজেই (উক্ত নিরক্ষর) লোকের দাবি প্রমাণিত হইতে পারে না। এক্ষেত্রে এই স্থলে এহলাল শব্দের অর্থ 'জবাহ করা' গ্রহণ করা এবং لغير اللّٰه (খোদা ব্যতীত অন্যের জন্য) এই অর্থ স্থলে باسم غير اللّٰه (আল্লাহ ব্যতীত

অন্যের নামে এই অর্থ গ্রহণ করা কোরআন শরিফ পরিবর্ত্তন করা ভিন্ন আর কি হইবে? তফছিরে নায়ছাপুরীতে আছে — বিদ্বানগণ একবাক্যে বলিয়াছেন, যদি কোন মুছলমান কোন পশু জবাহ করে এবং উক্ত জবাহ করাতে খোদা ব্যতীত অন্যের নৈকট্য লাভের ধারণা করে, তবে সে কাফের হইবে এবং তাহার জবাহ করা পশু কাফেরের জবাহ করা পশুর তুল্য হইবে। অবশ্য যদি সে ব্যক্তি অন্যের নৈকট্য লাভের ধারণা অন্তর হইতে দূর করে এবং তদ্বিপরীত ঘোষণা করে যে, আমি এই কার্য্য হইতে তওবা করিতেছি এবং এই পশুটি খোদার নামে রাখিতেছি, তবে উক্ত পশুর উপর খোদার নাম উচ্চারণ করিলে উহা হালাল হইবে।

ফাতাওয়ায় আজিজি, ২৩ পৃষ্ঠা ;—

"তফছিরে বয়জবি" ইত্যাদিতে উক্ত আয়তের অর্থ লেখা হইয়াছে যে, জবাহ কালে যে জন্তুর উপর প্রতিমার নাম উচ্চারণ করা হইয়াছে, কিন্তু ইহা উক্ত সময়ের মোশরেকদিগের রীতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, সেই হেতু প্রাচীন তফছির সমূহে যে জন্তুর উপর আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারণ কার হইয়াছে এবং যে বস্তুকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নৈকট্য লাভ উদ্দেশ্যে জবাহ করা হইয়াছে, এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ করা হয় নাই, কেননা সেই সময়ের মোশরেকগণ খাঁটি কাফের ছিল। যে সময় তাহারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নৈকট্য লাভ হেতু একটি চতুষ্পদ জবাহ করার ইচ্ছা করিত, সেই সময় জবাহ কালে উক্ত অন্যের নাম উহার উপর উচ্চারণ করিত, পক্ষান্তরে মুছলমান বংশসম্ভুত মোশরেকগণ কাফিরি ও ইছলামের মধ্যে সংযোগ করিত, যেহেতু তাহারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের সম্মান ও নৈকট্য লাভ উদ্দেশ্যে জবাহ করিত এবং জবাহ কালে উহার উপর খোদার নাম উচ্চারণ করিত। প্রথমটি স্পষ্ট কাফিরি। দ্বিতীয়টি ইছলাম রূপে হইলেও (প্রকৃত পক্ষে) কাফিরি। ইহারা বিশ্বাস করিয়া থাকে যে, খোদার জন্য হউক, আর অন্যের জন্য হউক, বিছমিল্লাহ পাঠ করা জবাহ করার একমাত্র নিয়ম। এই প্রথা আমাদের সময়ে প্রচলিত হইয়াছে, কেননা তাঁহারা ঘোষণা করেন যে, অমূক ব্যক্তি একটি গো ছৈয়দ আহমদ কবিরের জন্য জবাহ করিতেছে, জবাহকালে উহার উপর

খোদার নাম উচ্চারণ করুক আর নাই করুক।"

(শাওয়ারেকে-মক্কিয়া, ৫৮ পৃষ্ঠা;—

"লোকে মোরগ, কবুতর, গো, ছাগ ইত্যাদি পক্ষী ও পশু মৃত সাধুলোকদিগের জন্য মানত করিয়া থাকে, তৎপরে বিছমিল্লাহ বলিয়া জবাহ করে, উহা রন্ধন করার পূর্ব্বে উহার উপর দেশ প্রচলিত ফাতেহা দিয়া থাকে এবং উহা বরকত ধারণায় ভক্ষণ করিয়া থাকে। মানতকারীর পীড়া উপশম, সন্তান লাভ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কোন পার্থিব বাসনা থকে, এই হেতু গো, ছাগ, মোরগ ইত্যাদি প্রাচীন ওলিউল্লাহ ব্যক্তির জন্য এই ধারণায় মানত করিয়া থাকে যে, সেই ওলি তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া দিবেন তৎপরে উক্ত ওলির সম্মান ও নৈকট্য লাভ উদ্দেশ্যে বিছমিল্লাহ বলিয়া উক্ত পশু জবহ করে, ইহা হিন্দুস্তানের অসতর্ক নিরক্ষরদের মধ্যে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। এইরূপ মানত তথা-কথিত প্রমাণে বাতীল বরং শেরেক। এই জবাহকৃত পশু হালাল হইবে কিনা? সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়াছেন যে, উহা অকাট্য হারাম, কেননা বহু সংখ্যক বিশ্বাসযোগ্য ফকিহ প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে পশু খোদাতায়ালা ব্যতীত অন্যের সম্মান ও নৈকট্য লাভের জন্য জবাহ করা হইয়াছে, ইহা ভক্ষণ করা হারাম।"

শাওয়ারেকে মক্কিয়া, ৭৪ পৃষ্ঠা;—

"কেহ কেহ তফছির আহমদী হইতে উক্ত প্রকার মানত করা পশু হালাল প্রমাণ করিতে চাহেন, কিন্তু উহা নিতান্ত ধোকাবাজী; কেননা স্বয়ং উক্ত তফছির লেখক উহার টীকায় লিখিয়াছেন যে, যে গরুটি খোদার জন্য মানত করা হয়, পাক খোদাতায়ালার সম্মানের জন্য বিছমিল্লাহ বলিয়া উহা জবাহ করা হয়, দরিদ্রদিগকে দান করা হয় এবং উহার ছাওয়াব ওলিউল্লাহদিগকে প্রদান করা হয়, তাহাই হালাল; কিন্তু যে পশু মৃত ওলিগণের জন্য মানত করা হয় এবং তাহাদের সম্মানের উদ্দেশ্যে বিছমিল্লাহ বলিয়া জবাহ করা হয়, উহা হারাম।"

এই মছলার বিস্তারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করিলে, মাওলানা আজিজ, ছাহেব প্রণীত 'দাফেয়োশ শরুর' কেতাব পাঠ করুন।)

ছেরাতোল মোস্তাকিম;—

প্রাচীন তরিকতপন্থী পীরগণ যেরূপ শোগল, জেকের মোরাকাবা ইত্যাদি করিতেন, আধুনিক তরিকত পন্থীগণও সেইরূপ কার্য্যগুলি সম্পাদন করিয়া থাকেন, কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তিগণ প্রথমোক্ত বোজর্গদিগের ন্যায় ফয়েজ, বরকত (খোদাতায়ালার অনুগ্রহ ও আত্মিক উন্নতি) লাভ করিতে সমর্থ হয়েন না; ইহার একমাত্র কারণ এই যে, ইহারা কতকগুলি বেদয়াত কার্য্যে সংলিপ্ত হইয়াছেন, শরিয়তের এবাদতগুলি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করিতে চেষ্টাবান হন না এবং যে যে কার্য্যে উক্ত এবাদতগুলির ক্ষতি সাধিত হয়, তৎসমস্তের অনুষ্ঠান হইতে হস্ত সঙ্কোচ করেন না।

তরিকত শিক্ষার্থীকে নিম্নোক্ত তরিকতের কন্টক স্বরূপ বেদয়াতগুলি ত্যাগ করা একান্ত আবশ্যক। প্রথম, একদল ধর্ম্মহীন ছুফী শরিয়তের রিরুদ্ধাচরণ করিতে দ্বিধাবোধ করেন না বরং শরিয়তের বিরুদ্ধাচরণ নিজেদের কর্ত্তব্য কার্য্য ধারণা করিয়াছে, শেরেক বেদয়াত মূলক নিয়মাদি শিক্ষা প্রদান করে এবং ধর্ম্মদ্রোহিতামূলক বাক্য জনসমাজে প্রকাশ করে, এইরূপ লোকসকল তরিকতের কন্টক স্বরূপ, ইহাদিগকে যথোচিত শাস্তি প্রদান করা কর্ত্তব্য, যদি শাস্তি প্রদান করিতে অক্ষম হয়, তবে তাহাদের প্রতি অসন্তোষভাব প্রকাশ করিতে থাকিবে এবং কখনও তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবে না এবং সাক্ষাৎ করা গর্হিত কার্য্য ধারণা করিবে। অবশ্য যদি উপদেশ প্রদানেচ্ছায় দুই একবার তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, তবে কোন ক্ষতি নাই। যদি এই উপদেশ ফলপ্রদ না হয়, তবে তাহাদের সংশ্রব ত্যাগ করা একান্ত আবশ্যক (ওয়াজেব) জানিবে। একজন পীর বলিয়াছেন, তরিকত শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রথম উপদেশ এই যে, ধর্ম্মদ্রোহী বা বেদয়াতির সংশ্রব ত্যাগ করা অনিবার্য্য।

দ্বিতীয় — বে-আদবীমূলক বাক্য আল্লাহতায়ালার সম্বন্ধে প্রয়োগ করা, ইহা ধর্ম্মদ্রোহী ছুফিদের প্রবর্ত্তিত বেদয়াত মত। খোদাতায়ালা মহা দয়াশীল সর্ব্বপ্রদাতা হইলেও তাঁহাকে মহা পরাক্রান্ত কঠিন শাস্তি প্রদানকারী ও সত্ত্বর প্রতিশোধ গ্রহণকারী ধারণায় অতি নম্রভাবে নিকৃষ্ট দাসের ন্যায় তাঁহার করুণা ভিক্ষা করিবে এবং কখনও বে-আদবিমূলক বাক্য ব্যবহার করিবে না। কবিবর

হাফেজ বলিয়াছেন, বে-আদব ব্যক্তি আদর্শ হইবার উপযুক্ত নহে, তরিকতপন্থী ব্যক্তি নিজেও এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিবে না এবং বে-আদবের সঙ্গ লাভ করিবে না।

তৃতীয় — ধর্ম্মদ্রোহিতামূলক তওহিদে অজুদি একটি বেদয়াত মত। ধর্ম্মদ্রোহী ফকিরেরা প্রকাশ করে যে, সমস্ত সৃষ্টি খোদাতায়ালার সহিত মিশ্রিত হইয়া একই ভাবাপন্ন হয়, আপনাকে খোদার অংশ ধারণায় সর্ব্ববিধ গোনাহ কার্য্যে রত হয়, শয়তানী ও নফছের প্ররোচনায় উপরোক্ত কাফেরি মতকে মা'রেফাত বলিয়া দাবি করে। অবশ্য একদল তরিকতপন্থী পীর 'অহদতে ওজুদে'র মত ধারণ করিতেন, তাঁহাদের কথার মর্ম্ম এই যে, খোদাতায়ালার কতকগুলি ছেফাত আছে, (যথা দয়াশীল হওয়া, কোপান্বিত হওয়া, জীবিকা প্রদাতা হওয়া ইত্যাদি) যাবতীয় সৃষ্টি খোদাতায়ালার ছেফাতের প্রকাশ স্থল, কিন্তু সৃষ্টি ও ছেফাত এক নহে। পক্ষান্তরে ভণ্ড ফকিরেরা উক্ত পীরদের কথার মর্ম্ম পরিবর্ত্তন করতঃ সৃষ্ট ও খোদাতায়ালাকে একই ধারণা করিয়া ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে।

চতুর্থ — তকদিরের মছলা লইয়া বাদানুবাদ করা একটি বেদয়াত মত। অদৃষ্ট লিপির উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ইছলামের একটি অঙ্গীভূত বিধান, কিন্তু উহা অতি সূক্ষ্ম বিষয় বলিয়া শরিয়তে উহার তত্ত্বানুসন্ধান করা নিষিদ্ধ হইয়াছে, কাজেই ইছলামাবলম্বিগণকে উহার তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া মোটামুটি ভাবে উহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক।

পঞ্চম — মোশরেক ছুফিদের একটি বেদ্য়াত মত এই যে তাহারা পীর-মোরশেদকে খোদা বা রছুলের আসনে বসাইয়া থাকে, খোদা ও রছুলের হুকুমের বিরুদ্ধে তাহার হুকুম মান্য করিয়া থাকে এইরূপ অতিভক্তি ত্যাগ করতঃ মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

ষষ্ঠ — মোশরেক ফকিরগণ গোরস্থানে উপস্থিত হইয়া মৃতদিগকে ত্রাণকর্ত্তা ধারণায় তাহাদের নিকট মনস্কামনা পূর্ণ হওয়া যাজ্ঞা করিয়া থাকে, ইহা শেরেক।

সপ্তম — তাহারা পীর ওলিউল্লাহগণের নামে কোন বস্তু বা জীব মানত

করিয়া থাকে এবং পীরের সম্মান উদ্দেশ্যে উক্ত জীব জবাহ করিয়া থাকে।

হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের সম্মানের জন্য (কোন জীব) জবাহ করে, খোদাতায়ালা তাহার প্রতি অভিসম্পাত প্রদান করেন। অধিকাংশ বিদ্বানের মতে উক্ত ব্যক্তি কাফের হওয়ার জন্য অভিসম্পাতগ্রস্ত হইয়াছে।

অষ্টম — বেদয়াতি দল, শবেবরাতে গোরস্থানে প্রদীপ জ্বালাইয়া থাকে, ইহা হারাম বেদয়াত। হাদিছে এইরূপ লোকদের অভিসম্পাতগ্রস্ত হওয়ার কথা বর্ণিত হইয়াছে।

নবম — বেদয়াতিরা হিন্দু ব্রাহ্মণদের ফল-মূল সম্মুখে রাখিয়া মন্ত্র পাঠ করার তুল্য কোন খাদ্যসামগ্রী সম্মুখে রাখিয়া ফাতেহাখানি করিয়া থাকে, ইহা তশবিহ বেল-কফুর বেদয়াত।

দশম — তাহারা মৃতদেহ মঙ্গল কামনায় তৃতীয়, দশম ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট দিবসে কিছু তামদারি করিয়া থাকে এবং ধারণা করে যে, উক্ত নির্দ্দিষ্ট তারিখে দান না করিলে ফল হইবে না, এইরূপ নির্দ্ধারণ করা বেদয়াত।

একাদশ — একদল বেদয়াতিরা হজরত আলী (রাঃ) কে হজরত আবুবকর, হজরত ওমার ও হজরত ওছমান (রাঃ) অপেক্ষা পদ মর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠতর ধারণা করে। যে ব্যক্তি ছুন্নতের অনুসরণ করে এবং বেদয়াত হইতে বিমুক্ত হয়, সে ব্যক্তি নিশ্চয় বিশ্বাস করিবে যে, নবিগণের পরে আদম-সন্তানদের মধ্যে উক্ত চারি খলিফাই শ্রেষ্ঠতম পদ লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত চারিজনের মধ্যে প্রথম খলিফা হজরত আবুবকর (রাঃ) সর্ব্বপ্রধান ছিলেন, হজরত ওমার (রাঃ) পদমর্য্যাদায় দ্বিতীয় স্থান, হজরত ওছমান (রাঃ) তৃতীয় স্থান এবং হজরত আলি (রাঃ) চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইহা সমস্ত সত্যাপরায়ণ ছুন্নি সম্প্রদায়ের মত।

দ্বাদশ — মহরমের মাসে এমাম হোছায়েনের (রাঃ) কাল কবর, জাল কবরস্থান (কারবালা), পতাকা ইত্যাদি প্রস্তুত করা এবং তৎসমস্তের সেবা ভক্তি ছেজদা প্রদক্ষিণ করা ঘোর পৌত্তলিকতা, ইহা বিনা সন্দেহে

ধর্ম্মোদ্রোহিতামূলক শেরক। হায় হোছায়েন'! 'হায় হোছায়েন'! ইত্যাকার শব্দে রোদন, ক্রন্দন করা, বস্ত্র ছিন্ন করা, শোকবস্ত্র পরিধান করা এবং মরছিয়া পাঠ করা হারাম। সত্যপরায়ণ ব্যক্তিকে এইরূপ বাতিল বিষয়গুলি লোপ করার চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক, অক্ষমাবস্থায় নিষেধ করিবে, নিষেধ করিতে অক্ষম হইলে সর্ব্বান্তকরণে তৎসমস্তকে মন্দ জানিবে।

ত্রয়োদশ — অনেকে বিবাহ, খৎনা, ইছালে-ছওয়াব ইত্যাদিতে বহু আড়ম্বর ও জাঁকজমক করিয়া থাকে এই জাঁকজমককে ফরজ, ওয়াজেব অপেক্ষা অধিকতর অপরিহার্য্য ধারণা করে, যদি কেহ ইহা না করে তবে লোকের নিকট নিন্দনীয় হইয়া থাকে। কেহ কেহ সম্মান লাভেচ্ছায় এইরূপ বাহ্য আড়ম্বর করিয়া থাকে, বহু অর্থ নাশও করিয়া থাকে। এইরূপ আড়ম্বর ও অপব্যয় না করিলে, লোকের নিকট নিন্দনীয় হওয়ার আশঙ্কায় বিবাহ ও খৎনা কার্য্যে বহু বিলম্ব ঘটিয়া থাকে, ইহাতে ব্যভিচার ইত্যাদি দোষের সৃষ্টি হইয়া থাকে। অনেকে সুদে টাকা কর্জ্জ লইয়া পরিণামে সুদের গোনাহ দ্বারা সর্ব্বসান্ত হইয়া থাকে। এইরূপ জাঁকজমক অপব্যয় ইত্যাদি হারাম বা বেদয়াত।

চতুর্দ্দশ—বিধবা নিকাহকে কদর্য্য ধারণায় নিষেধ করা, ইহা একটি বাতীল প্রথা। এই বেদয়াত রীতি পরিবর্ত্তন করিতে সর্ব্বান্তকরণে চেষ্টাবান হওয়া কর্ত্তব্য। যদি কোন আত্মীয় উপদেশ গ্রহণ না করে, তবে তাহার সংশ্রব ত্যাগ করিতে হইবে।

পঞ্চদশ— সৈয়দ ও পীর বংশধরেরা জাতীয় গৌরব করিয়া থাকে ও পূর্ব্বপুরুষদিগের সুপারিশ লাভের উপর নির্ভর করতঃ নম্রতা, সৎকার্য্য বর্জ্জন করে, শেরক বেদয়াত ও অহিতকার্য্যে সংলিপ্ত থাকিয়া কোর-আন ও হাদিছ অগ্রাহ্য করে।

কোর-আন ;—

"খোদাতালায়ার নিকট তাঁহার অনুমতি ব্যতীত — সুপারিশ ফলপ্রদ হইবে না।"

"অনন্তর যে সময় সিঙ্গায় ফুৎকার করা হইবে, (তখন) তাহাদের মধ্যে

বংশগত পার্থক্য থাকিবে না।"

"হে লোক সকল, নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী হইতে সৃজন করিয়াছি এবং তোমরা একে অন্যকে চিনিতে পারিবে এই উদ্দেশ্যে তোমাদিগকে দল দল (শ্রেণী শ্রেণী) করিয়াছি, (অহঙ্কার ও গৌরব করিবার জন্য এইরূপ করি নাই)। নিশ্চয় তোমাদের ম ধ্যে বেশী-পরহেজগার ব্যক্তি বেশী শরিফ (বোজর্গ)।"

"উক্ত দল ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের জন্য যাহা তাহারা উপার্জ্জন করিয়াছে এবং তোমাদের জন্য যাহা তোমরা উপার্জ্জন করিয়াছ।"

হাদিছ;—

"নিশ্চয় খোদাতায়ালা তোমাদের মধ্য হইতে ইছলামের পূর্ব্বকালীন পূর্ব্বপুরুষের গৌরব ও জাতীয় অহঙ্কার লোপ করিয়াছেন, নিশ্চয় মনুষ্য (দুই শ্রেণীতে বিভক্ত) পরহেজগার ঈমানদার কিম্বা হতভাগ্য পাপাচারী, সমস্ত মনুষ্য আদম-সন্তান এবং আদম মৃত্তিকা হইতে (সৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছেন)।

তরিকতপন্থীর পক্ষে নিম্নোক্ত দোষগুলি বর্জ্জন করা অতীব আবশ্যক। প্রথম হিংসা; কোর-আন শরিফের ছুরা ফালাকে হিংসাকারীর হিংসার অপকারিতা হইতে উদ্ধার প্রার্থনা করিতে আদেশ করা হইয়াছে। বিদ্বেষকারী পরের সম্পদ দর্শনে কাতর হয় এবং উহার ক্ষতির কামনাও চেষ্টা করে, এই হিংসার জন্য জগতে অত্যাচার, রক্তপাত, তুমুল কলহ ইত্যাদি নানাবিধ মহাপাপের সৃষ্টি হয়। খোদাতায়ালা অন্যের প্রতি যে অনুগ্রহ করিয়াছেন,হিংসুক তাহাতে বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করিয়া খোদাতায়ালার সহিত বিরোধ করিতে প্রয়াস পায়। খোদাতায়ালা অদৃষ্টলিপি অনুসারে লোকের প্রতি যেরূপ সম্পদ বণ্টন করিয়াছেন, হিংসুক তাহা অমান্য করিয়া থাকে। আকাশে সর্ব্বপ্রথমে ইবলিছ হজরত আদমের প্রতি হিংসা ভাব প্রকাশ করতঃ অভিসম্পাত গ্রস্ত হইয়াছিল। পৃথিবীর সর্ব্বপ্রথমে কাবিল হাবিলের প্রতি হিংসা করতঃ নরহত্যারূপ মহা গোনাহতে লিপ্ত হইয়াছিল।

তফছির খাজেনে লিখিত আছে, এই হিংসার জন্য সমুদ্রের বারি লবণাক্ত,

বৃক্ষের ফল তিক্ত ও কটু এবং পুষ্প কণ্টকাকীর্ণ হইয়া যায়।

এমাম-এবনে জরির তফছিরে লিখিয়াছেন, আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিলা অরণ্য হইতে কাষ্ঠ বহন করিয়া আনিত এবং উহার কণ্টকগুলি হিংসা বশতঃ পথে নিক্ষেপ করিত, উদ্দেশ্য এই যে, যেন মছজিদে গমন কালে হজরতের পায়ে কণ্টক বিদ্ধ হইয়া যায়।

তফছির মায়ালেমে লিখিত আছে, এক সময় উক্ত স্ত্রীলোকটি একটি কাষ্ঠের বৃহৎ বোঝা বহন করিয়া আনিতেছিল, খোর্ম্মা বল্কলের রজ্জুতে উহা বন্ধন করা ছিল, যাহার একাংশ উক্ত স্ত্রীলোকটির গলদেশে লাগান ছিল, স্ত্রীলোকটি ক্লান্ত হইয়া এক খণ্ড প্রস্তরের উপর উপবেশন করতঃ বিশ্রাম করিতেছিল, হঠাৎ বৃহৎ বোঝাটি সরিয়া পড়িল এবং উহার ভরে তাহার গলদেশে এমন ভাবে ফাঁসী লাগিয়া গেল যে, শ্বাসরুদ্ধ হওয়ায় তাহার প্রাণবিয়োগ ঘটিল, ইহাই হিংসার শোচনীয় পরিণাম।

হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন,"প্রাচীন উম্মতেরা যে পীড়ায় পীড়িত ছিল, তোমাদের মধ্যে সেই পীড়া সংক্রামিত হইয়াছে। সাবধান! সেই পীড়া দ্বেষ ও হিংসা, উহা ইছলাম ধর্ম্মের বিনাশ সাধন করিবে।"

হজরত (ছাঃ) আরও বলিয়াছেন, "যে রূপ অগ্নি কাষ্ঠ দগ্ধীভূত করে, সেইরূপ হিংসা সৎকার্য্য সমূহ বিনষ্ট করে।"

আরও বলিয়াছেন, "তিন দিবসের অধিক কাল স্বীয় ভ্রাতার সহিত বাক্যালাপ ত্যাগ করা কোন মুছলমানের পক্ষে হালাল নহে। যখন তিন দিবস অতিবাহিত হইয়া যায়, তখন তুমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করতঃ তাহাকে ছালাম করে। যদি সে ব্যক্তি ছালামের উত্তর প্রদান করে, তবে তোমরা উভয়ে নেকীর অংশীদার হইবে। আর যদি উত্তর প্রদান না করে, তবে সেই ব্যক্তি গোনাহগার হইবে এবং ছালামকারী নিষ্কৃতি পাইবে।"

এক হাদিছে আছে, "এক বৎসর কোন (মুছলমান) ভ্রাতার সহিত বাক্যালাপ না করা প্রাণহত্যার তুল্য গোনাহ।"

অন্য হাদিছে আছে, " সোমবার ও বৃহস্পতিবারে বেহেস্তের দ্বার সমূহ

উদ্ঘাটিত করা হয় এবং যে কোন ব্যক্তি খোদাতায়ালার সহিত অংশী স্থাপন না করে, তাহার গোনাহ ক্ষমা করা হয়, কেবল যে ব্যক্তি নিজের ভ্রাতার সহিত বিদ্বেষভাব পোষণ করে, তাহার গোনাহ ক্ষমা করা হয় না। অনন্তর বলা হয়, যতক্ষণ এতদুভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত না হয়, ততক্ষণ তাহাদিগকে (ঐ অবস্থায়) পরিত্যাগ কর।"

দ্বিতীয়— অহঙ্কার ও আত্মগরিমা। ছহিহ তেরমেজিতে আছে সর্ব্বদা একজন লোক আত্মগরিমা করিতে থাকে, এমন কি সে ব্যক্তি অহঙ্কারীদলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়, অনন্তর তাহাদের উপর যাহা সংঘটিত হইয়াছিল, ইহার প্রতি তাহাই সংঘটিত হইবে।

ছহিহ মোছলেমে আছে, যে ব্যক্তি বলে যে, "লোক সকল বিনষ্ট হইল, সে ব্যক্তি সকল অপেক্ষা অধিকতর বিনষ্ট।"

যে ব্যক্তি আত্মগরিমা বশতঃ লোককে ঐরূপ কথা বলে, তাহার সম্বন্ধে উক্ত হাদিছ কথিত আছে।

ছহিহ মোছলেমে আছে, হজরত (ছাঃ) প্রাচীন কালের দুইটি লোকের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "একজন (দরবেশ) ব্যক্তি বলিয়াছিল যে, খোদাতায়ালা অমূক ব্যক্তিকে ক্ষমা করিবেন না। তখন খোদাতায়ালা বলিয়াছিলেন, কোন ব্যক্তি আমার প্রতি আদেশ প্রদান করে যে, আমি অমুকের গোনাহ ক্ষমা করিব না। নিশ্চয় আমি উক্ত (গোনাহগার) ব্যক্তিকে ক্ষমা করিলাম এবং (হে দরবেশ) তোমার সৎকার্য্য বিনষ্ট করিলাম।

হজরত (ছাঃ) আরও বলিয়াছেন, 'তিন বস্তু বিনাশকারী, তন্মধ্যে আত্মগরিমা অধিকতর বিনাশকারী।"

ছহিহ মোছলেমে আছে, এক ব্যক্তি হজরতের সম্মুখে বাম হস্ত দ্বারা ভক্ষণ করিতেছিল, তদ্দর্শনে হজরত (ছাঃ) বলিলেন, তুমি ডাহিন হস্ত দ্বারা ভক্ষণ কর। সে বলিল, আমি পারিব না, ইহা গর্ব্ব সহকারে বলিয়াছিল। হজরত বলিলেন, তুমি পারিবে না? তৎপরে সে ব্যক্তি আর স্বীয় হস্ত মুখ পর্য্যন্ত উঠাইতে সক্ষম হয় নাই।

তাছাওয়ফ-তত্ত্ব বা

ছহিহ বোখারী ও মোছলেমে আছে, "এক ব্যক্তি দুই খণ্ড চাদর পরিহিত অবস্থায় আপনার পরিপাটি কেশ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া সগর্ব্বে গমন করিতেছিল, অকস্মাৎ খোদাতায়ালা তাহাকে ভূগর্ভে ধ্বংস করিলেন, সে ব্যক্তি কেয়ামত অবধি ভূগর্ভের অধোঃ দিকে যাইতে থাকিবে।

ছহিহ মোছলেমে আছে, "খোদাতায়ালা বিচার দিবসে তিন ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপ করিবেন না, তাহাদিগকে শুদ্ধ করিবেন না এবং তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না, এবং তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছে। বৃদ্ধ ব্যভিচারী, বাদশাহ মিথ্যাবাদী ও দরিদ্র অহঙ্কারী— এই তিন ব্যক্তি।

ছহিহ মোছলেমে আছে,"যাহার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহঙ্কার আছে, সে ব্যক্তি (বিচার অন্তেই) বেহেস্তে প্রবেশ করিতে পারিবে না। এক ব্যক্তি বলিল লোকে নিজের উৎকৃষ্ট বসন ও উত্তম পাদুকা ব্যবহার করিতে ভালবাসে। তৎশ্রবণে হজরত (ছাঃ) বলিলেন, নিশ্চয় খোদাতায়ালা পাক, তিনি সৌন্দর্য্য পছন্দ করেন। ন্যায় কথা অস্বীকার করা ও লোককে ঘৃণা করাকেই অহঙ্কার বলে।"

এমাম বয়হকি এই হাদিছটি বর্ণনা করিয়াছেন, "যে ব্যক্তি খোদাতায়ালার জন্য নত হয়, খোদাতায়ালা তাহাকে উন্নত করিবেন। যে ব্যক্তি অন্তরে নিজেকে ক্ষুদ্র ধারণা করে, পরন্তু যে ব্যক্তি লোকের চক্ষে মহৎ। যে ব্যক্তি গর্ব্ব করে, খোদাতায়ালা তাহাকে অবনত করেন। যে ব্যক্তি অন্তরে আপনাকে মহৎ ধারণা করে, পরন্তু সে ব্যক্তি লোকের চক্ষে নগণ্য, এমন কি তাহদের নিকট কুকুর ও শূকর অপেক্ষা অধিকতর ঘৃণ্য।"

কোর-আন শরিফে আছে, তোমরা নিজেকে নির্দ্দোষ মনে করিও না এবং ভূমিতে সগর্ব্বে গমন করিও না। নিশ্চয় খোদাতায়ালা গর্ব্বকারী ও আত্মভিমানীদিগকে ভালবাসেন না।

পাঠক, তুমি জীবনে যত গোনাহ করিয়াছ, তাহা অবিকল গোনাহের খাতায় (নামায়ে-আ'মালে) লিখিত আছে, কিন্তু তুমি যে সৎকার্য্যগুলি করিয়াছ, তৎসমুদয় যে খোদার নিকট গৃহীত হইয়াছে, ইহার নিশ্চয়তা নাই, তবে তুমি নিজের এবাদতের ভরসায় কিরূপে আত্মশ্লাঘা করিবে। তুমি জীবনের

সমস্ত সৎকার্য্যকে ভুলিয়া যাও এবং সমস্ত অসৎকার্য্যকে স্মরণ কর, তাহা হইলে তোমার আত্মশ্লাঘা দূরীভূত হইবে। ছহিহ বোখারী ও মোছলেমে আছে, হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, কাহারও সৎকার্য্য তাহাকে উদ্ধার করিতে পারিবে না, তৎ-শ্রবণে ছাহাবাগণ বলিলেন, হুজুর! আপনিও কি (আপনার সৎকার্য্য দ্বারা) উদ্ধার পাইবেন না? তদুত্তরে হজরত বলিলেন, আমিও স্বীয় সৎকার্য্য দ্বারা উদ্ধার পাইতে পারি না, কিন্তু যদি খোদাতায়ালা স্বীয় অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে আবৃত করিয়া ফেলেন, তবে উদ্ধার পাইতে পারিব।

ছহিহ বোখারীতে আছে, হজরত (ছাঃ) (খোদাতায়ালার ভয়ে ভীত হইয়া) বলিয়াছিলেন, "আমি খোদাতায়ালার রছুল, কিন্তু খোদাতায়ালার শপথ (কছম), আমি জানি না, আমার সহিত কি করা হইবে কিম্বা তোমাদের সহিত কি করা হইবে।"

সুলতানোল আরেফিন হজরত বায়েজিদ বোস্তামি (কোঃ) বহু শিষ্য সমভিব্যাবহারে ঈদের দিবস কোন অট্টালিকার নিকট দিয়া গমন করিয়াছিলেন, হঠাৎ গৃহবাসী একজন লোক অট্টালিকার উপর হইতে ছাই নিক্ষেপ করিল, ইহাতে তাঁহার কেশ, পাগড়ী ও বস্ত্র কলুষিত হইয়া গেল। তাঁহার শিষ্যেরা ক্রুদ্ধ হইয়া ইহার প্রতিশোধ লইতে চাহিলেন। সুলতানোল-আরেফিন বলিলেন, আমি দোজখের অগ্নির উপযুক্ত, এই লোকটি আমার উপর ছাই নিক্ষেপ করতঃ দয়ার কার্য্য করিয়াছে। যদি খোদাতায়ালা ইহার বিনিময়ে আমাকে দোজখের অগ্নি হইতে উদ্ধার করেন, তবে তাঁহার নিতান্ত অনুগ্রহ ও আমার মহা সৌভাগ্য।

পাঠক, দেখুন একজন প্রবীণ পীরের দ্বীনতা। আরও শুনুন, এক সময়ে এক দেশে অনাবৃষ্টির কারণে দেশের শস্য নষ্ট হইবার উপক্রম হইতেছিল। দেশস্থ লোকেরা এজন্য মহা বিব্রত হইয়া কয়েক দিবস ময়দানে উপস্থিত হইয়া পানির জন্য এস্তেছকার নামাজ পড়িয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতেও পানি বর্ষণ হইতেছিল না। লোকে হজরত জুননুন মিস্রীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল, হুজুর, আপনি ময়দানে উপস্থিত হইয়া দোয়া করিলে পানি বর্ষণ হইবে। তৎশ্রবণে উক্ত ওলিয়ে-কামেল রোদন করিতে করিতে দেশত্যাগ

করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন, তৎপরে অতিশয় বৃষ্টিপাত হয়। কিছু দিবস পরে তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিলে লোকেরা বলিতে লাগিল, আপনার দোয়ায় বারিপাত হইয়াছে, তৎশ্রবণে তিনি রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন যে, আমি মহা গোনাহগার, আমার গোনাহ রাশির জন্য দেশে বৃষ্টিপাত হইতেছিল না, তৎপরে আমি এদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে চলিয়া গেলে, তোমাদের সৎ (নেক) কার্য্যের জন্য মেঘমালা হইতে বারিপাত হইয়াছে। পাঠক, দেখুন একজন প্রবীণ পীরের নম্রতা। এই জন্যই তাঁহারা এত উন্নত পদলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

হজরত গওছোল আজম পীরান পীর ছাহেব ফতুহোল গায়েব নামক কেতাবে লিখিয়াছেন, হে তরিকতপন্থী। যদি তুমি অল্প বয়স্ক লোক হও, তবে জ্যেষ্ঠ বয়স্ক লোকের নিকট উপস্থিত হইয়া মনে মনে বলিবে, ইনি অধিক বয়স পাইয়া খোদাতায়ালার অধিক উপাসনা (এবাদত) করিয়াছেন, আমার বয়স অল্প, আমি তদপেক্ষা অল্পতর এবাদত করিয়াছি, কাজেই আমি মন্দ। যদি তুমি বয়োবৃদ্ধ হও, তবে অল্প বয়স্ক লোকের নিকট উপস্থিত হইয়া মনে মনে বলিবে যে, আমি অধিক বয়স পাইয়া অধিকতর গোনাহ করিয়াছি; কাজেই আমি মন্দ যদি তুমি বিদ্বান হইয়া কোন নিরক্ষর সমাজে উপস্থিত হও, তবে মনে মনে ধারণা করিবে যে, আমি ধর্ম্মজ্ঞান ও ধর্ম্মবিদ্যা লাভ করা সত্ত্বেও গোনাহ করিতেছি; আর ইহারা ধর্ম্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ হওয়ার কারণে গোনাহ করিতেছে; কাজেই আমি মন্দ; যদি তুমি নিরক্ষর লোক হইয়া কোন বিদ্বানের নিকট উপস্থিত হও, তবে মনে ধারণা করিবে যে, আমি নিরক্ষর; ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিতে পারি নাই। কবিবর শেখ ছা'দি (রঃ) বলিয়াছেন, که بی علم نتوان خدارا شناخت ধর্ম্ম জ্ঞানশূন্য ব্যক্তি খোদাকে চিনিতে পারে না।"

পক্ষান্তরে ইনি বিদ্বান, ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং খোদাতায়ালাকে চিনিতে পারিয়াছেন, ইনি আমা অপেক্ষা উত্তম ও আমি তাঁহা অপেক্ষা অধম। যদি তুমি ইছলামে পরিপক্ক হইয়া কোন কাফেরের নিকট উপস্থিত হও, তবে মনে মনে বলিবে, আমি এখন ইছলামের কার্য্যগুলি সম্পাদন করিতেছি এবং

বর্ত্তমানে এই ব্যক্তি কাফেরীকার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছে, কিন্তু যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে ঈমানসহ মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত মুছলমান। হইতে পারে যে, এই ব্যক্তি মৃত্যুর অগ্রে ঈমান গ্রহণ পূর্ব্বক মৃত্যুপ্রাপ্ত হইবে। কতক মুছলমান এরূপ আছে যে, ইছলামচ্যুত হইয়া মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, আমি জানি না যে, মৃত্যুকালে আমার অবস্থাই বা কি হইবে।

হজরত এমাম রাব্বানি মোজাদ্দেদে-আলাফে ছানি (কোঃ) মকতুবাতে লিখিয়াছেন, লোকে বলিয়া থাকে যে, ২০ বৎসর যাবত যাহার গোনাহের খাতায় (আমলনামায়) একটি গোনাহ লিখিত হয় নাই, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত ওলি নামে আখ্যাত হইতে পারেন, কিন্তু আমি ২০ বৎসর যাবত আমার আমলনামায় কোন নেকী লিখিত হইয়াছে বলিয়া ধারণা করি না। আরও তিনি লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপনাকে ফিরিঙ্গি কাফের হইতেও মন্দ না জানে, সে ব্যক্তি পরিপক্ক ঈমানদার হইতে পারে না। পাঠক ইহা একজন মোজাদ্দেদের বিনয় ভাবের নিদর্শন।

ছহিহ তেরমেজি ও আবু দাউদে আছে, হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, যাহারা নিজের মৃত পিতৃগণের গৌরব করে, অবশ্য তাহাদিগকে উহা হইতে বিরত থাকা কর্ত্তব্য; কেননা হয়ত তাহারা দোজখের অঙ্গার কিংবা তাহারা খোদাতায়ালার নিকট উক্ত গো-বিষ্ঠা ভক্ষণ কীট অপেক্ষা অধিকতর হেয়, যে নিজ নাসিকা দ্বারা বিষ্ঠা আলোড়িত করিতে থাকে।

নিশ্চয় খোদাতায়ালা ইছলামের পূর্ব্বকালের আত্মশ্লাঘা ও পিতৃগণের গৌরব লোপ করিয়াছেন, (মানুষ দুই প্রকার) — ধার্ম্মিক ঈমানদার, কিম্বা হতভাগ্য গোনাহগার। সমস্ত লোক আদম-সন্তান, আদম মৃত্তিকা হইতে (উৎপন্ন)।

ছহিহ মোছলেমে আছে, দুই শ্রেণীর মধ্যে কাফেরি রীতি সংক্রামিত হইয়াছে, বংশনিন্দা ও স্ত্রীলোকের (আত্মীয় বিয়োগ জনিত) উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন।

ওহে পথিক, তুমি ক্ষণস্থায়ী-পৃথিবীতে ধন, জন, রাজ্য ও ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার করিও না, কেননা কারুন, ফেরয়াওন, নমরুদ, ধন, জন, রাজ্য ও ঐশ্বর্য্যের মদে মত্ত হইয়া খোদার চির শাস্তিতে ধৃত হওতঃ কিরূপ শোচনীয়

পরিণাম ভোগ করিতেছে। তুমি কুল ও বংশের গৌরব করিও না, যেহেতু মহাকুলীন আবুলাহাব ও আবু জেহল প্রভৃতি কুলের গৌরবে উন্মত্ত হইয়া শরিয়ত অবজ্ঞাপূর্বক দোজখের অগ্নিতে চির বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া লইয়াছে। তুমি রূপ-লাবণ্য ও ধনের গৌরব করিও না, কারণ তোমা অপেক্ষা রূপ ও বলে শ্রেষ্ঠতম বহু রূপবান ও বলশালী লোক গোরের অনন্ত শয্যায় শায়িত হইয়া কীটের খাদ্য হইয়াছে। তাহাদের সেই রূপ-লাবণ্য ও শক্তি কোথায়? তুমি বিদ্যার গৌরব করিও না, যেহেতু ইবলিছ মহা পণ্ডিত ও ফেরেস্তাকুলের শিক্ষাগুরু হইয়াও আত্মগরিমার দোষে চিরতরে অভিসম্পাতগ্রস্ত হইয়াছে। তুমি এবাদতের গৌরব করিও না, যেহেতু বালয়াম বায়ু'র মহাতাপস হইয়াও নিজ তপস্যার গর্ব দোষে ধ্বংসমুখে পতিত ও খোদাতায়ালার কোপের পাত্র হইয়াছে।

হে তরিকতপন্থী, নিম্নোক্ত কয়েকটি চিহ্ন দ্বারা তোমার মধ্যে অহঙ্কারের অংশ আছে কিনা পরীক্ষা করিতে পারিবে। তুমি সামান্য বসন পরিহিত অবস্থায় কোন সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিলে যদি তোমার লজ্জা বোধ হয়, তবে তুমি জানিয়া রাখ যে, তোমার অন্তরে এখনও গরিমা আছে। তুমি বাজার হইতে কোন সামান্য বস্তু ক্রয় করিয়া স্বহস্তে ধারণ করতঃ চলিতেছিলে, এমতাবস্থায় কোন ভদ্রলোকের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইলে, যদি তুমি স্বীয় হৃদয়ে সঙ্কোচভাব অনুভব কর, তবে নিশ্চয় জানিও যে, তোমার হৃদয়ে এখনও অহঙ্কারের লেশ আছে। তুমি কোন সভায় উপস্থিত হইয়া নিম্নস্থানে বা এক পার্শ্বে উপবেশন করিলে, যদি তোমার মনে দুঃখ বোধ হয়, তবে তুমি বিশ্বাস করিও যে, তোমার অন্তরে এখনও অহঙ্কার আছে, যদি তুমি অন্যের ছালামের আকাঙ্খা কর, কিন্তু অন্যকে ছালাম করিতে কুণ্ঠাবোধ কর, তবে তুমি অহঙ্কার শূন্য হইতে পার নাই। যদি নামাজের এমাম হওয়ার জন্য লালায়িত হও, তবে তুমি এখনও অহঙ্কার দোষ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পার নাই।

হে তরিকতপন্থী, ময়ূরের দৃষ্টান্ত শ্রবণ করিয়াছ কি? লোকে ময়ূরের সুন্দর পুচ্ছটি দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া তাহার প্রশংসা করিতে থাকে, কিন্তু ময়ূরটি স্বীয়

কদাকার পদদ্বয় দর্শন করতঃ লজ্জিত হইয়া বলিতে থাকে, লোকে আমার পুচ্ছের প্রশংসা করে, কিন্তু আমি প্রশংসার যোগ্য নহি। যদি আমি প্রশংসার যোগ্য হইতাম, তবে আমার পদদ্বয় কদাকার হইত না। হে তরিকতপন্থী, লোকে তোমার বাহ্য কার্য্যকলাপ দর্শনে তোমার প্রশংসা করুক না কেন, কিন্তুতুমি তোমার গোনাহ-কলুষিত অন্তরের দিকে লক্ষ্য করতঃ সর্ব্বদা লজ্জিত হইতে থাকিবে।

তৃতীয়— রিয়াকারী লোকের নিকট সম্মান প্রাপ্তির আশায় কোন সৎকার্য্য করাকে 'রিয়া' বলা হয়। কোর-আন ছুরা মাউনের টীকায় এমাম সুফইয়ান বলিয়াছেন, যে কপট লোকেরা খোদাতায়ালার সন্তোষের জন্য নামাজ পড়ে না, বরং লোকের সম্মান লাভের জন্য উহা পড়িয়া থাকে, তাহারা পুঁজ ও ক্লেদপূর্ণ দোজখের গহ্বরে পতিত হইবে।

তেরমেজির একটি হাদিছে বর্ণিত আছে, হজরত বলিয়াছেন,"তোমরা খোদার নিকট জোব্বোল হোজ্‌ন' হইতে উদ্ধার প্রার্থনা কর। ছাহাবাগণ বলিলেন, হজরত উহা কি? তিনি বলিলেন উহা দোজখের একটি নালী, স্বয়ং দোজখ প্রত্যেক দিবস চারি শতবার উহা হইতে উদ্ধার প্রার্থনা করিতে থাকে। ছাহাবাগণ বলিলেন, হজরত (ছাঃ) উহার মধ্যে কাহারা প্রবেশ করিবে? তিনি বলিলেন, যে দরবেশ লোককে দেখাইবার উদ্দেশ্যে সৎকার্য্য সকল করে।"

আরও উক্ত কেতাবে আছে, "হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, শেষকালে কতকগুলি লোকের আবির্ভাব হইবে, যাহারা ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে পার্থিব সম্পদ লাভ করিবে, লোককে কোমলতা দেখাইবার উদ্দেশ্যে মেষের চর্ম্ম সকল পরিধান করিবে, তাহাদের রসনা শর্করা অপেক্ষা অধিক মিষ্ট কিন্তু তাহাদের হৃদয় নেকড়ে ব্যাঘ্রের তুল্য হইবে।"

বয়হকির হাদিছে বর্ণিত আছে— হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন,"আমি আপন উম্মতের মধ্যে গুপ্ত শেরক ও গুপ্ত কামের আশঙ্কা করি, তৎশ্রবণে (হজরত) মোয়া'জ (রাঃ) বলিলেন, হজরত আপনার উম্মত আপনার পরে কি শেরক (খোদার সহিত অংশী স্থাপন) করিবে? তিনি বলিলেন, অবশ্য

করিবে কিন্তু তাহারা চন্দ্র, সূর্য্য, প্রস্তর ও প্রতিমা পূজা করিবে না, বরং তাহারা লোককে দেখাইবার জন্য সৎকার্য্য করিবে।"

এমাম আহমদ (রঃ) এই হাদিছটি বর্ণনা করিয়াছেন, "যে সময়ে খোদাতায়ালা কেয়ামতে বিচারের জন্য লোককে একত্রিত করিবেন, (সেই সময়) একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে যে, যে ব্যক্তি এবাদতে অন্যকে শরিক করিয়াছে, সে ব্যক্তি যেন খোদাতায়ালা ভিন্ন অন্যের নিকট হইতে উহার ফল লাভের চেষ্টা করে।"

এবনো মাজার একটি হাদিছে আছে, ছাহাবাগণ দাজ্জালের সমালোচনা করিতেছিলেন, তৎশ্রবণে হজরত (ছাঃ) বলিলেন, আমার নিকট তোমাদের পক্ষে দাজ্জাল আপেক্ষা বেশী ভয়ের কারণ কি, তাহা কি তোমাদিগকে জ্ঞাপন করিব? তাঁহারা বলিলেন, অবশ্য জ্ঞাপন করুন। তিনি বলিলেন, উহা গুপ্ত শেরেক; যথা কেহ লোকের সাক্ষাতে নামাজ পড়িতে গিয়া উহা অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ (অথবা অধিক ধীরে ধীরে) পড়িয়া থাকে।"

ছহিহ মোছলেমে আছে, প্রথমেই কেয়ামতের দিবসে লোকদের মধ্যে একজন শহিদের বিচার করা হইবে, খোদাতায়ালা তাহাকে আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহার দানরাশির কথা স্মরণ করাইয়া দিবেন, সে ব্যক্তি তাহা স্বীকার করিয়া লইবে, তৎপরে খোদাতায়ালা বলিবেন, তুমি এই সমুদয়ের কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলে? তদুত্তরে সে ব্যক্তি বলিবে, আমি তোমার পথে ধর্ম্মযুদ্ধ করিতে করিতে শাহাদত প্রপ্ত হইয়াছিলাম। খোদা বলিবেন, তুমি মিথ্যা কথা বলিয়াছ, লোকে তোমাকে বীর পুরুষ বলিবে এজন্য তুমি জেহাদ করিয়াছিলে, লোকে তোমাকে বীর পুরুষ বলিয়া আখ্যাত করিয়াছে। তখন খোদার আদেশে তাহাকে অধোমুখে টানিয়া দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে। তৎপরে এইরূপ একজন লোককে আনয়ন করা হইবে, যে ধর্মবিদ্যা অভ্যাস করিয়াছিল, (অন্যকে) উহা শিক্ষা প্রদান করিয়াছিল এবং কোর-আন পাঠ করিয়াছিল, তৎপরে খোদাতায়ালা স্বীয় দানরাশির কথা তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিবেন এবং সে ব্যক্তি উহা স্বীকার করিয়া লইবে, তখন খোদাতায়ালা বলিবেন, তুমি তৎসমস্তের কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলে? সে ব্যক্তি বলিবে, আমি ধর্ম্মজ্ঞান

লাভ করিয়াছিলাম, (অন্যকে) উহা শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলাম এবং তোমার জন্য কোর-আন পাঠ করিয়াছিলাম। খোদাতায়ালা বলিবেন তুমি মিথ্যা কথা বলিয়াছ, তুমি এই জন্য বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলে যে, লোকে তোমাকে বিদ্বান বলিবে এবং এই জন্য কোর-আন পাঠ করিয়াছিলে যে, লোকে তোমাকে 'কারি' (কোর-আন পাঠকারী) বলিবে, লোকে তোমাকে (বিদ্বান ও ক্বারী) বলিয়াছিল, তখন খোদাতায়ালার আদেশে তাহাকে অধোমুখে টানিয়া দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে। তৎপরে এরূপ একজন লোককে আনয়ন করা হইবে, যাহার অবস্থা খোদাতায়ালা উন্নত করিয়াছিলেন এবং যাহাকে সমস্ত প্রকার সম্পদ প্রদান করিয়াছিলেন, তৎপরে খোদাতায়ালা তাহাকে স্বীয় দানরাশির কথা স্মরণ করাইয়া দিবেন এবং সে ব্যক্তি উহা স্বীকার করিয়া লইবে। খোদাতায়ালা বলিবেন, তুমি এতদ্সমূহের কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলে? সে ব্যক্তি বলিবে যে, যে সকল স্থলে তোমার অর্থ দান করা তোমার অভিপ্রেত ছিল, আমি তৎসমুদয় স্থলে উহা দান করিয়াছি আমি উহা কোন প্রকারে ত্যাগ করি নাই। খোদাতায়ালা বলিবেন, তুমি মিথ্যা কথা বলিয়াছ। লোকে তোমাকে দানশীল বলিবে এই উদ্দেশ্যে তুমি (দান) করিয়াছ, লোকে তোমাকে দাতা বলিয়াছে। তখন খোদাতায়ালার আদেশে তাহাকে অধোমুখে টানিয়া দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে।

ছহিহ মোছলেমে আছে, নিশ্চয় খোদাতায়ালা তোমাদের আকৃতি ও সম্পদ সমুহের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না, কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তর ও কার্য্যসমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করেন।

ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে আছে, যে ব্যক্তি আপনাকে প্রসিদ্ধ করণেচ্ছায় কোন কার্য্য করে অথবা আপন যশঃরাশি লোকের সমক্ষে প্রকাশ করে, খোদাতায়ালা কেয়ামতে তাহার দোষাবলী লোক-সমক্ষে প্রকাশ করিবেন। যে ব্যক্তি লোক দেখান উদ্দেশ্যে কোন কার্য্য করে, খোদাতায়ালা লোকের সমক্ষে তাহার শাস্তি প্রদান করিবেন।

তেরমেজিতে আছে, (এক সময়) প্রত্যেক কার্য্যের জন্য আগ্রহ ও উৎসাহ বলবৎ হইয়া থাকে, (অন্য সময়) উক্ত আগ্রহ ও উৎসাহ শিথিল হইয়া পড়ে।

যদি উক্ত কার্য্যানুষ্ঠানকারী ন্যায়ভাবে মধ্যম ধরণে উক্ত কার্য্য করে, তবে আমি তাঁহার (সৌভাগ্যের) আশা করি। যদি (সে ব্যক্তি উক্ত কার্য্য এরূপ অতিরিক্ত ভাবে সম্পাদন করে যে,) লোকে তাহার দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করে, তবে, তাহার সৌভাগ্যের ধারণা করিও না।"

এমাম বয়হকি এই হাদিছটি বর্ণনা করিয়াছেন, "খোদাতায়ালা যাহাকে রক্ষা করিয়াছেন, তাহা ব্যতীত পার্থিব ও ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে যে ব্যক্তির দিকে লোকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করে, তাহার ভাগ্য মন্দ।"

এহ্ইয়াওল উলুম কেতাবে আছে, খোদাতায়ালা আকাশ ও ভূতল সৃষ্টি করার পূর্ব্বে ৭ জন ফেরেস্তা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তৎপরে আকাশ সমূহ সৃষ্টি করতঃ এক একজন ফেরেস্তাকে এক এক আকাশের দ্বাররক্ষক নিয়োজিত করেন। লিপিকর ফেরেস্তাগণ প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মনুষ্যের সম্পাদিত সূর্য্যের তুল্য আলোকময় সৎকার্য্য লইয়া উর্দ্ধগামী হন, এমন কি যখন তাঁহারা উহা প্রথম আকাশের নিকট উপস্থিত করেন, তখন উহা বিশুদ্ধ ও বেশী করিয়া প্রকাশ করেন। অনন্তর (দ্বাররক্ষক) ফেরেস্তা লিপিকর ফেরেস্তাগণকে বলেন, তোমরা এই কার্য্যটি উহার অনুষ্ঠানকারীর মুখমণ্ডলের দিকে নিক্ষেপ কর। আমি পরনিন্দার (তত্ত্বাবধায়ক) ফেরেস্তা। আমার প্রতিপালক আমার প্রতি আদেশ করিয়াছেন যে, যেন আমি পরনিন্দুকের সৎকার্য্য আমার এই স্থান হইতে উত্থিত হইয়া উপরের নিকট উপস্থাপিত হইতে অনুমতি প্রদান না করি। তৎপরে লিপিকর ফেরেস্তাগণ অন্য মনুষ্যের সৎকার্য্য লইয়া উক্ত স্থান অতিক্রম করেন এবং উহা বিশুদ্ধ ও বেশী করিয়া দ্বিতীয় আকাশের নিকট উপস্থিত হন, তখন তথাকার নিয়োজিত ফেরেস্তা বলেন, তোমরা ক্ষান্ত হও এবং এই কার্য্যটি উহার অনুষ্ঠানকারীর মুখমণ্ডলের দিকে নিক্ষেপ কর, নিশ্চয় এই ব্যক্তি পার্থিব স্বার্থের উদ্দেশ্যে উক্ত কার্য্য করিয়াছে। আমার প্রতিপালক আমার প্রতি আদেশ করিয়াছেন যে, যেন আমি উহার কার্য্যকে এই স্থান অতিক্রম করিয়া অন্যের নিকট পৌঁছিতে অনুমতি প্রদান না করি। কেননা এই ব্যক্তি সভায় লোকের নিকট উক্ত কার্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক আত্মশ্লাঘা করিত। তৎপরে লিপিকরগণ (অন্য) মনুষ্যের আলোকময় মুগ্ধকর ছদকা, রোজা, নামাজ লইয়া

উর্দ্ধগামী হইয়া তৃতীয় আকাশের নিকট উপস্থিত হন, তখন তথাকার নিয়োজিত ফেরেস্তা বলেন, তোমরা বিলম্ব কর এবং এই কার্য্যটি অনুষ্ঠান কারীর মুখমণ্ডলের দিকে নিক্ষেপ কর, আমি অহঙ্কারের (তত্ত্বাবধনকারী) ফেরেস্তা। খোদাতায়ালা আমার প্রতি আদেশ করিয়াছেন যে, যেন আমি উহার সৎকার্য্যকে আমার স্থান অতিক্রম করতঃ অন্য ফেরেস্তার নিকট পৌঁছিতে অনুমতি প্রদান না করি। কেননা, এই ব্যক্তি সভায় সভায় লোকের উপর গৌরব ও অহঙ্কার করিত। তৎপরে লিপিকর ফেরেস্তাগণ অন্য মনুষ্যের উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় দীপ্তিমান তছবিহ, নামাজ, হজ্ব এবং ওমরা লইয়া উর্দ্ধগামী হইয়া চতুর্থ আকাশের নিকট উপস্থিত হন। তখন তথাকার নিয়োজিত ফেরেস্তা বলেন, তোমরা ক্ষান্ত হও এবং এই কার্য্যটি উহার অনুষ্ঠানকারীর মুখমণ্ডল, পৃষ্ঠ ও উদরে নিক্ষেপ কর, আমি আত্ম-গরিমার (তত্ত্বাবধায়ক) ফেরেস্তা। আমার খোদা আমার প্রতি আদেশ করিয়াছেন যে, যেন আমি ইহার কার্য্য উর্দ্ধে উত্থিত হইতে অনুমতি প্রদান না করি। কেননা, এই ব্যক্তি যে সময় কোন সৎকার্য্য করিত, উহাতে আত্মগরিমা সংযোগ করিত। তৎপরে লিপিকর ফেরেস্তাগণ অন্য মনুষ্যের সৎকার্যসহ উর্দ্ধগামী হইয়া পঞ্চম আকাশের নিকট উপস্থিত হন, যেন উক্ত কার্য্যটি সজ্জিত নব বধুর তুল্য অনুমিত হয়। তখন তথাকার রক্ষক ফেরেস্তা বলেন, তোমরা ক্ষান্ত হও এবং এই কার্য্যটি উহার অনুষ্ঠানকারীর মুখমণ্ডল ও গ্রীবাদেশে নিক্ষেপ কর, আমি হিংসার (তত্ত্ববধায়ক ফেরেস্তা)। এই ব্যক্তি লোকের সহিত হিংসা করিত। যে ব্যক্তি ধর্ম্মবিদ্যা শিক্ষা করতঃ তদনুযায়ী কার্য্য করে এবং যে ব্যক্তি এবাদত কার্য্যে অগ্রগামী হয়, এই ব্যক্তি তাঁহাদের সহিত বিদ্বেষভাব পোষণ করিত এবং তাহাদের গ্লানি করিত। খোদাতায়ালা আমার প্রতি আদেশ করিয়াছেন, যেন আমি তাহার কার্য্যে উর্দ্ধে উত্থিত হইতে বাধা প্রদান করি। তৎপরে লিপিকর ফেরেস্তা (অন্য) ম্যনুষ্যের নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত ও ওমরা লইয়া উর্দ্ধগামী হইয়া ষষ্ঠ আকাশের নিকট উপস্থিত হন, তখন তথাকার নিয়োজিত ফেরেস্তা বলেন, তোমরা ক্ষান্ত হও এবং এই কার্য্যটি উহার অনুষ্ঠানকারীর মুখমণ্ডলে নিক্ষেপ কর, এই ব্যক্তি কোন বিপন্ন কিম্বা ক্ষতিগ্রস্ত লোকের প্রতি দয়া করিত না, বরং তাহার প্রতি বিদ্রূপ করিত। আমি দয়ার তত্ত্বাবধায়ক ফেরেস্তা,

খোদাতায়ালা আমার প্রতি আদেশ করিয়াছেন, যেন আমি উক্ত ব্যক্তির কার্য্য উর্দ্ধে উত্থিত হইতে বাধা প্রদান করি। তৎপরে লিপিকর ফেরেস্তা (অন্য) মনুষ্যের বজ্রের ন্যায় শব্দকারী ও সূর্য্যের ন্যায় আলোকময় নামাজ, রোজা, জাকাত, আত্মীয়গণের ভরণ-পোষণ, ধর্ম্ম কার্য্যে সাধ্য-সাধনা ও পরহেজগারী লইয়া উর্দ্ধগামী হইয়া তিন সহস্র ফেরেস্তা সমভিব্যাবহারে সপ্তম আকাশের নিকট উপস্থিত হন, তখন তথাকার রক্ষক ফেরেস্তা বলেন, তোমরা ক্ষান্ত হও এবং এই কার্য্যটি উহার অনুষ্ঠান কারীর মুখমণ্ডল ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহের উপর নিক্ষেপ কর এবং তদ্দ্বারা উহার হৃদয়কে আবৃত কর। যে কোন কার্য্য আমার খোদার সন্তোষ লাভ উদ্দেশ্যে সম্পাদিত না হয় উহা তাঁহার দরবারে উত্থিত হইতে বাধা প্রদান করিতে তাঁহার আদেশ হইয়াছে। এই ব্যক্তি খোদাতায়ালা ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে এই কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে, ফেক্হ তত্ত্ববিদগণের নিকট উচ্চ সম্মান, বিদ্বানগণের নিকট সুখ্যাতি এবং নগরে নগরে সুনাম লাভ হওয়ার উদ্দেশ্যে সে ইহা করিয়াছে খোদাতায়ালা এইরূপ কার্য্যে উর্দ্ধে উত্থিত না হওয়ার হুকুম করিয়াছেন, যে কোন কার্য্য বিশুদ্ধ খোদাতায়ালার জন্য না হয় তাহাই রিয়া; খোদাতায়ালা রিয়াকারের সৎকার্য্য গ্রহণ করেন না। তৎপরে লিপিকর ফেরেস্তাগণ (অন্য) মনুষ্যের নামাজ, রোজা, জাকাত, ছুফিত্ত্ব (নেক) চরিত্র, মৌনাবলম্বন ও জেকর লইয়া উর্দ্ধগামী হন এবং আকাশের ফেরেস্তাগণ তাঁহাদের পশ্চাৎ গমন করেন, এমন কি সমস্ত পর্দ্দা অতিক্রম করতঃ খোদাতায়ালার দরবারে উপস্থিত হন ও তাহার এই কার্য্যে বিশুদ্ধ খোদার জন্য সম্পাদিত হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করেন। তখন খোদাতায়ালা বলেন, তোমরা মনুষ্যের কার্য্যের রক্ষক এবং আমি তাহার আত্মার রক্ষক। সে ব্যক্তি এই কার্য্য আমার জন্য করে নাই, অন্যের উদ্দেশ্যে করিয়াছে, তাহার উপর আমার অভিসম্পাত হউক। তখন সমস্ত ফেরেস্তা বলেন, তাহার উপর তোমার এবং আমাদের অভিসম্পাত হউক। সমস্ত আকাশ বলিতে থাকে, তাহার উপর খোদার অভিসম্পাত হউক।

আরও এমাম গাজ্জালি বলিয়াছেন, 'রিয়া' কয়েক প্রকার ঃ— প্রথম এই যে, কেহ প্রকাশ্যভাবে ইছলাম প্রকাশ করে, কিন্তু অন্তরে উহা আবিশ্বাস

করে। ইহারা মোনাফেক নামে অভিহিত হইয়া থকে। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন রিয়া। এইরূপ রিয়াকার পূর্ব্বকালে বিস্তর ছিল, বর্ত্তমানে এই শ্রেণীর কপট অতি বিরল। বর্ত্তমান কালে একদল লোক অন্তরে বেহেস্ত ও দোজখ পরকাল অবিশ্বাস করে কিম্বা শরিয়ত অমান্যকারী ফকিরদের তুল্য মত ধারণ করতঃ শরিয়তের সমস্ত হারামকে হালাল ধারণা করে অথবা ধর্ম্মদ্রোহিতামূলক বেদয়াত মতাবলম্বন করে, কিন্তু প্রকাশ্যে তৎসমূহের বিপরীত মত প্রচার করে। এইরূপ কপট লোকেরা চিরকাল দোজখে থাকিবে, ইহারা প্রকাশ্য কাফের অপেক্ষা অধিকতর কদর্য্য।

দ্বিতীয়— কোন ব্যক্তি, লোকের দুর্নামের ভয়ে নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাতা ও জো'মা সম্পন্ন করিয়া থাকে, কিন্তু যে স্থানে লোকের দুর্নামের ভয় হয়, সেই স্থানে উক্ত কার্য্যগুলি করে না ইহারাও রিয়াকার, কিন্তু ইহাদের মূল ঈমান আছে, ইহারা বিশ্বাস করিয়া থাকে যে, খোদা ব্যতীত উপাস্য কেহ নাই কিন্তু যদি তাহাদিগকে খোদা ব্যতীত অন্যের উপাসনা (এবাদত) অথবা ছেজদা করিতে বাধ্য করা হয়, তবে তাহারা উহা করে না, অথচ তাহারা আলস্য বশতঃ এবাদত ত্যাগ করিয়া থাকে, কিংবা লোকের সমক্ষে এবাদত করিলে আনন্দ অনুভব করে। ইহারা খোদার নিকট পদমর্য্যাদা লাভ অপেক্ষা মনুষ্যের নিকট পদমর্য্যাদা লাভ শ্রেয়ঃ মনে করে। খোদাতায়ালার শাস্তির ভয় অপেক্ষা মনুষ্যের দুর্নামের অধিকতর ভয় করিয়া থাকে এবং খোদাতায়ালার নিকট সুফল প্রাপ্তির আকাঙ্খা করিয়া থাকে, ইহা নিতান্ত মূঢ়তা। এইরূপ ব্যক্তি খোদার কোপের উপযুক্ত।

তৃতীয়— কোন ব্যক্তি ঈমান ও ফরজ কার্য্যে রিয়া করে, কিন্তু যে নফল ও ছুন্নত ত্যাগ করিলে গোনাহ হয় না, সেইরূপ কার্য্য লোকের সাক্ষাতে করিয়া থাকে এবং নির্জ্জনাবস্থায় উহা করেনা। যেহেতু উক্ত কার্য্যগুলির সুফলের আগ্রহ অতি কম হওয়ায়, সে ব্যক্তি সুফল লাভ অপেক্ষা আলস্যকে সমধিক পছন্দ করে। তৎপরে লোকের সুখ্যাতির আকাঙ্খা উক্ত কার্য্য করিতে তাহাকে উত্তেজিত করে। এই ব্যক্তি দুর্নামের ভয়ে ও সুখ্যাতির আশায় উক্ত কার্য্যগুলি করিয়া থাকে। খোদা অবগত আছেন যে, উক্ত ব্যক্তি নির্জ্জনে থাকিলে, ফরজ

ব্যতীত ছুন্নত, নফল সম্পন্ন করিত না, ইহাও মহাদোষ। কিন্তু প্রথমোক্ত দুই প্রকার রিয়া অপেক্ষা লঘুতর।

চতুর্থ— এরূপ কার্য্যে রিয়া করা, যাহা ত্যাগ করিলে এবাদতের ক্ষতি হইয়া থাকে। যেমন এক ব্যক্তি অতি ত্রস্তভাবে রুকু ছেজদা করিয়া থাকে এবং সংক্ষিপ্ত ভাবে নামাজে কোর-আন পাঠ করিয়া থাকে, কিন্তু যখন সে ব্যক্তি লোকের সাক্ষাতে নামাজ পড়ে, তখন অতি ধীরে ধীরে সুন্দরভাবে রুকু ছেজদা করে, ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত ত্যাগ করে ও উভয় ছেজদার মধ্যে বৈঠক, নিয়মিতরূপে সম্পন্ন করে। হজরত এবনে মাছউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি এরূপ কার্য্য করে, সে যেন আপন মহিমান্বিত খোদাতায়ালার সহিত অবজ্ঞা করিল।" অর্থাৎ যে ব্যক্তি মনুষ্যের সাক্ষাতে এবাদত কার্য্য সুন্দর রূপে সম্পন্ন করিয়া থাকে, কিন্তু খোদাতায়ালা যে নির্জনে তাহার কার্য্য দেখিতেছেন, এ বিষয়ের কোন চিন্তা করে না, ইহাতে খোদাতায়ালার অবজ্ঞা করা হইল না কি? যদি কেহ কোন (সম্ভ্রান্ত) লোকের সাক্ষাতে চারিজানু উপবিষ্ট থাকে, কিন্তু তাঁহার কোন দাস তথায় উপস্থিত হইলে, বিনম্রভাবে আদবের সহিত উপবেশন করে, এরূপ কার্য্যে কি উক্ত দাসের প্রভূকে অবমাননা করা হয় না? সেইরূপ রিয়াকার খোদার সহিত অবজ্ঞা করিয়া থাকে।

পঞ্চম— এরূপ কার্য্যে রিয়া করা, যাহা ত্যাগ করিলে এবাদতের ক্ষতি হয় না, বরং উহা করিলে এবাদতের পূর্ণতা সাধিত হয়। যেরূপ কেহ রুকু ও ছেজদাতে নিয়মের অতিরিক্ত সময় অতিবাহিত করে, নিয়ম ছাড়া অধিক সময় দণ্ডায়মান থাকে, স্বভাবের বিপরীত অধিক লম্বা ছুরা পাঠ করে, রোজা রাখিয়া অধিক সময় নির্জ্জন বাস ও মৌনাবলম্বন করে, কিন্তু নির্জনে এ সমস্ত কার্য্য করে না।"

ষষ্ঠ— এরূপ অতিরিক্ত কার্য্যে রিয়া করা, যাহা নফলের অন্তর্ভূক্ত কার্য্য নহে। যেরূপ এক ব্যক্তি সমস্ত লোকের অগ্রে জামায়াতের নামাজে উপস্থিত হয় এবং প্রথম সারিতে দণ্ডায়মান হয় এবং এমামের ডাহিন দিকে দণ্ডায়মান হয়, কিন্তু খোদাতায়ালা অবগত আছেন যে, যদি সে ব্যক্তি নির্জনে থাকিত, তবে এ সমস্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিত না। এই সমস্ত প্রকার রিয়া নিষিদ্ধ।

এমাম গাজ্জালি আরও লিখিয়াছেন—

কেহ কেহ শরীর জীর্ণ পীতবর্ণ করিয়া দেখানোর উদ্দেশ্য এই যে, লোকে যেন বুঝিতে পারে যে, সে ব্যক্তি অল্প ভক্ষণ ও রাত্রি জাগরণ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। এবাদতকার্য্যে অতিরিক্ত সাধ্য-সাধনা ও পরকালের অতিশয় চিন্তা করিয়া থাকে। কোন লোক মস্তকের কেশ রুক্ষ করতঃ লোকের এই ধারণা জন্মাইতে চেষ্টা করে যে, এই ব্যক্তি ধর্ম্মকার্য্যে বিব্রত থাকার জন্য কেশ পরিচ্ছন্ন করিতে অবকাশ পায় না। কেহ কেহ অস্পষ্ট স্বরে কথা বলিয়া এবং ওষ্ঠ শুষ্ক দেখাইয়া রোজার ভান করে।:

কোন লোক মোটা বস্ত্র, পশমী কাপড়, বহু তালি দেওয়া বস্ত্র, গৌরিক বসন ও অপরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরিধান করতঃ নিজে ছুফি দরবেশ ও পীর হওয়ার ভান করিয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা বাদাশাহ, আমীর ও ধনাঢ্য লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ও পার্থিব স্বার্থ সিদ্ধি করার কামনা করে। কোন কোন লোক হেকমত (সূক্ষ্মতত্ত্ব) বর্ণনা পূর্ব্বক এবং প্রাচীন সৎলোকদিগের চরিত্রাবলী প্রকাশ করতঃ নিজের মহা বিদ্বান ও মহা দরবেশ হওয়ার ভান করিয়া থাকে। কেহ কেহ জনসমাজে ওষ্ঠদ্বয় সঞ্চালন করিয়া আপনাকে জেকরকারী সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস পায়, কেহ কেহ জনতার মধ্যে লোককে সৎকার্য্য করিতে হুকুম করিয়া অসৎ কার্য্য হইতে নিষেধ করিয়া, অসৎ কার্য্যের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া ও লোকের অসৎ কার্য্যে লিপ্ত হওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া আপনার মহা ধার্ম্মিক হওয়ার ভান করে।

কোন কোন লোক নরম স্বরে কোর-আন পড়িয়া ও মৃদুস্বরে কথা বলিয়া নিজের খোদা ভীরু হওয়ার ভাব প্রকাশ করিতে থাকে। কেহ কোন বিশিষ্ট দরবেশ বা বিদ্বানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সভায় সভায় প্রকাশ করে যে, আমি অমুক বিদ্বানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি এবং অমুক দরবেশের সঙ্গ লাভ করিয়াছি, উদ্দেশ্য এই যে, লোকে এজন্য তাহাকে অধিক সম্মান ও ভক্তি করিবে। কেহবা পুর্ণকুটীরে, অরণ্যে, চেল্লাখানাতে কিংবা পর্ব্বতের শৃঙ্গদেশে বহুকাল অবস্থিতি করে, উদ্দেশ্য এই যে, ইহাতে দেশের লোকের মন তাহার দিকে আকৃষ্ট হয়। কেহবা কোন স্থানে গমন কালে বা কোন স্থান

হইতে প্রত্যাগমনকালে বহু মুরিদ উপস্থিত করিয়া আপনাকে পীর হওয়ার ভান করে। কেহবা উচ্চৈঃস্বরে জেকর করিয়া দেশের লোকের মধ্যে আপনার তরিকতপন্থী হওয়ার ভান করে।

রিয়াকার পীরের প্রথম ঘটনা—

এক সময় একজন ফকির কলিকাতায় আসিয়াছিল, তাহার মুরিদগণ জেকর করিতে করিতে লাফালাফি, মারামারি, কাম্ড়া-কাম্ড়ি ও দৌড়াদৌড়ি করিতে আরম্ভ করে। কলিকাতার বহু লোক এই কাণ্ড দেখিয়া উক্ত ফকিরের চক্রে পড়িয়া তাহার নিকট মুরিদ হইতে লাগিল। পল্লীতে পল্লীতে ফকিরের ধূম রটিয়া গেল ও শহরময় একটি হুজুগ পড়িয়া গেল। একদল অসৎ লোক উক্ত জেকরকারিদের পরম শত্রু ছিল, তাহারা বহু দিবস হইতে চেষ্টা করিয়াও তাহাদের কোনরূপ ক্ষতি করিতে সক্ষম হইয়াছিল না। তাহারা সেই সময় স্বর্ণ সুযোগ বুঝিয়া সেই ফকিরজীর নিকট মুরিদ হইয়া জেকরকারিদের দলভূক্ত হইয়া জেক্রের সময় তাহাদিগকে এরূপভাবে প্রহার করিতে লাগিল যে, কাহারও চক্ষু অন্ধ, কাহারও দন্ত ভগ্ন, কাহারও হস্ত ভগ্ন হইয়া গেল, তাহারা নিজেদের মনস্কামনা পূর্ণ হইতে দেখিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। আলেমগণ তাহাদের কার্য্যকলাপের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, জেকেরকারিগণ বলিত, আমরা অচৈতন্য হইয়া এইরূপ করিয়া থাকি। তখন আলেমগণ চারিজন শিষ্যকে ডাকাইয়া বলিলেন, তোমরা কয়েকটি সূচ সঙ্গে লইয়া তাহাদের দলে মিশিয়া যাও। যখন তাহারা জেক্রের সময় চীৎকার, লাফালাফি ও মারামারি করিতে থাকিবে, তখন তোমরা তাহাদের শরীরে সূচ বিদ্ধ করিতে থাকিবে, যদি তাহারা প্রকৃত পক্ষে অচৈতন্য হইয়া থাকে, তবে সূচ বিদ্ধ হইয়াও জেক্র করিতে থাকিবে। তৎপরে উক্ত চারিজন লোক জেক্র কালে তাহাদের শরীরে সূচ বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে, তাহারা সকলেই স্থির হইয়া গেল। তাহাদের রিয়াকারী প্রকাশ হইয়া পড়ায় ফকির ও চেলাগণ তথা হইতে পলায়ান করিল।

পাঠক, আমাদের এদেশে একজন ফকিরের মুরিদ্গণ এক মছজিদে অতি উচ্চৈঃস্বরে জেক্‌র ও লাফালাফি করিতেছিল, এমতাবস্থায় একজন আলেম তাহাদিগকে ধমকাইয়া নিষেধ করেন, সেই হেতু তাহারা আর তথায় চীৎকার ও লাফালাফি করে নাই। যদি তাহারা প্রকৃত উন্মত্ত হইয়া এরূপ কার্য্য করিত, তবে এক ধমকে কখনও উহা বন্ধ হইয়া যাইত না।

দ্বিতীয় ঘটনা—

কোন স্থানে এক সময় একজন ভণ্ড ফকিরের আবির্ভাব হইয়াছিল, ফকিরজী চারিজন লোককে রোদন ক্রন্দনের জন্য বেতনভুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল, সেই চারিজন জেক্‌র অথবা ওয়াজের মজলিশে চারি পার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অচৈতন্য প্রায় হইয়া পড়িয়া থাকিত। তাহাদের এই প্রবঞ্চনা বুঝিতে না পারিয়া লোকে তাহাদের মহা ফকির ধারণা করিয়া দলে দলে তাহার নিকট মুরিদ হইতে লাগিল। কিছু দিবস পরে তাহার রিয়াকারী ভাব প্রকাশিত হওয়ায় ফকির স্বস্থানে প্রস্থান করে।

পাঠক, আমাদের দেশে এইরূপ ফকির ও মুরিদ্গণের আবির্ভাব হইয়াছে, ফকিরজী যে স্থানে যাইবে ৩০।৪০ জন চেলা সঙ্গে করিয়া লইবে। চেলারা তথায় অতি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে বেঙের মত লাফাইতে লাফাইতে ফকিরজীর পায়ে ছেজ্দা করিয়া বসে, নাচানাচি করিতে থাকে, কাহারও গলা টিপিতে থাকে, কাহারও দাঁত ভাঙ্গিতে থাকে, কেহ বা লাফাইয়া গৃহের আড়ার উপর উঠিয়া গান গাইতে থাকে, ইহা দেখিয়া কত নিরক্ষর লোক মুরিদ হইয়া গোমরাহ্ হইতেছে। সাবধান! মোছলমানগণ, তোমরা এরূপ প্রবঞ্চক ফকির ও মুরিদ্গণ হইতে দূরে থাক, নচেৎ তোমাদের ঈমান নষ্ট হইবে।

তৃতীয় ঘটনা—

কোন স্থানে একজন ফকিরের আবির্ভাব হইয়াছিল, ফকিরজী দেশে প্রচার করিল যে, আমি লোকের আত্মীয়-স্বজনকে দেখাইয়া দিতে পারি। তৎশ্রবণে শিষ্যগণ মৃত দর্শনের জন্য একটি প্রশস্ত স্থানকে পরদা দ্বারা বেষ্টন করিল এবং প্রত্যেক দর্শকের জন্য এক এক টাকা টিকিট স্থির করিল, সহস্রাধিক

দর্শক টিকিট ক্রয় করিয়া উক্ত তামাশা গৃহে প্রবেশ করিল। ফকিরজী বলিল, তোমরা মৃত আত্মীয় দর্শনের ধারণা করিয়া চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত করিয়া বসিয়া থাক,ইহাতে মৃতদের আত্মা তোমাদের নিকট উপস্থিত হইবে, কিন্তু যে ব্যক্তি জারজ সন্তান (হারামজাদা) হইবে, সেই ব্যক্তি কেবল দেখিতে পাইবে না। ভক্তেরা বহুক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করতঃ বসিয়া রহিল, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না। তাহারা সকলে বিষন্ন বদনে বাহির হইল, লোকে তাহাদের মৃত আত্মা দর্শনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা লজ্জার ভয়ে সকলেই বলিতে লাগিল যে, আমরা অমুক অমুককে দেখিয়াছি। কিছু দিবস পরে তাহাদের মৃত আত্মা দর্শন না পাওয়ার ও ফকিরজীর জালছাজির অবস্থা লোক সমাজে প্রকাশ হওয়ায় ফকীরজী সহস্রাধিক টাকা লইয়া চম্পট দিল।

মেশকাতের ১১০ পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত হাদিছ দুইটি লিখিত আছে, "কম হইলেও যে এবাদত সর্ব্বদা করা হয়, তাহাই খোদার নিকট বেশী পছন্দ হইয়া থাকে।"

"তোমরা যে কার্য্যগুলি করিতে সক্ষম হও তাহাই গ্রহণ কর, কেননা খোদাতায়ালা বিরক্ত হইবেন না, অথচ তোমরা বিরক্ত হইয়া যাইবে।"

হজরতের (ছাঃ) হাদিছ বর্ণে বর্ণে সত্য, কেননা আমরা আনেক জুমার মুছল্লিকে হাটে বাজারে, পথে ও মাঠে ২৫ হাজার লম্বা তছবিহ পড়িতে দেখিয়া অবাক হইয়াছিলাম, কিছু দিবস পরে দেখিতেছি যে, তাহাদের তছবিহ পড়াও নাই এবং নামাজ রোজাও নাই।

হজরত নবীয়ে করিম (ছাঃ) রিয়াকারি হওয়ার সম্ভাবনায় নফল এবাদত অতি গোপনে করিতে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন।

ছহিহ হাদিছে আছে, "যে ব্যক্তি এরূপ গোপনে দান করে যে, যাহা তাহার ডাহিন হস্ত দান করিয়াছে, তাহা তাহার বাম হস্ত অবগত হইতে না পারে, খোদাতায়ালা কেয়ামতে তাহাকে স্বীয় আরশের ছায়ায় স্থান প্রদান করিবেন।"

তেরমেজির হাদিছে আছে, "যে সময় খোদাতায়ালা ভুতল সৃষ্টি করিয়াছিলেন উহা কম্পিত হইতেছিল, তখন খোদাতায়ালা পর্ব্বতমালা সৃষ্টি

করতঃ উহার উপর স্থাপন করিলেন, ইহাতে ভূখণ্ড স্থির হইয়া গেল। ফেরেস্তাগণ পর্ব্বতমালার কঠিন ভাব দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক। তোমার সৃষ্টির মধ্যে পর্ব্বতমালা অপেক্ষা কঠিনতর কোন বস্তু আছে কি? তদুত্তরে খোদাতায়ালা বলিলেন, অবশ্য আছে, লৌহ। তাঁহারা বলিলেন, হে প্রতিপালক! তোমার সৃষ্টির মধ্যে লৌহ অপেক্ষা কঠিনতর কোন বস্তু আছে কি? তিনি বলিলেন, অবশ্য আছে— অগ্নি।

তৎশ্রবণে তাঁহারা বলিলেন, হে প্রতিপালক, তোমার সৃষ্টির মধ্যে অগ্নি অপেক্ষা তীক্ষ্ণতর কোন বস্তু আছে কি? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, অবশ্য আছে পানি। তাঁহারা বলিলেন, হে প্রতিপালক, পানি অপেক্ষা অধিকতর বলশালী কোন বস্তু আছে কি? তিনি বলিলেন, অবশ্য অছে, ঝটিকা। তাঁহারা বলিলেন, ঝটিকা অপেক্ষা অধিকতর বলবান কোন বস্তু আছে কি? তিনি বলিলেন, অবশ্য অছে, যে দান আদম-সন্তান ডাহিন হস্তে করিয়া বাম হস্ত হইতে গোপন রাখিতে পারে।"

এমাম রাজি তফছিরে লিখিয়াছেন, প্রকাশ্য দান অপেক্ষা গোপনে দান করা উৎকৃষ্ট, যেহেতু ইহাতে রিয়ার সম্ভাবনা থাকে না। একদল লোক এরূপ গোপন ভাবে দান করিতে চেষ্টা করিতেন যে, যেন ফকিরও ইহা অবগত হইতে না পারে, কেহ অন্ধ ফকিরের হস্তে উহা নিক্ষেপ করিতেন, কেহ ফকিরের গমন পথে উহা নিক্ষেপ করিয়া যাইতেন, কেহ গুপ্তভাবে ফকিরের উপবেশন স্থলে নিক্ষেপ করিতেন, কেহ নিদ্রিত ফকিরের বস্ত্রে বন্ধন করিয়া রাখিয়া যাইতেন, কেহ অন্যের দ্বারা উহা দরিদ্রকে দান করিতেন।

এমাম রাব্বানি মকতুবাতে লিখিয়াছেন, বর্ত্তমান কালে গোপনে জেকর করা উৎকৃষ্ট, যেহেতু উহাতে রিয়াকারীর সম্ভাবনা নাই, বরং নক্‌শবন্দীয়া মোজাদ্দেদিয়া তরিকায় উচ্চ শব্দে জেকর করাকে বেদয়াত বলা হইয়াছে।

মেরকাত গ্রন্থে আছে, উচ্চৈঃস্বরে জেকর অপেক্ষা গুপ্ত জেকরে ৭০ গুণ অধিক ফল লাভ হয়।

শামি গ্রন্থে রিয়াকারীসমূহ জেকরকে নিষিদ্ধ বলা হইয়াছে। পাঠক, মনে রাখিবেন, যাহারা নক্‌শবন্দীয়া ও মোজাদ্দেদিয়া তরিকার অন্তর্ভূক্ত হইয়া

উচ্চৈঃস্বরে জেকর করে, অথবা জেকর কালে লম্ফ প্রদান ও নর্ত্তন-কুর্দ্দন করে, তাহারা রিয়াকার ভণ্ড তপস্বী।

কৃপণতা বর্জ্জন

চতুর্থ— কৃপণতা; কোর-আন শরিফে আছে, "যে ব্যক্তি কৃপণতা অবলম্বন করিয়াছে, নিশ্চিন্ত হইয়াছে এবং সৎকথার প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে, অনন্তর অচিরে আমি কঠিন (কষ্টের স্থান) তাহার পক্ষে সহজ করিব।"

এই আয়তে বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি সদ্ব্যয় করিতে কৃপণতা করে, খোদাতায়ালা তাহাকে পরকালের সুফল ও বেহেস্তের সম্পদ হইতে বঞ্চিত করিবেন।

কোর-আন শরিফে আরও আছে, "যে ব্যক্তি নিজের আত্মার কৃপণতা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে, সেই ব্যক্তি মুক্তির অধিকারী হইয়াছে।"

ছুরা মোনাফেকুনের শেষ আয়তের তফছিরে আছে, যে সময় কোন কৃপণ ব্যক্তির মৃত্যু উপস্থিত হয় এবং মৃত্যুর ফেরেস্তা হজরত আজরাইল (আঃ) কে স্বচক্ষে দর্শন করে, তখন বলিতে থাকে, হে ফেরেস্তা, কিছু সৎকার্য্য ও অর্থ দান করিতে আমাকে এক বৎসর কাল অবকাশ দাও। তদুত্তরে ফেরেস্তা বলেন, না, তোমাকে বহু অবকাশ দেওয়া হইয়াছে। তখন সে বলিতে থাকে, কিছু দান করিতে ও সৎকার্য্য করিতে আমাকে একমাশ অবকাশ দাও, তদুত্তরে ফেরেশ্‌তা বলেন— আর তোমাকে অবকাশ দেওয়া হইবে না। তখন সে ব্যক্তি বলিতে থাকে, আমাকে এক সপ্তাহ কাল, না হয় এক দিবস অবকাশ দাও। তদুত্তরে ফেরেস্তা বলেন তোমাকে এক ঘণ্টাও অবকাশ দেওয়া হইবে না। ইহার মধ্যে তাহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যাইবে।

এমাম বয়হকি হজরতের এই হাদিছটি বর্ণনা করিয়াছেন— "দান বেহেস্তের একটি বৃক্ষ। যে ব্যক্তি দানশীল হয়, সে ব্যক্তি উক্ত বৃক্ষের একটি শাখা ধারণ করিল, উক্ত শাখা যতক্ষণ তাহাকে বেহেস্তে দাখিল না করে, ততক্ষণ তাহাকে ত্যাগ করিবে না। কৃপণতা দোজখের একটি শাখা, যে ব্যক্তি

কৃপণ হয়, সে ব্যক্তি উহার একটি শাখা ধারণ করিল, যতক্ষণ উক্ত শাখা তাহাকে দোজখে দাখিল না করে, ততক্ষণ তাহাকে ত্যাগ করিবে না।"

ছহিহ মোছলেমে আছে, "তুমি কৃপণতা হইতে বিরত থাক, কেননা কৃপণতা প্রাচীন ওম্মতের বিনাশ সাধন করিয়াছিল, কৃপণতা হারামকে হালাল করিতে তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়াছিল।"

এমাম বয়হকি এই হাদিছটি বর্ণনা করিয়াছেন, "তিনটি কার্য্য দ্বারা (মনুষ্যের) ধ্বংস সাধিত হইতে পারে। প্রথম কৃপণতা, দ্বিতীয় দুষ্ট রিপুর (নফছের) বশ্যতা, তৃতীয় আত্ম গরিমা।"

তেরমেজিতে এই হাদিছটি আছে, "দানশীল ব্যক্তি খোদার নৈকট্য লাভকারী, বেহেস্তের নিকটবর্ত্তী, লোকের নিকটবর্ত্তী এবং দোজখ হইতে দুরবর্ত্তী হয়, কৃপণ ব্যক্তি খোদাতায়ালা হইতে দূরে থাকে, বেহেস্ত ও মনুষ্য হইতে দূরে থাকে এবং দোজখের নিকটবর্ত্তী হয়। নিরক্ষর দাতা খোদার নিকট কৃপণ তাপস অপেক্ষা উত্তম।"

ছহিহ বোখারী ও মোছলেমে আছে, প্রত্যেক দিবস প্রভাতে দুইজন ফেরেস্তা অবতীর্ণ হন, তাহাদের একজন বলেন, হে খোদা, দাতার দানের বিনিময়ে অর্থের উন্নতি প্রদান কর এবং উহার বংশ রক্ষা কর। দ্বিতীয় ফেরেস্তা বলেন, কৃপণের ধ্বংস সাধন কর।"

এমাম বয়হকি বর্ণনা করিয়াছেন,"(হজরত) উম্মে ছালামা (রাঃ) কে কিছু উপঢৌকন (তোহফা) স্বরূপ দেওয়া হইয়া ছিল, (হজরত) নবী করিম (ছাঃ) মাংস পছন্দ করিতেন (এই হেতু) তিনি দাসীকে বলিলেন, উহা গৃহে রাখিয়া দাও, বোধ হয় হজরত উহা ভক্ষণ করিবেন। দাসী উহা গৃহের গবাক্ষের নিকট রাখিয়া দিল, ইতিমধ্যে একজন ভিক্ষুক দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, তোমরা দান কর, খোদা তোমাদের উন্নতি সাধন করুন। তাহারা বলিলেন, খোদা তোমার কল্যাণ করুণ। (তৎশ্রবণে) ভিক্ষুক চলিয়া গেল, তৎপরে (হজরত) নবী (ছাঃ) আগমন করিয়া বলিলেন, হে উম্মে ছালমা, তোমার নিকট আমার ভক্ষণযোগ্য কোন বস্তু আছে কি? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, অবশ্য আছে, তিনি দাসীকে বলিলেন, তুমি (গৃহে) গিয়া হজরতের নিকট

উক্ত মাংসখণ্ড আনয়ন কর। দাসী (তথায়) গমন পূর্ব্বক একখণ্ড শ্বেত প্রস্তর ব্যতীত কিছুই পাইল না। তখন হজরত বলিলেন, তোমরা উক্ত মাংস ভিক্ষুককে দান কর নাই বলিয়া উহা শ্বেত প্রস্তরে পরিণত হইয়া গিয়াছে।''

কোর-আন শরীফে আছে, যাহারা খোদাতায়ালার প্রদত্ত অর্থ পাইয়া কৃপণতা করে, বিচার দিবসে উহা তাহাদের গলবন্ধন করা হইবে।

হজরতের (ছাঃ) এই হাদিছটি ছহিহ বোখারী হইতে উদ্ধৃত করা হইতেছে— ''খোদাতায়ালা যাহাকে অর্থ দান করিয়াছেন, অনন্তর সে উহার জাকাত প্রদান করে নাই, বিচার দিবসে তাহার অর্থ সর্পরূপে পরিবর্ত্তিত করা হইবে। (অতিরিক্ত বিষের জন্য) উহার মস্তকে লোম থাকিবে না এবং উহার চক্ষুদ্বয়ের উপর দুইটি কাল বর্ণ তিলক হইবে, তৎপরে মুখমণ্ডলের উভয় পার্শ্ব দ্বারা তাহাকে ধরিয়া বলিবে— আমি তোমার অর্থ, আমি তোমার ধনভাণ্ডার।''

ছহিহ বোখরী ও মোছলেমে আছে, যে ব্যক্তি স্বর্ণ ও রৌপ্যের অধিকারী হইয়া উক্ত অর্থের সদ্ব্যবহার না করে, কেয়ামতের দিবস উহা তাহার জন্য অগ্নির ফলক করা হইবে এবং তদ্বারা তাহার ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ করা হইবে। যে সময় উক্ত ফলক বাহির করা হইবে, পুনরায় দোজখে প্রবেশ করান হইবে, উহা উক্ত দিবসে করা হইবে — যাহার পরিমাণ ৫০ সহস্র বৎসর হইবে।

ছহিহ বোখারী ও মোছলেমে আছে, প্রত্যেক মুছলমানের উপর ছদকা ওয়াজেব; তাহারা বলিলেন, যদি তাহার কিছু না থাকে (তবে কি করিবে?) তদুত্তরে তিনি বলিলেন, তবে (অর্থ) উপার্জ্জন করতঃ নিজে ভোগ করিবে ও দান করিবে। তাঁহারা বলিলেন, যদি উপার্জ্জন করিতে সক্ষম না হয়, (তবে কি করিবে?) হজরত (ছাঃ) বলিলেন, (এ ক্ষেত্রে) দরিদ্র প্রপীড়িতের সাহায্য করিবে। তাঁহারা বলিলেন, যদি উহা করিতে না পারে, (তবে কি করিবে?) হজরত (ছাঃ) বলিলেন, এ ক্ষেত্রে সৎকার্য্যের আদেশ করিবে। তাঁহারা বলিলেন, যদি ইহা করিতে না পারে, তবে কি করিবে? হজরত (ছাঃ) বলিলেন, তবে অসৎ কার্য্য হইতে বিরত থাকিবে, কেননা ইহা তাহার পক্ষে ছদকা।''

উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে আরও আছে, "প্রত্যেক দিবস সূর্য্যোদয় হইলে মনুষ্যের প্রত্যেক গ্রন্থির উপর ছদকা ওয়াজেব হইয়া যায়। দুই ব্যক্তির মধ্যে ন্যায় বিচার করা একটি ছদকা, কোন লোককে যানের উপর উঠাইয়া দেওয়া কিংবা কাহারও কোন বস্তু উক্ত যানের উপর উঠাইয়া দেওয়া এক একটি ছদকা, মিষ্ট বাক্য বলা একটি ছদকা, নামাজের জন্য প্রত্যেক পদবিক্ষেপ একটি ছদকা, পথ হইতে কন্টক ইত্যাদি দূর করা একটি ছদকা।"

ছহিহ মোছলেমে আছে, প্রত্যেক আদম সন্তানের জন্য ৩৬০টি গ্রন্থি সৃজিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি উক্ত সংখ্যার পরিমাণ তকবির, আলহামদো, কলেমা, তছবিহ ও এস্তেগফার পাঠ করে, লোকের গমন পথ হইতে কন্টক ও অস্থি দূরীভূত করে, সৎকার্য্যের আদেশ করে কিম্বা অসৎকার্য্য করিতে নিষেধ করে, সেই ব্যক্তি সেই দিবস স্বীয় আত্মাকে দোজখ হইতে উদ্ধার করিল।"

তেরমেজিতে আছে, "তোমার ভ্রাতার সম্মুখে হাস্য করা একটি ছদকা, (কাউকে) সৎকার্য্য করিতে আদেশ করা একটি ছদকা (কাউকে) অসৎকার্য্য করিতে নিষেধ করা একটি ছদকা, কোন ভ্রান্ত লোককে পথ প্রদর্শন করা একটি ছদ্‌কা, অন্ধকে সাহায্য করা একটি ছদ্‌কা, তোমার ডোল হইতে ভ্রাতার ডোলে পানি ঢালিয়া দেওয়া একটি ছদ্‌কা।"

ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে আছে "যে কোন মুছলমান কোন বৃক্ষরোপণ কিম্বা ক্ষেত্রে শস্য বপন করে, তৎপরে কোন মনুষ্য, পক্ষী কিম্বা চতুষ্পদ (উক্ত বৃক্ষের ফল ও ক্ষেত্রের শস্য) ভক্ষণ করে, ইহা মালিকের জন্য ছদ্‌কা হইবে। কোন মুছলমানের কোন বস্তু অপহৃত হইলে উহা ছদ্‌কা হইল।"

এহইয়াওল-উলুমে আছে, হজরত আবদুল্লাহ বেনে জা'ফর (রাঃ) কোন খোর্ম্মা উদ্যানে প্রবেশ করিয়া এক কাফ্রিদাসকে কার্য্য করিতে দর্শন করেন, দাস আপন খাদ্য আনয়ন পূর্ব্বক একটি কুকুরকে তাহার নিকট আসিতে দেখিয়া একখানা রুটী তাহার সম্মুখে নিক্ষেপ করিলে, কুকুর রুটীখন্ড খাইয়া অবশিষ্ট দুইখন্ড রুটীর দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিপাত করিতে থাকে, দাস পরে উক্ত রুটী দুইখানা উহার জন্য নিক্ষেপ করে — হজরত আবদুল্লাহ বলিলেন, দৈনিক তোমার খাদ্য কি? দাস বলিল, তিনখন্ড রুটী। তিনি বলিলেন, তুমি ভক্ষণ না

করিয়া কেন উহা কুকুরের জন্য নিক্ষেপ করিলে? দাস বলিল, কুকুরটি দূর পথ হইতে আসিয়াছে। আমি উদর পূর্ণ করিব আর বিদেশী কুকুর ক্ষুধার্ত্ত থাকিবে, ইহা আমি পছন্দ করি না। হজরত আবদুল্লাহ বলেন, এই দাসটি আমা অপেক্ষা অধিকতর দানশীল।

লোভ সম্বরণ

পঞ্চম — অতিরিক্ত লোভ। তরিকতপন্থীর পক্ষে উহা সম্বরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। ছহিহ বোখারী ও মোছলেমে এই হাদিছটী উল্লিখিত আছে — "আদম-সন্তান বার্দ্ধক্যে উপনীত হয় কিন্তু তাহার দুইটি বিষয় যৌবন প্রাপ্ত হয়, অর্থের লোভ ও দীর্ঘায়ুর কামনা।"

উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে আরও আছে —" যদি আদম সন্তানের দুই প্রান্তর সম্পদ হইত, তবে অবশ্য সে তৃতীয় প্রান্তরের কামনা করিত। মৃত্তিকা ব্যতীত আদম-সন্তানের উদর পূর্ণ করিতে পারে না। ছহিহ বোখারীতে আছে, হজরত নবীয়ে করিম (ছাঃ) হজরত এবনে ওমরের (রাঃ) স্কন্ধদেশ ধারণ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন যে, তুমি পৃথিবীতে প্রবাসী বা পথিকের তুল্য হও এবং নিজেকে গোরবাসিদের মধ্যে গণনা কর।"

এমাম বয়হকি বর্ণনা করিয়াছেন, জনাব হজরত নবী (ছাঃ) প্রস্রাব করতঃ তায়াম্মাম করিতেন, ইহাতে হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলিতেন, হুজুর, পানি আপনার সন্নিকটে। তদুত্তরে তিনি বলিতেন, আমি পানি পর্য্যন্ত উপস্থিত হইতে অবকাশ না পাইতে ও পারি।

এমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন, যে সময় হজরত নবী (ছাঃ) (ছাহাবা মোয়াজ (রাঃ) কে ইয়মন দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তুমি অধিক পরিমাণ ভোগ বিলাস হইতে বিরত থাকিও, কেননা খোদাতায়ালার সেবকগণ বিলাস-ব্যসনের যোগ্য নহেন।

তেরমেজি বর্ণনা করিয়াছেন, "হজরত এবনে মছউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, জনাব জহরত নবী (ছাঃ) খোর্ম্মাপত্রের শয্যায় (চেটাইর) উপর নিদ্রিত ছিলেন,

তৎপরে তিনি জাগরিত হইয়া উঠিলেন, অথচ তাঁহার শরীরে চিহ্ন পড়িয়াছিল। তদ্দর্শনে (হজরত) এবনে মছউদ (রাঃ) বলিলেন, রছুলোল্লাহ! যদি আপনি আমার প্রতি অদেশ করিতেন, তবে আমি (নরম শয্যা) প্রস্তুত করিয়া আপনার জন্য বিছাইয়া দিতাম। এতৎশ্রবণে হজরত বলিলেন, পৃথিবীর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হইতে পারে কি? আমার ও পৃথিবীর উদাহরণ এই যে, যেমন একজন আরোহী বৃক্ষের ছায়াতলে বিশ্রাম গ্রহণ করিল এবং (পরক্ষণেই) উহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া গেল।"

তেরমেজিতে আছে, "আমার প্রতিপালক আমার জন্য মক্কা শরিফের প্রস্তরময় স্থানকে সুবর্ণ করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, ইহাতে আমি বলিয়াছিলাম, না। হে আমার প্রতিপালক। বরং আমি একদিবস ক্ষুধা নিবারণ করিব, অন্য দিবস ক্ষুদা সহ্য করিব। যে সময় ক্ষুধার্ত্ত থাকি, তোমার নিকট অনুনয় বিনয় করিব এবং তোমার জেকর করিব। আর যে সময় উদয় পূর্ণ করি, তোমার প্রশংসা করিব।

তেরমেজিতে আছে, "হজরত (ছাঃ) একটি লোককে উদগার তুলিতে শ্রবণ করিয়া বলিলেন, তুমি উদগারের মাত্রা কম করিও, কেননা যে ব্যক্তি পৃথিবীতে অধিকতর উদর পূর্ণকারী হইবে, কেয়ামতে অধিকতর ক্ষুধার্ত্ত থাকিবে।"

ছহিহ মোছলেমে আছে, "মনুষ্য বলে আমার অর্থ, আমার অর্থ, নিশ্চয় তিনটি বস্তু তাহার অর্থ— যাহা সে ব্যয় করিয়াছে, যে বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক পুরাতন করিয়াছে এবং যাহা দান করিয়া সম্বল স্থির করিয়াছে। তদ্ব্যতীত সমস্তই লোকের জন্য পরিত্যাগ করিয়া যাইবে।"

ছহিহ বোখারী ও মোছলেমে আছে, "তিনটি বস্তু মৃতের পশ্চাতে গমন করে, তাহার পরিজন ও অর্থ প্রত্যাগমন করে, কেবল তাহার কার্য্য, নেকী ও বদী তাহার সঙ্গে থাকে।"

"তেরমেজিতে আছে,"খোদাতায়ালার জেকর, প্রেম, বিদ্বান কিম্বা শিক্ষার্থী ব্যতীত পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ যাবতীয় বস্তু অভিসম্পাতগ্রস্থ।"

এমাম বয়হকি বর্ণনা করিয়াছেন, পৃথিবীর প্রেম প্রত্যেক গোনাহ কার্য্যের মূল।

এবনে আবুদ্দুনইয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি হজরতের (ছাঃ) নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, রছুলোল্লাহ! কোন্ ব্যক্তি লোকের মধ্যে অধিকতর সংসার বিরাগী? তদুত্তরে হজরত বলিলেন, যে সবব্যক্তি গোর ও কঙ্কালসার হওয়ার কথা ভুলিয়া না যায়, পৃথিবীর বিলাস বাসনা ত্যাগ করে, পরজগতকে ইহজগত অপেক্ষা সমধিক পছন্দ করে, কল্য জীবনের আশা না করে এবং আপনাকে মৃতদের গণনা করে।

ছহিহ বোখারী ও মোছলেমে আছে, হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন আমি বেহেস্তবাসীদিগের মধ্যে অধিকাংশ দরিদ্রকে দেখিতে পাইলাম।

আরও বর্ণিত হইয়াছে, দরিদ্রেরা ধনবানদের ৫ শত বৎসর পূর্ব্বে বেহেস্তে প্রবেশ করিবে।

মেশকাতে আছে, তোমরা অধিক সময় মৃত্যুকে স্মরণ কর, তোমরা গোর জিয়ারত কর, কেননা ইহা তোমাদিগকে সংসার বিরাগী করিবে এবং পরকাল স্মরণ করাইয়া দিবে।

মাওলানা রুমি লিখিয়াছেন, কোন দ্বীপে একটি অপূর্ব্ব পশু আছে। পশুটি প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রান্তরে সমস্ত তৃণ ভক্ষণ করিয়া স্থূলকায় হইয়া পড়ে, রাত্রিকালে কল্য কি ভক্ষণ করিবে এই চিন্তায় আকুল হইয়াঅতিশয় ক্ষীণ হইয়া যায়। প্রভাতে দেখিতে পায় যে, প্রান্তর তৃণ ও লতায় পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। পুনরায় প্রভাত হইতে সন্ধ্যা অবধি উহা ভক্ষণ করতঃ স্থূলকায় হইয়া রাত্রিতে চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে।

এইরূপ খোদাতায়ালা প্রত্যহ মনুষ্যের উপজীবিকা দান করেন কিন্তু মনুষ্য অন্নের চিন্তায় অধীর হইয়া হারাম উপার্জ্জনে রত হইয়া থাকে।

পাঠক, মনে রাখিবেন, খোদা মনুষ্যের জন্য যে উপজীবিকা নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবে, তবে হারাম সংগ্রহ করিয়া গোনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণ কি?

এমাম গাজ্জালী লিখিয়াছেন, একটি লোক হজরত ঈছা (আঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল, আমি আপনার সঙ্গে বৈরাগ্য অবলম্বন করিব। তিনি বলিলেন, তুমি ঘোর সংসারী এখনও উহার চিহ্ন তোমার ললাটে পরিলক্ষিত হইতেছে, তুমি সংসারবিরাগী হইতে পারিবে না। সে ব্যক্তি নিতান্ত অনুনয় বিনয় করায় হজরতের মন বিগলিত হইল এবং তাহাকে সঙ্গে লইতে স্বীকৃত হইলেন। পথিমধ্যে হজরত তাহার নিকট তিন খন্ড রুটী রাখিয়া দিলেন। এক সময় তিনি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া একখানা রুটী নিজে ভক্ষণ করিলেন এবং একখন্ড উক্ত সঙ্গীকে দিলেন, অবশিষ্ট রুটিখানা তাহার নিকট রহিয়া গেল। হজরত এবাদতের জন্য পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিলেন, এই অবসরে সে ব্যক্তি উক্ত রুটিখানা একা ভক্ষণ করিবে ধারণায় সাবধানে গোপন করিয়া রাখিল। হজরত ঈছা (আঃ) এবাদত কার্য্য সমাধা পূর্ব্বক ক্ষুধার্ত্ত হইয়া রুটিখানা চাহিলেন, তদুত্তরে সে ব্যক্তি বলিল, উহার সংবাদ আমি অবগত নহি। হজরত তাহার এই শঠতা বুঝিতে পারিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। অতঃপর তিনি তাহাকে নদীর নিকট লইয়া গিয়া বলিলেন, তুমি আমার সহিত নদী বক্ষের উপর দিয়া চলিয়া আইস, তৎশ্রবণে সে ব্যক্তি হজরতের সহিত নদীপার হইয়া চলিয়া গেল। তখন হজরত বলিলেন যে খোদাতায়ালা এরূপ শক্তিমান যে, আমাদিগকে নদীবক্ষ অতিক্রম করিতে ক্ষমতা প্রদান করিলেন, তাঁহার ভান্ডারে কিছুরই অভাব নাই, তুমি সত্য করিয়া বল, সেই রুটিখানা কোথায় আছে? সে ব্যক্তি বলিতে লাগিল যে, আমি জানি না। তৎপরে পয়গম্বর (আঃ) একটি হরিণী শাবককে ডাকিলেন, শাবকটি তাঁহার নিকট দ্রুতবেগে চলিয়া আসিলে তিনি উহাকে জবাহ করতঃ উহার মাংস কাবাব করিয়া সঙ্গীকে দিলেন এবং নিজেও ভক্ষণ করিলেন। তৎপরে তিনি শাবকটি জীবিত করিয়া দিয়া বলিলেন, দেখ, খোদার ভান্ডারে আমাদের উপজীবিকার অভাব নাই। এখনও তুমি বল, রুটি খানা কোথায় আছে? তখন সে বলিল, আমি উহা অবগত নহি; তৎপরে হুজুর বালুকাময় প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, তুমি কিছু বালু তিন অংশে বিভক্ত কর। সে ব্যক্তি হজরতের আদেশ পালন করিল, হুজুর বলিলেন, খোদাতায়ালা ইহাকে তিনখন্ড সুবর্ণ ইষ্টক করিয়া

দাও, তৎক্ষণাৎ তাহাই হইয়া গেল। তখন হুজুর বলিলেন, একখন্ড ইষ্টক আমার, আর একখন্ড তোমার, অবশিষ্ট ইষ্টক খন্ড যাহার নিকট রুটিখানা আছে তাহারই হইবে। তখন সে বলিল, রুটিখানা আমার নিকটে আছে, তৎশ্রবণে হুজুর বলিলেন, তুমি ঘোর সংসারী ও অর্থলোলুপ, এখনও তুমি লোভ ত্যাগ করিতে পার নাই, তুমি আমার নিকট হইতে চলিয়া যাও, এই ইষ্টক তিনখন্ড তোমাকে দিলাম। ইহা বলিয়া হুজুর অন্তর্হিত হইলেন। হঠাৎ দুইজন অশ্বারোহী তথায় উপস্থিত হইয়া উক্ত ব্যক্তির নিকট তিনখন্ড সুবর্ণ ইষ্টক দর্শন পূর্ব্বক তাহার প্রাণবধ করার সঙ্কল্প করিল। সে ব্যক্তি তাহাদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাহাদিগকে বলিতে লাগিল, এক ইষ্টক আমার, আর দুইখন্ড তোমাদের তৎশ্রবণে তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া ইষ্টকদ্বয় লইয়া একসঙ্গে গমন করিতে লাগিল। তৎপরে উক্ত ব্যক্তি বিষ প্রয়োগ দ্বারা অশ্বারোহীদ্বয়ের প্রাণবধ করার সঙ্কল্প করিয়া বলিতে লাগিল, তোমরা এই স্থানে অপেক্ষা কর, আমি বাজার হইতে কিছু খাদ্য আনয়ন করি। অনন্তর সে বাজারে গমন পূর্ব্বক কিছু খাদ্য ক্রয় করতঃ উহা তিন অংশে বিভক্ত করিয়া একাংশ নিজে ভক্ষণ করিল এবং অবশিষ্ট অংশদ্বয়ে মহাবিষ মিশ্রিত করিয়া তাহাদের সমক্ষে লইয়া গেল। তাহারা উভয়ে উক্ত ব্যক্তির প্রাণনাশের সঙ্কল্প করিয়াছিল, বাজার হইতে প্রত্যাগমন করা মাত্র উভয়ে তাহার প্রাণবধ করিল, তৎপরে তাহারা প্রফুল্ল মনে উক্ত খাদ্য ভক্ষণ করিয়া মৃত্যুপ্রাপ্ত হইল। হজরত ঈছা (আঃ) প্রত্যাগমন কালে তিনটি লোককে তিনখন্ড ইষ্টক সহ মৃত্যুশয্যায় শায়িত দেখিয়া বলিলেন, ইহা ঘোর সংসারী অর্থলোলুপদের পরিণাম।

ক্রোধ সম্বরণ

ষষ্ঠ — ক্রোধ। তরিকতপন্থীদের পক্ষে ক্রোধ সম্বরণ করা অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। খোদাতায়ালা বলিয়াছেন —

"উক্ত বেহেশ্‌ত উহাদের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে, যাহারা শান্তি ও দুঃখের সময় দান করে এবং ক্রোধ সম্বরণকারী ও লোকদের ত্রুটি মার্জ্জনাকারী

দলের জন্য (প্রস্তুত করা হইয়াছে)।"

আরও বলিয়াছেন, "খোদাতায়ালার সেবকদিগের সহিত নির্ব্বোধ লোকেরা কথোপকথন করিলে তাহারা বলে — শান্তি হউক।"

হজরত এবনে-আব্বাছ (রাঃ) এই আয়তের তফছিরে লিখিয়াছেন, যাহারা ক্রোধের সময় ধৈর্য্যধারণ করে এবং কেহ অনিষ্ট করিলে তাহার ত্রুটি মার্জ্জনা করে, খোদাতায়ালা তাহাদিগকে রক্ষা করেন এবং তাহাদিগের শত্রুকে আত্মীয় বন্ধুরূপে পরিণত করেন। এমাম বয়হকি নিম্নোক্ত হাদিছগুলি বর্ণনা করিয়াছেন, "যেরূপ মাকালফল মধুকে নষ্ট করিয়া ফেলে, সেইরূপ ক্রোধ ঈমান নষ্ট করে।"

যে ব্যক্তি আপন ক্রোধ সম্বরণ করে, খোদাতায়ালা বিচার দিবসে তাহাকে শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি দিবেন। হজরত মুছা (আঃ) বলিয়াছেন, খোদা তোমার সেবকদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি অধিকতর সম্ভ্রান্ত?

তদুত্তরে খোদা বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ক্ষমতাবান হওয়া সত্ত্বেও দোষ মার্জ্জনা করে।

ছহিহ্ বোখারি ও মোছলেমে আছে, — "মল্লযোদ্ধা (কুস্তিগীর) বীরপুরুষ নহে, যে ব্যক্তি ক্রোধের সময় আত্মসম্বরণ করিতে পারে, সেই ব্যক্তিই বীরপুরুষ।"

আবু দাউদ ও তেরমেজি বর্ণনা করিয়াছেন —

"যে ব্যক্তি ক্ষতি সাধন করিতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও ক্রোধ সম্বরণ করে, খোদাতায়ালা কেয়ামতে তাহাকে জগদ্বাসিদিগের সমক্ষে ডাকিয়া বলিবেন, তুমি যে হুরটি পছন্দ কর, গ্রহণ কর।"

আবু দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন, "নিশ্চয় ক্রোধ শয়তান কর্ত্তৃক (প্রকাশিত হয়), শয়তান অগ্নি হইতে সৃজিত হইয়াছে, অগ্নি পানি দ্বারা নির্ব্বাপিত হয়, যখন তোমাদের কেহ রাগন্বিত হয় তখন ওজু করা কর্ত্তব্য।"

তেরমেজি বর্ণনা করিয়াছেন, " তোমাদের কেহ দন্ডায়মান অবস্থায় রাগন্বিত হইলে, তাহার উপবেশন করা উচিত, যদি ইহাতে রাগ সম্বরণ হয়

তবে শুভ নচেৎ তাহার শয়ন করা উচিত।''

আরও তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, ''হজরত (ছাঃ) ক্রোধের বিষয় উত্থাপন করতঃ বলিলেন, এক প্রকার লোক হঠাৎ রাগন্বিত হয় এবং হঠাৎ ক্রোধ সম্বরণ করে, এস্থলে একটি দোষের পরিবর্ত্তে একটি গুণ। এক প্রকার লোক বিলম্বে রাগন্বিত হয় এবং বিলম্বে ক্রোধ সম্বরণ করে; এস্থলে একটি দোষের পরিবর্ত্তে একটি গুণ। যে ব্যক্তি বিলম্বে রাগন্বিত হয় এবং অতি সত্ত্বর রাগ সম্বরণ করে, সেই ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। যে ব্যক্তি অতি সত্ত্বর রাগন্বিত হয় এবং বিলম্বে ক্রোধ, সম্বরণ করে, সেই ব্যক্তি তোদের মধ্যে অতি নিকৃষ্ট। তোমরা ক্রোধ করিও না, কেননা উহা আদম-সন্তানের অন্তরে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের তুল্য। তোমরা কি উক্ত ব্যক্তির শিরা সমূহ স্ফীত ও চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হওয়ার দিকে দৃষ্টিপাত কর না? যে ব্যক্তি ক্রোধের অঙ্কুর বুঝিতে পারে, তাহার মৃত্তিকায় শয়ন করা উচিত।''

এমাম গাজ্জালি বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত এবনে ওমার (রাঃ) জনাব নবী করিম (ছাঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কোন্ বস্তু আমাকে খোদার কোপ হইতে নিস্কৃতি দিতে পারে? তদুত্তরে হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, তুমি ক্রোধ করিও না।

হজরত এক্‌রামা বলিয়াছেন, ক্রোধ যে ব্যক্তিকে পরাভূত করিতে না পারে, সেই ব্যক্তি ছৈয়দ নামের যোগ্য পাত্র।

হজরত আবুদ্দারদা বলিয়াছেন, আমি বলিলাম, রছুলোল্লাহ। আপনি আমাকে এরূপ কার্য্যের সংবাদ প্রদান করুন, যাহা আমাকে বেহেশতে দাখিল করিতে পারে, তদুত্তরে হুজুর (ছাঃ) বলিলেন, তুমি ক্রোধ করিও না।

একজন খ্রীষ্টান তাপস উপাসনা গৃহে থাকিতেন, শয়তান তাহাকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করিয়াও বিফল মনোরথ হইল, এক সময় শয়তান তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া উচ্চশব্দে বলিতে লাগিল, তুমি দ্বার উদ্‌ঘাটন কর নচেৎ আমি অন্তর্হিত হইলে তুমি অনুতাপ করিবে, ইহাতে তাপস তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না, তখন শয়তান বলিল, আমি হজরত ঈছা (আঃ) তাপস বলিলেন,

যদি তুমি ঈছা হও, তথাচ তোমার আগমনে আমার কি ফল হইবে? তুমি কি আমাকে এবাদতে সাধ্যসাধনা করিতে আদেশ কর নাই? আমাকে কেয়ামতের সংবাদ প্রদান কর নাই? যদি তুমি অদ্য আমার নিকট তদ্বিপরীত অন্য কোন ব্যবস্থা আনয়ন কর, তবে আমি উহা গ্রহণ করিব না। তখন সে বলিল, আমি নিশ্চয় শয়তান তোমাকে ভ্রান্ত করার চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছি, তুমি যাহা ইচ্ছা কর আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিতে পার, আমি উহার উত্তর প্রদান করিব। তাপস বলিলেন, আমি তোমার নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি না, তৎশ্রবণে শয়তান পলায়ন করিল। তখন তাপস বলিতে লাগিলেন আদম-সন্তানদের কোন্ কার্য্যে তুমি তাহাদের উপর অধিক পরাক্রান্ত হইতে পার? তদুত্তরে শয়তান বলিল, যে সময় মনুষ্য ক্রোধান্বিত হয়, সে সময় আমি সম্পূর্ণরূপে তাহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারি।

এমাম খোয়ায়ছামা বলিয়াছেন, শয়তান বলিতে থাকে, আদম সন্তান কিরূপে আমাকে পরাস্ত করিবে? যে সময় সে সুস্থ শরীরে থাকে, আমি নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহার হৃদয়ে স্থান লাভ করি যে সময় সে ক্রোধান্বিত হয় আমি উড্ডীন হইয়া তাহার মস্তকে আশ্রয় গ্রহণ করি।

যেরূপ একটি কূপের তলদেশে একটি ক্ষীণ জ্যোতির প্রদীপ থাকে এবং কূপের উপরি অংশ ধূমে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, এক্ষেত্রে ধূমে আধিক্য বশতঃ নিম্নস্থ প্রদীপে ক্ষীণ জ্যোতিঃ পরিলক্ষিত হয় না, সেইরূপ মনুষ্যের জ্ঞান একটি প্রদীপ স্বরূপ, ক্রোধের ধূম সমস্ত শরীর, মস্তক ও অন্তরে প্রবেশ করিলে জ্ঞানের ক্ষীণ প্রদীপটা আবৃত করিয়া ফেলে, সেই সময় মনুষ্য হতজ্ঞান হইয়া কটু কথা বলে, প্রহার করে, লম্ফ প্রদান করে, চক্ষু রক্তবর্ণ করে ও মুখ বিবর্ণ করে। সেই সময়ে মনুষ্যের ধৈর্য্যধারণ করা কর্ত্তব্য।

ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে আছে, " হজরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছিলেন, ইয়া রাছুলাল্লাহ! ওহোদের দিবস অপেক্ষা কঠিনতর কোন দিবস আপনার উপর আসিয়াছিল কি না? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, আমি কোরাএশগণ কর্ত্তৃক এইরূপ বিপন্ন হইয়াছি, যে সময় আমি পর্ব্বতের ঘাঁটিতে অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলাম, সেই দিবস সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন বিপদের সম্মুখীন

হইয়াছিলাম। আমি এবনে আব্দে ইয়ালিলের নিকট আপন প্রেরিতত্ত্ব পেশ করিয়াছিলাম, সে আমার বাঞ্ছিত মত গ্রহণ করিল না। আমি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া অধোমুখে পতিত হইলাম, করনোছ-ছায়ালেব ব্যতীত আমার চৈতন্যদয় হইল না, তৎপরে আমি মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখিলাম যে, একখণ্ড মেঘ আমার উপর ছায়া দান করিয়া রহিয়াছে, উহার মধ্যে হজরত জিবরাইল (আঃ) দৃষ্টিগোচর হইলেন, তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, নিশ্চয় খোদাতায়ালা আপনার স্বজাতিবৃন্দের কথা ও তাহাদের উত্তর শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি আপনার নিকট পর্ব্বতমালার (রক্ষক) ফেরেশতাকে প্রেরণ করিয়াছেন, আপনি তাহাদের সম্বন্ধে যাহা করার ইচ্ছা করেন করুন, উক্ত ফেরেশতার প্রতি আদেশ করুন। তৎপরে পর্ব্বতমালার (রক্ষক) ফেরেশতা উচ্চৈঃস্বরে ছালাম করিয়া বলিলেন, হে মোহম্মদ (ছাঃ) নিশ্চয় খোদাতায়ালা আপনার স্বজাতির কথা শ্রবণ করিয়ায়েছেন, নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, আপনার কার্য্য সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা করেন, আমার প্রতি আদেশ করুন। আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে আখশাব নামক পর্ব্বতদ্বয়কে উক্ত কোরা এশদের উপর নিক্ষেপ করি, তৎশ্রবণে হজরত (ছাঃ) বলিলেন, (না), বরং আশা করি যে, খোদাতায়ালা তাহাদের ঔরস হইতে এক খোদার উপাসক (এবাদতকারী) লোককে সৃষ্টি করিবেন।"

আরও উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে আছে, "হজরত নবী করিম (ছাঃ) একজন নবীর অবস্থা বর্ণনা করিতেছিলেন যে, তাঁহার স্বজাতি তাঁহাকে প্রহার করিয়া তাঁহার শরীর রক্তাক্ত করিয়াছিল, তিনি স্বীয় মুখমণ্ডল হইতে রক্ত পরিস্কার করিতে করিতে বলিতেছিলেন, খোদাতায়ালা আমার স্বজাতিকে ক্ষমা কর, কেননা তাহারা অজ্ঞ।" এই হাদিছে হজরত (ছাঃ) নিজের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন।

এমাম গাজ্জালি (রঃ) লিখিয়াছেন, "হজরত নবী করিম (ছাঃ) মক্কা শরিফ জয় করিয়া কাবাগৃহের প্রদক্ষিণ করিলেন, তৎপরে দুই রাক্য়াত নামাজ পড়িয়া উক্ত সম্মানিত গৃহের দ্বারদেশে হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক বলিলেন যে, কোরাএশগণ, তোমরা কিরূপ ধারণা কর? তাহারা বলিলেন, আমরা ভাল ধারণা করি, আপনি দাতা, ভ্রাতা, দানশীল, পিতৃব্য তনয়, আপনি এখন

শক্তিশালী, (আমরা অক্ষম) তৎশ্রবণে হজরত (ছাঃ) বলিলেন, যেরূপ আমার ভ্রাতা, (হজরত ইউছুফ আঃ) (তদীয় ভ্রাতৃবর্গকে) বলিয়াছিলেন, সেইরূপ আমি বলি, অদ্য তোমাদের উপর কোন প্রকার ভৎর্সনা নাই, খোদাতায়ালা তোমাদিগকে ক্ষমা করুন।"

পাঠক, যে কোরাএশগণ হজরতের প্রতি বর্ণনাতীত উৎপীড়ন করিয়াছিল, হজরত (ছাঃ) তাহাদিগকে অকপট অন্তরে ক্ষমা করিলেন।

মেশকাতে আছে. "এক ব্যক্তি হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) কে অকথ্য ভাষায় গালি দিতেছিল, জনাব হজরত নবী করিম (ছাঃ) আশ্চর্য্যন্বিত হইয়া অল্প অল্প হাস্য করিতেছিলেন, যখন সে ব্যক্তি সীমা অতিক্রম করিয়া ফেলিল, তখন হজরত ছিদ্দিক (রাঃ) তাহার কতক কথার প্রতিবাদ করিলেন। ইহাতে জনাব নবী করিম (ছাঃ) রাগন্বিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তদ্দর্শনে হজরত সিদ্দিক (রাঃ) তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া বলিলেন, হজরত উক্ত ব্যক্তি আমাকে কটুবাক্য বলিতেছিল, আপনি উপবিষ্ট ছিলেন। তৎপরে আমি তাহার কথায় প্রতিবাদ করিলে, আপনিরাগান্বিত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন। হজরত (ছাঃ) বলিলেন (যতক্ষণ তুমি নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়াছিলে, ততক্ষণ) তোমার সহিত একজন ফেরেশ্‌তা থাকিয়া কটু বাক্যগুলি উহার উপর নিক্ষেপ করিতেছিলেন, তৎপরে তুমি প্রতিবাদ করিলে শয়তান উপস্থিত হইল। তৎপরে হজরত (ছাঃ) বলিলেন, আবুবকর, তিনটি কথা অতি সত্য, প্রপীড়িত হইয়া খোদার সন্তোষ লাভ উদ্দেশ্যে ধৈর্য্যধারণ করিলে, খোদাতায়ালা তাহার পূর্ণ সাহায্য করেন। দ্বিতীয় — যে ব্যক্তি আত্মীয় ও দরিদ্রদের উপকারার্থে দান করে, খোদাতায়ালা তাহার অর্থ বৃদ্ধি করিয়া দেন। তৃতীয় — সে ব্যক্তি অর্থ বৃদ্ধি করার মানসে ভিক্ষার দ্বার উদঘাটন করে, খোদাতায়ালা তাহার অর্থ হ্রাস করিয়া দেন।

ছহিহ মোছলেমে আছে, "এক ব্যক্তি বলিল, হজরত! আমার কতকগুলি আত্মীয় আছে, আমি তাহাদের সহিত সন্ধি করিয়া থাকি, তাহারা আমার সহিত বিচ্ছেদ করিয়া থাকে, আমি তাহাদের উপকার করি, তাহারা আমার অপকার করিয়া থাকে, আমি তাহাদের সম্বন্ধে ধৈর্য্যধারণ করি, তাহারা আমার

সহিত অসদ্ব্যবহার করিয়া থাকে। তৎশ্রবণে হজরত (ছাঃ) বলিলেন, যদি তুমি এরূপ হইতে পার, তবে তুমি তাহাদের উপর উত্তপ্ত ভষ্ম নিক্ষেপ করিলে এবং যত দিবস এই অবস্থায় থাকিতে পার, খোদাতায়ালার পক্ষ হইতে তোমার সহিত একজন সহায়তাকারী থাকিয়া তাহাদের অত্যাচার নিবারণ করিবেন।

এমাম গাজ্জালি (রহমাতুল্লাহ) লিখিয়াছেন, যে সময় খোদাতায়ালা জগদ্বাসিদিগকে কেয়ামতের দিবস সংগৃহীত করিবেন, সেই সময় একজন ঘোষণাকারী (ফেরেস্তা) ঘোষণা করিয়া বলিবেন, সদগুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কোথায়? তখন অল্প সংখ্যক লোক দণ্ডায়মান হইয়া বেহেস্তের দিকে দ্রুতগামী হইবেন, ফেরেস্তাগণ তাহাদের সাক্ষাৎ পাইয়া বলিবেন, আমরা যে তোমাদিগকে বেহেশতের দিকে দ্রুত গমন করিতে দেখিতেছি। তদুত্তরে তাঁহারা বলিবেন, আমরা সদগুণসম্পন্ন লোক ছিলাম। ফেরেশতাগণ বলিবেন, তোমাদের সদগুণ কি ছিল? তাঁহারা বলিবেন, যে সময় লোকে আমাদের প্রতি অত্যাচার করিত, আমরা ধৈর্য্যধারণ করিতাম, যে সময় লোকে আমাদের ক্ষতি সাধন করিত, সে সময় আমরা ক্ষমা করিতাম, যে সময় তাঁহারা আমাদের সহিত অভদ্রতা করিত, সেই সময় আমরা ধৈর্য্যধারণ করিতাম, তখন ফেরেশতাগণ বলিবেন, তোমরা বেহেশতে প্রবেশ কর।"

পাঠক মনে রাখিবেন, কেহ কোন লোকের ক্ষতি সাধন করিলে, উহা মার্জ্জনা করা মহাসদ্‌গুণ ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু কেহ শরিয়তের কোন ক্ষতি করিলে তৎসম্বন্ধে ক্রোধ প্রকাশ করা অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য।

ছহিহ বোখারী ও মোছলেমে আছে, "হজরত আএশা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি আমার বারান্দাকে আবরণ (পরদা) দ্বারা আবৃত্ত করিয়াছিলাম, উক্ত পরদায় জীবের (অঙ্কিত) মূর্ত্তি ছিল। হজরত নবী (ছাঃ) বিদেশ হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক উহা দর্শনে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং ক্রোধান্বিত হইলেন।" ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, শরিয়তের ত্রুটি দর্শনে ক্রোধ প্রকাশ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

নিষ্ঠুরতা বর্জ্জন

সপ্তম— তরিকতপন্থীর পক্ষে নিষ্ঠুরতা পরিত্যাগ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

ছহিহ বোখারী ও মোছলেমে আছে, "যে ব্যক্তি মনুষ্য জাতির উপর দয়া না করে, খোদাতায়ালা তাহার উপর দয়া করিবেন না।"

আবু দাউদ ও তেরমেজি বর্ণনা করিয়াছেন, "দয়াময় খোদাতায়ালা দয়াশীল লোকদের উপর দয়া করেন। তোমরা ভূমিবাসিদিগের উপর দয়া কর, তাহা হইলে আকাশের পরিচালক (খোদাতায়ালা) তোমাদের উপর দয়া করিবেন।"

আহমদ ও তেরমেজির বর্ণনা— "হতভাগ্য ব্যতীত কেহ নির্দয় হয় না।

তেরমেজির বর্ণনা— "যে ব্যক্তি আমার (উম্মতের) শিশু সন্তানের প্রতি দয়া না করে, বৃদ্ধ লোকের সম্মান না করে সৎকার্য্যে উৎসাহ প্রদান না করে এবং অসৎকার্য্য করিতে নিষেধ না করে, সে ব্যক্তি আমার অনুগত দলের মধ্যে গণ্য নহে।"

এমাম বোখারি ও মোছলেমের বর্ণনা—"মোছলমানেরা একে অন্যের প্রতি দয়া করিবে, একে অন্যের সহিত প্রীতিস্থাপন করিবে এবং একে অন্যের সাহায্য করিবে, ইহার দৃষ্টান্ত যেমন একটি পূর্ণ অবয়ব তন্মধ্যে কোন এক অঙ্গ পীড়িত হইলে অবশিষ্ট প্রত্যঙ্গ যাতনা অনুভব করে।"

এমাম মোছলেমের বর্ণনা — মোছলেম সম্প্রদায় একটি মনুষ্যের তুল্য, যদি তাহার চক্ষু পীড়িত হয় তবে তাহার সর্ব্বাঙ্গ পীড়িত হয়, যদি তাহার মস্তক পীড়িত হয়, তবে তাহার সমস্ত দেহ পীড়িত হয়।

এমাম বোখারি ও মোছলেমের বর্ণনা— "এক মুছলমান অন্য মুছলমানের ভ্রাতা, একে অন্যের প্রতি অত্যাচার করিবে না, অন্যকে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। যে ব্যক্তি আপন মুছলমান ভ্রাতার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে তৎপর হয়, খোদাতায়ালাও তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে তৎপর হন। যে ব্যক্তি কোন মুছলমানের একটি বিপদ উদ্ধার করে, খোদাতায়ালা বিচার দিবসের বিপদরাশি হইতে তাহার একটি মহা বিপদ উদ্ধার করিবেন। যে ব্যক্তি অন্য

কোন মুসলমানের দোষ গোপন করে, খোদাতায়ালা কেয়ামতে তাহার দোষ গোপন করিবেন।"

এমাম মোছলেমের বর্ণনা— "যে ঋণদাতা দরিদ্র ঋণগ্রস্থ ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধের জন্য অবকাশ দেয়, খোদাতায়ালা ইহ জগতে এবং পরজগতে তাহার কার্য্য সহজসাধ্য করিয়া দেন। যতদিবস মনুষ্য আপন মুছলমান ভ্রাতার সহায়তা করিতে থাকে ততদিন খোদাও তাহার সহায়তা করিতে থাকেন।"

এমাম বোখারী ও মোছলেমের বর্ণনা—"মনুষ্য যাহা আপনার জন্য পছন্দ করে, যতক্ষণ তাহা আপন (মুছলমান) ভ্রাতার জন্য পছন্দ না করে, ততক্ষণ পরিপক্ক ঈমানদার হইতে পারে না।"

"বিধবাদের ও দরিদ্রদের তত্ত্বাবধানকারী ব্যক্তি, খোদার পথে দান কারী, বিনা শৈথল্যে রাত জাগরণকারী ও বৎসর ব্যাপী রোজা পালনকারীর তুল্য।"

এমাম বোখারীর বর্ণনা—"হজরত তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বয়ের দিকে ইশারা করিয়া ও উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ ফাঁক করিয়া বলিলেন যে আমি ও পিতৃহীন সন্তানের প্রতিপালক বেহেস্তের মধ্যে এইরূপ থাকিব।"

এমাম মোছলেমের বর্ণনা—"তিন ব্যক্তি বেহেস্তেবাসী হইবেন, প্রথম শক্তি সম্পন্ন ন্যায়বিচারক, দাতা ও ধর্ম্মকার্য্যে লিপ্ত ব্যক্তি, দ্বিতীয়— কোমল হৃদয়, প্রত্যেক আত্মীয় ও মুছলমানের পক্ষে দয়াশীল ব্যক্তি; তৃতীয়— দরিদ্র, হারাম হইতে বিরত ও ভিক্ষা বৃত্তি হইতে বিমুখ ব্যক্তি।"

উক্ত এমামদ্বয়ের বর্ণনা—"এক অসতী স্ত্রী লোক একটি কূপের শিরদেশে কোন মরণাপন্ন কুকুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, কুকুরটির জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িয়া ছিল, তৎপরে স্ত্রীলোকটি আপন মোজা খুলিয়া চাদরের সহিত বন্ধন করতঃ উহার জন্য পানি উত্তোলন করিয়াছিল, এইহেতু খোদাতায়ালা তাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন।"

এমাম মোছলেমের বর্ণনা;— একটি লোক মনুষ্যের যাতনাপ্রদ (কন্টকময়) বৃক্ষকে পথ হইতে কর্ত্তন করিয়াছিল, (এ দয়ার কার্য্যের জন্য ক্ষমা প্রাপ্ত হইয়াছিল), আমি তাহাকে বেহেস্তের মধ্যে আনন্দে ধাবিত হইতে দর্শন করিয়াছি।"

তফছিরে মনিরে আছে, "হজরত মুছা (আঃ) তুর পর্ব্বতে খোদাতায়ালার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, খোদা, তুমি কি জন্য আমাকে এত উচ্চ পদ দান করিয়াছ? তদুত্তরে খোদাতায়ালা বলিয়াছিলেন তোমার বাল্য জীবনের একটি মহৎ কার্য্যের জন্য তোমাকে এত উচ্চ পদ দান করিয়াছি। হজরত মুছা (আঃ) বলিলেন সে কি কার্য্য? তদুত্তরে খোদাতায়ালা বলিলেন, যে সময় তুমি বাল্য জীবনে ছাগ ছাগী চরাইতেছিলে, একটি ছাগ দল ত্যাগ করতঃ পলায়ন করিতে লাগিল, তুমি উহার পশ্চাতে ধাবিত হইলে, ছাগটি এমন দ্রুত গমন করিতে লাগিল যে, তুমি উহাকে কিছুতেই ধরিতে পারিলে না। ছাগটি পর্ব্বতের অধোদেশ গিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তুমি সেই সময় উহাকে ধরিয়া কোপ ভরে সজোরে বেত্রাঘাত করিতে উদ্যত হইলে, এমতাবস্থায় তোমার হৃদয় দয়ায় বিগলিত হইয়া গেল, তুমি মনে মনে বলিতে লাগিলে, খোদাতায়ালা এই পশুটাকে আমার বাধ্য করিয়া দিয়াছেন, আমি উহার উপর অত্যাচার করিলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইবে। এই ধারণায় উহাকে আর প্রহার করিলে না। তৎপরে তুমি উহার ক্লেশ লাঘব করণার্থে উহাকে স্কন্ধে বহন করিয়া দলের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়াছিলে। আমি তোমার এই দয়ার জন্য তোমাকে এত উচ্চপদ প্রদান করিয়াছি, 'কলিমুল্লাহ' উপাধিতে বিভূষিত করিয়াছি ও তোমার প্রতি তওরাত গ্রন্থ অবতারণ করিয়াছি।"

এমাম গাজ্জালি (রঃ) লিখিয়াছেন, হোজায়ফা আদাবী ইয়ারমুক যুদ্ধে কিছু পানি সহ তাঁহার পিতৃব্য-তনয়ের নিকট উপস্থিত হইল, তিনি পানি দিতে ইশারা করিলেন, এমতাবস্থায় হেশাম বেনে আ'শ পানির জন্য দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, তখন আমার পিতৃব্য-তনয় নিজে পানি পান না করিয়া তাঁহাকে পানি দিতে ইশারা করিলেন। আমি তথায় গিয়া তাঁহাকে পানি দিতে ইচছা করিলে, অন্য এক ব্যক্তি পানির জন্য দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, তখন হেশাম নিজে পানি পান না করিয়া তাঁহাকে পানি দিতে ইশারা করিলেন। আমি তৃতীয় লোকটির নিকট উপস্থিত হইয়া দেখি যে, তাঁহার প্রাণ বায়ু বাহির হইয়া গিয়াছে তৎপরে হেশামের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখি যে, তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তৎপরে আমার পিতৃব্য-তনয়ের

নিকট উপস্থিত হইয়া দেখি যে, তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছে।

এমাম মোছলেমের বর্ণনা— "তোমরা অত্যাচার করিও না; কেননা অত্যাচার বিচার দিবসে অন্ধকার হইবে।"

এমামদ্বয়ের বর্ণনা—"তুমি প্রপীড়িত ব্যক্তির অভিশাপ (বদ্‌দোয়া) হইতে দূরে থাক, কেননা উক্ত অভিশাপ ও খোদাতায়ালার মধ্যে কোন আবরণ নাই।"

"তুমি তোমার ভ্রাতার সহায়তা প্রদান কর, সেই ভ্রাতা অত্যাচরী হউক কিংবা প্রপীড়িত হউক। তৎশ্রবণে একব্যক্তি বলিল, হুজুর আমি প্রপীড়িতের সহায়তা প্রদান করিব, কিন্তু অত্যাচারীর কিরূপ সহায়তা করিব? হজরত (ছাঃ) বলিলেন, তুমি তাহাকে অত্যাচার প্রদান করিতে বাধা প্রদান করিলে তাহার সহায়তা করা হইবে।"

এমাম বয়হকির বর্ণনা— "যে ব্যক্তি জ্ঞান-গোচরে কোন অত্যাচারীর সহায়তা করণার্থে তাহার সহিত গমন করে, সে ব্যক্তি ইছলাম হইতে বহির্গত হইয়া যাইবে।"

এমামদ্বয়ের বর্ণনা— "নিশ্চয় খোদাতায়ালা অত্যাচারীকে অবকাশ দিয়া থাকেন, এমন কি যখন তাহাকে ধৃত করেন, তখন আর তাহাকে নিষ্কৃতি প্রদান করেন না।"

এমাম বোখারির বর্ণনা— "যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কাহারও সামান্য ভূমি আত্মস্মাৎ করে, কেয়ামতের দিবস ভূখণ্ডের সপ্তম স্তর পর্য্যন্ত তাহাকে প্রোথিত করা হইবে ।"

রসনার সদ্ব্যবহার

অষ্টম— তরিকতপন্থীর পক্ষে আপনার রসনার সদ্ব্যবহার করা একান্ত কর্ত্তব্য।

সূক্ষ্মতত্ত্বজ্ঞ বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, খোদাতায়ালা দুইটি চক্ষু ও একটি জিহবা প্রদান করিয়াছেন, উদ্দেশ্য এই যে, মনুষ্যের দর্শন অপেক্ষা কথন অল্প

হওয়া আবশ্যক। খোদাতায়ালা এক জিহ্বার জন্য অধরদ্বয়কে দুইজন রক্ষকস্বরূপ নিযুক্ত করিয়াছেন, যেন উভয়ের জিহ্বাকে আয়ত্তাধীনে রাখিতে পারে। কোর-আন শরীফে বর্ণিত আছে—"মনুষ্য যে কোন কথা বলে, উহার জন্য একজন রক্ষক নিয়োজিত আছেন।"

এমাম বোখারির বর্ণনা— "নিশ্চয় মনুষ্য বিনা দ্বিধায় খোদার সন্তোষজনক এরূপ কথা বলিয়া থাকে যে, যাহার জন্য খোদাতায়ালা তাহাকে বহু উচ্চপদ প্রদান করেন। আরও মনুষ্য নির্ভীকভাবে খোদার অসন্তোষজনক এরূপ কথা বলিয়া থাকে যে, যাহার জন্য খোদাতায়ালা তাহাকে দোজখে অধোগামী করিবেন।"

এমাম তেরমেজির বর্ণনা— "হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, আদম সন্তান প্রভাতে জাগরিত হইলে, তাহার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবিনয় সহকারে জিহ্বার নিকট বলিতে থাকে, তুমি আমাদের সম্বন্ধে খোদার ভয় কর; কেননা আমরা তোমার অনুগত। যদি তুমি সুপথগামী হও, তবে আমরাও সুপথগামী হইব, আর যদি তুমি বিপদগামী হও, তবে আমরাও বিপদগামী হইব।"

এমাম আহমদ ও তেরমেজির বর্ণনা— "হজরত আকাবা বলিয়াছেন, আমি হজরতের (ছাঃ) সাক্ষাৎ লাভ করিয়া বলিলাম, (হুজুর) মুক্তি কিসে হইবে? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, তুমি রসনা (জবান) সাবধানে রাখ, আপন গৃহে বাস কর এবং আপন গোনাহের জন্য ক্রন্দন কর।"

"যে ব্যক্তি (অসৎ কথা হইতে) মৌনাবলম্বন করিবে, সে ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিবে।"

এমাম বোখারী ও মোছলেমের বর্ণনা— "যে ব্যক্তি খোদা ও কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সে যেন সৎকথা বলে কিম্বা মৌনাবলম্বন করিয়া থাকে।

এমাম শাফিয়ি বলিয়াছেন, যে সময় কেহ কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করে, তখন সে যেন প্রথমে তাহার বিবেকের নিকট তদ্বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে। যদি বিবেকের বিচারে উক্ত কথায় লাভ ভিন্ন পার্থিব বা ধর্ম্ম সংক্রান্ত কোন ক্ষতি না হয়, তবে উহা বলিতে পারে, নতুবা বলা সিদ্ধ নহে। প্রাচীন

লোকেরা বলিয়াছেন, যেরূপ বিনাশকারী সর্প গর্ত্তে থাকে, সেইরূপ রসনা একটি বিনাশকারী সর্প, মুখ-গহ্বরে স্থিতি করে।

কাফেরী কার্য্যের বিস্তারিত বিবরণ

আলমগিরি কেতাব হইতে নিম্নলিখিত মছলাগুলি উদ্ধৃত করা হইতেছে,—

যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন কাফেরী কথা বলে, কিন্তু উক্ত কথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। ছহিহ মতে সে কাফের হইবে— বাহারোর রায়েক।

যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন কাফেরী কথা বলে, কিন্তু উক্ত কথায় কাফের হওয়ার বিষয় অবগত না থাকে, ইহাতে অধিকাংশ বিদ্বানের মতে সে ব্যক্তি কাফের হইবে এবং অজ্ঞতার আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না — খোলাছা।

যে ব্যক্তি কৌতুক অথবা বিদ্রুপভাবে কোন কাফেরী কথা বলে, কিন্তু উক্ত কথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে, ইহাতেও সে ব্যক্তি সমস্ত বিদ্বানের মতে কাফের হইবে।

যে ব্যক্তি অন্য কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়া ভ্রমবশতঃ মুখ হইতে কাফেরী কথা বলিয়া ফেলে, সে ব্যক্তি সমস্ত বিদ্বানের মতে কাফের হইবে না— কাজিখান।

যে ব্যক্তি খোদাতায়ালাকে অনুপযুক্ত আখ্যায় আখ্যাত করে, খোদাতায়ালার কোন নাম বা হুকুমের প্রতি বিদ্রুপ করে, তাঁহার পরকালের শাস্তি বা শাস্তি প্রদানের প্রতিশ্রুতিকে অস্বীকার করে, তাঁহার শরিক (অংশী) সন্তান বা স্ত্রী নির্দ্ধারণ করে, তাঁহাকে অনভিজ্ঞ ও অক্ষম আখ্যা প্রদান করে অথবা তাঁহাকে কোন দোষে দোষান্বিত বলে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে। — বাহারোর রায়েক।

যদি কেহ খোদাতায়ালার জন্য স্থান নির্দ্ধারণ করে, তবে সে কাফের হইবে। যদি কেহ বলে, কোন স্থান খোদা হইতে শূন্য নাই, তবে সে কাফের হইবে। যদি কেহ বলে, খোদাতায়ালা বিচারের জন্য বসিলেন অথবা দণ্ডায়মান

হইলেন, তবে সে কাফের হইবে। — বাহ্যারোর রায়েক।

যদি কেহ বলে আমার জন্য আকাশে খোদা আছেন ও জমিতে অমুক আছে, তবে সে কাফের হইবে। — কাজিখান।

যদি কেহ বলে যে, খোদাতায়ালা আকাশ হইতে কিম্বা আরশ হইতে দেখিতেছেন কিম্বা বলে যে, খোদাতায়ালাকে বেহেশতের মধ্যদেশে দেখিব, তবে সে কাফের হইবে। — মুহিত।

(এমাম) আবুহাফছ বলেন, যদি কেহ খোদাতায়ালাকে অত্যাচারী বলে, তবে সে কাফের হইবে। — ফছুলে এমাদিয়া।

যে ব্যক্তি কোন পয়গম্বরকে অস্বীকার করে কিম্বা রছুলগণের কোন ছুন্নতকে না পছন্দ করে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে। — মুহিত।

যেরূপ হাশবিয়া দল হজরত ইউছুফ (আঃ) এর উপর দোষারোপ করিয়া থাকে, সেইরূপ যে ব্যক্তি নবীগণের উপর ব্যাভিচার ইত্যাদি; কুৎসিত কার্য্যের অপবাদ প্রয়োগ করে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে? কেননা ইহাতে তাঁহাদিগের উপর অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করা ও অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয়।

যে ব্যক্তি হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) কে শেষ নবী না জানে, সে ব্যক্তি মুছলমান নহে। — এতিমিয়া।

আবু হাফছ কবির বলেন, যে ব্যক্তি অন্তরে কোন পয়গম্বরকে অভক্তি করে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে। যদি কেহ বলে যে, যদি অমুক ব্যক্তি পয়গম্বর হইতেন, তবে আমি তাহাকে পছন্দ করিতাম না, কিম্বা তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতাম না, তবে সে কাফের হইবে। যদি কেহ বলে যে, আমি রছুলোল্লাহ, আমি পয়গম্বর তবে সে কাফের হইবে। — ফছুলে এমাদিয়া।

যে রাফিজি হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ) ও হজরত ওমার ফারুক (রাঃ) এই খলিফাদ্বয়ের প্রতি অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ এবং অভিসম্পাত প্রদান করে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে। — খোলাছা।

যে ব্যক্তি (হজরত) আবুবকর ছিদ্দিকের (রাঃ) খেলাফত অস্বীকার করে, সে ব্যক্তি ছহিহ মতে কাফের হইবে। এইরূপ যে ব্যক্তি হজরত ওমারের

(রাঃ) খেলাফত এনকার করে, সে ব্যক্তি ছহিহ মতে কাফের হইবে। — জাহিরিয়া।

যে ব্যক্তি হজরত আএশা ছিদ্দিকার (রাঃ) চরিত্রের অপবাদ প্রদান করে সে ব্যক্তি কাফের হইবে। — খাজানাতোল-ফেকহ।

যে ব্যক্তি হজরত ওছমান, আলি তালহা, জোবায়ের ও আএশাকে (রাঃ) কাফের বলে, তাহাকে কাফের বলা ওয়াজেব। যে জয়দিয়া দল বলে যে আজম (আরব ভিন্ন অন্য) প্রদেশ হইতে একজন নবী বাহির হইয়া আমাদের নবী ও ছৈয়দ (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) এর ধর্ম্ম মনছুখ করিবে, তাহাকে কাফের বলা ওয়াজেব। — আজিজ।

যে শিয়াদল বলিয়া থাকে, এমাম মেহেদী জগতে প্রকাশিত হইলে, তাঁহার প্রেমিকরা গোরভেদ করতঃ জগতে পুনরুত্থিত হইবে, আত্মা সকল পুর্নজন্ম লাভ করিবে, খোদাতায়ালার আত্মা পর্য্যায়ক্রমে এমামগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে, একজন বাতিনী এমাম প্রকাশ হইবেন, হজরত জিবরাইল (আঃ) ভ্রমবশতঃ (হজরত) আলির প্রতি অহি (প্রত্যাদেশ) অবতারণ না করিয়া (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) এর প্রতি অহি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে কাফের বলা ওয়াজেব; তাহারা ইসলাম হইতে বর্হিগত হইয়া গিয়াছে, কাফেরদের ন্যায় তাহাদের সহিত ব্যবহার করিতে হইবে। — জাহিরিয়া।

যদি কেহ 'মোতওয়াতের' হাদিছকে অস্বীকার করে, সে কাফের হইবে। যে হাদিছটী অসংখ্য রাবি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে, উক্ত হাদিছকে মোতওয়াতের নামে অভিহিত করা হয়। যে হাদিছটি দুই একজন রাবি কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, উহাকে খবরে-ওয়াহেদ বলা হয়, উহাকে এনকার করিলে কাফের হইতে হয় না, অবশ্য গোনাহগার হইতে হয়। — জাহিরিয়া।

যদি কেহ বলে, যদি (হজরত) আদম (আঃ) গম ভক্ষণ না করিতেন, তবে আমরা হতভাগ্য হইতাম না, এক্ষেত্রে সে ব্যক্তি কাফের হইবে। — খোলাছা।

যদি একজন অন্যকে বলে যে, হজরত নবী (ছাঃ) লাউ পছন্দ করিতেন এবং উক্ত ব্যক্তি বলে যে, আমি উহা পছন্দ করি না, তবে সে ব্যক্তি কাফের

হইবে। ইহা এমাম আবু ইউছুফ (রঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। কতক পরবর্ত্তী বিদ্বান বলিয়াছেন, অবজ্ঞাভাবে এরূপ বলিলে কাফের হইবে, নচেৎ না।

এক ব্যক্তি অন্যকে বলিল যে, নিশ্চয় (হজরত) আদম (আঃ) কার্পাস বস্ত্র বয়ন করিয়াছিলেন, এ সূত্রে আমরা জোলা-সন্তান হইলাম, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে। এক ব্যক্তি অন্যকে বলিল, হজরত নবী করিম (ছাঃ) যে সময় ভক্ষণ করিতেন, তিনটি অঙ্গুলি লেহন করিতেন, ইহাতে উক্ত ব্যক্তি বলিল যে, ইহা বে-আদবি (অভদ্রতা) এক্ষেত্রে সে ব্যক্তি কাফের হইবে। যদি কেহ বলে, গোঁফ কর্ত্তন করা ও পাগড়ী গলদেশের নিম্নে লম্বা করা কি নিয়ম? যদি ছুন্নতের উপর এনকার করিয়া এরূপ বলিয়া থাকে, তবে সে কাফের হইবে। — মুহিত।

যদি কেহ কোন ফেরেশতার নিন্দা করে, তবে সে কাফের হইবে। — তাতারখানিয়া।

যদি কেহ কোরআন শরিফকে অনাদি না বলে, তবে সে কাফের হইবে। — ফছুলে এমাদিয়া।

যদি কেহ কোরআন শরীফের কোন আয়তকে অস্বীকার করে কিম্বা কোন আয়তের প্রতি বিদ্রুপ করে, তবে সে কাফের হইবে। — খাজা।

যদি কেহ কোরআন শরিফের কোন অংশের নিন্দাবাদ করে, তবে সে কাফের হইবে। — তাতারখানিয়া।

যদি কেহ খঞ্জরী এবং বংশী বাজাইয়া কোরআন পাঠ করে, তবে সে কাফের হইবে। — মুহিত।

যদি কেহ কোন পীড়িত ব্যক্তিকে বলে যে, তুমি নামাজ পড় তদুত্তরে সে বলে যে, খোদার শপথ, আমি কখনও নামাজ পড়িব না, তৎপরে সে ব্যক্তি নামাজ না পড়িয়া মৃত্যুপ্রাপ্ত হইল, তবে সে কাফের হইবে।

যদি কেহ বলে, আমি নামাজ পাঠ করিয়া থাকি, কিন্তু কোন ফল হয় না, কিম্বা বলে যে তুমি নামাজ পাঠ করিলে, ইহাতে কি লাভ করিলে? কিম্বা বলে যে, কাহার জন্য নামাজ পাঠ করিব, আমার পিতামাতা মৃত্যুপ্রাপ্ত

হইয়াছেন, কিম্বা বলে যে, নামাজ পড়া ও না পড়া উভয় সমান, কিম্বা বলে যে এত নামাজ পড়িয়াছি যে আমার মন ক্ষুন্ন হইয়া গিয়াছে, তবে এ সমস্ত অবস্থায় সে ব্যক্তি কাফের হইবে। — খাজানাতোল-মুফতিন।

যদি কেহ স্বেচ্ছায় বিনা ওজু কিম্বা অশুচি (নাপাক) শরীরে অথবা নাপাক বসনে নামাজ পড়ে, তবে সে কাফের হইবে। যদি কেহ বিদ্রুপ করিয়া কেবলা ব্যতীত অন্য দিকে মুখ করতঃ নামাজ পড়ে, তবে সে কাফের হইবে। — মুহিত।

যে ব্যক্তি কোন স্পষ্ট কারণ ব্যতীত কোন আলেম কিম্বা ফকিহ্ ব্যক্তির সহিত বিদ্বেষভাব পোষণ করে, তাহার কাফের হওয়ার আশঙ্কা আছে। — নেছাব।

যদি কোন ব্যক্তি বিনা কারণে কোন আলেম কিম্বা ফকিহ্ কে কটু কথা বলে, তবে তাহার কাফের হওয়ার আশঙ্কা আছে।—বাহারোর রায়েক।

যদি কোন নিরক্ষর ব্যক্তি বলে যে, যাহারা এলম শিক্ষা করে, তাহারা আজগবি গল্প শিক্ষা করে, যাহা বলিয়া থাকে, উহা ভূঁয়া কিম্বা চাতুরী, তবে সে কাফের হইবে।—মুহিত।

যদি কেহ বলে যে, এলমের মজলিসের সহিত আমার কি আর আবশ্যক? কিম্বা বলে যে, তাঁহারা (বিদ্বানেরা) যাহা বলেন, তাহা পালন করিতে কে সক্ষম হইবে? তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে।—খোলাছা।

যদি কেহ বলে যে, আমি স্ত্রী-পুত্রের কার্য্যে এত সংলিপ্ত যে, এলমের মজলিসে উপস্থিত হই না, যদি এলমের প্রতি অবজ্ঞা করার উদ্দেশ্যে এইরূপ বলিয়া থাকে, তবে তাহার কাফের হওয়ার মহা আশঙ্কা আছে।

একজন ফকিহ্ কোন প্রকার এলম কিম্বা একটি ছহিহ্ হাদিছ বর্ণনা করিতেছিলেন, এমতাবস্থায় অন্য একটি লোক বলিতে লাগিল যে, পল্লী গ্রামে ইহা কোন কিছুই নহে, কিম্বা বলিতে লাগিল যে, এইকথা কি কার্য্যে আসিবে? এখন টাকার আবশ্যক, বর্ত্তমানে উহা দ্বারা মনুষ্যের গৌরব ও সম্ভ্রম লাভ হইয়া থাকে, এলম কাহার কার্য্যে আসিবে? এক্ষেত্রে এই ব্যক্তি কাফের হইয়া

যাইবে।

যদি কেহ কোন ফেক্হ তত্ত্ববিদ বিদ্বানের সহিত কোন ঘটনা লইয়া বাদানুবাদ করে এবং উক্ত ফকিহ্ বিদ্বান উহার শরিয়ত সঙ্গত কারণ প্রকাশ করেন, ইহাতে উক্ত বাদানুবাদকারী বলেন যে, তুমি এরূপ পান্ডিত্য করিও না, ইহা চলিবে না, তবে তাহার কাফের হওয়ার আশঙ্কা আছে।— মজমুয়োন্নাওয়াজেল।

যদি কেহ বলে যে, খোদাকে কি জানি! এলম কি জানি, আমি নিজেকে দোজখে নিক্ষেপ করিলাম। তবে এমাম আবদুল করিম ও আবু আলি তাহাকে কাফের বলিয়াছেন। — ফছুলে এমাদিয়া।

যদি কেহ বলে যে, (এমাম) আবু হানিফার (রঃ) কেয়াছ সত্য নহে, তবে সে কাফের হইবে। — তাতারখানিয়া।

যদি কেহ বলে, শরিয়ত এবং এই চাতুরী সমূহ দ্বারা আমার কি ফল হইবে? কিম্বা শরিয়ত ও চাতুরী সমূহ আমার নিকট চলিবে না; কিম্বা বলে, আমি চাতুরী জানি, শরিয়ত কি করিব? তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে। যদি এক ব্যক্তি অন্যকে বলে যে, এই ঘটনায় শরিয়তের ব্যবস্থা এইরূপ ও তৎশ্রবণে উক্ত ব্যক্তি বলে যে, আমি দেশের রীতি অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকি, শরিয়ত অনুসারে কার্য্য করি না, তবে কতক সংখ্যক বিদ্বানের মতে সে কাফের হইবে। যদি কোন প্রতিপক্ষ কাহারও নিকট এমামগণের ফৎওয়া পেশ করে এবং এই ব্যক্তি উহা রদ করিয়া বলে যে, ইহা কি হুকুমনামা—ফৎওয়া আনায়ন করিয়াছ? তবে কতক বিদ্বানের মতে এই ব্যক্তি কাফের হইবে, যেহেতু এই ব্যক্তি শরিয়তের হুকুম রদ করিল। এইরূপ যদি সে ব্যক্তি ফৎওয়াখানা জমিতে নিক্ষেপ করিয়া বলে যে, ইহা কি শরিয়ত? তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে। একজন লোক কোন আলেমের নিকট তাহার স্ত্রীর তালাক সম্বন্ধে ফৎওয়া জিজ্ঞাসা করিল, উক্ত আলেম তালাক হইবার ফৎওয়া দিলেন, তখন ফৎওয়া প্রার্থী লোকটি বলিল যে, আমি তালাক মালাক কি জানি, ছেলেদের মাতার আমাদের গৃহে থাকা আবশ্যক, এস্থলে কাজী এমাম আলী তাহার কাফের হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন। —অছুলে এমাদিয়া।

আছলি হারাম—যাহা অকাট্য প্রমাণে হারাম প্রমাণিত হইয়াছে, উহা হালাল জানিলে কিম্বা হালালকে হারাম জানিলে কাফের হইতে হয়।— খোলাছা।

যদি কেহ বলে, হালাল হউক আর হারাম হউক, অর্থের আবশ্যক, তবে তাহার কাফের হওয়ার আশঙ্কা আছে। যদি কেহ হারাম টাকা ছওয়াব (সুফল) প্রাপ্তির আশায় দরিদ্রকে দান করে, তবে সে কাফের হইবে। যদি দরিদ্র উহা অবগত হইয়াও তাহার জন্য দোওয়া করে এবং দাতা আমিন বলে, তবে উভয় ব্যক্তি কাফের হইবে। যদি কেহ একজন লোককে বলে যে, তুমি হালাল ভক্ষণ কর এবং তদুত্তরে সে বলে যে, হারাম আমার পছন্দ, তবে সে কাফের হইবে। যদি একজন অন্যকে বলে যে হালাল ভক্ষণ কর ও তৎশ্রবণে সে বলে যে, আমার হারামের আবশ্যক, তবে সে কাফের হইবে।— মুহিত।

যদি এক ব্যক্তি বলে যে, মদ কোরআন শরিফে হারাম হয় নাই, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে। যদি কোন ব্যক্তি ঋতুবতী স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করা ও স্ত্রীর মলদ্বারে সঙ্গম করা হালাল জানে তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে। ইহা এমাম ছরাখছির কেতাবে আছে। নওয়াদের কেতাবে আছে যে, ছহিহ মতে কাফের হইবে না। যদি কেহ ছগিরা (ক্ষুদ্র) গোনাহ করে, তদুত্তরে ক্ষুদ্র গোনাহকারী বলে যে, আমি কি করিয়াছি যে, তওবা করিব, তবে এই ব্যক্তি কাফের হইয়া যাইবে।— মুহিত।

যে ব্যক্তি হারাম খাদ্য ভক্ষণ কালে, সুরা পান কালে, ব্যভিচার ও দ্যুতক্রীড়া (জুয়া খেলা) করা কালে বিছমিল্লাহ্ বলে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে —ফছুলে এমাদিয়া।

যদি এক ব্যক্তি অন্যকে বলে যে, তুমি লা-এলাহা ইল্লালাহ বল, তদুত্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে যে, আমি বলিব না, তবে এমামের মতে সে ব্যক্তি কাফের হইবে, আর যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে যে, তুমি এই কলেমা পাঠ করিয়া কি লাভ করিলে যে আমি উহা পাঠ করিব, তবে এই ব্যক্তি কাফের হইবে।— ফছুলে এমাদিয়া।

যদি কেহ কেয়ামত, বেহেশত, দোজখ, নেকী, বদি, ওজনের পাল্লা, পুলছেরাত, নেকী ও বদির খাতা (আমলনামা) অবিশ্বাস করে কিম্বা কেয়ামতে পুনর্জ্জীবিত হওয়া অবিশ্বাস করে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে।—জহিরিয়া।

যদি কেহ বেহেশতে খোদাতায়ালার দর্শন, গোরের শাস্তি ও মনুষ্যদের পুনরুত্থিত হওয়া অস্বীকার করে, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে। বাহারোর রায়েক।

একজন অন্যকে বলিল যে, গোনাহ করিও না, পরকাল (আখেরাত) আছে তদুত্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, পরকালের সংবাদ কে দিল? এক্ষেত্রে এই ব্যক্তি কাফের হইবে।—তাতারখানিয়া।

যদি কেহ বলে, কেয়ামতের সহিত আমার আবশ্যক কি? কিম্বা আমি কেয়ামতের ভয় করি না, তবে সে কাফের হইবে।— খোলাছা।

শীত ও গরমীর আবশ্যকতা ব্যতীত অগ্নি উপাসকদের টুপী মস্তকে ধারণ করিলে কিম্বা কটিদেশে পৈতা ধারণ করিলে অথবা অগ্নি উপাসকদের কার্য্যের সহযোগিতায় তাহাদের নূতন দিবসের পর্ব্বে যোগদান করিলে, কাফের হইতে হয়। উক্ত নূতন দিবসে উক্ত উক্ত দিবসের সম্মানের জন্য এরূপ বস্তু ক্রয় করিলে কাফের হইতে হয়—যাহা ইতিপূর্ব্বে ক্রয় করা হইত না। অবশ্য যদি পানাহারের নিমিত্ত ক্রয় করে, তবে কাফের হইবে না। উক্ত দিবসে উহার সম্মানার্থে মোশরেকদিগকে একটি ডিম্ব উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করিলে, কাফের হইতে হয়। কাফেরদের কোন বিশিষ্ট রীতির প্রশংসা করিলে, কাফের হইতে হয়, এমন কি যদি কেহ বলে যে, আহার করার সময় কথা না বলা অগ্নি উপাসকদের একটি উত্তম নিয়ম, কিম্বা স্ত্রীলোকদের ঋতুকালে এক শয্যায় পুরুষদের শয়ন না করা তাহাদের একটি উত্তম রীতি, তবে সে কাফের হইবে। —বাহারোর রায়েক।

ফেকাহে আকবরে আছে, গোনাহ মহা হউক, আর ক্ষুদ্র হউক যদি উহা অকাট্য প্রমাণে প্রমাণিত হইয়া থাকে, তবে উহা হালাল জানিলে, কাফের হইতে হয়। এইরূপ উহাকে সহজ জানা ও বিনা দ্বিধায় মোবাহ কার্য্যের তুল্য সম্পাদন করাও কাফেরি কার্য্য। শরিয়তের প্রতি এনকার করা কাফেরি কার্য্য।

নামাজ, রোজা, জাকাত ও গোছল ইত্যাদি এজমায়ী ফরজকে এনকার করিলে এবং মদ, ব্যভিচার, নরহত্যা, সুদ ও পিতৃহীনের অর্থ আত্মসাৎ ইত্যাদি এজমায়ি হারামকে হালাল জানিলে কাফের হইতে হয়। যে ব্যক্তি অবজ্ঞা করিয়া নামাজ ত্যাগ করে সেই ব্যক্তি কাফের হইবে, ইহাই হজরতের হাদিছের প্রকৃত মর্ম্ম, কিন্তু শৈথিল্য বশতঃ উহা ত্যাগ করিলে কাফের হইতে হয় না। হানাফি বিদ্বানগণ বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি সামান্য বোধে কোন ছুন্নতকে সর্ব্বদা ত্যাগ করে কিম্বা ঘৃণা বশতঃ উহা ত্যাগ করে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে। যে ব্যক্তি রূপে কিম্বা রীতিতে য়িহুদী ও নাছারার সমভাবাপন্ন হয়, ইহা কৃত্রিমভাবে হইলেও সে ব্যক্তি কাফের হইবে। যদি কোন শিক্ষক কাহারও নিকট নূতন দিবসের পার্ব্বনী যাচ্ঞা করে এবং ঐ ব্যক্তি পার্ব্বনী দান করে, তবে উভয়ই কাফের হইবে।

এমাম আবু হাফ্‌ছ কবির বলিয়াছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি ৭০ বৎসর এবাদত করে এবং নূতন দিবসে উহার সম্মানার্থে কোন মোশরেককে কিছু উপঢৌকন প্রদান করে, তবে সে কাফের হইবে ও তাহার ৫০ বৎসরের এবাদত বাতিল হইয়া যাইবে। যে ব্যক্তি কাফেরদের মেলায় পর্ব্ব দিবসে গমন করে,সে কাফের হইবে। রাফিজিদের টুপী ব্যবহার করা মকরুহ তহরিমি। কাফের ও বেদয়াতিদের খাস পরিচ্ছদ পরিধান করা নিষিদ্ধ, যে মন্ত্রে শেরেক হয়, উহা ব্যবহার করা জায়েজ নহে, এইরূপ যে বাক্যের অর্থ বোধগম্য নহে, উহা ব্যবহার করা জায়েজ নহে।

পাঠক, মনে রাখিবেন যে, কেহ কাফের হইলে তাহার আজীবনের এবাদত নষ্ট হইয়া যায়, তাহার স্ত্রীর নিকাহ ভঙ্গ হইয়া যায় এবং উক্ত অবস্থায় তাহার সন্তান হইলে, জারজ (হারামজাদা) হইবে।

মাজমায়োল-আনহোরে আছে, যে ব্যক্তি শরিয়ত কিম্বা অতি প্রয়োজনীয় মছলাগুলি এনকার করে সে ব্যক্তি কাফের হইবে এবং আলেমগণের এজমায় তাহার স্ত্রীর উপর তিন তালাক হইবে, ইহা হাবি ও মজমুয়া-মোয়াইয়াদিতে আছে। অধিকাংশ বিশ্বাসযোগ্য কেতাবে আছে যে, বিনা তালাকে তাহার স্ত্রীর নেকাহ ভঙ্গ হইয়া যাইবে।

জিহ্বার অন্যান্য দোষ

পাঠক, এখন জিহ্বার অন্যান্য দোষের কথা শুনুন। ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে আছে, যদি একজন লোক অন্য লোককে ফাছেক (পাপী) কিংবা কাফের বলিয়া গালি দেয়, ঐ ক্ষেত্রে যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি তদ্রুপ না হয়, তবে উক্ত কথা প্রথম ব্যক্তির উপর পতিত হইবে।

আলমগিরিতে আছে, যদি একজন লোক কোন মুছলমান ভ্রাতাকে কাফের বলে এবং এই দ্বিতীয় লোকটি কোন উত্তর প্রদান না করে, তবে ফকিহ আবুবকর আ'মাশ বালাখির মতে প্রথম ব্যক্তিই কাফের হইবে। বালাখের অন্যান্য এমামগণ বলেন যে, প্রথম ব্যক্তি কাফের হইবে না। ফৎওয়া গ্রাহ্যমতে যদি এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি তাহাকে কাফের ধারণা না করিয়া থাকে বরং গালি দেওয়া ধারণায় এরূপ বলিয়া থাকে, তবে সে (গোনাহগার) হইবে, কাফের হইবে না, আর যদি তাহাকে কাফের হইবার ধারণায় এরূপ বলিয়া থাকে, তবে সে কাফের হইয়া যাইবে।—জখিরা।

আবুদাউদ ও তেরমেজি এই হাদিছটি বর্ণনা করিয়াছেন, তোমরা কোন লোককে অভিসম্পাত প্রদান করিও না, খোদার কোপ ও দোজখের অভিশাপ দিও না।

ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে বর্ণিত আছে যে, কাহাকে খোদার শত্রু বলিও না। মুছলমানকে গালি দেওয়া ফাছিফি কার্য্য (গোনাহ)।

দোর্রে মোখতারে আছে,—“ যদি কেহ কোন মুছলমানকে পিশাচ, ফাছেক, চোর, বিশ্বাসঘাতক, নির্ব্বোধ, ডাকাত, কোটনা, ভেড়ুয়া, মদ্যপায়ী, কুশীদজীবি (সুদখোর), বেশ্যাপুত্র, কাফেরপুত্র, জারজ, গর্দ্দভ, কুকুর, শূকর, বানর, বলদ ও সর্প ইত্যাদি বলিয়া গালি দেয়, তবে এইরূপ কটুভাষা প্রয়োগকারীকে তিন হইতে ৩৯ বেত মারিতে হইবে।”

তেরতমেজি হজরত (ছাঃ) এর এই হাদিছটি বর্ণনা করিয়াছেন, ‘ঈমানদার ব্যক্তি নিন্দাকারী, অভিস্পাত প্রদানকারী, কটুভাষী ও অশ্লীল ভাষা প্রয়োগকারী হইবে না।

আবু দাউদের বর্ণনা,— যখন কোন ব্যক্তি কোন বস্তুর উপর অভিসম্পাত (লানত) প্রদান করে, তখন উক্ত অভিসম্পাত আকাশের দিকে উত্থিত হইতে থাকে, আকাশের দ্বারসমূহ রুদ্ধ হইয়া যায়, অনন্তর উক্ত অভিসম্পাত ভূমির দিকে অবতীর্ণ হয়, তখন ভূমির ছিদ্রসমূহ বন্ধ হইয়া যায়, সেই সময় উহা ডাহিন ও বাম দিক ভ্রমণ করিতে থাকে, যখন কোন প্রবেশ-পথ প্রাপ্ত না হয়, তখন যাহার প্রতি অভিসম্পাত করা হইয়াছে তাহার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করে, যদি সে ব্যক্তি উপযুক্ত হয় (তবে তাহার উপর পতিত হয়) নচেৎ উহা অভিসম্পাত প্রদানকারীর উপর পতিত হয়।

আবু দাউদ ও তেরমেজির বর্ণনা— এক ব্যক্তি বায়ুর উপর অভিসম্পাত প্রয়োগ করিয়াছিল, তৎশ্রবণে হজরত (ছাঃ) বলিয়াছিলেন যে, বায়ুকে অভিসম্পাত করিও না, কেননা উহা খোদার হুকুমে প্রবাহিত হয়, যে ব্যক্তি কোন নির্দ্দোষ বস্তুর প্রতি অভিসম্পাত প্রদান করে, সে নিজেই অভিসম্পাতগ্রস্ত হইয়া যায়।

এমামদ্বয়ের বর্ণনা— "লোকে যে ব্যক্তিকে তাহার অশ্লীল ভাষার ভয়ে পরিত্যাগ করে, সে ব্যক্তি বিচার দিবসে খোদার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট হইবে।"

মিথ্যা বাক্যবলা

"তোমরা সত্য কথা বল, কেননা সত্য কথা তোমাদিগকে (নেকীর) পথ প্রদর্শন করিবে এবং (নেকী) তোমাদিগকে বেহেশতের পথ প্রদর্শন করিবে। মানুষ সর্ব্বদা সত্য কথা বলিতে থাকে এবং সত্য কথা বলার প্রয়াস পাইতে থাকে, এমন কি, খোদাতায়ালার নিকট সত্যবাদী বলিয়া লিখিত হয়। তোমরা মিথ্যাকথা হইতে বিরত থাক, কেননা মিথ্যা তোমাদিগকে অসৎকার্য্যের পথ প্রদর্শন করে এবং অসৎকার্য্য তোমাদিগকে দোজখের পথ প্রদর্শন করে। মনুষ্য সর্ব্বদা মিথ্যা কথা বলিতে থাকে এবং মিথ্যা কথা বলিতে প্রয়াস পাইতে থাকে, এমন কি খোদার নিকট মিথ্যাবাদী নামে অভিহিত হয়।"

এমাম তেরমেজির বর্ণনা;— যে ব্যক্তি বাতীল মিথ্যা বাক্য ত্যাগ করে,

তাহার জন্য বেহেশতের এক পার্শ্বে অট্টালিকা নিম্মার্ণ করা হইবে, আর যে ব্যক্তি সত্যপরায়ণ হইয়াও কলহ করা ত্যাগ করে, তাহার জন্য বেহেশতের মধ্যদেশে প্রাসাদ (বালাখানা) প্রস্তুত করা হইবে, আর যে ব্যক্তি চরিত্র গঠন করে তাহার জন্য বেহেশতের উচ্চ স্থানে গৃহ নিম্মার্ণ করা হইবে।"

"যখন মনুষ্য মিথ্যা বাক্য বলে, তখন উক্ত মিথ্যা বাক্যের দুর্গন্ধে ফেরেশতা এক মাইল দূরে চলিয়া যান।"

এমাম আহমদের বর্ণনা— বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যা ব্যতীত মুছলমানের সকল প্রকার চরিত্র হইতে পারে।

এমাম মালেকের বর্ণনা— হজরত (ছাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, ঈমানদার ব্যক্তি কি ভীরু হইয়া থাকে? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, হাঁ হইতে পারে, তৎপরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, ঈমানদার ব্যক্তি কি কৃপণ হইতে পারে? তিনি বলিয়াছিলেন যে, হ্যাঁ, হইতে পারে, তৎপরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, ঈমানদার ব্যক্তি কি মিথ্যাবাদী হইতে পারে? তিনি বলিয়াছিলেন যে, না।"

এমাম মোছলেমের বর্ণনা— খোদা কেয়ামতের দিবস যে তিন ব্যক্তির সহিত কথা বলিবেন না, যাহাদিগকে গোনাহ মুক্ত করিবেন না এবং যাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না, তাহাদের মধ্যে মিথ্যাবাদী বাদশাহ একজন।

এমামদ্বয়ের বর্ণনা— যে ব্যক্তির মধ্যে চারিটি রীতি থাকে, সে বিশুদ্ধ মোনাফেক (কপট) যাহার মধ্যে উহার একটি রীতি আছে, তাহার মধ্যে মোনাফেকের একটি চরিত্র আছে, তাহার নিকট কোন বস্তু গচ্ছিত রাখিলে সে উহা নষ্ট করে, কথা বলিতে গেলে মিথ্যা বলে, অঙ্গীকার করিলে উহা পূর্ণ করে না এবং বচসা করিলে অশ্লীল কথা বলে।

আবু দাউদের বর্ণনা— "আবদুল্লাহ নামক একটি লোক হজরতের (ছাঃ) সহিত ক্রয়-বিক্রয় করিয়া বলিয়াছিল যে আপনি এই স্থানে দণ্ডায়মান হউন, আমি আসিতেছি। আবদুল্লাহ তিন দিবস হজরতের (ছাঃ) কথা ভুলিয়াছিল, তৎপরে সেই স্থানে আসিয়া হজরত (ছাঃ) কে তথায় দেখিল, হজরত (ছাঃ) বলিলেন, তুমি আমাকে কষ্টে নিক্ষেপ করিয়াছিলে।

এস্থলে হজরত (ছাঃ) অঙ্গীকার পূর্ণ করার চূড়ান্ত নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন।

তেরমেজির বর্ণনা,— "এবনে আমের বলেন, হজরত (ছাঃ) আমাদের গৃহে উপবেশন করিয়াছিলেন, এমতাবস্থায় আমার মাতা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, এস, তোমাকে কিছু দিব। হজরত (ছাঃ) বলিলেন, তুমি কি দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলে? তিনি বলিলেন, একটি খোর্ম্মা দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। হজরত (ছাঃ) বলিলেন, যদি তুমি তোমার পুত্রকে উহা প্রদান না কর, তবে তোমার জন্য একটি মিথ্যা কথার গোনাহ লেখা যাইবে।"

আবু দাউদ ও তেরমেজির বর্ণনা,— যে ব্যক্তি তাহার ভ্রাতার সহিত অঙ্গীকার করে এবং অঙ্গীকার পূর্ণ করার তাহার একান্ত ইচ্ছা থাকে, (কোন আপত্তি বশতঃ) নির্দ্দিষ্ট সময়ে উহা পূর্ণ করিতে পারিল না, এক্ষেত্রে তাহার গোনাহ হইবে না।"

এমামদ্বয়ের বর্ণনা— "হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমার সময়, তাবিয়িদিগের সময় ও তাবা-তাবিয়িদিগের সময় উত্তম; তৎপরে একদল লোক হইবে—তাহারা সাক্ষ্য প্রদান করিবে অথচ তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে না, তাহারা শপথ করিবে তথাচ তাহাদের শপথ গ্রাহ্য করা হইবে না।"

"যে ব্যক্তি শপথ করিয়া মুছলমান ভ্রাতার স্বত্ব (হক) নষ্ট করে, খোদাতায়ালা তাহার জন্য বেহেশত হারাম করিবেন।"

এমাম বোখারীর বর্ণনা,— "হজরত (ছাঃ) একজন ফেরেশতার হস্তে একখণ্ড লৌহের আকর্ষণী দেখিয়াছিলেন, তিনি উহা একজন লোকের মুখের একদিকে প্রবেশ করাইয়া দিয়া উহা কর্ত্তন করিয়া গ্রীবাদেশ পর্য্যন্ত লইয়া যাইতেছিলেন, তৎপরে অন্য দিকে ঐরূপ করিতেছিলেন। একদিক কর্ত্তন করিয়া ফেলিলে তৎক্ষণাৎ উহা সুস্থ হইয়া যাইতেছিল, এইরূপ কেয়ামত পর্য্যন্ত করিতে থাকিবেন। এই ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলিত এবং তাহার এই মিথ্যা দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।"

"যে ব্যক্তি মিথ্যা কথাকে আমার হাদিছ বলিয়া প্রকাশ করে, সে যেন দোজখে নিজের স্থান নির্দ্ধারণ করিয়া রাখে।"—হাদিস।

এমাম মোছলেমের বর্ণনা — যে ব্যক্তি যাহা শ্রবণ করে, এবং তাহাই প্রকাশ করে, সেই ব্যক্তিও মিথ্যাবাদীদের দলভুক্ত।—হাদিছ।"

যে ব্যক্তি জ্ঞানগোচরে জাল কথাকে আমার হাদিছ বলিয়া প্রকাশ করে, সে ব্যক্তিও একজন মিথ্যাবাদী।—হাদিছ।

পাঠক মনে রাখিবেন, উপদেষ্টা বিদ্বানগণ যেন বিশ্বাসযোগ্য কেতাব বা ছনদ ব্যতীত যে সে কেতাবের কিম্বা বিনা ছনদের হাদিছ প্রকাশ করিয়া জাহান্নামী না হয়েন।

তৃতীয়—পরনিন্দা

কোরআন শরিফে পরনিন্দার সম্বন্ধে বর্ণিত আছে—

"তোমাদের একজন যেন অন্যের নিন্দাবাদ না করে, তোমাদের একজন কি নিজের মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করিতে পছন্দ করে? অনন্তর তোমরা উহা না পছন্দ করিয়া থাক।"

এমামদ্বয়ের বর্ণনা—"তোমরা মন্দ ধারনা হইতে বিরত থাক, কেননা মন্দ ধারনা অতি মিথ্যা হইয়া থাকে, তোমরা পরছিদ্র অনুসন্ধান করিওনা, লোককে কলহ করিতে উত্তেজিত করিওনা, পরস্পর দ্বেষ-হিংসা করিওনা এবং পরনিন্দা করিওনা, তোমরা খোদাতায়ালার সেবক; একে অন্যের ভ্রাতা হইয়া যাও।"— হাদিছ।

এমাম মোছলেমের বর্ণনা — "এক মুছলমান অন্য মুছলমানের ভাই— যেন একে অন্যের উপর অত্যাচার না করে, একে অন্যের সাহায্য করিতে ত্রুটি না করে এবং একে অন্যকে ঘৃণা না করে। হজরত (ছাঃ) বুকের দিকে তিনবার ইশারা করিয়া বলিলেন যে, এই স্থলে পারহেজগারি। মনুষ্যের মন্দ হইবার ইহাই যথেষ্ট লক্ষণ যে, সে আপন মুছলমান ভ্রাতাকে ঘৃণা করে। মুছলমানের রক্তপাত করা এবং অর্থ ও সম্ভ্রম নষ্ট করা প্রত্যেক মুছলমানের পক্ষে হারাম।"— হাদিছ।

হজরত (ছাঃ) বলিলেন, তোমরা কি জান যে, গিবত (পরনিন্দা) কাহাকে

বলে? তাঁহারা বলিলেন, খোদা ও রছুল অধিক জানেন। ইহাতে তিনি বলিলেন, যাহা তোমার ভ্রাতা না পছন্দ করে, তাহা তাহার অনুপস্থিতিতে বলিলে গিবত করা হয়। কেহ বলিলেন, যাহা আমি বলি, তাহা যদি আমার ভ্রাতার মধ্যে থাকে তবে কি উহা গিবত হইবে? হজরত (ছাঃ) বলিলেন, যাহা তোমার ভ্রাতার মধ্যে আছে, যদি তুমি তাহা বল, তবে গিবত করিলে। আর যাহা তোমার ভ্রাতার মধ্যে না থাকে, যদি তুমি তাহা বল, তবে তুমি বোহতান (মিথ্যা অপবাদ) করিলে।

আবুদাউদের বর্ণনা—"হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, একজন ছাহাবা অন্য হইতে কোন কথা যেন আমার নিকট উপস্থিত না করেন, কেননা আমি উদার চিত্তে তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা করি।"

আবুদাউদ ও তেরমেজির বর্ণনা "হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি হজরত (ছাঃ) কে বলিয়াছিলাম যে, ইহা আপনার পক্ষে যথেষ্ট কলঙ্কের বিষয় যে, আপনার স্ত্রী ছুফিয়া এইরূপ বেঁটে। তৎশ্রবণে হুজুর (ছাঃ) বলিলেন, তুমি এরূপ কথা বলিয়াছ যে, যদি উহা সমুদ্রের সহিত মিশ্রিত করিতে, তবে উহা সমুদ্রকে বিস্বাদ করিয়া দিত।"

তেরমেজির বর্ণনা— "যদিও আমার এত পার্থিব সম্পদ হয়, তথাচ আমি একজনের অবস্থার প্রতি বিদ্রুপ করিতে ভালবাসি না।"— হাদিছ।

"তুমি তোমার ভ্রাতার দুঃখের উপর আনন্দ প্রকাশ করিও না, কেননা খোদা তোমাকে বিপন্ন করিবেন এবং তোমার ভ্রাতার উপর অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন।"

আবুদাউদের বর্ণনা— "যে ব্যক্তি একজন নিন্দুকের আক্রমণ হইতে কোম মুছলমানের সম্ভ্রমকে রক্ষা করে, খোদাতায়ালা একজন ফেরেশতাকে প্রেরণ করিবেন— যেন তাহার মাংসকে দোজখের অগ্নি হইতে রক্ষা করেন। যে ব্যক্তি একজন মুছলমানের লাঞ্ছনা উদ্দেশ্যে তাহার অযথা অপবাদ প্রচার করে, খোদাতায়ালা তাহাকে দোজখে সেতুর উপর আবদ্ধ করিয়া রাখিবেন— যতক্ষণ না সে উহার উপর প্রতিফল ভোগ করে।"

তেরমেজির বর্ণনা— "তোমরা মুছলমানদিগকে কষ্ট দিও না, ভৎর্সনা করিও না এবং তাহাদের ছিদ্রানুসন্ধান করিও না, কেননা যে ব্যক্তি আপন মুছলমান ভ্রাতার ছিদ্রানুসন্ধান করে, খোদাতায়ালা তাহার ছিদ্রানুসন্ধান করেন এবং খোদাতায়ালা যাহার ছিদ্রানুসন্ধান করেন, তাহাকে লাঞ্ছিত করেন।"

আবুদাউদের বর্ণনা— হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, "যে সময় আমার প্রতিপালক আমাকে মে'রাজে উত্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সময় আমি একদল লোকের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম, তাহাদের নখগুলি তাম্রের ছিল, তাহারা তদ্দ্বারা আপন আপন মুখমণ্ডল ও বক্ষের মাংস ছিন্ন করিতেছিল। আমি তাহাদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম, হজরত জিবরাইল (আঃ) বলিলেন যে, ইহারা মনুষ্যের নিন্দাবাদ ও সম্ভ্রম নষ্ট করিত।

এমামদ্বয়ের বর্ণনা—

"হজরত (ছাঃ) দুইটি গোরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, এই দুইটি লোক শাস্তি ভোগ করিতেছে। তাঁহারা বলিলেন, কি জন্য? হুজুর (ছাঃ) বলিলেন, একজন এক পক্ষের কথা অন্য পক্ষের নিকট প্রকাশ করতঃ কলহের সৃষ্টি করিয়া দিত এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রস্রাব হইতে পরিচ্ছন্ন থাকিত না।"

এমাম বয়হকির বর্ণনা—

"তোমরা পরনিন্দা হইতে বিরত থাক, কেননা পরনিন্দা ব্যভিচার হইতে কঠিনতর; কেননা মনুষ্য ব্যাভিচার করিয়া তওবা করিলে খোদাতায়ালা মার্জ্জনা করেন, কিন্তু পরনিন্দুক যাহার নিন্দা করে, যতক্ষণ সে ব্যক্তি তাহাকে ক্ষমা না করে, ততক্ষণ খোদা তাহাকে ক্ষমা করেন না।"— হাদিছ।

এমাম গাজ্জালী বর্ণনা করিয়াছেন,—

"এক দেরম সুদ গ্রহণ করা খোদার নিকট ৩৬ বার ব্যভিচার করা অপেক্ষা কঠিন গোনাহ এবং মুছলমানের সম্ভ্রম নষ্ট করা সুদ অপেক্ষা কঠিনতর গোনাহ।"

"একজন লোক হজরতের (ছাঃ) নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল যে, হুজুর! আমার পরিজনের মধ্যে দুইটি যুবতী স্ত্রীলোক রোজা রাখিয়াছিল,

তাহারা আপনার নিকট উপস্থিত হইতে লজ্জা বোধ করিতেছে, আপনি তাহাদের উভয়কে এফতার করিতে অনুমতি দিন, হজরত (ছাঃ) তাহার কথা অগ্রাহ্য করিলেন, তৎপরে সে ব্যক্তি পুনরায় আবেদন করিল, হুজুর (ছাঃ) এবারও তাহার কথা অগ্রাহ্য করিলেন, তৎপরে সে ব্যক্তি হজরতের (ছাঃ) নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল যে, তাহারা মরণাপন্ন হইয়াছে। তখন হজরত (ছাঃ) বলিলেন, তাহাদের দুইজনকে দুই পাত্রে বমন করিতে বল, তাহারা পূঁজ ও রক্ত বমন করিল, হজরত (ছাঃ) বলিলেন, ইহারা রোজা রাখিয়া পরনিন্দা করিয়াছে, সেই হেতু এই রক্ত মাংস বমন করিয়াছে। যদি উহা তাহাদের পেটে থাকিত, তবে তাহাদিগকে দোজখের অগ্নি দগ্ধীভূত করিত।"

চতুর্থ— চোগলখুরি

এমামদ্বয়ের বর্ণনা,—

"যে কপট একদলকে একরূপ কথা বলে, অন্য দলকে তদ্বিপরীত কথা বলে, তুমি কেয়ামতে তাহাকে স্বর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট দর্শন করিবে।"

"যে ব্যক্তি দুই দলের মধ্যে দুই প্রকার কথা বলিয়া বিসম্বাদের সৃষ্টি করাইয়া দেয়, এরূপ ব্যক্তি (বিচারান্তে) বেহেশতে প্রবেশ করিবে না।"

"যে ব্যক্তি দুই প্রকার কথা বলিয়া দুই দলের বিরোধ ভঞ্জন করিয়া দেয়, সে ব্যক্তি দোষী হইবে না।"

দারমির বর্ণনা,—

"যে ব্যক্তি পৃথিবীতে কপটতা প্রকাশ করে, বিচার দিবসে তাহার দুইটি অগ্নিময় জিহ্বা হইবে।"

এমাম আহমদের বর্ণনা;—

"যাহারা দুই দলের মধ্যে বিসম্বাদ সৃষ্টি করণার্থে এক স্থানের কথা অন্য স্থানে লইয়া যায়, বন্ধুগণের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেয় এবং নির্দ্দোষ লোকদের উপর অপবাদ প্রয়োগ করে, তাহারাই মনুষ্যকূলের মধ্যে নিকৃষ্টতম।"

পঞ্চম— বিদ্রূপ করা

কোরআন শরিফে আছে, "একদল লোক যেন অন্য দলের বিদ্রূপ না করে; ইহারা তাহাদের অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে এবং একদল স্ত্রীলোক যেন অন্য স্ত্রীলোকদের উপর বিদ্রূপ না করে, ইহারা তাহাদের অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে। আমি তোমাদিগকে শ্রেণী শ্রেণী ও দল দল এজন্য করিয়াছি যে, তোমরা পরস্পরের পরিচয় লাভ করিতে পারিবে। নিশ্চয় খোদাতায়ালা'র নিকট অধিকতর ধার্ম্মিক ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠতর শরিফ (ভদ্র)।"

এমাম গাজ্জলী লিখিয়াছেন, "যাহারা মুছলমানদিগের উপর বিদ্রূপ করে, কেয়ামতে তাহাদের জন্য বেহেশতের প্রথম দ্বার উদ্‌ঘাটন করা হইবে, তৎপরে তাহাদিগকে বলা হইবে যে, তোমরা বেহেশতের মধ্যে প্রবেশ কর, যখন তাহারা উক্ত দ্বারের অতি সন্নিকট হইবে, তখন উক্ত দ্বার রুদ্ধ করা হইবে। পুনরায় দ্বিতীয় দ্বার তাহাদের জন্য উদ্‌ঘাটন করিয়া তাহাদিগকে বেহেশতের মধ্যে প্রবেশ করিতে বলা হইবে এবং পরক্ষণেই উহা বন্ধ করা হইবে। এইরূপ প্রত্যেক দ্বারের অবস্থা হইবে। তখন তাহারা বলিবে, হে খোদাতায়ালা, কি জন্য এইরূপ হইল? তদুত্তরে তিনি বলিবেন, যেমন তোমরা পৃথিবীতে মুছলমানদিগের উপর বিদ্রূপ করিয়াছিলে, তেমনি কেয়ামতে আমি তোমাদের সহিত বিদ্রূপ করিলাম।"

ষষ্ঠ— লোক হাসান

এমাম তেরমেজির ও আবুদাউদের বর্ণনা—

"যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলিয়া একদল লোককে হাসাইবার চেষ্টা করে, তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি আছে।"

এমাম বয়হকির বর্ণনা ;—

"যে ব্যক্তি লোককে হাসাইবার উদ্দেশ্যে কথা বলিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, সে ব্যক্তি আকাশ ও ভূ-খণ্ডের দূরত্ব অপেক্ষা অধিকতর (দোজখের দিকে) আধোগামী হয়, নিশ্চয় মনুষ্যের পদস্খলন অপেক্ষা মুখ নিঃসৃত বাক্যের দোষ গুরুতর।"

সপ্তম— তোষামোদ

এমাম বয়হকির বর্ণনা ;—

যে সময় কোন ফাছেকের (পাপিষ্ঠের) প্রশংসা করা হয়, খোদাতায়ালা ক্রোধান্বিত হন এবং তজ্জন্য আরশ বিকম্পিত হইতে থাকে।"

এমাম মোছলেমের বর্ণনা,—

যে সময় তোমরা প্রশংসাকারিদিগকে দর্শন কর, (সেই সময়) তাহাদের মুখমণ্ডলে মৃত্তিকা নিক্ষেপ কর।"

যাহারা তোষামোদ ভাবে সত্য মিথ্যা কথা দ্বারা লোকের প্রশংসা করতঃ অর্থ সংগ্রহ করার স্বভাব করিয়া লইয়াছে, তাহাদের জন্য এই হাদিছটি কথিত হইয়াছে।

এমামদ্বয়ের বর্ণনা,—

"এক ব্যক্তি হজরতের (ছাঃ) সাক্ষাতে অন্য ব্যক্তির প্রশংসা করিয়াছিল, তৎশ্রবণে হজরত (ছাঃ) বলিয়াছিলেন যে, তুমি তোমার ভ্রাতার মুণ্ডপাত করিলে, যদি কেহ অগত্যা তোমাদের কোন লোকের প্রশংসা করিতে চাহে, তবে যেন এইরূপ বলে যে, আমি এইরূপ ধারণা করি; কিন্তু খোদাতায়ালা (প্রকৃত অবস্থা) অবগত আছেন।"

অষ্টম— অনর্থক বাক্য ব্যয়

এমাম মালেক ও আহমদের বর্ণনা;—

"মনুষ্যের ও ইছলামের সৌন্দর্য্যে অনর্থক বিষয় ত্যাগ কর।"

এমাম তেরমেজির বর্ণনা;—

"একজন ছাহাবা মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহাতে এক ব্যক্তি বলিয়াছিল, তোমাদের জন্য বেহেশতের শুভ সংবাদ হউক, তৎশ্রবণে হজরত (ছাঃ) বলিয়াছিলেন, তুমি কি (প্রকৃত অবস্থা) অবগত আছ? হয়ত এই ব্যক্তি অনর্থক কথা বলিয়াছিল এবং যাহা ব্যয় করিলে তাহার ক্ষতি হইত না, তাহা ব্যয় করিতে কৃপণতা করিয়াছিল।"

এমাম বয়হকির বর্ণনা;—

"হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, অসচ্চরিত্রের লোক (কেয়ামতে) আমার পরম শত্রু হইবে এবং আমা হইতে বহু দূরে থাকিবে। যাহারা বিস্তর কথা বলে, লোকের উপর বিদ্রুপ ও অহঙ্কার করে, (তাহারাই অসচ্চরিত্র)।"

তেরমেজির বর্ণনা ;—

তোমরা খোদার জেক্‌র ব্যতীত বিস্তর কথা বলিও না, কেননা বিস্তর কথাতে হৃদয় কঠিন হইয়া যায় এবং কঠিন হৃদয় ব্যক্তি খোদা হইতে দূরে থাকে।"

নবম— কর্কশ কথা

এমাম আবুদাউদের বর্ণনা;—

"কর্কশ ভাষী ও কর্কশ স্বভাব ব্যক্তি হিসাব অন্তে বেহেশতে প্রবেশ করিবে না।"

এমাম মোছলেমের বর্ণনা;—

"নিশ্চয় খোদাতায়ালা কোমল ও দয়াশীল, তিনি যাহা কর্কশভাব বা অন্য উপায়ে প্রদান না করেন, কোমলতার জন্য তাহাও প্রদান করিয়াও থাকেন। হে আয়েশা (রাঃ), তুমি কোমলতা অবলম্বন কর এবং কঠোরভাব পরিত্যাগ কর, যাহার মধ্যে কোমলতা আছে, খোদা তাহাকে সৌন্দর্য্যশালী করেন; যাহা হইতে কোমলতা বিদূরীভূত হয়, খোদা তাহাকে লাঞ্ছিত করেন।"

এমাম তেরমেজির বর্ণনা;—

"কোমল স্বভাব ও মিষ্টভাষীর উপর দোজখের অগ্নি হারাম করা হইয়াছে।"

এমাম বয়হকির বর্ণনা;—

"যে ব্যক্তিকে কোমলতার অংশ প্রদত্ত হইয়াছে, সে ব্যক্তিকে দুই জগতের শ্রেষ্ঠতম অংশ প্রদত্ত হইয়াছে, আর যে ব্যক্তি কোমলতার অংশ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, সে ব্যক্তি দুই জগতের শ্রেষ্ঠ অংশ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।"

এমাম বোখারির বর্ণনা;—

যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সচ্চরিত্র হইবে, সেই ব্যক্তি আমার শ্রেষ্ঠ প্রিয়পাত্র হইবে।"

এমাম আবুদাউদের বর্ণনা,—

"ঈমানদার ব্যক্তি সচ্চরিত্রের জন্য রাত্রি জাগরণকারী ও দিবসে রোজা পালন কারীর পদ প্রাপ্ত হইবে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তরিকতের পীর অন্বেষণ

কওলোল জমিল ২৮ পৃষ্ঠা—

يا ايها الذين آمنوا اتقو الله و ابتغوا اليه الو سيلة و

جاهدوا فى سبيله لعلكم تفلحون

অর্থঃ—

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা খোদাতায়ালার ভয় কর, তাঁহার নিকট (পৌঁছিতে) মধ্যস্থ অনুসন্ধান কর এবং তাঁহার পথে সাধ্য সাধনা কর, বিশেষ সম্ভব যে, তদ্দ্বারা তোমরা মুক্তি লাভ করিতে সক্ষম হইবে।"

মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ দেহলবী ছাহেব বলিয়াছেন, আমার পিতামহ মাওলানা শাহ আবদুর রহিম ছাহেব বর্ণনা করিয়াছেন যে, উপরোক্ত আয়তের প্রথমাংশে ঈমানের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। তৎপরে খোদাতায়ালার ভয় করিতে বলিয়া জেহাদ ইত্যাদি যাবতীয় সৎকার্য্যের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। তৎপরে মধ্যস্থ অনুসন্ধানের কথা আছে, উহাতে তরিকতের পীরের নিকট বয়য়ত করার প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। তৎপরে সাধ্য সাধনার কথা আছে, ইহাতে জেকর ও মোরাকাবায় কঠোর পরিশ্রম

করার প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। তৎপরে মুক্তি প্রাপ্তির কথা আছে, ইহা খোদা-প্রাপ্তি ও মায়ারেফাতের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে।

ছেরাতোল মোস্তাকিম, ৫০।৫১ পৃষ্ঠা—

মোরশেদ নিশ্চয় খোদা-প্রাপ্তির পথের অবলম্বন স্বরূপ। খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, "হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা খোদাতায়ালার ভয় কর, তাঁহার দিকে পৌঁছিতে মধ্যস্থ অন্বেষণ কর এবং তাঁহার পথে সাধ্যসাধনা কর, বিশেষ সম্ভব যে, তোমরা মুক্তির অধিকারী হইবে।"

এই আয়তে চারিটি বিষয় মুক্তির পন্থা স্থির করা হইয়াছে, ঈমান, পরহেজগারী মধ্যস্থ অনুসন্ধান ও খোদাতায়ালার পথে সাধ্য সাধনা করা। তরিকতপন্থীগণ বলেন, উক্ত আয়তে তরিকতের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে এবং মধ্যস্থের মর্ম্ম তরিকতের পীর গ্রহণ করিয়াছেন। প্রকৃত মুক্তিলাভের জন্য সাধ্য সাধনা করার পূর্ব্বে মোরশেদ অন্বেষণ করা আবশ্যক। মোরশেদ ব্যতীত খোদা প্রপ্তি দুরূহ ব্যপার, ইহাই খোদাতায়ালার প্রচলিত বিধান। এক্ষেত্রে যিনি কোন প্রকারেই শরিয়তের বিরুদ্ধাচারণ না করেন এবং কোর-আন ও হাদিছের অনুসরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকেন তাঁহাকেই পথপ্রদর্শক মোরশেদরূপে গ্রহণ করা আবশ্যক, কিন্তু এরূপ ধারণা করিও না যে, প্রত্যেক অবস্থায় তাঁহার অনুসরণ করিতে হইবে। মূলে খোদাতায়ালার প্রেরিত ও হজরত নবী করিমের প্রচারিত শরিয়তকে অবশ্যপালনীয় ধারণা করিবে এবং মোরশেদ যাহা শরিয়ত অনুযায়ী বলেন, তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে পালন করিবে; তাহার আদেশ মোবাহ কার্য্যকেও অবশ্য পালনীয় ধারণা করিবে; কিন্তু শরিয়তের বিরুদ্ধে যাহা বলেন, কখনও তাহার অনুসরণ করিবে না, বরং উহার প্রতিবাদ করিবে।

হজরত নবী করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন;—

"খোদাতায়ালার আদেশ লঙ্ঘন পূর্ব্বক কোন মনুষ্যের অনুসরণ করা সিদ্ধ নহে।" অবশ্য মোরশেদকে অন্তরের সহিত এরূপ ভক্তি করিবে যে, তাঁহার সন্তোষ ও মনোসন্তুষ্টি লাভের জন্য আপনার প্রাণ ও অর্থ নিয়োগ করিবে। তাঁহার সন্তোষ লাভ অপেক্ষা জগতের কোন বস্তুকে অধিকতর

প্রীতিজনক বুঝিবে না, কেননা পীরের দ্বারা যে উপকার লাভ হয়, তাহা জগতের অন্যান্য লাভ অপেক্ষা বহু সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠতর। মোর্শেদকে এত অধিক ভক্তি করাও নিষিদ্ধ-যাহাতে খোদা ও রছুলের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। এরূপ ভক্তি করিলে খোদাতায়ালার দরবার হইতে দূরীভূত হইতে হয়। খোদাতায়ালার ভক্তি ও হক সমস্ত ভক্তি ও হকের মূল। তাঁহার ভক্তি ও হকের বিরুদ্ধে যে কোন ভক্তি ও হক হউক না কেন, উহা খোদাতায়ালার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইবার মূল কারণ। যদি মুরিদ হওয়ার পরে মুর্শিদের মধ্যে কোন শরিয়ত বিরুদ্ধ মত লক্ষিত হয়, তবে তাঁহাকে সদুপদেশ দিতে হইবে এবং খোদাতায়ালার দরবারে তাঁহার হিতের জন্য প্রার্থনা করিবে। যদি তিনি উহা ত্যাগ না করেন, তবে তাঁহার বয়য়ত ছিন্ন করিবে এবং তাঁহাকে মোর্শেদ বলিয়া ধারণা করিবে না।

মকতুবাত, দ্বিতীয় খণ্ড, ২৬ পৃষ্ঠা—

হজরত মোজাদ্দেদ ছাহেব উপরোক্ত আয়ত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, উহা মধ্যস্থ মোর্শেদকে বলা হইয়াছে।

মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ দেহলবি (রঃ) স্বীয় তফছিরে লিখিয়াছেন যে, শরিয়তের এমামগণ ও তরিকতের পীরগণের মধ্যে একজনের অনুসরণ করা সাধারণ উম্মতের পক্ষে ওয়াজেব, কেননা তাঁহারাই শরিয়তের তত্ত্ব ও তরিকতের নিগূঢ় মর্ম্ম অবগত হইয়াছেন। খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, "যদি তোমরা না জান, তবে জ্ঞাতাকে জিজ্ঞাসা কর।"

কেরা-আন ছুরা তওবা;—

وكونوا مع الصادقين

"এবং তোমরা সত্যপরায়ণ লোকদিগের সঙ্গী (বা অন্তর্ভুক্ত) হও

তফছিরে রুহোল-বায়ান, ১ম খণ্ড, ৯৬৭পৃষ্ঠা;—

খোদাপ্রপ্তির পথ প্রদর্শকগণই সত্যপরায়ণ সম্প্রদায়। যদি তরিকতান্বেষী তাঁহাদের প্রীতিভাজন ও সেবক শ্রেণীভূক্ত হইতে পারে, তবে তাঁহাদের স্নেহ দীক্ষা প্রদান ও বেলায়েতের সাহায্যে ছায়ের এলাল্লাহ (سير الى الله) পদ

লাভে এবং খোদাতায়ালা ব্যতীত সমস্ত জগতের প্রেম ত্যাগে সমর্থ হইবে। হজরত শায়েখ আকবর (কাঃ) বলিয়াছেন, যদিও তুমি আজীবন সাধ্যসাধনা কর, তথাচ যতক্ষণ তোমার কার্য্যকালাপ অন্যের (পীর কামেলের) অভিপ্রায় মতে না হয়, ততক্ষণ তোমার কামনা ত্যাগ সিদ্ধ হইতে পারে না। যদি তুমি এরূপ ব্যক্তির সন্ধান পাও যাহার ভক্তিতে তোমার অন্তর পরিপূর্ণ হয়, তবে তাঁহার সেবায় মনোনিবেশ কর এবং তাঁহার সমক্ষে মৃততুল্য হইয়া থাক। তাঁহার সমক্ষে তুমি নিজে কোন কার্য্যের ব্যবস্থা করিবে না, তিনি যেরূপ ইচ্ছা করেন, সেইরূপ তোমাকে পরিচালনা করিবেন। তুমি সৌভাগ্যবান, তাঁহার আদেশ নিষেধ পালনকারী হইয়া জীবন ধারণ কর। যদি তিনি তোমাকে কোন পেশা করিতে আদেশ প্রদান করেন, তবে তুমি স্বীয় কামনা বর্জিত হইয়া তাঁহার আদেশে পেশা অবলম্বন কর। আর যদি তিনি তোমাকে নিরবলম্বন ভাবে বসিতে বলেন, তবে তুমি বাসনা রহিত হইয়া তাহাই কর; কেননা তিনি তোমার হিতের সম্বন্ধে অধিকতর অভিজ্ঞ। হে পুত্র তুমি এইরূপ পীরের অনুসন্ধানে তৎপর হও — যিনি তোমার পথ প্রদর্শন করেন এবং তোমার দুশ্চিন্তা নিবারণ করেন তাহা হইলে তুমি কামেল (সিদ্ধ পুরুষ) হইতে পারিবে।"

কোর-আন ছুরা ইউনুছ;—

الا ان اولياء الله لا خوف عليهم و لا هم يحزنون
الذين آمنوا و كانوا يتقون لهم البشرى فى الحيوة
الدنيا و فى الا خرة ط

'সাবধান! নিশ্চয় খোদা-প্রেমিকদিগের (ওলিআল্লাহগণের) উপর কোন আতঙ্ক (উপস্থিত) হইবে না এবং তাহারা ভীতবিহ্বল হইবেন না, তাঁহারা (ধর্ম্মের উপর) বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মভীরুতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন (পরহেজগারি) করিতেন। ইহজগতে ও পরলোকে তাঁহাদের জন্য শুভ সংবাদ।"

পাঠক, এই আয়তগুলিতে ওলিআল্লাহ্ দিগের উচ্চপদের কথা উল্লিখিত হইয়াছে এবং প্রমাণিত হইয়াছে যে, ধার্ম্মিক পরহেজগার ব্যতীত কেহ ওলিআল্লাহ নামের উপযুক্ত নহেন।

মেশকাত ১৯৩ পৃষ্ঠায় ছহিহ বোখারি হইতে নিম্নোক্ত হাদিছটি উদ্ধৃত হইয়াছে, খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার কোন ওলির সহিত শত্রুতা ভাব পোষণ করে, নিশ্চয় অমি তাহার সহিত যুদ্ধের ঘোষণা করিয়াছি। ফরজ কার্য্য যেরূপ আমার নিকট প্রীতিজনক, এরূপ কোন নফল কার্য্য প্রীতিজনক নহে। উক্ত ফরজ কার্য্য সম্পাদনে আমার সেবক যেমন আমার নৈকট্য লাভে সক্ষম হয়, এরূপ অন্য কোন কার্য্যে নৈকট্য লাভ করিতে পারেনা। আমার সেবক নফল কার্য্য সমূহ দ্বারা অবিরত আমার নৈকট্য লাভ করিতে থাকে, এমন কি আমি তাহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করি এবং যে সময় আমি তাঁহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করি, সেই সময় তাঁহার চক্ষু, কর্ণ, হস্ত ও পদ আমার অপ্রীতিকর কার্য্যে পরিচালিত হয় না— অর্থাৎ তাঁহার কর্ণ আমার অপ্রীতিকর শব্দ শ্রবণ করে না, তাঁহার চক্ষু অপ্রীতিকর বস্তু দর্শন করে না, তাঁহার হস্ত অপ্রীতিকর বস্তু স্পর্শ করে না এবং তাঁহার পদ অপ্রীতিকর পথে গমন করে না।''

ছহিহ মোছলেম হইতে এই হাদিছটি মেশকাতের ১৯৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে—''হজরত নবী করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় খোদাতায়ালা যে সময় কোন লোককে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন, সেই সময় তিনি হজরত জিব্রাইল (আঃ) -কে ডাকিয়া বলেন, নিশ্চয় আমি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছি, তুমিও তাঁহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর, ইহাতে হজরত জিব্রাইল (আঃ) তাঁহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ পূর্ব্বক আছমানে ঘোষণা করতঃ (আকাশস্থিত ফেরেশতাগণকে) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা অমূক ব্যক্তিকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, কাজেই তোমরাও তাঁহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর। অনন্তর ফেরেশতাগণ তাঁহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন— তৎপরে জগদ্বাসীদের হৃদয়ে তাঁহার ভক্তি নিক্ষিপ্ত হয়— অর্থাৎ সেই সময় জগদ্বাসিগণ তাঁহাকে ভক্তি ও সম্মান করিতে থাকেন।

মেশকাত ৪১৫ পৃষ্ঠা;—

"খোদাতায়ালার সেবকদিগের মধ্যে উক্ত ব্যক্তিরাই শ্রেষ্ঠ— যাহাদের দর্শন লাভে (লোকের অন্তর) খোদাতায়ালার ধেয়ানে নিবিষ্ট হয়।"

উক্ত হাদিছগুলি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ওলিউল্লাহ ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে শরিয়তের অনুসরণ করিয়া থাকেন, ইহা পীরত্বের প্রথম লক্ষণ। দ্বিতীয়, খোদাতায়ালার পক্ষ হইতে সাধারণ লোকের হৃদয়ে তাঁহার ভক্তি নিক্ষিপ্ত হয়। তৃতীয়, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, খোদাতায়ালার প্রেম বর্দ্ধিত হয়, অন্তর খোদাতায়ালার ধেয়ানে নিমগ্ন হয়।

মেশকাতের ১৯৭।১৯৮ পৃষ্ঠায় ছহিহ মোছলেমের এই হাদিছটি বর্ণিত আছে;—

"হজরত হাঞ্জালা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি হজরত আবুবকর (রাঃ) সহ হজরত নবী করিম (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম, হজরত, আমি কপট হইয়া গিয়াছি, তৎশ্রবণে হুজুর (ছাঃ) বলিলেন, ইহা কিরূপ কথা? তদুত্তরে আমি বলিলাম, হুজুর (যে সময়) আমরা আপনার নিকট উপস্থিত থাকি, অপিনি আমাদিগকে বেহেশত ও দোজখের বিষয় বর্ণনা করেন, তখন যেন আমরা উহা স্বচক্ষে দর্শন করি, তৎপরে যে সময় আমরা আপনার নিকট হইতে বহির্গত হই, সেই সময় আমরা স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও ভূমি সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে নিমগ্ন হইয়া (পরকালকে) একেবারে ভুলিয়া যাই। তৎশ্রবণে হজরত (ছাঃ) বলিলেন, আমার প্রাণ যে খোদাতায়ালার আয়ত্ত্বাধীনে আছে তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি তোমরা অবিরত আমার নিকট জেকর ও পরকালের ধেয়ানে নিমগ্ন থাকিতে, তবে ফেরেশতাগণ তোমাদের শয্যা ও পথে তোমাদের হস্ত চুম্বন করিতেন, কিন্তু হে হাঞ্জলা, এক সময় (আমার নিকট পরকালের ধেয়ানে নিমগ্ন থাক) এবং অন্য সময় (পার্থিব কার্য্যে সংলিপ্ত থাক)।"

পাঠক, উপরোক্ত হাদিছে প্রমাণিত হইতেছে যে, পীর মোর্শেদের খেদমতে অল্প সময় উপস্থিত থাকিয়া যেরূপ আত্মিক উন্নতি সাধন করা সম্ভব হয়, তাঁহার অনুপস্থিতিতে বহুকাল সাধ্য সাধনা করিয়া ও তদ্রুপ উন্নতি সাধন

করা সম্ভব হয় না।

মকতুবাত প্রথম খণ্ড,১৮৫ পৃষ্ঠা ও দ্বিতীয় খণ্ড ৪১।৪৬ পৃষ্ঠা;—

"ঐ সময় পীর ও মুরিদের মধ্যে গাঢ় সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সে সময় বিনা চেষ্টায় অবিরত মুরিদের অন্তরে পীরের প্রেমে পরিপ্লুত হইয়া থাকে। পীরের প্রেমাধিক্যই খোদাপ্রাপ্তির সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থ ও সহজ সাধ্য সোপান। যে ব্যক্তি স্বীয় পীরের প্রেমাধিক্য লাভে সমর্থ হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই মহা সৌভাগ্যবান হইয়াছে। হজরত খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার (রঃ) বলিয়াছেন, জেকর দ্বারা শিক্ষার্থীর যেরূপ আত্মিক উন্নতি সাধিত হয়, পীরের ছায়া অবলম্বনে ততোধিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে। যেরূপ জ্যোতিষ্মান বস্তুর কিরণে অন্ধকারময় বস্তু আলোকিত হয়, সেরূপ পীরের প্রেমাধিক্য বশতঃ পীরের আধ্যাত্মিক জ্যোতির প্রতিবিম্ব মুরিদের হৃদয়কে উদ্ভাসিত করিয়া দেয়। সহস্র সহস্র মুরিদের মধ্যে কচিৎ কাহারও ভাগ্যে পীরের প্রেমাধিক্য লাভ হইয়া থাকে, এইরূপ মুরিদ মহাযোগ্যতা ও সৌভাগ্য লাভের অধিকারী হয়। এই মুরিদ অল্প সময়ের মধ্যে সুদক্ষ পীরের সঙ্গলাভে পীরের সমস্ত আধ্যাত্মিকগুণআকর্ষণ করিতে সক্ষম হয়।"

কওলোল জমিল,৫৮।৫৯ পৃষ্ঠা—

তরীকতপন্থী পীরগণ বলিয়াছেন, "তরিকতের উন্নতি লাভের প্রধান শর্ত্ত এই যে, পীরের প্রেম ও ভক্তি দৃঢ়ভাবে অন্তরে পোষণ করিবে, যেন তাঁহার চিত্রখানি হৃদয়ে অঙ্কিত থাকে।"

মকতুবাত,১৩৮ পৃষ্ঠা—

"মানুষের সময় ও অবকাশ অতি কম, উক্ত সামান্য সময়কে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় সমাধান করার জন্য অতিবাহিত করাই আবশ্যক। তন্মধ্যে সিদ্ধ পীরদিগের সঙ্গ লাভ করা অন্যতম। (তরিকত কার্য্যে) অন্য যে বিষয় হউক না কেন (পীর কামেলের) সঙ্গ লাভ করার তুল্য কিছুই হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইহা পেশ করা যাইতে পারে যে, ছাহাবা শ্রেণী হজরত নবী করিম (ছাঃ) এর সঙ্গ লাভ করিবার জন্য পয়গম্বরগণ ব্যতীত সমস্ত জগদ্বাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম পদ লাভ করিয়াছিলেন। হজরত ওয়ায়েছ কারানি (রঃ) ও

খলিফা হজরত ওমার বেনে আবদুল আজিজ (রঃ) অতি উচ্চ পদস্থ ও বহু গুণসম্পন্ন হইলেও হজরত নবী করিম (ছাঃ) এর সঙ্গ লাভ করিতে পারেন নাই বিধায় কোন ছাহাবার তুল্য পদ প্রাপ্ত হয়েন নাই। (পীর কামেলের সঙ্গ লাভে কিরূপ উন্নতি সাধিত হয়, উক্ত প্রমাণ দ্বারা তাহা অনুমান করা যাইতে পারে)।"

মকতুবাত ;—

প্রথমে কামেল মোকাম্মেল পীর অনুসন্ধানে বহু সাধ্য সাধনা করিবে, যদি এরূপ পীরের আশ্রয় গ্রহণে সমর্থ হও, তবে যেরূপ মৃত লাশ ধৌতকারীর হস্তে সমর্পিত হয়, সেইরূপ সর্ব্বাঃন্তকরণে নিজের অভিপ্রায়কে উক্ত পীরের অভিপ্রায়ের উপর ন্যস্ত করিবে। ইহাকে 'ফানা—ফিশ—শায়েখ' বলা হয়, ইহা ভবিষ্যতে ফানা—ফিল্লাহ (খোদা প্রাপ্তির) পদ লাভের অবলম্বন স্বরূপ হইবে, কেননা মুরিদ অতিরিক্ত সংসারাসক্তির জন্য খোদাতায়ালা হইতে সংশ্রব হীন হইয়া পড়িয়াছে, কাজেই খোদাপ্রাপ্তির জন্য এরূপ একজন মধ্যবর্ত্তী লোকের প্রয়োজন — যিনি খোদাতায়ালার ও ঘোর সংসারাসক্ত ব্যক্তিএতদুভয়ের সংশ্রব রাখেন, এই মধ্যবর্ত্তী পুরুষকে কামেল মোকাম্মেল পীর নামে অভিহিত করা হয়। অনুপযুক্ত চিকিৎসকের ঔষধ সেবনে রোগীর পীড়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, পীড়ার উপশম পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। যদিও এরূপ ঔষধ সেবনে আশু উপকার হয়, তথাচ প্রকৃত পক্ষে সমূহ ক্ষতির কারণ হইয়া পড়ে। তবে তিনি প্রথমে জোলাপ দ্বারা উক্ত ক্ষতিকর ঔষধের ক্রিয়া নষ্ট করার চেষ্টা করেন, অবশেষে মূল পীড়া উপশমের জন্য ঔষধ প্রয়োগ করেন। এইরূপ যে অপরিপক্ক পীর ছলুক ও যজবা সমাপ্ত না করিয়া পীরি আসনে সমাসীন হইয়াছেন, তাঁহার নিকট শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করা খোদাপ্রাপ্তির অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করা প্রাণহত্যা হলাহল, বিনাশকারী ব্যধি এবং মুরিদের উচ্চ যোগ্যতাকে অবনতির নিম্নস্তরে আনয়ন করে। এই তরিকায় বাকা লাভ দ্বারা কামালাত (সিদ্ধি) লাভ হয় না, বরং পীরের সঙ্গলাভে আত্মিক জ্যোতির আকর্ষণ করিতে হয়।"

মকতুবাত ৪১৪।৪১৬ পৃষ্ঠা ঃ—

"কামেল মোকাম্মেল পীর ব্যতীত মুরিদের সিদ্ধিলাভ করা সহজসাধ্য হইতে পারে না। মুরিদকে এরূপ পীরের আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য তিনি যজবা ও ছলুক সমাপ্ত করিয়াছেন ফানা ও বাকা লাভে সৌভাগ্যবান হইয়াছেন এবং চারি প্রকার ছায়েরের সমাপন করিয়াছেন। যদি পীর মযজুবে ছালেক হন এবং কোন মোরাদ পীর হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে স্পর্শমণি তুল্য বুঝিতে হইবে, তাঁহার বাক্য ঔষধ, দৃষ্টি মুক্তিদায়ক, তাঁহার তাওয়াজ্জোহ মৃত অন্তঃকরণ সমূহকে সজীব করে এবং তাঁহার কৃপাদৃষ্টি শুষ্কহৃদয় সকলকে প্রভাম্বিত করে। যদি এরূপ পীর দুর্লভ হয়, তবে ছালেকে মযজুব পীরকে অপূর্ব্ব পদার্থ ধারণা করিতে হইবে। অপরিপক্ক মুরিদ তাহার দ্বারা সুশিক্ষিত হইতে ও ফানা বাকা লাভে সক্ষম হইতে পারে। যেরূপ আকাশের হিসাবে আরশ অতি উচ্চ, সেইরূপ ছালেক মযজুব পীরের হিসাবে মযজুবে ছালেক পীর অতি উচ্চ, কিন্তু যেরূপ ভূমির তুলনায় আকাশ বহু উচ্চ, সেইরূপ সাধারণ তরিকত পন্থীর তুলনায় ছালেক মযজুব পীর অতি মহান। যদি কোন শিক্ষার্থী খোদাতায়ালার অনুগ্রহে উক্ত প্রকার কামেল-মোকাম্মেল পীর লাভ করিতে সমর্থন হন, তবে তাঁহার নির্ম্মল সংসর্গকে অপূর্ব্ব উপাদেয় বস্তু বোধে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবে, তাঁহার সন্তোষ লাভে নিজের সৌভাগ্য ও তাঁহার অসন্তোষে নিজের দুরাদৃষ্ট ধারণা করিবে। মূল কথা এই যে, নিজের সমস্ত কামনা বাসনাকে তাঁহার সন্তোষ লাভের উপর ন্যস্ত করিবে। হজরত নবী করিম (ছাঃ) এর নিম্নোক্ত হাদিছে উহার জ্বলন্ত আভাষ আছে, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিজের কামনাকে আমার প্রবর্ত্তিত মতের অনুগামী না করে, সে ব্যক্তি কখনও (পরিপক্ক) ঈমানদার হইবে না" পীরের সঙ্গ লাভে বা তরিকত তত্ত্বে উন্নতি লাভে কতকগুলি আদব-কায়দা, নিয়ম কানুন প্রতিপালন করা তরিকতপন্থীর পক্ষে অপরিহার্য্য বিষয় (জরুরী)। তৎসমুদয় প্রতিপালন করা ব্যতীত পীরের সঙ্গ লাভে কোনই ফল উৎপন্ন হইবে না। কতকগুলি আবশ্যকীয় আদব কায়দা, নিয়ম বর্ণিত হইতেছে, তরিকতপন্থীকে তৎসমুদয় অন্তরের সহিত শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। মুরিদের পক্ষে আপন অন্তরকে সমস্ত দিক হইতে ফিরাইয়া পীরের

দিকে নিবিষ্ট করা কর্ত্তব্য। পীরের সাক্ষাতে তাঁহার বিনা অনুমতি নফল কার্য্য ও জেকরে লিপ্ত হইবে না; তাঁহার সম্মুখে তাঁহার দিক ব্যতীত অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না। সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার উপর তন্ময় হইয়া থাকিবে, এমন কি তাঁহার হুকুম ব্যতীত জেকর করিবে না। ফরজ ও ছুন্নত ব্যতীত তাঁহার সাক্ষাতে নফল নামাজ পড়িবে না। যে স্থানে দণ্ডায়মান হইলে, তাহার ছায়া পীরের ছায়া বা বস্ত্রের উপর পতিত হইতে পারে, এমতস্থলে যথাসম্ভব দণ্ডায়মান হইবে না। তাঁহার জায়নামাজে পারাখিবে না, তাঁহার ওজুস্থলে ওজু করিবে না, তাঁহার আহারীয় বা পানপাত্র ব্যবহার করিবে না, তাঁহার সাক্ষাতে পানাহার করিবে না, তাঁহার সাক্ষাতে কাহারও সহিত কথোপকথন করিবে না বরং কাহারও দিকে মুখ করিবে না।

পীর যে দিকে থাকেন, সেই দিকে পা লম্বা করিবে না ও থুথু নিক্ষেপ করিবে না; পীরের দ্বারা যাহা প্রকাশ হয়, তাহা সত্য বুঝিবে। খাদ্য, পরিচ্ছদ, শয়ন, এবাদত ইত্যাদি প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃহৎ কার্য্যে তাঁহার অনুসরণ করিবে, তাঁহার ন্যায় নামাজ সম্পাদন করিবে; তিনি ফেকহ্ সম্বন্ধীয় যে মত গ্রহণ করেন, তাহাই গ্রহণ করিবে, তাঁহার চলন চরিত্রের উপর কণামাত্র দোষারোপ করিবে না, ইহা উন্নতি পথের কণ্টক স্বরূপ। যে ব্যক্তি তরিকতপন্থী পীরগণের উপর দোষারোপ করে, সে নিতান্ত হতভাগ্য। পীরের নিকট কারামত (অলৌকিক কার্য্য) দর্শন করার আকাঙ্খা অন্তরে স্থান দিবে না। কোন বিশ্বাসী ব্যক্তি কোন পয়গম্বরের নিকট অলৌকিক কার্য্য দর্শন করার প্রার্থনা করে নাই, ধর্ম্মদ্রোহিগণ অলৌকিক কার্য্য দর্শন করার আকাঙ্খা করিয়াছিল, পীরের কোন কার্যের প্রতি সন্দেহ হইলে, অবিলম্বে তাঁহার নিকট জ্ঞাপন করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইবে। সন্দেহ ভঞ্জন না হইলে নিজের ত্রুটি বলিয়া ধারণা করিবে, পীরের উপর কোন প্রকার কলঙ্কারোপ করিবে না। কোন প্রকার স্বপ্ন দর্শন করিলে, তাঁহার নিকট গোপন করিবে না, উহার নিগূঢ়তত্ত্ব তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিবে। স্বপ্নের তত্ত্ব যাহা কিছু নিজে বুঝিতে পার, তাহা তাঁহার নিকট প্রকাশ করতঃ সত্যাসত্যের জ্ঞান লাভ করিবে। ইহজগতে সত্য অসত্যের সহিত মিশ্রিত থাকে, কাজেই কাশ্‌ফ কর্ত্তৃক অর্জিত বিষয়গুলির

প্রতি আস্থা স্থাপন করিবে না। বিনা আবশ্যক, বিনা অনুমতি তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিবে না। অন্য লোককে পীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর জানা পীরভক্তির বিরোধজনক কার্য্য। পীরের নিকট উচ্চ কণ্ঠে কথা বলিবে না, তাঁহার শব্দ অপেক্ষা উচ্চতর শব্দ করিবে না, ইহা আদবের বিপরীত। যে কোন ফয়েজ ও আধ্যাত্মিক উন্নতি দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা পীরের কল্যাণে হইয়াছে বলিয়া জানিবে। যদি কেহ স্বপ্নযোগে অন্য পীর দ্বারা ফয়েজ আসিতে দেখে, তবে বুঝিতে হইবে যে, তাহার নিজের পীরের কোন লতিফা অন্য পীরের মুর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহার উপর ফয়েজ নিক্ষেপ করিয়াছে, কিন্তু মুরিদ আত্মহারা অবস্থায় উক্ত নিগূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম হইয়া উহাকে অন্য পীর ধারণা পূর্ব্বক ভ্রমে পাতিত হইয়াছে। মূল কথা, তরিকতের আদ্যপান্ত আদব কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া থাকে। কোন বে— আদব খোদাপ্রাপ্তি লাভে সৌভাগ্যবান হইতে পারে নাই। যদি মুরিদ কোন বিষয়ের আদব রক্ষা করিতে অক্ষম হয় এবং চেষ্টা করা সত্ত্বেও কৃতকার্য্য হইতে না পারে, তবে ক্রুটী স্বীকার করিবে, ইহা মার্জ্জনা হইতে পারে। যদি আদব রক্ষা না করিয়াও ক্রুটী স্বীকার না করে, তবে পীরগণের আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃ হইতে একেবারে বঞ্চিত হইবে।

তরিকতের পীরের শর্ত্ত

কওলোল—জমিল, ১৬।২১ পৃষ্ঠা;—

তরিকতে পীরের জন্য কয়েকটি শর্ত্ত আছে;—

প্রথম— কোরআন ও হাদিছের জ্ঞান লাভ করা। কোরআন শরিফে এতটুকু জ্ঞান লাভ করিলে যথেষ্ট হইবে যে, তফছির মাদারেক, তফছির জালালাএন অথবা এইরূপ কোন তফছির আয়ত্ত্ব করিয়া থাকেন, একজন বিদ্বানের নিকট উহা সুচারুরূপে শিক্ষা করিয়া থাকেন। হাদিছ শরিফের এতটুকু জ্ঞান লাভ হইলে যথেষ্ট হইবে যে, মেশকাত মাছাবিহ গ্রন্থের তুল্য কোন গ্রন্থ সুচারু রূপে শিক্ষা ও আয়ত্ত্ব করিয়া থাকেন। মাওলানা মোহাদ্দেছ দেহলবি (রহঃ) বলিয়াছেন যে, মোরশেদকে নিত্য প্রয়োজনীয় মছলা সমূহ অবগত হওয়া আবশ্যক। কোরআন ও হাদিছের জ্ঞান লাভ করা তরিকতের পীরের পক্ষে

এজন্য আবশ্যক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মুরিদকে শরিয়তের করনীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলির উপদেশ দান করা এবং তৎপরে মুরিদকে উক্ত বিষয় সমূহের অনুসরন করা দীক্ষার অঙ্গীভূক্ত। যে ব্যক্তি কোরআন ও হাদিছে অনভিজ্ঞ, তাহার দ্বারা ঐ সমস্ত বিষয় কিরূপে সুসম্পন্ন হইতে পারে?

টীকাকার বলিয়াছেন, "একালের অবস্থা বিপরীত হইয়াছে নিরক্ষর ফকিরেরা ভণ্ডামী করিয়া বলিয়া থাকে যে, পীর মুর্শীদির জন্য কোর-আন হাদিছের জ্ঞান লাভ করার আবশ্যক নাই, বরং উক্ত জ্ঞান লাভে তরিকত বিষয়ে ক্ষতি সাধিত হয়, কেননা শরিয়ত ও তরিকত পৃথক পৃথক বস্তু কিন্তু কুওয়াতোল কুলুব আওয়ারেফ এহইয়ায়োল ওলুম, কিমিয়ায় ছায়াদত এবং জনাব বড় পীর ছাহেবের রচিত ফতুহোল গায়েব ও গুনইয়াতোত্তলেবিনের ন্যায় প্রাচীন তরিকতপন্থী বিদ্বানদিগের গ্রন্থে স্পষ্টই লিখিত আছে যে, কোর-আন ও হাদিছের জ্ঞান লাভ করা তরিকত ও তাছাওয়াফের জন্য অপরিহার্য্য বিষয় (শর্ত্ত)।"

সমস্ত তরিকতপন্থী বিদ্বান একবাক্যে বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোর-আন ও হাদিছের জ্ঞানার্জন করিয়াছে, তাহা ব্যতীত অন্য কেহ যেন লোককে উপদেশ দান না করে; কিন্তু এক ব্যক্তি যদি বহুকাল ধর্ম্মপরায়ণ বিদ্বান মণ্ডলীর সহিত থাকিয়া তাঁহাদের দ্বারা চরিত্র গঠন করিয়া থাকেন হারাম হালাল বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন, কোরআন হাদিছ অনুযায়ী নিজের স্বভাব গঠন করিয়া থাকেন এবং কোর-আন ও হাদিছ শ্রবণে ভীত বিহ্বল হইয়া পড়েন, তবে তাহার পক্ষে উহা যথেষ্ট হইবে বলিয়া বিবেচিত হয়। দ্বিতীয় শর্ত - মুরশিদের ন্যায়পরায়ণ ধর্মভীরু হওয়া। সুতরাং তাঁহার পক্ষে মহা মহা গোনাহ হইতে বিরত থাকা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোনাহ পুনঃপুনঃ না করা ওয়াজেব।

তৃতীয় শর্ত্ত এই যে তিনি সংসারাসক্ত না হয়েন, পরকালের চিন্তায় আকৃস্ট হন, আবশ্যকীয় এবাদাতগুলির ছহিহ ছহিহ হাদিছে প্রমানিত ও উল্লিখিত জেকরগুলি সর্ব্বদা সুসম্পন্ন করিতে স্থির প্রতিজ্ঞ হন সতত পবিত্র খোদাতলার ধেয়ানে হৃদয়কে সংলিপ্ত রাখেন এবং সর্ব্বদা উক্ত ধেয়ান হৃদয়ে পোষণ করিতে সুদক্ষ হয়েন।

চতুর্থ শর্ত্ত এই যে,— তিনি লোককে শরিয়তের করণীয় বিষয় পালন করিতে ও নিষিদ্ধ বিষয় হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ প্রদান করেন, স্বাধীনচেতা, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, চরিত্রবান ও বিচক্ষণ হন যেন তাঁহার প্রত্যেক উপদেশ ও নিষেধের উপর আস্থা স্থাপন করা যায়।

খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, উক্ত সাক্ষীদিগের কথা গ্রাহ্য হইবে— যাহাদিগকে তোমরা পছন্দ কর। যখন সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে সাক্ষীদের উপযুক্ত হওয়া আবশ্যক, তখন তরিকতের পীরের কিরূপ হওয়া আবশ্যক তাহাই ধারণা কর।

পঞ্চম শর্ত এই যে— তিনি অনেক সময় সিদ্ধ পীরদিগের সঙ্গ লাভ করিয়া চরিত্র গঠন করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদিগের নিকট হইতে আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃ ও শান্তি লাভ করিয়া থাকেন সিদ্ধ গুরুদিগের সঙ্গ লাভ করা এই জন্য তাঁহার পক্ষে শর্ত্ত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে যে, খোদাতায়ালার এরূপ বিধান প্রচলিত আছে যে, মনুষ্য যতক্ষণ সিদ্ধ পীরদিগের দর্শন লাভ না করে, ততক্ষণ সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না, যেরূপ মানুষ বিদ্বানগণের সঙ্গ লাভ ব্যতীত বিদ্যার্জন করিতে সক্ষম হয় না। এইরূপ অন্যান্য তরিকার সম্বন্ধে অনুমান করিতে হইবে।

ফাতাওয়ায় আজিজির দ্বিতীয় খন্ডের ১০২ পৃষ্ঠায় মুর্শিদের উপরোক্ত পাঁচটি শর্ত্ত লিখিত আছে।

এরশাদোত্তালেবিন, ২৬৩ পৃষ্ঠা;—

পীর মুর্শিদ হইবার জন্য কয়েকটি শর্ত্ত আছে ;— প্রথম এই যে, তফছির ও হাদিছ বিদ্যা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া থাকেন, দ্বিতীয় ফেকহ বিদ্যা সম্পূর্ণ শিক্ষা করিয়া থাকেন। তৃতীয় তর্কশাস্ত্র, নহো, ছরফ ইত্যাদি আরবী ব্যাকরণ শিক্ষা করিয়া থাকেন। চতুর্থ এলমে তাছাওয়াফের কেতাব শিক্ষা করিয়া থাকেন। পঞ্চম—বিদ্যা সঞ্চয়ের পর ইন্দ্রিয় দমন করিয়া থাকেন। ষষ্ঠ— মুর্শিদের নিকট বাতিনি এলম শিক্ষা করিয়া থাকেন। সপ্তম—কামালিয়াতের নূর ও ফয়েজ সম্পূর্ণরূপে লাভ করিয়া থাকেন। অষ্টম—পীর কামেল তাঁহাকে মুরিদ করিবার অনুমতি দিয়া থাকেন। যিনি পীর কামেলের খেদমত করিয়া

অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই কামেল পীর হইবেন। কেবল শেখজাদা ছৈয়দজাদা ও মোল্লাজাদা হইলে কামেল পীর হওয়া যায় না। যে দিবস সিঙ্গা ফুৎকার করা হইবে তখন বলা হইবে না যে, অমুক শেখ, ছৈয়দ ও দরবেশজাদাকে আনায়ন কর, বরং বলা হইবে—যাহা আমল করিয়াছ, তাহাই আনায়ন কর।

শাওয়ারেকে মক্কিয়া, ৯৫।৯৮ পৃষ্ঠা —

"তাছাওয়ফ-তত্ত্বজ্ঞ পীরগণ প্রকাশ করিয়াছেন যে, হকিকত আকায়েদ ও মূল বিধি ব্যবস্থায় শরিয়তের সমতুল্য। এক অন্য হইতে পৃথক নহে। জনাব হজরত বড় পীর (কোঃ) 'ফতুহোল গায়েব' কেতাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, যে হকিকতের দলীল শরিয়তে নাই, উহা কাফেরী কার্য্য। 'কাওয়ায়েদে তরিকতে' লিখিত আছে যে, উপরোক্ত মতের উপর সমস্ত পীরের একমত হইয়াছে। জনাব হজরত বড় পীর ছাহেব মলফুজাতে লিখিয়াছেন যে, শরিয়ত সমস্ত অবস্থায় যাহার সহকারী না হয়, সে ব্যক্তি জাহান্নামিদিগের সহিত জাহান্নামে পতিত হইবে। পীর হজরত জোনাএদ বাগদাদী (কোঃ) বলিয়াছেন যে, আমাদের এই তরিকতের ভিত্তি কোর-আন ও হাদিছ দ্বারা দৃঢ় করা হইয়াছে যদি তোমরা কোন ব্যক্তিকে বাতাসের উপর সমাসীন দেখ তবে যতক্ষণ না তাহাকে শরিয়তের আদেশ নিষেধ পালন করিতে দেখ, ততক্ষণ তাহার পয়রবি (অনুসরণ) করিও না। আরও তিনি বলিয়াছেন যে, যাহারা জনাব হজরত নবী করিম (ছাঃ) এর অনুসরণ করেন, তদ্ব্যতীত (সকলের উপর) তরিকতের পথ বন্ধ। যে ব্যক্তি কোরআন ও হাদিছের জ্ঞান লাভ না করিয়াছে, তাহার অনুসরণ করা সিদ্ধ নহে। এমাম শায়ারানি ও অন্যান্য বহু সংখ্যক তরিকতপন্থী পীর এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।"

তরিকায় মোহাম্মদী ও মকতুবাতে বর্ণিত আছে যে, "যেরূপ তরিকতকে শরিয়ত বাতিল প্রতিপন্ন করে, উহা ইছলাম বিরুদ্ধ কাফেরী কার্য্য।"

ছহিহ বোখারী ;— হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, "একজন মানুষ (লোককে) দোজখের দ্বারের দিকে আহ্বান করিবে, যে সকল ব্যক্তি তাহাদের উপদেশ গ্রহণ করিবে, তাহারা উহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবে। হজরত

হোজায়ফা (রাঃ) তাহাদের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করায় হুজুর বলিয়াছিলেন, তাহারা আমার উম্মত (অনুসরণকারী) হইবে এবং কোরআন ও হাদিছ পাঠ করিবে।"

ছহিহ মোছলেম,— 'নিশ্চয়ই এল্‌ম 'দ্বীন' হইতেছে, তোমরা যাহার নিকট দ্বীন (ধর্ম) শিক্ষা করিবে, তাহার অবস্থা অনুসন্ধান করিবে।"

কোরআন, — "আপনি স্মরণ করিবার পরে অত্যাচারী দলের সহিত বসিবেন না।"

ছহিহ মোছলেম—"হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোনও বেদয়াত প্রচারককে আশ্রয় প্রদান করে, খোদাতায়ালা তাহার প্রতি অভিসম্পাত করেন।"

মেশকাত,— হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, " যে ব্যক্তি কোন কু-মত (বেদয়াত) প্রচারককে ভক্তি ও সম্মান করিল, সে ব্যক্তি ইছলাম ধ্বংস করিতে সাহায্য করিল।"

মকতুবাত, প্রথম খণ্ড, ৩১ পৃষ্ঠা ;—

"অপরিপক্ক পীরের নিকট বয়য়ত (দীক্ষা গ্রহণ) করা মহা ক্ষতিকর ও নিষিদ্ধ। পৃথিবী পরকালের শস্যক্ষেত্র স্বরূপ, যে ব্যক্তি উহাতে বীজ বপন না করে এবং উহাকে কর্ষণ, বপনহীন অবস্থায় পরিত্যাগ করে, সে ব্যক্তি মহা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। যে ব্যক্তি ভূমিতে কর্ষণ, বপন না করে, তাহা অপেক্ষা ঐ ব্যক্তি অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইবে— যে উহাতে বিকৃত বীজ বপন করে। যে ব্যক্তি যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তরিকত শিক্ষা না করে, সে ব্যক্তি পরিতাপের পাত্র কিন্তু যে ব্যক্তি কোনও অনুপযুক্ত পীরের নিকট তরিকত শিক্ষা করে, সে ব্যক্তি অধিকরত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, কেননা অপটু পীর নিজেই সংসারাসক্ত, এরূপ সংসারাসক্ত লোকের দ্বারা বিশুদ্ধ জ্যোতিঃ আকর্ষণ করা অসম্ভব, ইহার দ্বারা মুরিদের সংসারাসক্তি আরও বৃদ্ধি পাইতে পারে, অন্ধকারের উপর দ্বিতীয় অন্ধকার ঘনীভূত হইলে যেরূপ হয়, এস্থলে তাহাই সংঘটিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় অপরিপক্ক পীর নিজে তরিকত কার্য্যে সিদ্ধি (কামালাত) লাভ করিতে পারে নাই, কাজেই কোন্ পথে খোদাপ্রাপ্তি লাভ হইতে পারে,

আর কোন্ পথে খোদাপ্রাপ্তি লাভ হইতে পারে না ইহা পরীক্ষা করিবার ক্ষমতা তাহার আদৌ নাই।”

তৃতীয়— খোদাপ্রাপ্তির দুইটি পথ আছে। একটিকে ছলুক অপরটি যজ্‌বা বলা হয়, কিন্তু মুরিদের পক্ষে উভয় পথের মধ্যে কোন্‌টি ফলদায়ক বা ছলুক ও যজবার মধ্যে প্রভেদ কি তাহা অপরিপক্ক পীর হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম, কাজেই ছলুক স্থলে যজবা, যজবা স্থলে ছলুক শিক্ষা দিয়া মুরিদের ভ্রান্ত পথ প্রদর্শন করে। সুদক্ষ পীর নিজেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, অন্যকে সিদ্ধ (কামেল) পীরে পরিণত করিতে পারেন, তিনি কোন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করিতে ইচ্ছা করিলে, প্রথমেই অনুপযুক্ত পীরের দূষিত শিক্ষা প্রণালী পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক পরে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করেন, উহাতে উৎকৃষ্ট ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে বৃক্ষের মূল সুদৃঢ় থাকে, তাহার শাখা আকাশ স্পর্শী হইয়া থাকে। সিদ্ধ ও সিদ্ধকারী পীর স্পর্শমণির তুল্য, তাঁহার দৃষ্টি ঔষধ, তাঁহার উপদেশ মুক্তিদায়ক, তাহা ব্যতীত খোদা প্রাপ্তি অসম্ভব।”

মকতুবাত, ৩৩৭ পৃষ্ঠা ;—

হজরত নবী করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, বিদ্বানগণ পয়গম্বরগণের উত্তরাধিকারী, পয়গম্বরগণ দুই প্রকার এলম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, প্রথম বিধি-ব্যবস্থা (শরিয়ত) সম্বন্ধীয় এলম দ্বিতীয় তত্ত্বজ্ঞান (তরিকত) সম্বন্ধীয় এলম। যে ব্যক্তি শরিয়ত ও তরিকত সম্বন্ধীয় উভয় প্রকার এলম লাভ করিয়াছেন, তিনিই পয়গম্বরগণের প্রকৃত উত্তরাধিকারী, যিনি কেবল শরিয়তের এলম অর্জন করিয়াছেন, তিনি পয়গম্বরের প্রকৃত উত্তরাধিকারী নহেন।

একাধিক পীর গ্রহণ করা জায়েজ কিনা ?

কওলোল জমিল, ২৫ পৃষ্ঠা ;—

“ছাহাবাগণ হজরত নবী করিম (ছাঃ) এর নিকট পুনঃ পুনঃ বয়য়ত করিয়াছিলেন, ইহার ছহিহ প্রমাণ আছে। এইরূপ তরিকতপন্থী পীরগণের নিকট একাধিক বার বয়য়ত করার প্রমাণ আছে। একজন পীরের নিকট বয়য়ত

করিয়া পুনরায় দ্বিতীয় পীরের নিকট বয়য়ত করা নিম্নোক্ত কয়েকটি কারণে সিদ্ধ (জায়েজ) হইতে পারে;— প্রথম, যদি উক্ত পীরের মধ্যে কোন প্রকার দোষ ত্রুটী প্রকাশিত হয়, তবে তাহাকে ত্যাগ করতঃ অন্য পীরের নিকট বয়য়ত করা সিদ্ধ হইবে। দ্বিতীয়, যদি প্রথম পীর মৃত্যুপ্রাপ্ত হন, তবে অন্য পীর ধরিতে হইবে। তৃতীয়, যদি পীর এত দূরস্থিত হন যে, তাঁহার সাক্ষাতের সম্ভাবনা না থাকে, তবে অন্য পীরের নিকট বয়য়ত করা সিদ্ধ হইবে, কিন্তু কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ ব্যতীত আপন পীরের বর্ত্তমানে অন্য পীরের নিকট বয়য়ত করিলে ইহা ক্রীড়াজনক কর্ম্ম করা হয়, ইহাতে আধ্যাত্মিক উন্নতির বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে এবং পীরগণ এরূপ ক্ষেত্রে অন্তরের সহিত উক্ত শিষ্যের তত্ত্বাবধান ও শিক্ষা দান করিতে বিমুখ হন।"

পাঠক, উপরোক্ত কথার সার অর্থ এই যে, যদি মোর্শেদ উল্লিখিত প্রকারের শর্ত্তধারী না হয়েন, উপযুক্ত বিদ্বান না হয়েন তরিকতের যথেষ্ট শিক্ষা লাভ না করিয়া থাকেন, তবে অন্য পীর গ্রহণ করা সিদ্ধ হইবে। যদি পীর কেবল এক তরিকা শিক্ষা করিয়া থাকেন, আর মুরিদ সেই তরিকা সমাপনান্তে অন্য তরিকা শিক্ষা করিতে চাহে তবে অন্য তরিকার পীর ধারণ করিতে পারে। যদি পীর মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়েন, সাক্ষাৎ অসম্ভব এইরূপ দূরস্থিত হয়েন, তবে শিক্ষা দীক্ষা অসম্ভব হওয়ায় অন্য পীর গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত, এই হেতু ছাহাবাগণ হজরত নবী করিম (ছাঃ) এর লোকান্তরে হজরত আবুবকর ছিদ্দিকের (রাঃ) নিকট এবং প্রত্যেক খলিফার লোকান্তরে তৎপরবর্ত্তী খলিফার নিকট বয়য়ত করিয়াছিলেন। যদি পীর শেরক, বেদয়াতমূলক কু-মত প্রচার করে তবে তাহাকে ত্যাগ করতঃ অন্য পীর ধারণ করা সিদ্ধ, এবং ওয়াজেব, কারণ এইরূপ পীরের অনুসরণ করিলে হিতে বিপরীত হয় এবং শিষ্য পথভ্রষ্ট হইয়া দোজখের পথে অগ্রসর হয়।

মকতুবাত ১ম খণ্ড, ২৩৫।২৩৬ পৃষ্ঠা ;—

হজরত ওবায়দুল্লাহ্ আহরার (রঃ) বলিয়াছেন, এই নক্‌শবন্দিয়া তরিকায় তরিকতের কার্য্যকলাপের শিক্ষা প্রদান ও গ্রহণ করাতেই পীর ও মুরিদী সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, অন্যান্য তরিকায় টুপি ও শেজরা প্রদান করিলে পীরি ও মুরিদী

সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া থাকে, বরং পরবর্ত্তী তরিকতপন্থীগণ টুপি ও শেজরা প্রদান করাকে পীরি ও মুরিদী ধারণা করিয়াছেন। এই কারণে তাঁহারা একাধিক পীর গ্রহণ করা নাজায়েজ বলিয়াছেন, তরিকত শিক্ষাদাতাকে মোর্শেদ নামে অভিহিত করেন, কিন্তু পীর নামে অভিহিত করেন না এবং পীরের তুল্য তাঁহার সম্মান করেন না, ইহা তাহাদের অনভিজ্ঞতার পরিচয় মাত্র। ইহারা কি অবগত নহেন, যে তাহাদের প্রাচীন পীরগণ যাহার দ্বারা তরিকততত্ত্ব শিক্ষা গ্রহণ করা হয় বা যাহার সঙ্গলাভ করতঃ চরিত্র গঠন বা আত্মিক উৎকর্ষ সাধন করা হয়, উভয়কে পীর নামে আখ্যাত করিয়াছেন এবং একাধিক পীর গ্রহণ করা জায়েজ বলিয়াছেন, বরং যদি শিক্ষার্থী প্রথম পীরের নিকট উন্নতি সাধন করিতে না পারে তবে প্রথম পীরের প্রতি এনকার না করিয়া অন্য পীর গ্রহণ করিতে পারে। হজরত খাজা বাহাউদ্দিন (কোঃ) এরূপ স্থলে অন্য পীর গ্রহণ করা জায়েজ হওয়ার সম্বন্ধে বোখারা অধিবাসী বিদ্বানগণের স্বাক্ষরিত একখানা ফৎওয়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন। যদি এক পীরের নিকট খেলাফত সূচক বস্ত্র (খেরকা)। গ্রহণ করিয়া থাকে, তবে অন্য পীর হইতে উহা গ্রহণ করিবে না, অবশ্য তাবারোক ভাবে খেরকা গ্রহণ করিতে পারে। ইহাতে প্রমাণ হয় না যে পীর গ্রহণ করা নিষিদ্ধ বরং একাধিকপীরের নিকট খেলাফত সূচক খেরকা গ্রহণ করা, দ্বিতীয় পীরের নিকট তরিকত শিক্ষা করা, তৃতীয় পীরের সঙ্গলাভে আত্মিক উন্নতি লাভ করা সিদ্ধ আছে। যদি এই তিনটি বিষয় একজন পীর দ্বারা লাভ করা সম্ভব হয়, তবে ইহা মহা সৌভাগ্য। একাধিক পীরের নিকট শিক্ষা বা একাধিক পীরের সঙ্গলাভ করতঃ আত্মিক উৎকর্ষ সাধন করা সিদ্ধ আছে।

কওলোল-জমিল, ১৫৪/১৬০ পৃষ্ঠা—

হজরত শেখ আবদুর রহিম দেহলবির বহু পীর ছিলেন, তন্মধ্যে নিম্নোক্ত চারিজন শ্রেষ্ঠ—

"খাজা খোর্দ্দ, ছৈয়দ আবদুল্লাহ, আবুল কাছেম ও ছৈয়দ আজমতুল্লাহ।" ইহারা ব্যতীত তাঁহার আরও কয়েকজন পীর ছিলেন, তন্মধ্যে তিনি কাহারও নিকট বয়য়ত করিয়াছিলেন, কাহারও নিকট খেলাফতসূচক খেরকা প্রাপ্ত

হইয়াছিলেন, কাহারও সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন এবং কাহার ও নিকট মুরিদ করার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার (রঃ) বহু পীরের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে নিম্নোক্ত দুইজন প্রসিদ্ধ। হজরত মাওলানা ইয়াকুব চরখি ও খাজা আলাউদ্দিন গেজদাওয়ানি (রঃ)।

খাজা বাহাউদ্দিন নক্শবন্দী (রঃ) বহু পীরের সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রধান দুইজন ছিলেন। খাজা মোহাম্মদ বাবা ছাম্মাছি ও আমির ছৈয়দ কালাল (রঃ)।

হজরত শেখ আহমদ ছারহান্দি (রঃ) তিনজন পীরের নিকট তরিকত শিক্ষা করিয়াছিলেন, শেখ আবদুল আহাদ, শেখ সেকেন্দার ও খাজা মোহাম্মাদ বাকিবিল্লাহ (রঃ)।

হজরত আলি ফারমদি (রঃ) বহু পীরের নিকট তরিকত শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এমাম আবুল কাছেম কোশায়রি ও খাজা আবুল কাশেম কোরগানি শ্রেষ্ঠ।

হজরত মারুফ কারখি (রঃ) বহু পীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ছিলেন, তন্মধ্যে হজরত এমাম আলি বেনে মুছা ও হজরত দাউদ তাই (রঃ) শ্রেষ্ঠ।

পীর দাউদ তাই (রঃ) তিনজন পীরের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, হজরত ফোজাএল, হজরত হবিব আজামি ও জন্নুন মিসরী এবং তাঁহারা প্রত্যেকে বহু পীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মুলকথা এই যে, সঙ্গত কারণে একাধিক পীর গ্রহণ করা সিদ্ধ হইবে, নচেৎ না।

বয়য়ত করার নিয়ত

কাওলোল জমিল, ২৯/৩০ পৃষ্ঠা;—

"শাহ আলিউল্লাহ মোহাদ্দেছ দেহলবি বলিয়াছেন, আমি আমার পিতার নিকট শ্রবণ করিয়াছি যে, তিনি স্বপ্নযোগে হজরত নবীয়ে করিম (ছাঃ) এর নিকট বয়য়ত করিয়াছিলেন, ইহাতে হজরত (ছাঃ) তাঁহার দুই হস্ত ধরিয়া বয়য়ত করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোককে মুরিদ করিবার সময় মোর্শেদ বস্ত্রের এক

পার্শ্ব ধরিবেন এবং উক্ত স্ত্রীলোকটি বস্ত্রের অন্য পার্শ্ব ধরিবে।

মাওলানা শাহ্ আবদুল আজিজ (রঃ) বলিয়াছেন, হজরত নবীয়ে করিম (ছাঃ) স্ত্রীলোকের নিকট মৌখিক বয়য়ত গ্রহণ করিতেন, হাদিছ সূত্রে তাহাদের নিকট মৌখিক বয়য়ত গ্রহণ করা জায়েজ হইবে।

ছহিহ বোখারি (মিসরী ছাপা) ৪র্থ খণ্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা;—

عن عائشة قالت كان النبى صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الاية لا يشركن بالله شيا قالت و مامست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراة

হজরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, হজরত নবী (ছাঃ) উক্ত (ছুরা মোমতাহেনার) আয়ত মৌখিক উচ্চারণ করতঃ স্ত্রী লোকের নিকট বয়য়ত (অঙ্গীকার) গ্রহণ করিতেন। তিনি বলিয়াছেন, হজরতের হস্ত কোন স্ত্রীলোকের হস্ত স্পর্শ করে নাই।"

ছহিহ কোখারি, তৃতীয় খণ্ড, ১২৪/১২৫ পৃষ্ঠা;—

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر اليه من المؤمنات بهذه الاية(الى) فمن اقر بهذه الشروط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما و لا و الله مست يده يد امراة قط فى المبايعة ما يبا يعهن الا بقوله قد بايعتك على ذلك

"নিশ্চয় (হজরত)রছুলে খোদা (ছাঃ) হেজরতকারিণী ঈমানদার স্ত্রীলোকদিগকে উক্ত আয়ত দ্বারা পরীক্ষাকরিতেন, অনন্তর যে ঈমানদার স্ত্রীলোক উক্ত শর্ত্তের সহিত অঙ্গীকার করিত, (হজরত) রছুলে খোদা (ছাঃ)

তাহাকে বলিতেন, নিশ্চয় আমি তোমার নিকট মৌখিক বয়য়ত গ্রহণ করিলাম। খোদাতায়ালার শপথ, বয়য়ত গ্রহণ কালে তাঁহার হস্ত কখনও কোন স্ত্রীলোকের হস্ত স্পশ করে নাই, তিনি কেবল এই কথা বলিয়া বয়য়ত গ্রহণ করিতেন যে নিশ্চয় আমি এই শর্ত্তের উপর তোমার নিকট বয়য়ত গ্রহণ করিলাম।"

ছহিহ মোছলেম, ২য় খণ্ড ১৩১ পৃষ্ঠাঃ

ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراة قط غير انه يبا يعهن بالكلام

"হজরত আএশা (রাঃ) বলিয়াছেন, খোদাতায়ালার শপথ, (হজরত) রছুলে খোদা (ছাঃ) এর হস্ত কোন স্ত্রীরলোকের হস্ত স্পর্শ করে নাই, কিন্তু নিশ্চয় তিনি তাঁহাদের নিকট মৌখিক অঙ্গীকার লইতেন।"

আরও উক্ত পৃষ্ঠা;—

عن عروة ان عايشة اخبر ته عن بيعت النساء قالت ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امراة قط الا ان ياخذ عليها

"(হজরত) ওরওয়া হইতে বর্ণিত হইয়াছে, **নিশ্চয়** (হজরত) আএশা (রাঃ) তাঁহাকে স্ত্রীলোকদের বয়য়ত সম্বন্ধে **সংবাদ প্রদান** করিয়াছেন যে, (হজরত) রছুলে খোদা (ছাঃ) আপন হস্তে কখনও কোন স্ত্রীলোককে স্পর্শ করেন নাই, কেবল তাঁহার নিকট অঙ্গীকার গ্রহণ করিতেন।"

ছহিহ নাছায়ি, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৩ পৃষ্ঠা;—

ওমায়ামা বলিলেন, খোদাতায়ালা ও তাঁহার রছুল আমাদের পক্ষে নিতান্ত দয়াশীল হে খোদার রছুল, আসুন আপনার নিকট বয়য়ত করিব, ইহাতে রছুলে খোদা (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় আমি স্ত্রীলোকদিগকে হস্ত স্পর্শ করি না, যেরূপ একটি স্ত্রীলোকের নিকট মৌখিক অঙ্গীকার লইয়া থাকি, সেইরূপ শত স্ত্রীলোকের নিকট (মৌখিক) অঙ্গীকার লইয়া থাকি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হজরত এমাম রব্বানি আহমদ ছারহান্দি (রঃ) বলিয়াছেন যে, মনুষ্যের দেহে দশটি লতিফা আছে, কলব, রুহ, ছের্র, খফি, আখফা, নফছ, আব (পানি), আতশ (অগ্নি), খাক, (মৃত্তিকা) বাদ (বায়ু)। প্রথম পাঁচটি আমলে আমরের (সূক্ষ্ম বা অদৃশ্য জগতের) লতিফা। শেষোক্ত পাঁচটি আমলে-খলকের (স্থূল বা দৃশ্য জগতে) লতিফা আলমে আমর উক্ত জগতকে বলা হয়, যাহা খোদাতায়ালার হুকুম মাত্রই সৃষ্টি প্রাপ্তি হইয়াছিল। আলমেখলক উক্ত জগতকে বলা হয়। যাহা খোদাতায়ালার হুকুমে ক্রমান্বয়ে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। আলমে আমর আরশের উপরিস্থিত অদৃশ্য জগৎ আলমে খলক আরশের নিম্নস্থিত দৃশ্য জগৎ।

কলব, রুহ, ছের্র, খফি আখফা এই পাঁচটি জ্যোতিষ্মান লতিফার মূল স্থান অদৃশ্য জগতে আছে, কিন্তু মানব দেহের নির্দিষ্ট পাঁচটি স্থানে উক্ত লতিফাগুলির সংশ্রব আছে, এই হেতু সাধারণতঃ উক্ত স্থানগুলিকে কলব, রুহ, ছের্র, খফি, ও আখফা বলা হয়। কলবের স্থান বাম স্তনের দুই অঙ্গুলি নিম্নে, রুহের স্থান ডাহিন স্তনের দুই অঙ্গুলি নিম্নে, ছের্রের স্থান বাম স্তনের দুই অঙ্গুলি উপরি ভাগে ঈষৎ বক্ষের দিকে, খফির স্থান ডাহিন স্তনের দুই অঙ্গুলি উপরি ভাগে ঈষৎ বক্ষের দিকে, আখফার স্থান বক্ষদেশের মধ্যস্থলে, নফছের স্থান ললাটে। অদৃশ্য জগতে নফছ ও কলবের মূল একই স্থানে, বায়ু ও রুহের মূল একই স্থানে, পানি ও ছের্রের মূল একই স্থানে, অগ্নি ও খফির মূল একই স্থানে , মৃত্তিকা ও আখফার মুল একই স্থানে নির্দিষ্ট আছে। প্রত্যেক লতিফার ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রং আছে, কলবের রং হরিদ্রা রুহের রং লোহিত, ছের্রের রং শ্বেত, খফির রং কাল, আখফার রং নীল এবং নফছ বিশুদ্ধ হওয়ার পরে বর্ণহীন বলিয়া বোধ হইয়া থাকে।

আলমে-আমরের প্রত্যেক লতিফা এক একজন পয়গম্বর (ছাঃ) কর্ত্তৃক ফএজ (আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃ) প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেই হেতু বলা হইয়া যাকে যে, কাল্‌ব হজরত আদম (আঃ) এর পদতলে, রুহ হজরত নূহ ও হজরত

এবরাহিম (আঃ) এই নবী দ্বয়ের পদতলে, ছের্‌রে হজরত মুছা (আঃ) এর পদতলে, খফি হজরত ঈছা (আঃ) এর পদতলে, ও আখফা হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর পদতলে আছে। তরিকত শিক্ষার্থীগণ যোগ্যতা অনুসারে এক একজন পয়গম্বর কর্ত্তৃক ফএজ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যিনি যে নবীর অছিলায় ফএজ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তিনি উক্ত নবীর পদমর্য্যদা অনুসারে যোগ্যতা ও সিদ্ধিলাভ করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। যিনি হজরত আদম (আঃ) এর অছিলায় বেলায়েত প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহাকে আদমিওল-মশরব, বলা হয়, এইরূপ কোন তরিকত পন্থীকে এবরাহিমিওল-মশরব, মুছীবি-ওল মশরব ঈছাবিওল-মশরব বা মোহাম্মদীওল-মশরব নামে অভিহিত করা হয়।

মোহাম্মদীওল-মশরব শ্রেণীভুক্ত ওলিউল্লাহগণ মাহবুব ও মোরাদ নামে অভিহিত হয়েন, ইহারা অতি সত্বর অল্পায়াসে ও অল্প তাওয়াজ্জোহ দ্বারা সমস্ত মকাম ও ছলুকের পথ অতিক্রম করিতে পারেন। অবশ্য পঞ্চ প্রকার শিক্ষার্থীগণ বহু সাধ্য সাধনায় মকাম ও ছলুকের পথগুলি অতিক্রম করিতে পারেন। যতক্ষণ প্রত্যেক লতিফা আরশের উপরিস্থিত মূলস্থানে উন্নীত না হয়, ততক্ষণ উক্ত লতিফা ফানা (আত্মবিস্মৃতি) লাভে সমর্থ হয় না যেরূপ শরীরস্থ প্রত্যেক মূল লতিফার আরশের উপরে আছে, সেইরূপ উক্ত মূল স্থানগুলির আর এক একটি মূল আছে। কলবের মূলের মূল تجلی افعال الهی তাজাল্লিয়ে আফয়ালেএলাহি, রুহের মূলের মূল صفات ثبو تیه ছেফাতে ছবুতিয়া; ছের্‌রের মূলের মূল شیو نات ذاتیه "শইওনাতে-জাতিয়া, খফির মূল صفات سلبیه ছেফাতে ছলবিয়া ও আখফার মূলের মূল شان جامع 'শানে জামে'। তরিকায় সত্ত্বর উন্নতি লাভ করিতে প্রয়াস পাইলে, তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে, প্রথম—যিনি যে লতিফার জেকরে বা যে মকামের মোরাকাবায় সংলিপ্ত থাকেন, তিনি সর্ব্বদা সেই লতিফা বা মকামের দিকে ধেয়ান রাখিবেন, দ্বিতীয়—পীরের উপস্থিতি তাঁহার সেবায় (খেদমতে) রত থাকিবেন এবং অনুপস্থিতিতে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও প্রেম হৃদয়ে পোষণ করিবেন; তৃতীয়—তাঁহার নিকঠ অধিক পরিমাণ তাওয়াজ্জোহ গ্রহণ

করিবেন। যাঁহারা উক্ত বিষয়গুলিতে ত্রুটী করিবেন, তাঁহাদের উন্নতি অল্পই হইবে এবং তরিকত পথ অতিক্রম করিতে তাঁহাদের বহু বিলম্ব ঘটিয়া থাকে, আর যে শিক্ষার্থীদের লতিফার যোগ্যতা অধিক, তাঁহারা অল্প তাওয়াজ্জোহ ও অল্পায়াসে সত্বর মকাম গুলি অতিক্রম করিতে পরেন। আর যাহাদের লতিফার যোগ্যতা কম, তাঁহারা বিস্তর সাধ্য সাধনায় ও বহু তাওয়াজ্জোহ গ্রহণে ক্রমান্বয়ে ঐ পথগুলি অতিক্রম করিতে পারেন। এই তরিকার যজবা অগ্রগণ্য ও প্রবল হইয়া থাকে। সাধকের লতিফাগুলি উপরের দিকে ধাবিত হইয়া আরশের উপরিস্থিত স্বস্ব মূল স্থানে উপস্থিত হওয়াকে যজ্‌বা নামে অভিহিত করা হয়। এই যজ্‌বার গুণে সামান্য তাওয়াজ্জোহ গ্রহণ করা সত্ত্বেও অল্পায়াসে অনেক আশ্চর্য্যজনক অবস্থা শিক্ষার্থীর লতিফাসমূহে প্রকাশিত হয় এবং অল্প সময়ে শিক্ষার্থী বহু উচ্চ মকামে উন্নীত হইতে পারে এবং বহু শত বৎসর ব্যাপী পরিশ্রমে যে পথ সমূহ অতিক্রম করা শ্রমসাধ্য হয়, যজ্‌বা দ্বারা তাহা এক নিমিষে অতিক্রম করা সহজসাধ্য হইয়া উঠে। হজরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দী (কাঃ) পনের দিবস ছেজদা যোগে খোদাতায়ালার নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, দয়াময় খোদাতায়ালা! তুমি আমাকে এরূপ তরিকতের পথ প্রদর্শন কর— যাহাতে অন্যান্য তরিকা অপেক্ষা অল্পতর সময়ে খোদাপ্রাপ্তি লাভ হইতে পারে, ইহাতে খোদাতায়ালা তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করতঃ তাঁহাকে এই নকশবন্দিয়া তরিকা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই তরিকা অন্যান্য তরিকা অপেক্ষা খোদাপ্রাপ্তিতে অতি নিকট ও সহজসাধ্য, অন্যান্য তরিকার চরম উন্নতিতে যে সমস্ত মকামে উন্নতি হওয়া যায়, ইহার প্রথমাবস্থায় তৎসমস্তে উন্নীত হইতে পারা যায়। তওবা (পাপ বিরতি), এনাবত (খোদার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন), জোহদ (বৈরাগ্য বা বাসনা ত্যাগ), করা (ধর্ম্মভীরু হওয়া, পরহেজগারী)। শোকর (কৃতজ্ঞতা), তাওয়াক্কোল (খোদাতায়ালার উপর নির্ভর করা), তছলিম (খোদাতাযালার আদেশ নিষেধকে বিনা আপত্তি গ্রহণ করা), রেজা (খোদাতায়ালার ইচ্ছাতে সন্তোষ লাভ করা), ছবর (ধৈর্য্যশীল হওয়া) এবং কানায়াত (অল্পে তুষ্টি), এই দশটি বিষয়কে দশ মকাম (মকামাতে-আশারা) বলে। এই দশ মকাম অতিক্রম না করিলে বেলাএতের পদপ্রাপ্তি

একান্ত অসম্ভব। উক্ত দসটি মকাম অতিক্রম করাই ছায়ের ও ছলুকের মূল উদ্দেশ্য। এই তরিকার যজ্‌বা অগ্রগণ্য হওয়ায় তরিকতপন্থী দশটি লতিফা বিশুদ্ধ করিতে পারিলে উহার সঙ্গে সঙ্গে মোটামুটি ভাবে দশটি মকামও অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়া থাকে, কিন্তু অন্যান্য তরিকার ছলুক সমাপনান্তে পৃথক পৃথক ভাবে উক্ত মকাম গুলি অতিক্রম করিতে হয়। কতক শিক্ষার্থী এক মকাম হইতে অন্য মকামে উন্নীত হওয়া কালে মকামগুলি ও অবস্থার পরিবর্ত্তন ভাব দর্শন করিতে সক্ষম হয়েন, এই শ্রেণীর মুরিদকে ছাহেবে-কাশফ বলা হয় এবং অধিকাংশ শিক্ষার্থী মকামগুলি দর্শন করিতে সক্ষম হইলেও অবস্থার পরিবর্ত্তন ভাব বুঝিতে পারেন, এই শ্রেণীর মুরিদকে ছাহেবে-বেজদান বলা হয়। বর্ত্তমান কালে বিশুদ্ধ হালাল খাদ্য দুর্লভ হওয়ায় অতি অল্প লোকেই ছাহেবে-কাশফ হইয়া থাকেন, কিন্তু উভয় শ্রেণী গন্তব্য পথে উপনীত হইয়া থাকেন, যেরূপ একটি লোক হজ্জ ব্রত পালনেচ্ছায় চৈতন্যাবস্থায় পথের প্রত্যেক স্থল পরিদর্শন করিতে করিতে আরফাত প্রান্তরে উপস্থিত হইল, আর একজন লোক হজ্জ করণেচ্ছায় বহির্গত হইয়া পীড়িত হইয়া পড়িল এবং এমতাবস্থায় সঙ্গীগণ কর্ত্তৃক আরফাত প্রান্তরে নীত হইল। যদি ও শেষোক্ত ব্যক্তি পথিমধ্যের প্রত্যেক স্থান পরিদর্শন করিতে পারিল না, অথচ তাহার হজ্জক্রিয়া সম্পাদিত হইল। এইরূপ ছাহেবে কাশফ শ্রেণীভুক্ত তরিকতপন্থীরা প্রত্যেক দায়েরার মকামগুলির পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে বাঞ্ছিত স্থলে উপস্থিত হয়েন, পক্ষান্তরে ছাহেবে-বেজদান শ্রেণীর তরিকত শিক্ষার্থীগণ প্রত্যেক মকাম পরিদর্শন করিতে অক্ষম হইলেও তরিকতের সীমানায় উপনীত হইতে পারেন। এই তরিকায় তরিকতপন্থীগণের পক্ষে অদৃশ্য বস্তু বা প্রত্যেক মকামের জ্যোতিঃ দর্শন করা আবশ্যকীয় বিষয় নহে। যাহারা বিশুদ্ধ হালাল খাদ্য ভক্ষণ করা সত্ত্বেও ছাহেবে-কাশফ শ্রেণীস্থ (কামেল) পীরের নিকট বহু তাওয়াজ্জোহ গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়েন অথবা নফি ও নফিয়োন নফি শোগল বিশেষভাবে সমাপন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ছাহেবে-কাশফ (পরিদর্শক) শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন।

নফি ও নফিয়োন-নফির বিবরণ নফি এছবাতের জেক্‌র স্থলে লিখিত

হইল। ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, হারাম খাদ্য ভক্ষণ করিলে লতিফা জাতে অহাদিয়ত হইতে ফয়েজ আকর্ষণে সক্ষম হয় না, উক্ত ফয়েজ কর্ত্তৃক বিকম্পিত হয় না এবং স্বীয় মূলের দিকে ধাবিত হইতে পারে না, মনুষ্যের রক্ত মাংসপিণ্ড যাহা লতিফা নামে অভিহিত হইয়া থাকে, উহা খোদাতায়ালার নামের জেক্‌রে বিকম্পিত হইতে থাকে, কিন্তু সেই মানুষ যে সময় কোন অবৈধ খাদ্য ভক্ষণ করে, তখন উক্ত অবৈধ খাদ্যের কিয়দংশ রক্ত মাংসে পরিণত হইয়া জেকরকারীর রক্তমাংসের সহিত মিলিত হইলে জেকরের প্রতিবদ্ধক হইয়া যায়।

জনাব মাওলানা শাহ ছুফী গোলাম ছালমানি মরহুম মগফুর ছাহেবের পরম ভক্ত শেখ খোদা বখ্‌শ ছাহেবের মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, "একজন বৃদ্ধ লোক কয়েক বৎসর যাবত হজরত কোতবোল আকতাব মাওলানা শাহ ছুফী ফতেহ আলি মরহুম মগফুর ছাহেবের নিকট জেকর শিক্ষা করিতে যাইত, এক দিবস সেই লোকটি সজল নেত্রে উক্ত হজরতকে বলিতে লাগিল, হজরত আমি এত দিবস চেষ্টা করিয়াও কোন ফল প্রাপ্ত হইলাম না, আমার লতিফা বিকম্পিত হইল না। তৎশ্রবণে হুজুর বলিলেন, তুমি হারাম খাদ্য ভক্ষণ করিয়া থাক, সেই হেতু তোমার এই দশা ঘটিয়াছে। তৎপরে হজরত ছুফি ছাহেব তাহাকে একটি বিছানার উপর বসিতে বলিয়া স্বয়ং তাওয়াজ্জোহ প্রদান করিতে লাগিলেন, ইহাতে সেই বিছানাটি বিকম্পিত হইতে লাগিল। হজরত ছুফী ছাহেব বলিতে লাগিলেন, যদি তোমার কলব হারাম ভক্ষণে গাঢ় কালিমায় আচ্ছন্ন না হইত, তবে বিছানার ন্যায় বিকম্পিত হইত।"

পাঠক, কখনও লতিফার জেকর অতি প্রবল হইয়া উঠে বা মোরাকাবায় প্রবল বেগে জ্যোতিঃ পতন হইতে থাকে, ইহাকে বাছত বলে। কখন জেকর কমিয়া যায় বা বন্ধ হইয়া যায় অথবা মোরাকাবা কালে কালিমার আবরণ প্রকাশিত হয়, ইহাকে কবজ বলে। এইরূপ কবজ কোন গেনাহ বা দূষিত খাদ্যের জন্য হইয়া থাকে। হজরত নবী করিম(ছাঃ) বলিয়াছেন, যে সময় কোন ঈমানদার ব্যক্তি গেনাহ কার্য্য করে, তখন একটি কাল তিলক তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত হয়, তৎপরে যদি সে ব্যক্তি তওবা এস্তেগফার করে, তবে

তাহার হৃদয় পরিমাৰ্জ্জিত হয়। যদি সে ব্যক্তি আরও অধিক গোনাহ করে, তবে উক্ত তিলক বিস্তৃতি লাভ করে, এমন কি তাহার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। কোরআন শরিফে বর্ণিত আছে যে, "তাহাদের হৃদয়ে তাহাদের কৃতকার্য্যের জন্য মরিচা ধরিয়াছে।" এই আয়ত ও উক্ত হাদিছের একই মৰ্ম্ম। মেশকাত, তওবার অধ্যায়।

মূল কথা এই যে, উক্ত প্রকার কবজ আপন কৃত গোনাহ কার্য্যের জন্য হইয়াছে ধারণায় জেকর ও মোরাকাবার পূৰ্ব্বে বিনীত ভাবে করুণ ক্রন্দনে খোদাতায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে এবং জেকর করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে তিনবার, পাঁচবার এই রূপ প্রার্থনা করিবে।

يَا رَبِّ اَنْتَ مَقْصُوْدِىْ تَرَكْتُ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةَ لَكَ اَتِمَّ عَلَىَّ نِعْمَتَكَ وَارْزُقْنِىْ وَ صُوْلَكَ التَّامَّ ☆

মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ মোহাদ্দেছ দেহলবি ছাহেব বলেন, আমি আমার পিতা মরহুমের মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, উক্ত প্রকার মোনাজাত করা জেকরের প্রধান শৰ্ত্ত এবং তিনি বলিয়াছেন যে, ইহার গুণে আমি অপূৰ্ব্ব ফল প্রাপ্ত হইয়াছি।

হজরত মাওলানা শাহ মোহাম্মদ মা'ছুম (কোঃ) বলিয়াছেন যে, জেকর কালে মনের দুশ্চিন্তা দূর করণার্থে বিনীত ভাবে এইরূপ প্রার্থনা করিবে।

الٰہی مقصود میرا تو ہی اور رضا تیرا مطلوب ہے تو اپنی محبت و معرفت ہمکو عطا کر

হে খোদাতায়ালা, তুমি আমার বাঞ্ছনীয়, তোমার সন্তোষ লাভ আমার বাঞ্ছনীয়, তুমি আপন মহব্বত ও মা'রেফাত আমাকে প্রদান কর।"

এই রূপ প্রার্থনা করাকে بازگشت 'বাজগাস্ত' বলা হয়। খোদাতায়ালার অনুগ্রহে পুনরায় লতিফা জারি হইবে বা জ্যোতিঃ প্রবাহ পরিলক্ষিত হইবে। আর যদি হৃদয় গাঢ়তম কালিমায় আচ্ছন্ন হওয়ায় কবজ দূরীভূত না হয়, তবে পীরের নিকট পুনঃ তাওয়াজ্জোহ গ্রহণে ফয়েজ প্রবল হইবে।

নকশবন্দীয়া মোজাদ্দেদিয়া তরিকার নিয়মাবলী —

(১) প্রথমে শিক্ষার্থী এশার নামাজের পরে নিয়ত করিয়া চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত করতঃ প্রথম লতিফা কলবের দিকে লক্ষ্য পূর্ব্বক ৫০০ বার দরুদ পাঠ করিবে।

দরুদ পড়ার অগ্রে নিম্নোক্ত প্রকার নিয়েত করিবে —

"আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব হজরত পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছিলায়ে জনাব হজরত নবিয়ে করিম ছাল্লাল্লাহো আলায়হে অছাল্লামের কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, তাঁহার কলব হইতে তাওওয়াজ্জোহ ও জিয়ারতের ফয়েজ আমার কলবে আসুক।

এশার দরুদটি এই —

আল্লাহোম্মা ছাল্লে আলা ছাইয়েদেনা মোহাম্মাদেঁও অছিলাতি এলায়কা অ আলিহি অছাল্লেম।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسِيْلَتِىْ اِلَيْكَ وَ اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

(২) ফজরের নামাজের পরে নিয়েত করিয়া চক্ষুদ্বয় বন্ধ পূর্ব্বক কলবের দিকে ধেয়ান করতঃ প্রথমে ১০০ বার দরুদ, মধ্যে ৫০০ বার 'লা হাওলা অলাকুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।"

لا حول و لا قوة الا بالله

অবশেষে ১০০ বার দরুদ পড়িবে।

ফজরের দরুদ পড়ার অগ্রে নিম্নোক্ত প্রকার নিয়ত করিবে —

"আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ, হই, আমার কলব জনাব হজরত পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছিলায় হজরত এমাম রাব্বানি আহমদ ছারহান্দি রহমতুল্লাহে আলায়হের কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, তাঁহার কলব হইতে তাওয়াজ্জোহ ও জিয়ারতের ফয়েজ আমার কলবে আসুক।

ফজরের দরুদটি এই —

আল্লাহোম্মা ছাল্লে আলা ছাইয়েদেনা মোহাম্মাদেন ছাইয়েদেল মোরছালিন ও-আলা মোহয়ে ছোন্নাতেহি মোজাদ্দেদে আলফে ছানি রহমতুল্লাহে আলায়হে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ عَلٰى مُحْيِ سُنَّتِهٖ مُجَدِّدِ اَلْفِ ثَانِىْ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ

(৩) পীরের নিকট তাওয়াজ্জোহ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রত্যহ ফজর ও মগরেবে কল্‌ব লতিফার জেক্‌র করিতে থাকিবে। জেক্‌র করার পূর্ব্বে নকশবন্দীয়া মোজাদ্দেদিয়া তরিকার পীরগণের পাক রুহে ছওয়াব রেছানি করিয়া লইবে।

ছওয়াব রেছানির নিয়ম এই ;—

"কয়েকবার এস্তেগফার, তিনবার ছুরা ফাতেহা, ১০ বার ছুরা এখলাছ এবং ১১ বার উল্লিখিত এশার সময়ের দরুদ পাঠ করিয়া বলিবে, ইয়া আল্লাহ! আমি যাহা কিছু পড়িলাম, ইহার ছওয়াব নক্‌শবন্দীয়া মোজদ্দেদিয়া তরিকার পীর সকলের পাক রুহ সমূহে পৌছাইয়া দাও।"

তৎপরে এইরূপ নিয়ত করিবে —

"আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব জনাব পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছিলায় আল্লাহতায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, আল্লাহ আল্লাহ জেকরের ফএজ আমার কলবে আসুক, আমার কলব আল্লাহ আল্লাহ বলুক।"

উর্দ্দু নিয়েত —

میں اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میرا قلب حضرت پیر صاحب قبلہ کے قلب کی وسیلہ سے اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ اللہ ذکر کا فیض میرا قلب میں اوے اور میرا قلب اللہ اللہ بولے

উক্ত প্রকার নিয়ত করিয়া চক্ষুদ্বয় বন্ধ করতঃ কলবের দিকে গাঢ়ভাবে ধেয়ান পূর্ব্বক নামাজের ন্যায় বসিয়া থাকিবে এবং এইরূপ ধারণা করিবে যে, জাতে-আহাদিয়েত হইতে আমার কলবে আল্লাহ্ নামের জেকরের ফএজ আসিতেছে, ইহাতে ক্রমান্বয়ে কলব উক্ত এছমে জাতের ফয়েজে উন্মত হইয়া ঘড়ির কাঁটার ন্যায় বিকম্পিত হইতে থাকিবে। উক্ত ধেয়ান করা ব্যতীত কোন বিষয়ের চিন্তায় মনোনিবেশ করিবে না।

অন্য চিন্তা করিলে জেকরের ফল প্রকাশিত হইবে না। ফরজ ও মগরেব এই দুই সময় এক ঘন্টা বা অর্দ্ধ ঘন্টা, অভাব পক্ষে যতটুকু সময় হয়, নিত্য নিয়মিতরূপে এইরূপে লতিফার জেক্র করিতে থাকিবে। কঠিন পীড়া বা নিতান্ত আপত্তিজনক কারণ ব্যতীত উহা ত্যাগ করিতে নাই, বিনা কারণে জেকর ত্যাগ করিলে, তরিকতের উন্নতি লাভ করা যায় না। উপরোক্ত দুই সময় ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত সময় উক্ত লতিফার দিকে ধেয়ান রাখিতে হয়। উপবেশন, উত্থাপন ও শয়নে এইরূপ ধেয়ান রাখাকে ওকুফে-কলবী বলা হয়। ইহাতে আশাতীত উন্নতি লাভ হয়। খোদাতায়ালা কোরআন শরিফে সার্থক (ওলি) সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে বলিয়াছেন ;—

☆ الذين يذكرون الله قياما و قعودا و على جنوبهم ☆

"তাহারা দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট এবং শায়িত অবস্থায় খোদাতায়ালার জেকর করে।"

আরও বলিয়াছেন ;—

☆ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّ لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِاللّٰهِ ☆

"এরূপ কতকগুলি পুরুষ আছে — যাহাদিগকে না ব্যবসায়, না ক্রয় বিক্রয়ে খোদাতায়ালার জেকর হইতে বিরত করিতে পারে।"

হজরত মোজাদ্দেদ ছাহেব বলিয়াছেন, মনুষ্য আপন প্রভুর জেকর দ্বারা সৌভাগ্যবান ও মুক্তির অধিকারী হইতে পারে। যথাসম্ভব সমস্ত সময়ে খোদাতায়ালার জেক্রে মন নিবিষ্ট রাখিবে। এক নিমিষও খোদাতালার

জেক্‌রে ভুলিবে না। এই নক্‌শবন্দীয়া তরিকায় প্রথম শিক্ষার্থীরা সর্ব্বক্ষণ খোদাতায়ালার জেক্‌র করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে কাজেই শিক্ষার্থীর পক্ষে এই তরিকাই উপযুক্ত, বরং অতীব আবশ্যক।

হজরত আবদুল খালেক গেজদাওয়ানি (রঃ) বলিয়াছেন, "সর্ব্বক্ষণ খোদাতায়ালার জেক্‌র করার তুল্য তরিকতে অন্য কোন উচ্চ পদ নাই।"

মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ দেহলবি (রঃ) বলিয়াছেন, মনুষ্যকে আপন নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের প্রতি এরূপ ভাবে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য যে, সে খোদাতায়ালার জেক্‌র ব্যতীত একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে কি না? এইরূপ করিতে করিতে সর্ব্বক্ষণ খোদাতায়ালার জেক্‌র করা সহজসাধ্য হইয়া পড়ে। ইহাকে হোশ-দার দম বলা হয়, মধ্যম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা কিছু কিছুক্ষণ পরে আপনার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতে থাকিবে যে, কোন সময় খোদাতায়ালার জেকর হইতে উদাসীন হইয়াছিল কিনা? যদি কোন মুহূর্ত মোহভাবে অতিবাহিত হইয়া থাকে, তবে তজ্জন্য পরিতাপ ও ক্ষমা প্রার্থনা করিবে এবং ভবিষ্যতে মোহভাবে কালক্ষেপ না করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইবে। ইহাকে ওকুফে-জামানি বলা হয়।

তরিকতপন্থীর পক্ষে একান্ত আবশ্যক যে কোন স্থানে গমন কালে আপন পদদ্বয় ব্যতীত অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না এবং উপবেশন কালে আপন সম্মুখে ভিন্ন ভিন্ন দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে না, কেননা বিবিধ প্রকার চিত্র ও আশ্চর্য্যজনক রংএর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, মোহভাবের সৃষ্টি হয় এবং জেক্‌র, মোরাকাবা রহিত হইয়া যায়। এইরূপ লোকের কণ্ঠস্বর ও কথোপকথনের দিকে ধেয়ান করিলে, মোহভাব প্রকাশিত হয়। উপরোক্ত প্রকার দৃষ্টি রোধ করাকে 'নজরবর কদম' বলা হয়।

তরিকতপন্থী ব্যক্তি সমস্ত সময়, এমন কি পাঠ করিবার কথোপকথনের, পানাহারের, গমনাগমনের সময় ও স্বীয় অন্তরকে খোদাতায়ালার ধেয়ানে সংলিপ্ত রাখিবে, যেন উপরোক্ত ধেয়ান অবিচ্ছিন্ন স্বভাবে পরিণত হয়। ইহাকে 'খেলওয়াত-দর-আঞ্জমান' নামে অভিহিত করা হয়।

পীর যে জেক্‌র তাহাকে শিক্ষাপ্রদান করিয়াছেন, সর্ব্বক্ষণে বারাংবার তাহাই করিতে থাকিবে, ইহাতে ক্রমান্বয় অবিরত জেকর সহজসাধ্য হইয়া

পড়িবে, ইহাকে 'ইয়াদ কৰ্দ্দ' বলা হয়।

যদি কোন মুরিদের কলব জারি না হয় বা কোন মুরিদ জেকরের ফএজ অনুভব করিতে না পারে, তবে ইহাতে হতাশ হইবে না এবং আপনাকে অযোগ্য বোধে কলবের দিকে ধেয়ান করা ত্যাগ করিবে না।

হজরত মোজাদ্দেদ ছাহেব বলিয়াছেন, এই নকশবন্দীয়া তরিকায় প্রথম আলমে আমরের ছায়ের (পথ অতিক্রম) করিতে হয়, ইহাতে আনুসঙ্গিকভাবে আলমে-খাল্‌কের ছায়ের সমাপন হইয়া যায়। অন্যান্য তরিকায় প্রথমে আলমে-আমরের ছায়ের আরম্ভ করিতে হয়। উহা সমাপনান্তে পৃথকভাবে আলমে আমরের ছায়ের করিতে হয়; তৎপরে যজবা (লতিফার আত্মিক উন্নতি) লাভ হইয়া থাকে। এই নক্‌শবন্দীয়া তরিকায় কোন শিক্ষার্থী প্রথমে আলমে আমরের ছায়ের আরম্ভ করিয়া হঠাৎ কোন আছর বা যজবার মধুরতা অনুভব করিতে পারে না। ইহার কারণ এই যে, এই শ্রেণীর শিক্ষার্থীর মধ্যে আলমে খালকের হিসাবে আলমে-আমরের ভাব দুর্ব্বল ভাবে বিরাজিত আছে; পীর তরিকতের তাওয়াজ্জোহ গুণে অথবা নফছশুদ্ধি ও কঠোর পরিশ্রমের ফলে ক্রমান্বয়ে তাহার আলমে-আমর, আলমে খালক অপেক্ষা অধিকতর সবল হইলে, জেকরের আছর বা যজবার মধুরতা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে, কতক উপযুক্ত মুরিদ লতিফার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও এইরূপ বিপন্ন হইয়া থাকে, ইহাতে যেন কেহ আপনাকে অনুপযুক্ত ধারণায় তরিকত কার্য্যে শৈথিল্য প্রকাশ না করে।

পাঠক, কলবে জেকর জারি করিবার জন্য অথবা অবিরত জেকরে নিমগ্ন থাকিবার জন্য বা মনের দুশ্চিন্তা দূরীকরণের জন্য অনবরত আল্লাহ এই নামটি বৃদ্ধ অঙ্গুলী দ্বারা অবশিষ্ট কয়েকটি অঙ্গুলীতে লিখিতে থাকিবে, কিম্বা উক্ত নামটি বড় অক্ষরে লিখিয়া বহু সময় উহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকিবে যেন উহা তাহার স্মৃতিপটে রক্ষিত থাকে এবং যে দিকে দৃষ্টিপাত করে সেই দিকে যেন উহা অঙ্কিত বলিয়া বোধ হয়, অথবা যেন সর্ব্বক্ষণে আল্লাহ নামটি তাহার কলবে বা অন্য লতিফায় কিম্বা সমস্ত দেহে অঙ্কিত আছে বলিয়া অনুমিত হয়। খোদাতায়ালার অনুগ্রহে ইহাতে তাহার বাঞ্ছা অতি সত্ত্বর পূর্ণ

হইবে।

পাঠক, মনে রাখিবেন, এই তরিকায় ফজর ও এশার দরুদ চিরজীবন পাঠ করিতে হয়, কঠিন আপত্তি ব্যতীত উহা ত্যাগ করিবে না। দৈনন্দিন কার্য্যকলাপে কলবের উপর যে মলিনতা ঘনীভূত হইয়া থাকে, উক্ত দরুদ পাঠে তাহা দূরীভূত হইয়া যায়। আরও জেকরের দ্বারা শরীরে যে গরমির উৎপত্তি হয়, উক্ত দরুদ পাঠে তাহা দূরীভূত হইয়া থাকে।

এই তরিকায় মৌখিক জেকর বা উচ্চৈঃস্বরে জেকর করার নিয়ম নাই, ইহাতে সাধারণতঃ রিয়াকারীর দোষ ঘটিয়া থাকে, এবং হিতে বিপরীত হইয়া থাকে, তফছির নায়ছাপুরিতে বর্ণিত আছে, খোদাতায়ালার জেকর মনে মনে করার হুকুম এই জন্য করা হইয়াছে যে, উহাতে শুদ্ধ সঙ্কল্প (খাঁটি নিয়ত) সাধিত হইয়া থাকে এবং রিয়াকারী হইবার সম্ভাবনা থাকে না। হাদিছ শরিফে বর্ণিত আছে, উচ্চশব্দে জেকর করা অপেক্ষা বিনা শব্দে জেকর করা সত্তর গুণ অধিকতর ফলপ্রদ। এই তরিকার পীরগণ উচ্চ শব্দে জেকর করা দূরের কথা, এই রূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিতে নিষেধ করিয়াছেন, যাহা দরবেশদিগের বিশিষ্ট পরিচ্ছদ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে, কেননা ইহাতে রিয়াকারী হইতে পারে। এই হেতু তাহারা বলিয়াছেন, তরিকতপন্থীকে আলেমদিগের পরিচ্ছদ পরিধান করা এবং অন্তরকে খোদাতায়ালার ধেয়ানে নিমগ্ন রাখা শ্রেয়ঃ ইহাতে রিয়াকারীর সম্ভাবনা কম হইয়া থাকে।

যদি কলবের বা কোন লতিফার জেকর বা কোন মকামের মোরাকাবা কালে অতিরিক্ত ফয়েজ পতিত হইতে থাকে, তবে যথাসাধ্য ধৈর্য্যশীল ও স্থির থাকিতে চেষ্টা করিবে। অনেকে শরীরের কম্পন ভাব লোককে দেখাইতে আনন্দ অনুভব করে এবং ইহাকে নিজের বোজর্গী ধারণা করিয়া থাকে, কিন্তু ইহাও রিয়াকারীর গোনাহ সৃষ্টি করে। প্রকৃত পক্ষে যাহাদের অন্তরেন্দ্রিয়ের মুখ অতি সঙ্কীর্ণ, তাহাদের অন্তরেন্দ্রিয় উক্ত জ্যোতিঃ আকর্ষণে অক্ষম হইয়া থাকে, কাজেই তাহাদের শরীরে কম্পন ভাব উপস্থিত হইতে পারে। ইহা তাহাদের বোজর্গীর প্রমাণ নহে এবং তাহাদের লতিফার অযোগ্যতার পরিচয় মাত্র। কোরআন ও হাদিছে কৌতুক ক্রীড়া নিষিদ্ধ হইয়াছে, ইহাও ক্রীড়াজনক

কার্য্য, কাজেই ইহাও নিষিদ্ধ হইবে।

পাঠক, এইরূপ ক্ষেত্রে তরিকতপন্থীগণকে অন্তর প্রসারিত হওয়ার জন্য অথবা ফয়েজে কম হওয়ার জন্য কুওয়াত, অছয়াতে কুলুব বা তছকিনের ফয়েজে বসিতে হইবে, ইহাতে চাঞ্চল্য ভাব বিদূরিত হইবে।

কুওয়াতের ফয়েজের নিয়ত:—

"আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব জনাব পীর ছাহেবের অছিলায় আল্লাহতায়ালার কুওয়াতের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়; কুওয়াতের ফয়েজ আমার কলবে আসুক আমার কলব প্রসারিত হউক।" মধ্যে মধ্যে 'লা হওলা অলাকুওতা ইল্লা বিল্লাহ' পড়িতে হইবে।

উর্দ্দু নিয়ত:—

میں نے اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میرا قلب جناب پیر صاحب قبلہ کے قلب کی وسیلہ سے اللہ تعالی کے طرف متوجہ ہوتا ہے قوت کا فیض میرے قلب میں اتا ہے اور میرا قلب کشادہ ہوجاے

অছয়াতে কুলুবের ফয়েজের নিয়ত:—

"আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব জনাব পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছিলায় আল্লাহতায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, অছয়াতে কুলুবের ফয়েজ আমার কলবে আসুক।"

উর্দ্দু নিয়ত:—

میں اپنے قلب کی طرف متوجو ہوتا ہوں اور میرا قلب جناب پیر صاحب قبلہ کے قلب کی وسیلہ سے اللہ تعالی کے طرف متوجہ ہوتا ہے وسعت قلب کا فیض میرے قلب میں آتا ہے

তছকিনের ফয়েজের নিয়ত:—

"আমি আমার কলবের দিকে, মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব জনাব

পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছিলায় আল্লাহতায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, তছকিনের ফয়েজ আমার কলবে অসুক।"

میں اپنے قلب کے طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میرا قلب جناب پیر صاحب قبلہ کے قلب کی وسیلہ سے اللہ تعالی طرف کے متوجہ ہوتا ہے تسکین کا فیض میرے قلب میں آتا ہے

ভ্রাতা পাঠক, প্রথম লতিফা কলবের জেকর সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে, এমন কি ধেয়ান করা মাত্র উহার জেকর অনুভব হইতে থাকিলে, দ্বিতীয় লতিফা রুহে পীরের তাওয়াজ্জোহ গ্রহণ করিতে হইবে এবং ফজর মগরেবে কিছুক্ষণ কলবের জেকর এবং নিম্নোক্ত প্রকার নিয়ত করতঃ অর্দ্ধ ঘন্টা রুহের দিকে ধেয়ান করিতে থাকিবে।

রুহের জেকরের নিয়ত:—

"আমি আমার রুহের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার রুহ জনাব পীর ছাহেবের রুহের অছিলায় আল্লাহতায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, আল্লাহ আল্লাহ জেকরের ফয়েজ আমার রুহে আসুক, আমার রুহ আল্লাহ আল্লাহ বলুক।"

যে সময় রুহ লতিফা পূর্ব্ববৎ বিকম্পিত হইতে থাকিবে, সেই সময় তৃতীয় লতিফা ছের্রের তাওয়াজ্জোহ গ্রহণ করিবে এবং ফজর ও মগরেব প্রথম দুই লতিফার জেকর কিছুক্ষণ, অবশেষে অর্দ্ধঘণ্টা ছের্র লতিফার দিকে ধেয়ান করিবে, লতিফায় ছের্র জারি হইলে চতুর্থ লতিফা খফিতে তাওয়াজ্জোহ গ্রহণ করিয়া প্রথমোক্ত তিন লতিফার জেকর এক সঙ্গে, অবশেষে অর্দ্ধ ঘণ্টা খফিতে ধেয়ান করিবে। খফি জারি হইলে, পঞ্চম লতিফা আখফাতে তাওয়াজ্জোহ গ্রহণ করিয়া প্রথমোক্ত চারি লতিফার জেকর একসঙ্গে এবং অর্দ্ধ ঘণ্টা আখফাতে ধেয়ান করিতে থাকিবে। আখফা জারি হইলে, ষষ্ঠ লতিফা নফছের তাওয়াজ্জোহ গ্রহণ করিয়া প্রথমোক্ত পঞ্চম লতিফার জেকর এক সঙ্গে এবং নফছের জেকর পৃথক পৃথক ভাবে করিবে। নফছে কয়েকবার

তাওয়াজ্জোহ গ্রহণ করিয়া উহা সুচারুরূপে জারি করিয়া লইবে। নফছ উত্তমরূপে জারি না হইলে, সমস্ত শরীরের জেকর উত্তমরূপে বুঝিতে পারিবে না। নফছ জারি হইলে ছয় লথিফার জেকর এক সঙ্গে করিবে।

পাঠক, কলব বা রুহ, লতিফার জেকরের যেরূপ নিয়ম লিখিত হইয়াছে, ছের্র, খফি আখফা কিম্বা নফছের জেকরের নিয়ত সেইরূপ করিতে হইবে, কেবল কলব বা রুহ স্থলে ছের্র, খফি আখফা বা নফছ শব্দ উল্লেখ করিবে। একাধিক লতিফার জেকরের নিয়ত কালে উক্ত স্থলে উক্ত কয়েক লতিফার নাম লইবে। ছয় লতিফার জেকর এক সঙ্গে করার অভ্যাস হইলে, বাদ (বায়ু) লতিফার জেকর করিবে।

তৎপরে পরপর আতেশ (অগ্নি) আব (পানি) ও খাক (মৃত্তিকা), এই লতিফাত্রয়ের জেকর করিতে হইবে. কিম্বা উক্ত চারিটি বিষয়ের জেকর এক সঙ্গে করিবে। উক্ত চারিটি বিষয়কে আরবায়া আনাছের বা লতিফায় কলেব নামে অভিহিত করা হয় ।

ছয় লতিফার জেকরের নিয়ত—

"আমি আমার ছয় লতিফার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার ছয় লতিফা জনাব হজরত পীর ছাহেব কেবলার ছয় লতিফার অছিলায় আল্লাহতায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, অল্লাহ আল্লাহ জেকরের ফয়েজ আমার ছয় লতিফায় আসুক, আমার ছয় লতিফা এক সঙ্গে জোরে আল্লাহ আল্লাহ্ বলুক।"

আরবায়া আনাছেরের জেকরের নিয়ত —

"আমি আমার লতিফায় বাদের (বায়ূর) কিম্বা লথিফায় আবের (পানির) কিম্বা আতেশের (অগ্নির) কিম্বা খাকের (মৃত্তিকার) দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার লতিফায় বাদ কিম্বা আব কিম্বা আতেশ কিম্বা খাক জনাব হজরত পীর ছাহেব কেবলার লতিফায় বাদের কিম্বা আবের কিম্বা আতেশের কিম্বা খাকের অছিলায় আল্লাহাতয়ালার দিকে মোতাওয়াজেহ হয়, আল্লাহ আল্লাহ

জেকরের ফয়েজ আমার লথিফায় বাদে কিম্বা আবে কিম্বা আতেশে কিম্বা খাকে আসুক, আমার লতিফায় বাদ কিম্বা আব কিম্বা আতেশ কিম্বা খাক আল্লাহ আল্লাহ বলুক।"

যদি উক্ত চারি বিষয়ের জেকর এক সঙ্গে করিতে চাহে, তবে এইরূপ নিয়ত করিবে—

আমি আমার লতিফায় কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার লতিফা কলব জনাব পীর ছাহেব কেবলার লতিফায় কলবের অছিলায় আল্লাহতায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়। আল্লাহ আল্লাহ জেকেরের ফয়েজ আমার লতিফায় কলবে আসুক, আমার লতিফায় কলব আল্লাহ আল্লাহ বলুক।"

میں اپنے لطیفہ قالب کے طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میرا لطیفہ قالب جناب پیر صاحب کی لطیفہ قالب کی وسیلہ سے اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ اللہ ذکر کا فیض میرا لطیفہ قالب میں آتا ہے اور میرا لطیفہ قالب اللہ اللہ کھتا ہے

পাঠক, যে সময় লতিফায় বাদের জেকর করিবে, তখন ধারণা করিবে যে, আমার শরীরের অভ্যন্তরে যে বায়ু আছে, অথবা শরীরের বাহিরে আকাশ অবধি যে বায়ুস্তর রহিয়াছে, সমস্তই আল্লাহ আল্লাহ জেকর করিতেছে।

লতিফায় আবের জেকর কালে ধারণা করিবে যে, আমার শরীরস্থ পানি এবং জগতের পানিরাশি সমস্তই আল্লাহ আল্লাহ রব করিতেছে। লতিফায় আতেশের জেকর কালে ধেয়ান করিবে যে, শরীরস্থ অগ্নি ও পার্থিব যাবতীয় অগ্নি আল্লাহ আল্লাহ নামে উন্মত্ত রহিয়াছে। লতিফায় খাকের জেকর কালে ধারণা করিবে যে, শরীরস্থ মৃত্তিকা ও জগতের যাবতীয় মৃত্তিকা আল্লাহ আল্লাহ নামের জেকর করিতেছে।

ছোলতানোল আজকার

যখনই দশ লতিফার দিকে ধেয়ান করিবে, তখনই আল্লাহ নামের জেকর অনুভুতি হইলে, এক সঙ্গে সমস্ত শরীরের জেকর করিতে আরম্ভ করিবে।

এই সমস্ত শরীরের জেকরকে ছোলতা নোল আজকার নামে অভিহিত করা হয়।

মনুষ্যের দেহে যে বহু সংখ্যক পরমাণু আছে, উহার প্রত্যেকটির এক একটি সূক্ষ্ম রসনা (জবান) আছে, প্রত্যেকটিতে এক এক লতিফা ধরিতে হইবে। মোজাদ্দেদিয়া তরিকায় শরীরস্থ ৭০ সহস্র লোমকূপকে ৭০ সহস্র লতিফা বলা হয়। শরীরের প্রতেক পরমাণু বা লোম কূপ খোদাতায়ালার জেকর করিয়া থাকে।

খোদাতায়ালা বলিয়াছেন—

وان من شى الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ☆

"এবং এমন কোন বস্তু নাই, যে তাঁহার (খোদাতালায়ার) প্রশংসাসহ তছবিহ পাঠ করেনা। কিন্তু তোমরা উহাদের তছবিহ বুঝিতে পার না।"

ছোলতানোল আজকার শিক্ষা করিলে শরীরের প্রত্যেক অণু পরমাণুর জেকর অনুভব করিতে সক্ষম হইবে। এই জেকর কালে আপাদমস্তক, শরীরের প্রত্যেক পরমাণু ও লোমকূপের দিকে ধেয়ান করিতে থাকিবে। কখন সমস্ত শরীরে ঈষৎ কম্পন বোধ হইবে; কখন সমস্ত শরীরে পিপীলিকার গতি বোধ হইবে, কখন শরীরে লোম শিহরিয়া উঠিবে, কখন শরীরের চর্ম্ম বা অন্তর কোমল হইবে; কখনও বা সমস্ত শরীর তুষার (বরফ) অপেক্ষা অধিকতর শীতল বোধ হইবে; কখন সমস্ত শরীর ও অন্তর বিশুদ্ধ ও বিমল বোধ হইয়া থাকে ও কখন সর্ব্বাঙ্গ আলোকময় হইতে থাকে। কেহ কেহ পীরের কারামতে সমস্ত শরীর, তরু, লতা, গৃহ, দ্বার, প্রস্তর, মৃত্তিকা ইত্যাদি জগতের যাবতীয় বস্তু হইতে খোদাতায়ালার জেকর শ্রবণ করিতে থাকে। কলবের জেকর হইতে ছোলতানোল আজকার পর্য্যন্ত সমস্ত জেকরকে এছমে জাতির জেকর বলা হয়।

ছোলতানোল আজকারের নিয়ত —

আমি আমার সমস্ত শরীরের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার সমস্ত শরীর জনাব হজরত পীর ছাহেবের সমস্ত শরীরের অছিলায় আল্লাহতায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয় আল্লাহ আল্লাহ জেকরের ফএজ আমার সমস্ত শরীরে আসুক, আমার সমস্ত শরীর স্পষ্টভাবে আল্লাহ আল্লাহ বলুক।

নফি ও এছবাতের জেকর —

میں اپنا سارا بدن کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میرا سارا بدن جناب حضرت پیر
صاحب کی سارے بدن کی وسیلہ سے اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ اللہ ذکر
کا فیض میرا سارا بدن میں آتا ہے اور میرا سابدن صاف اللہ اللہ کھتا ہے

ছোলতানোল আজকার সমাপনান্তে তাওয়াজ্জোহ গ্রহণ পূর্ব্বক লা-এলাহা ইল্লাল্লাহ কলেমার জেকর আরম্ভ করিবে। ইহাকে নফি ও এছাবাতের জেকর বলা যায়। ইহার নিয়ম এই যে, 'লা' শব্দকে খেয়ালের দ্বারা নাভি হইতে বাহির করিয়া আখ্‌ফা (বক্ষে মধ্যদেশ) পর্য্যন্ত পৌছাঁইবে,আখফা হইতে নফছের (ললাটের) উপর দিয়া মস্তিষ্ক মূল পর্য্যন্ত লইয়া যাইবে, তৎপরে 'এলা-হা' শব্দকে মস্তিষ্ক মূল হইতে খফির উপর দিয়া রুহ পর্য্যন্ত পৌছাইবে অবশেষে 'ইল্লা' শব্দকে রুহ হইতে কলবের, উপর এরূপ ভাবে আঘাত করিবে যেন উহার তেজ ছের্ লতিফা পর্য্যন্ত পৌছিয়া যায়। মূল কথা এই যে, খেয়ালের সহিত ছয় লতিফায় উক্ত কলেমাটির জেকর করিবে, যেন ইহাতে মস্তক ইত্যাদি শরীরের কোন অংশ বিকম্পিত না হয়। নামাজের অবস্থায় উপবেশন পূর্ব্বক চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত করতঃ জিহ্বাকে তালুর সহিত সংলগ্ন করিবে এবং নিঃশ্বাসকে নাভিস্থলে বন্ধ করিয়া এই রূপ জেকর করিতে থাকিবে। একদমে বেজোড় সংখ্যায় এইরূপ জেকর করিতে হয়। ক্রমান্বয়ে ১ হইতে আরম্ভ করিয়া ২১ বার পর্য্যন্ত একদমে উক্ত জেকর করিতে পারিবে; নিঃশ্বাস ত্যাগকালে একবার 'মোহাম্মাদোর রাছুলুল্লাহ' মুখে উচ্চারণ করিবে। এক

দমে কয়েকবার জেকর করিয়া একটু বিশ্রাম লইবে, তৎপরে শ্বাস প্রকৃতিস্থ হইলে পুনরায় উহা আরম্ভ করিবে। দম বন্ধ করিয়া জেকর করিলে হৃদয়ের আগ্রহ বলবৎ হয়, নানাবিধ চিন্তা দূরীভূত হয়, অন্তঃচক্ষু উন্মিলিত হয়, এবং অদৃশ্য বস্তু সমূহ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই জেকরকালে মন কলবের দিকে এবং কলব আল্লাহতায়ালার দিকে নিবিষ্ট রাখিতে হয়, নচেৎ জেকর দ্বারা ফল উৎপন্ন হয় না। জেকরকালে অন্তরকে পার্থিব চিন্তা ও কামনা হইতে নির্ম্মূল রাখিতে হয় এবং উক্ত কলেমার মর্ম্মের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়, কলেমাটির মর্ম্ম এই যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত উপাস্য কেহ নেই, খোদাতায়ালা ব্যতীত বাঞ্ছনীয় কেহ নাই, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন বস্তু প্রকৃত অস্তিত্বশীল নহে।'' একশতবার নফি ও এছবাত জেকর করার পরে বিনীতভাবে করুন স্বরে বলিবে,--

''হে খোদাতায়ালা, তুমি আমার বাঞ্ছিত, তোমার সন্তোষ লাভ আমার বাঞ্ছিত, তুমি আপন মহব্বত ও মা'রেফাত আমাকে দান কর।''

الٰهی تو ہی میرا مطلوب ورضا تیرا مطلوب تو اپنی محبت ومعرفت ہمکو عطا کر

তিনবার কিংবা পাঁচবার এইরূপ প্রার্থনা করার পর পুনরায় উক্ত জেকর আরম্ভ করিবে।

'লা' শব্দকে নাভি হইতে মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত টানিয়া লওয়া কালে শরীরের উপর ও নিম্নাংশ এবং তদ্দীকস্থ যাবতীয় আকাশ, পাতাল খেয়ালের দ্বারা অস্তিত্ব শূন্য (ফানাপ্রাপ্ত ধারণা) করিবে, 'এলাহা' শব্দ দ্বারা শরীরের দক্ষিনাংশ এবং তদ্দীকস্থ যাবতীয় জগৎকে অস্তিত্বহীন ধারণা করিবে, এবং 'ইল্লাল্লাহ' শব্দ দ্বারা শরীরের বামাংশ এবং তদ্দীকস্থ যাবতীয় জগৎকে অস্তিত্বশূন্য ধারণা করিবে এবং কেবল খোদাতায়ালার জাতকে অস্তিত্বশীল ধারণা করিবে। এইরূপ ধারণা করিতে করিতে ক্রমান্বয়ে সমস্ত জগত ও শরীরের অস্তিত্বশূন্য হওয়ার ধারণা বলবৎ হইবে। ইহাকে 'নফী' বলা হয়। এই নফী করা ব্যতীত তরিকতপন্থী কখনও দাএরার অবস্থা দর্শন করিতে সক্ষম হয় না। যিনি যত পরিমাণ নফী করিতে সক্ষম হয়েন, তিনি সেই পরিমাণ অদৃশ্য জগতের অবস্থা আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃ দর্শনে সক্ষম হইবেন। এই হেতু দাএরাগুলির মোরাকাবা

করার পূর্ব্বে এই শোগলে নফি করার যথোচিত চেষ্টা করা কর্তব্য। পীরে কামেল মুরিদের উপর নফির তাওয়াজ্জোহ প্রদান করিলে, এই কার্য্য সাধিত হইতে পারে। জগতকে নফি করা অপেক্ষা নিজের শরীরকে নফি করাই কঠিন, এই কারণে প্রথম সমস্ত জগতকে নফি করার চেষ্টা করিবে এই নফি সিদ্ধ হইলে, এইরূপ ধারণা হইবে যে, যেন জগত বিলীন হইয়া গিয়াছে এবং সে শূন্যের উপর উপবেশন করিয়া আছে। তৎপরে নিজের দেহকে নফি করার চেষ্টা করিবে। যে স্থানটি নফি করা কঠিন বোধ হয়, সেই স্থানের উপর খেয়াল দ্বারা 'লা-মাওজুদা ইল্লাল্লাহ' 'লা-ফায়েলা ইল্লাল্লাহ' এই কলেমাদ্বয় দ্বারা জরব করিবে, কিন্তু উক্ত কলেমাদ্বয়ের মর্ম্মের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রথম কলেমার মর্ম্ম এই,— "খোদাতায়ালা ব্যতীত অস্তিত্বশীল (বাকী) আর কিছুই নাই।" দ্বিতীয় কলেমার মর্ম্ম এই — খোদাতায়ালা ভিন্ন কর্ত্তা (মালেক) আর কেহই নাই। এইরূপ সাধ্যসাধন করিতে করিতে নফি সিদ্ধ হইবে। এই নফির সময় এইরূপ ধারণা হইতে থাকিবে যে, যেন একটি তোপের গোলা তাহার বক্ষঃ ও উদর বিদীর্ণ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, ইহাতে যেন উক্ত স্থানটি শূন্য হইয়া গিয়াছে, তৎপরে উক্ত শূন্য ভাব বিস্তৃতি লাভ করিতে করিতে জগৎ অপেক্ষা বৃহৎ হইয়া শূন্যে মিশিয়া বিলীন হইয়া গিয়াছে, কিম্বা এইরূপ ধারণা হইতে থাকিবে যে, যেন তাহার শরীর ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর অণু হইতে পরমাণু হইয়া বিলীন হইয়া গিয়াছে, কিম্বা এইরূপ ধারণা করিতে থাকিবে যে, যেন তাহার শরীর বংশের ন্যায় দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর ও সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর রেখাতে পরিণত হওতঃ অস্তিত্বশূন্য হইয়া গিয়াছে, কিম্বা ধারণা হইতে থাকিবে যে, ফানা নামক একটি আত্মিক বস্তু অদৃশ্য জগৎ হইতে প্রকাশিত হইয়া আকাশ পর্ব্বত ইত্যাদি অস্তিত্ব শূন্য করিয়া ফিলিয়াছে, অবশেষে যেরূপ একটি প্রকাণ্ড প্রান্তর একটি মৃত্তিকাজাত পাত্রের উপর পতিত হইয়া উহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া অস্তিত্ব শূন্য করিয়া দেয়, সেইরূপ উক্ত ফানা নামক বস্তু তাহার দেহকে বিলোপ করিয়া ফেলিয়াছে; কিম্বা ধারণা হইবে যে, তাহার প্রাণনাশ হইয়া গিয়াছে, নির্জীবদেহ পড়িয়া রহিয়াছে, তৎপরে মৃত্তিকা উক্ত দেহকে ধ্বংস কিরয়া ফেলিয়াছে। উক্ত শোগল করিতে করিতে কর্জ্জলের

ন্যায় কালিমা রাশিও উহার চতুর্দ্দিকে সূক্ষ্ম দীপ্তিমান রেখা দেখিতে পাইবে, কিন্তু রেখা ধূমায়িত অগ্নিশিখার তুল্য ধূসর বলিয়া বোধ হয়, ইহাকে নফির নূর বলা হয়।

এই নফি করার সময়ে, শোগলে ইয়াদ দাশত করাও কর্ত্তব্য, ইহার অর্থ এই যে, উপবেশনে, উত্থানে, শয়নে, সর্ব্বক্ষণে ও সর্ব্বকার্য্যে খোদাতায়ালার ধেয়ানে মন নিবিষ্ট রাখিবে। যে ব্যক্তি কোন কার্য্যের প্রতি নিতান্ত আগ্রহান্বিত হয়, সে ব্যক্তি প্রতি কার্য্যের প্রতিক্ষণে উক্ত কার্য্যের চিন্তায় বিব্রত থাকে, এইরূপ চেষ্টা করিলে, স্বর্বক্ষণে খোদাতায়ালার ধেয়ান খোদা প্রেমিকদিগের হৃদয়ে জাগরিত থাকিতে পারে।

তৎপরে 'নফিয়োন-নফি' করার চেষ্টা করিবে, ইহার তাৎপর্য এই যে, নফি করার সময় যদিও তরিকতপন্থী ব্যক্তি সমস্ত জগত ও আপন দেহকে ভুলিয়া যায় তথাচ তাহার বিবেক আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃ আকর্ষণ করিতে তাকে, আর 'নফিয়োন-নফিতে' সাধক একেবারে বিবেকশূন্য হইয়া পড়ে, ইহাতে গাঢ় আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়া যায়, এইরূপ আত্মবিস্মৃতিকে 'ফানায়োন-ফানা' বলা হইয়া থাকে।

পাঠক, তরিকতপন্থী ব্যক্তি এই নফি ও এছবাতের জেকর দৈনিক তিনশত বার হইতে আরম্ভ করিয়া ১৫ শতবার পর্য্যন্ত করিতে থাকিবেন, এই জেকর আজীবন করিতে হইবে, দৈনিক কার্য্যকলাপে লতিফার উপর যে কালিমা ঘনীভূত হয়, ইহাতে তাহা বিদূরীত হইতে থাকিবে, অতিরিক্ত ক্ষুধার্ত্ত বা উদর পূর্ণ অবস্থায় কি, কোন শব্দ শ্রবণ কালে এই জেকর করিবে না অতি স্থিরচিত্তে সর্ব্বান্তঃকরণে এই জেকর করিলে ফলপ্রদ হইয়া থাকে। এই জেকর কালে তরিকতপন্থী একটি অগ্নিময় রেখা আপন লতিফা সমূহকে পরিবেষ্টন করিতে দেখে, ইহা লতিফা সমূহের জোতিষ্মান হওয়ার লক্ষণ।

নফি ও এছবাতের জেকরের নিয়ম—

আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব জনাব পীর ছাহেবের কলবের অছিলায় আল্লাহতায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, নফি ও এছবাতের ফয়েজ আমার কলবে-আসুক।

میں اپنا قلب کے طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میرا قلب جناب پیر صاحب قبلہ

کے وسیلہ سے اللہ تعالی کے طرف متوجہ ہوتا ہے نفی و اثبات کا فیض میرے

قلب میں آتا ہے

নফি ও এছবাতের নূরের মোরাকাবা

ইহাতে তরিকতপন্থীর লতিফার উপর একটি নূর প্রকাশিত হইবে।

এই মোরাকাবার নিয়ত

আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব জনাব পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছিলায় আল্লাহতায়ালার আরশের দিকে মোতওয়াজ্জেহ হয়, আরশ হইতে নফি ও এছবাতের নূরের ফয়েজ আমার কলব ও লতিফায় আসুক।

মোরাকাবা

পাঠক, উপরোক্ত এছমে-জাতি ও নফি এছবাতের জেকর সমপনান্তে মোরাকাবা করিতে হয়, মোরাকাবার অর্থ এই যে, কোন শব্দ বা আয়ত মুখে উচ্চারণ কিম্বা অন্তরে অনুধাবন (ফেকর) পূর্ব্বক উহার মর্ম্ম বিলক্ষণরূপে বুঝিতে হইবে, তৎপরে উক্ত মর্ম্মের বিকাশ (জহুর) কিরূপে হইতে পারে, উহার নিগূঢ় তত্ত্বানুসন্ধানে গাঢ়রূপে মনোনিবেশ করিবে, যেন তদ্ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা হৃদয়ে স্থান না পায়, এমন কি উক্ত তত্ত্বানুসন্ধানে আত্মবিস্মৃতি মোহভাব সংঘটিত হয়, ইহাকে মোরাকাবা বলা হয়। এই তরিকায় কতকগুলি দাএরা আছে, উহার অর্থ চক্র। তরিকতের এক একটি উন্নত পদকে দাএরা নামে অভিহিত করা হয়। প্রথম দাএরাকে এমকান পাতাল হইতে আরশ পর্যন্ত অর্দ্ধ দাএরাকে আলমে খলক নামে এবং আরশ হইতে তদুপরি অর্দ্ধ দাএরাকে আলমে-আমর নামে অভিহিত করা হয়।

দাএরায় এমকান

প্রত্যেক তরিকতপন্থী ব্যক্তি বেলাএতের পদ লাভের জন্য দশটি মকাম অতিক্রম (ছায়ের) করিতে বাধ্য হইবেন, এই নকশবন্দীয়া মোজাদ্দেদিয়া তরিকায় দশটি লতিফা বিশুদ্ধ করিতে পারিলে, মোঁটামুটি ভাবে দশটি মকাম অতিক্রম করা সম্ভব হইয়া উঠে। প্রথম মকাম তওবা توبه দ্বিতীয় মকাম, এনাবদ انابت তৃতীয় মকাম জোহদ زهد চতুর্থ মকাম অরা, ورع পঞ্চম মকাম শোকর شكر ষষ্ঠ মকাম তাওয়াক্কোল توكل সপ্তম মকাম তছলিম تسليم অষ্টম মকাম রেজা رضا নবম মকাম ছবর ও صبر দশম মকাম কানায়াত قناعت। এই তরিকতের পীরগণ প্রত্যক্ষ ভাবে তওবার মকাম অতিক্রম করিতে অদেশ করেন, কারণ মানুষ আজীবন গোনাহরাশি সঞ্চয় করিয়া হৃদয়কে গাঢ় কালিমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, কাজেই বহু বৎসরের কালিমারাশির দূরীকরণ জন্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য, তওবার জন্য প্রথমে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইবে; দ্বিতীয় তদ্রুপ গোনাহ পুনরায় না করার দৃঢ় সঙ্কল্প করিবে এবং সেই গোনাহ _কার্য্যের জন্য পরকালে শাস্তি পাইতে হইবে, এই ভয় করিতে থাকিবে; চতুর্থ, খোদাতায়ালার নিকট ক্ষমা পাইবার আশা করিবে, পঞ্চম, অতীত কালে যে সব ফরজ নামাজ, রোজা, জাকাত ইত্যাদি ত্যাগ করিয়াছে, তাহার কাজা ও পূরণ করিতে হইবে, ষষ্ঠ, কাহারও

নিকট হইতে অন্যায় করিয়া কিছু লইয়া থাকিলে, তাহা ফেরৎ দিবে, ফেরৎ দিবার উপায় না থাকিলে, তাহার নিকট ক্ষমা লইবে, যাহাকে তাহার প্রাপ্য বস্তু দেওয়া হয় নাই, তাহাকে সেই বস্তু দিয়া দিবে, উপায় না থাকিলে মাফ লইবে, কাহারও কোন ক্ষতি করিয়া থাকিলে বা কাহারও মনে দুঃখ দিয়া থাকিলে, তাহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, কথা দ্বারাও লোকের ক্ষতি হইতে পারে, যথা— পরনিন্দা, কটুকথা বলা, গালাগালি দেওয়া, আশা দিয়া নিরাশকরা, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা ইত্যাদি। যদি ভ্রমক্রমে একটি কপর্দ্দকও বেশী লইয়া থাকে, তবে যত্নপূর্ব্বক তাহার অনুসন্ধান করিয়া উহা ফেরৎ দিবে। কিন্তু নিতান্ত পক্ষে তাহাকে অনুসন্ধান করিয়া না পাইলে তাহার উত্তরাধিকারিগণকে উহা ফেরৎ দিবে। অভাব পক্ষে মালিকের পক্ষ হইতে উহা দরিদ্রকে দান করিবে। কাহারও নিন্দা করিয়া থাকিলে, তাহার নিকট ক্ষমা চাহিয়া লইবে, যদি সে ব্যক্তি মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তবে উক্ত মৃতের জন্য খোদার নিকট প্রার্থনা করিবে। চক্ষু, কর্ণ হস্ত, পদ, রসনা, উদর ইত্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা যে সমস্ত গোনাহ করিয়াছে, তৎসমস্তের প্রায়শ্চিত্তের জন্য উক্ত অঙ্গপ্রতঙ্গ দ্বারা বহু সৎকার্য্য করিবে। সপ্তম, অতি কম দৈনিক শতবার এস্তেগফার করিতে থাকিবে। এইরূপ অবশিষ্ট নয় মকামের বিবরণ যথা স্থলে বর্ণিত হইবে।

তওবা মোরাকাবার নিয়ত

"আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব জনাব পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছিলায় আরশের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, আরশ হইতে তওবার ফয়েজ আমার কলবে আসুক।"

এই মোরাকাবা কালে জীবনের সমস্ত গোনাহকে স্মরণ করতঃ পরিতাপ করিতে হয়, চক্ষু হইতে পানি বর্ষণ করিবার বিশেষ চেষ্টা করিতে হয়। মধ্যে মধ্যে এস্তেগফার পড়িতে হয়, দীনতা হীনতা সহকারে "রাব্বানা অ জালামনা আনফোসানা অ-ইল্লাম তা গফেরলানা অতারহামনা লানাকুনান্না মেনাল খাছেরিন" এই আয়ত পড়িবে।

ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفرلنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرين ☆

"হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা আমাদের আত্মার প্রতি অত্যাচার করিয়াছি এবং যদি তুমি আমাদিগকে ক্ষমা না কর ও আমাদিগের উপর দয়া না কর, তবে নিশ্চয় আমরা ক্ষতি গ্রস্তদের মধ্যে গণ্য হইব।" খোদাতায়ালার অসীম দয়ার উপর ভরসা করিয়া মধ্যে মধ্যে পড়িবে —

☆ لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا

"লাতাক্‌নাতু মের্‌রাহমাতিল্লাহ ইন্নাল্লাহা ইয়াগ্‌ ফেরোজ জনুবা জামিয়া।"

"তোমরা খোদাতায়ালার দয়া হইতে নিরাশ হইও না, নিশ্চয় খোদাতায়ালা সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করেন।"

পাঠক, তওবার মাকাম অতিক্রম করিতে হইলে, উল্লিখিত বিষয়গুলি পালন করিতে হইবে, অসৎকার্য্যের আসক্তি ত্যাগ করিতে এবং কৃতদোষের ভয়ে অশ্রুবর্ষণ করিতে হইবে।

আনওয়ারে-ছায়রে আফাকির মোরাকাবা

খোদাতায়ালা বলিয়াছেন —

☆ و يتفكرون فى خلق السموات و الارض

"এবং তাহারা আকাশ সমূহের ও ভূতলের সৃষ্টি সম্বন্ধে ধেয়ান করিবে।"

কোরআন ছুরা হা-মিম্‌ ছেজদা —

سنريهم آياتافى الافاق و فى انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق ☆

"সত্বর আমি তাহাদিগকে আমার নিদর্শন সমূহ (জগতের) চারিদিকে

ও তাহাদের অন্তর সমূহে প্রদর্শন করিবে — যেন উহা যে সত্য, ইহা তাহাদের পক্ষে প্রকাশিত হয়।

পাঠক, উক্ত আয়তদ্বয়ে ছায়েরে আফাকির মোরাকাবার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এই মোরাকাবায় ধারণা করিতে হইবে যে, তাহার কলব ভূতল হইতে আরশ পর্য্যন্ত উত্থিত হইতেছে। এই অর্দ্ধ দায়রা অতিক্রম করিলে, কলবের উপরি অংশ হইতে একটি জ্যোতিঃ প্রকাশিত হওতঃ স্তম্ভের ন্যায় লম্বা হইয়া আরশ পর্য্যন্ত উত্থিত হয় এবং বিস্তৃত হইয়া জগৎকে পরিবেষ্টন করে।

কোরআন শরিফে বর্ণিত আছে — ☆ الله نور السموات و الارض

আল্লাহতায়ালা আকাশ সমূহের ও ভূখণ্ডের জ্যোতিঃ প্রদানকারী।" এই আয়তে প্রমাণিত হয় যে, সূক্ষ্ম ও জড় জগতের প্রত্যেক বস্তুতে এক এক প্রকার জ্যোতিঃ আছে। সূক্ষ্ম জ্যোতিষ্মান বিবেক, জীব ও জড় জগতের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া কালিমাচ্ছন্ন হইয়াছে, এক্ষণে মানুষ স্বীয় বিবেককে যাবতীয় পার্থিব চিন্তা হইতে মুক্ত করিতে পারিলে, উক্ত জ্যোতিঃরাশি দর্শন করিতে সক্ষম হয়। এই মোরাকাবায় লতিফা সমূহের নূর, গোরবাসী আত্মাদের অবস্থা, ফেরেশতাদিগের অবস্থা, সপ্ত খণ্ড আছমান, বেহেশত, দোজখ ইত্যাদি অদৃশ্য বিষয়গুলির অবস্থা লতিফা সমূহের বাহিরে পরিলক্ষিত হয়। এই মোরাকাবা কালে মধ্যে মধ্যে لا ظاهر الا الله 'লা-জাহেরা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করিতে হয়।

এই মোরাকাবার নিয়ত —

আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব জনাব পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছিলায় আরশের দিক মোতাওয়াজ্জেহ হয়, আরশ হইতে আনওয়ারে ছায়েরে আফাকির ফয়েজ আমার কলবে আসুক।

میں اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میرا قلب جناب حضرت پیر صاحب قبلہ کے قلب کی وسیلہ سے عرش کی طرف متوجہ ہوتا ہے عرش سے انوار سیر آفاقی کا فیض میرے قلب میں آتا ہے

তাজল্লিয়ে আফয়ালের মোরাকাবা

তাজল্লিয়ে আফয়ালের অর্থ আল্লাহতায়ালার ক্রিয়াকলাপের জ্যোতিঃ ও কলবের মূল উক্ত তাজল্লিয়ে আফয়াল এই মোরাকাবায় কলব উক্ত ক্রিয়াকলাপের জ্যোতিতে আলোকিত হয়, সাধারণতঃ এই মোরাকাবায় এইরূপ ধারণা করিবে যে, প্রত্যেক জড় ও জীব খোদাতায়ালার দয়া প্রার্থী, কিন্তু খোদাতায়ালা কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। অবশেষে এইরূপ ধারণা করিবে যে, তাহার ক্ষুদ্র, বৃহৎ, পার্থিব ও পারলৌকিক কোনই কার্য্য খোদাতায়ালার অনুগ্রহ ব্যতীত সম্পূর্ণ হইতে পারে না। ইহাতে খোদাতায়ালার এরূপ প্রেম ও ভক্তি তাঁহার হৃদয়ের বদ্ধমূল হয় যে, নিজের অর্থ সম্মান ও প্রাণ পর্যন্ত তাঁহার সন্তোষ লাভের জন্য বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় না।

কোর-আন শরিফের আয়ত —

☆ اياك نعبد و اياك نستعين ☆

"আমরা তোমারই এবাদত (উপাসনা) করিতেছি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।" উক্ত মোরাকাবায় এই আয়তের মর্ম্ম স্পষ্ট ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয়। এই মোরাকাবা কালে মধ্যে মধ্যে

لا فاعل الا الله 'লা-ফায়েলা ইল্লাল্লাহ' পড়িতে হয়।

এই মোরাকাবার নিয়ত —

আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব জনাব পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছিলায় আরশের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, আরশ হইতে তাজাল্লিয়ে আফয়ালের ফয়েজ আমার কলবে অসুক।

میں نے اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میرا قلب جناب پیر صاحب قبلہ کے قلب کے وسیلہ سے عرش کی طرف متوجہ ہوتا ہے عرش سے تجلی افعال کا فیض میرے قلب میں آتا ہے ☆

তওহিদে আফয়ালের মোরাকাবা

ইহা তাজাল্লিয়ে আফায়ালের মোরাকাবার ফল স্বরূপ, এই মোরাকাবায় তরিকত শিক্ষার্থীর কলব এইরূপ মোহভাব প্রাপ্ত হয় যে, জড় ও জীব জগতের যাবতীয় কার্য্য অদৃশ্য হইয়া যায় এবং কেবল খোদাতায়ালার সৃষ্টিকার্য্য অন্তর-চক্ষুতে প্রকাশিত হইতে থাকে। এই মোরাকাবার মধ্যে মধ্যে لا فاعل الا الله 'লা-ফায়েলা ইল্লাল্লাহ' পড়িতে থাকিবে।

এই মোরাকাবার নিয়ত —

আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব জনাব পীর ছাহেব কেবলার কবলের অছিলায় আরশের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, আরশ হইতে তওহিদে আফয়ালের ফয়েজ আমার কলবে আসুক।

میں اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میرا قلب جناب حضرت پیر صاحب قبلہ کے قلب کے وسیلہ سے عرش کی طرف متوجہ ہوتا ہے عرش سے توحید کا فیض میرا قلب میں آتا ہے

আনওয়ারে ছায়রে আনফোছির মোরাকাবা

কোরআন ছুরা জারিয়াতে —

و فی الارض آیت للموقنین ۔ و فی انفسکم افلا تبصرون ☆

"এবং ভূতলে বিশ্বাসীদিগের জন্য নিদর্শন সকল আছে এবং তোমাদের অন্তর সমূহে (নিদর্শন সকল আছে), অনন্তর তোমরা কি দেখিতে পাইতেছ না?

উপরোক্ত আয়তে ছায়রে-আনফোছির প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এই

মোরাকাবায় ছালেকের (শিক্ষার্থীর) কলব আরশের উপরিস্থিত অর্দ্ধেক দায়েরায় বা আলমে আমরের শেষ সীমা পর্য্যন্ত আকৃষ্ট ও উন্নত হয়, ইহাকে যজবা جذبه ও ওরুজ عرج বলা হয়। ইহাতে ছায়েরে আফাকির ন্যায় লম্বামান নূরটি আরশ হইতে আলমে আমরের শেষ সীমা পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়া সমস্ত দায়রাটি পরিবেষ্টন করিয়া ফেলে এবং ছালেকের অন্তর এত বিস্তৃত হয় যে, যেন আলমে আমরের নূর ও তত্ত্বজ্ঞানসমূহ উহার মধ্যে পরিলক্ষিত হইতে থাকে, ইহাকে ওয়ারেদাত واردات ; বলে। এই মোরাকাবা সিদ্ধ হইলে মনের দুশ্চিন্তা অতিশয় কম বা একেবারে দূরীভূত হয়, ইহাকে জাময়িয়াত جمعيت বলে। ইহাতে অন্তর অবিরত খোদাতায়ালার ধেয়ানে নিমগ্ন থাকিয়া শান্তি প্রাপ্ত হয়, ইহাকে হুজুর حضور বলা হয়। ছাহেবে-কাশফ মুরিদ উক্ত সুক্ষ্ম জগতের জ্যোতিঃ ও তত্ত্বজ্ঞান অন্তর চক্ষু দ্বারা, দর্শন করে এবং ছাহেবে-বেজদান মুরিদ উহার ভাব বুঝিতে পারে। এই মোরাকাবার মধ্যে মধ্যে لا باطل الا الله 'লাবাতেলা ইল্লাল্লাহ' পড়িতে হয়।

এই মোরাকাবার নিয়ত--

আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব জনাব পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছিলায় আলমে-আমরের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, আলমে আমর হইতে আনওয়ারে -ছায়রে আনফোছির ফএজ আমার কলবে আসুক।

میں اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میرا قلب جناب پیر صاحب قبلہ کے قلب کی وسیلہ سے عالم امر کی طرف متوجہ ہوتا ہے عالم امر سے انوار سیر انفسی کا فیض میرے قلب میں آتا ہے

দাএরায় বেলাএতে ছোগরা
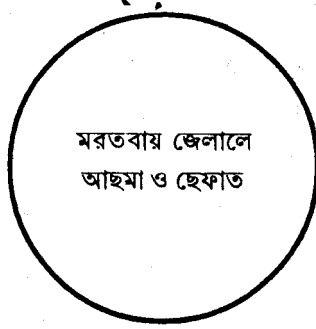
ইহা অলিউল্লাহগণের বেলাএতের দরজা। এই দাএরাতে খোদাতায়ালার আছমা (নাম সমূহ) ও ছেফাতের (গুণাবলীর) জেলালের (প্রতিবিম্বগুলির) সম্বন্ধে মোরাকাবা করিতে হয়।

আল্লাহতায়ালার ৯৯টি নাম আছে এবং কয়েক প্রকার ছেফাত আছে। হজরত খাজা মোহাম্মাদ মা'ছুম (কোঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালার প্রত্যেক নাম ও গুণের বহু প্রতিবিম্ব আছে। খোদাতায়ালার এক এক নাম এক এক তরিকতপন্থীর প্রতিপালক রূপে নিয়োজিত আছে। ইহা তাহার মূল স্বরূপ। তরিকতপন্থীর পক্ষে উক্ত মূলের নিকট উপস্থিত হইবার জন্য উপরোক্ত প্রতিচ্ছায়াগুলি অতিক্রম করা একান্ত আবশ্যক, উক্ত প্রতিচ্ছায়াগুলি অতিক্রম করিতে পারিলে ফানা লাভ হয়, এবং মূল নামের নিকট উপস্থিত হইলে বাকা লাভ হয়। এই স্থলে ছায়ের-আনফোছি শেষ হইয়া যায়। হজরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দী (কোঃ) বলিয়াছেন, অলিউল্লাহগণ ফানা ও বাকা লাভের পর সমস্ত আত্মীক হাবভাব নিজের নফছের মধ্যে পরিদর্শন ও হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয়েন। এই স্থলে উপস্থিত হইলে, তরিকতপন্থী ব্যক্তি খোদাতায়ালার ধেয়ান ব্যতীত সমস্ত বস্তু ভুলিয়া যায়, ইহাকেই ফানা নামে অভিহিত করা হয় এবং প্রত্যেক সময়ে প্রত্যেক ক্ষণে তরিকতপন্থীর হৃদয় খোদাতায়ালার ধেয়ানে নিমগ্ন থাকে, ইহাকে বাকা বলা হয়। উক্ত প্রতিবিম্ব কয়েক প্রকার আছে, প্রত্যেক প্রতিবিম্ব এক একটি পরদা (আবরণ) স্বরূপ। যা হাদিছ শরিফে আছে যে, খোদাতায়ালার সত্তর সহস্র আলোক ও অন্ধকারের পরদা আছে।

উক্ত পরদাগুলি অতিক্রম করিতে না পারিলে, মূল নাম ও গুণের নিকট উপস্থিত হওয়া সম্ভব নহে।

হজরত মোজাদ্দেদ (কোঃ) স্বীয় মকতুবাতে লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তি পূর্ণ ফানা লাভ করিয়াছে, সহস্র বৎসর বয়স প্রাপ্ত হইলেও খোদাতায়ালা ব্যতীত অন্য ধেয়ান তাহার হৃদয়ে উদয় হয় না। খোদাতায়ালার ধেয়ান তাহার এরূপ স্বভাব স্বরূপ হইয়া যায় যে, শত সহস্র বাধা বিঘ্ন উহার প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। যেরূপ সমুদ্রবক্ষে তৃণ, লতা, নৌকা, মৎস্য ইত্যাদি ধাবিত হইলেও উহার স্রোতের গতিরোধ করিতে পারে না, সেইরূপ ফানাপ্রাপ্ত হৃদয়ে পার্থিব বিষয়ের তরঙ্গাঘাত খোদা ধেয়ানের স্রোতের গতিরোধ করিতে পারে না। দুষ্ট নফছ ফানা প্রাপ্ত কলবের সহবাসে উহার আত্মবিস্মৃতি দর্শনে লজ্জিত হইয়া স্বীয় দুষ্টামি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৎকার্য্যের দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে; শয়নে স্বপ্নে ও উপবেশনে খোদা ধেয়ানে নিমগ্ন হইয়া থাকে ।

কোরআনা শরিফে আছে —

☆ رجال لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر الله ☆

"কতক লোক এরূপ আছে যে, ব্যবসায় ও ক্রয় বিক্রয় তাহাদিগকে খোদাতায়ালার ধেয়ান হইতে বিরত রাখিতে পারে না।"

ফানা চারি প্রকার,— প্রথম, খোদাতায়ালা ব্যতীত অন্য কাহার আশা বা ভয় একেবারে দূরীভূত হওয়া, ইহাকে ফানায়ে-খলক বলে। দ্বিতীয়, খোদাতায়ালা ব্যতীত কাহারও আসক্তি অন্তরে স্থান না পাওয়া, ইহাকে ফানায় হাওয়া বলে। তৃতীয়, তরিকতপন্থীর অন্তর হইতে ইচ্ছা একেবারে দূরীভূত হওয়া এবং আপনাকে মৃতপ্রায় ধারণা করা, ইহাকে ফানায়-এরাদা বলে। চতুর্থ, হাদিছ শরীফে আছে, ওলিউল্লাহগণের দর্শন, শ্রবণ, কথোপকথন, গমনাগমন ও আগমন খোদাতায়ালা কর্ত্তৃক সুসম্পাদিত হইয়া থকে।

কোরআন শরীফে আছে —

☆ و ما رميت اذ رميت و لكن الله رمى ☆

"এবং তুমি (হে মোহাম্মদ) যে সময় (কঙ্কর) নিক্ষেপ করিয়াছিলে, তুমি নিক্ষেপ কর নাই কিন্তু খোদাতায়ালা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।" ইহাকে ফানায়ে ফেয়েল বলে।

এই দায়েরাতে و هو معكم اينما كنتم এই আয়তের মোরাকাবা করিতে হয়। আয়তের অর্থ এই— "এবং তিনি (খোদাতায়ালা) তোমার সঙ্গে আছেন তোমরা যে স্থানে থাক।" ইহাকে মায়িএত معيت নামে অভিহিত করা হয়।

এক্ষণে খোদাতায়ালার মনুষ্যের সঙ্গী হওয়ার অর্থ কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয়।

এমাম রাব্বানি মোজাদ্দেদে আলফেছানী (কোঃ) মকতুবাতের প্রথম খণ্ডে (৩৮০পৃঃ) লিখিয়াছেন, "সত্যপরায়ণ বিদ্বানমণ্ডলী (ছুন্নত জামায়াত) এবং সুবিজ্ঞ তরিকতপন্থী দলের মতে খোদাতায়ালার সঙ্গী ও সন্নিকট হওয়ার মর্ম্ম এই যে, খোদাতায়ালার এলম প্রত্যেক বস্তুর সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে, এবং তিনি প্রত্যেক বস্তুর অবস্থা জ্ঞাত আছেন, তিনি স্থান ও দিকের হিসাবে সঙ্গী বা নিকট নহেন।"

এমাম বয়হকি কেতাবোল আছমা-অছছেফাতের ২০৪ পৃষ্ঠায় এবং এমাম ছুফইয়ান, মোকাতেল প্রভৃতি বিদ্বানগণ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, খোদাতায়ালা তোমাদের সঙ্গে আছেন, ইহার অর্থ এই যে, খোদাতায়ালার এলম তোমাদের সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে অর্থাৎ তোমাদের অবস্থা অবগত আছেন।

ছেরাতোল মোস্তাকিম — ১২২ পৃষ্ঠা

খোদাতায়ালা অনুপম ও অতুলনীয়, স্থান ও দিক হইতে পবিত্র, ইহা সত্ত্বেও তাঁহাকে আপন সঙ্গী ধারণা করিবে। তাঁহাকে প্রত্যেক কার্য্যে সঙ্গী ও সহায়তাকারী ধারণা করিবে। এই মায়িএতে খোদাতায়ালার সহায় ধারণা করাও আবশ্যক।

ইহাতে যে সহায়তা বুঝা যায়, তাহা নিম্নোক্ত তিনটি আয়ত হইতে

প্রকাশিত হইতেছে—

প্রথম আয়ত —

☆ ان معی ربی سیهدین ☆

"নিশ্চয় আমার সঙ্গে আমার প্রতিপালক আছেন, অচিরে তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করিবেন।" হজরত মুছা (আঃ) ইহা বিপদকালে বলিয়াছেন।

দ্বিতীয় আয়ত —

☆ لا تحزن ان الله معنا ☆

"তুমি চিন্তিত হইও না, নিশ্চয় খোদাতায়ালা আমাদের সঙ্গে আছেন।" যে সময় হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) ছওর নামক গর্ত্তের মধ্যদেশে থাকিয়া শত্রুদের আতঙ্কে আতঙ্কিত হইতে ছিলেন, সেই সময় হজরত নবিয়ে করিম (ছাঃ) তাঁহাকে খোদাতায়ালার মায়িএতের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

তৃতীয় আয়ত —

☆ ان الله مع الصابرین ☆

নিশ্চয় খোদাতায়ালা ধৈর্য্যশীলদের সঙ্গে আছেন।"

এই দাএরাতে কলবের নিম্নস্থ দ্বার খুলিয়া যার এবং সমস্ত কলব সূর্য্যের (নূরের) ন্যায় আলোকময় হইয়া যায়, উহার চতুর্দ্দিক হইতে জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইতে থাকে, উক্ত জ্যোতিঃ সমূহ আলমে-এমকান অতিক্রম করতঃ লা-মকামে উপস্থিত হইয়া অনন্তে মিশিয়া যায়। প্রথম দাএরা এবং এই দ্বিতীয় দাএরাতে দুই প্রকার প্রভেদ আছে, প্রথম এই যে, দাএরায়-এমকানে কলবের উপরি দিক্ হইতে নূর প্রকাশিত হয়, আর এই দাএরায় জেলালে সমস্ত কলব হইতে নুর প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়— প্রথম দাএরাতে লম্বমান স্তম্ভটি মূল জ্যোতিঃ এবং উহার কিরণে সমস্ত দাওরা আলোকিত হয়, আর দ্বিতীয় দাএরাতে সমস্ত আসল নূরে পরিপূর্ণ হইয়া য়ায়।

এই দাএরার প্রথম মোরাকাবা, আছমা ও ছেফাতের জেলালের মোরাকাবা

নিয়ত —

আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব হজরত জনাব পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছিলায় আল্লাহতায়ালার জাত— যাহা মোস্তা জ্‌মেয়ে-জমিয়ে আছমা ও ছেফাত হইতেছে, উক্ত আছমা ও ছেফাতের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, আছমা ও ছেফাতের জেলালের ফএজ আমার কলবে আসুক

نیت مراقبۂ ظلال اسماء وصفات

میں اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میرا قلب جناب حضرت پیر صاحب قبلہ کے قلب کے وسیلہ سے اللہ تعالی کا ذات جو مستجمع جمیع اسماء و صفات ہے ان اسماء وصفات کی طرف متوجہ ہوتا ہے اسماء وصفات کا ظلال کا فیض میرے قلب میں آتا ہے

দ্বিতীয় মায়িয়তের মোরাকাবা

নিয়ত —

আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব জনাব হজরত পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছিলায় আল্লাহ্‌তায়ালার জাত— যাহা মোস্তাজমেয়ে জমিয়ে আছমা ও ছেফাত হইতেছে, উক্ত আছমা ও ছেফাতের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, মায়িয়তের ফএজ আমার কলবে আসুক।

نیت مراقبہ معیت

میں اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میرا قلب اللہ تعالی کا ذات جو مستجمع جمیع اسماء وصفات ہے ان اسماء وصفات کی طرف متوجہ ہوتا ہے معیت کا فیض میرے قلب میں آتا ہے

এই মোরাকাবায় মধ্যে মধ্যে و هو معكم اينما كنتم এই আয়ত পাঠ করিবে এবং উহার মর্ম্মের দিকে ধেয়ান করিবে। এই আয়তের মর্ম্ম এই —

"এবং তিনি (খোদা) তোমাদের সঙ্গে আছেন যে স্থানে . .. রা থাক।" এ স্থলে মনে করিতে হইবে যে, আল্লাহতায়ালার এলম ও ছেফাতের প্রতিবিম্বের (জেলালের) নূর আমার কলবের উপর পতিত হইতেছে।

তৃতীয় 'মায়িএতে হোব্বির' মোরাকাবা

এই মোরাকাবার নিয়ত উপরোক্ত মোরাকাবার তুল্য করিতে হইবে, কেবল 'মায়িএত' স্থলে 'মায়িএতে হোব্বি' বলিতে হইবে। এই [illegible]োরাকাবায় মায়িএতের সহিত খোদার প্রেমের (মহব্বতের) ধারণা করিতে হইবে এবং উক্ত আয়ত পাঠ ও উহার মর্ম্ম ধেয়ান করিতে হইবে।

চতুর্থ — নেছইয়[illegible] ছেওয়াল্লাহ

نسيان ما سوى اللّٰہ মোরাকাবা

আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব জনাব হজরত পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছিলায় আল্লাহত[illegible]ালার জাত যাহা মোস্তাজমেয়ে জমিয়ে আছমা ও ছেফাত হইতেছে, উক্ত আ[illegible] ও ছেফাতের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হ[illegible], নেছইয়ান-মা ছেওয়াল্লাহর ফএজ আমার কলবে আসুক।

نیت مراقبہ نسیان ما سوی اللہ

میں اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میرا قلب جناب پیر صاحب قبلہ کے قلب کی وسیلہ سے اللہ تعالی کا ذات جو مستجمع جمیع اسماء وصفات ہے اُن اسماء وصفات کی طرف متوجہ ہوتا ہے نسیان ما سوی اللہ کا فیض میرے قلب میں آتا ہے

এই মোরাকাবায় আপনাকে ও সমস্ত জগতকে ভুলিয়া গিয়া কেবল খোদার ধেয়ানে নিমগ্ন থাকার ভাব প্রবল হইবে।

পঞ্চম — যাজবাতোম মেন-যাজবাতিল্লাহ

جذبة من جذبات الله এর মোরাকাবা

ইহাতে খোদাতায়ালার দিকে কলবের আকর্ষণ বোধ হইবে।

ষষ্ঠ — গালাবাতে নেছবাত غلبات نسبت এর মোরাকাবা

ইহাতে প্রেম, আসক্তি, অশ্রুবর্ষণ ও আত্মবিস্মৃতি প্রবল হইবে।

সপ্তম — তাজাল্লিয়ে বরকি تجلی برقی এর মোরাকাবা

কলব কখন কখন এই প্রতিবিম্বের (জেলালের) দাএরা অতিক্রম করতঃ উহার মূলের নিকট উপস্থিত হয়, তখন উক্ত মূল এছমের জ্যোতিঃ প্রকাশ হইয়া পরক্ষণেই উহা অদৃশ্য হইয়া পড়ে, এই ক্ষণিক জ্যোতিঃ প্রকাশকে তাজাল্লিয়ে-বরকি বলা হয়।

অষ্টম — অহদৎ-দর কাসরৎ

وحدت در كثرت এর মোরাকাবা

ইহাতে এই ধারণা বলবৎ হইবে যে, সমস্ত জগতে খোদাতায়ালার আছমা ও ছেফাতের প্রতিবিম্বের জ্যোতিঃ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে এবং সমস্ত জগৎ তাঁহার একত্ব (অহদানিয়ত) ঘোষণা করিতেছে।

নবম— কাস্‌রাৎ-দর অহদৎ

كثردر وحدت এর মোরাকাবা

এই মোরাকাবায় বোধ হইবে যে, সমস্ত জগৎ খোদাতায়ালার অনুগ্রহে

অস্তিত্ব লাভ ও জীবন যাপন করিতেছে।

এই পাঁচটি মোরাকাবার চতুর্থ মোরাকাবার তুল্য নিয়ত করিবে, কেবল (১) যজবাতোম মেন যাজবাতিল্লাহ, (২) গালাবাতে নেছবত (৩) তাজাল্লিয়ে-বরকি, (৪) অহদৎ-দর কাছরৎ ও (৫) কাছরৎ-দর অহদৎ এই শব্দগুলি নেছ-ইয়ান-মা ছেওয়াল্লাহ স্থলে উচ্চারণ করিবে।

দশম— তওহিদে মোয়াল্লার মোরাকাবা

ইহাতে তরিকতপন্থী একটি অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ দেখিতে পাইবে।

এই মোরাকাবার নিয়ত

"আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব জনাব পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছিলায় আল্লাহতায়ালার জাত— যাহা মোস্তাজমেয়ে জমিয়ে আছমা ও ছেফাত হইতেছে, উক্ত আছমা ও ছেফাতের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, তওহিদে মোয়াল্লার ফয়েজ আমার কলবে আসুক।

نیت مراقبۂ توحید معلیٰ

میں اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میرا قلب جناب پیر صاحب قبلہ کے قلب کے وسیلہ سے اللہ تعالی کے ذات جو مستجمع جمیع اسماء صفات ہے ان اسماء وصفات کی طرف متوجہ ہوتا ہے توحید معلیٰ کا فیض میرا قلب میں آتا ہے

একাদশ - কাশফোল আরওয়াহ كشف الارواح ও كشف القبور কাশফোল কবুর এর মোরাকাবা

এই মোরাকাবায় গোরবাসী বা আকাশবাসী কোন রুহের সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে।

নিয়ত —

"আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব জনাব পীর ছাহেবের কলবের অছিলায় 'ইয়া আল্লাহো ইয়া রাহমানো, ইয়া রহিমো, ইয়া হাইয়ো, ইয়া ক্বাইউমো।"

يا الله يا رحمن يا رحيم يا حى يا قيوم

এই পাঁচ নামের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, এই পাঁচ নাম হইতে রহমতের ফয়েজ আমার কলবে আসুক এবং উক্ত রহমতের ফয়েজ আমার কলব হইতে অমূকের রুহে পৌঁছুক ও তাঁহার জিয়ারত আমার নছিব হউক —

نیت مراقبہ کشف الارواح وکشف القبر

میں اپنا قلب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میرا قلب جناب حضرت پیر صاحب قبلہکے وسیلہ سے یا اللہ یا رحمٰن یا رحیم یا حی یا قیوم ان پانچ ناموں کی طرف متوجہ ہوتا ہے ان پانچ ناموں سے رحمت کا فیض میرا قلب میں آتا ہے اور اس رحمت کا فیض میرا قلب سے فلان شخص کی روح پر پھونچے اور انکی زیارت ہمارا نصیب ہو

ইহার পরে ফানা, فنا বাকা, بقا ওয়ারেদাৎ, واردات এস্তেগরাগ, اسغراق বেখুদী, بیخودی দাওয়ামে-হুজুর دوام حضور ও এনকেশাফে শরিয়ত انکشاف شریعت এই কয়েকটি মোরাকাবা করিবে। প্রথম মোরাকাবাতে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের চিন্তা দূরীভূত হইবে এবং সমস্ত হালাল কার্য্য আল্লাহর জন্যই হইবে। দ্বিতীয় মোরাকাবাতে আল্লাহর জেকরে সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকার ক্ষমতা জন্মিবে। তৃতীয় মোরাকাবাতে কতকগুলি অসহ্য হাবভাব পরিলক্ষিত হইবে। চতুর্থটিতে বাজে ধেয়ান দূরীভূত হইয়া আল্লাহর ধ্যান অবিরত অন্তরে বিরাজমান থাকিবে। পঞ্চমটিতে খোদার মহব্বত এত প্রবল হইবে যে, তরিকতপন্থী নিজেকে ভুলিয়া যাইবে। ষষ্ঠটিতে সর্ব্বদা খোদাকে হাজের নাজের জানার শক্তি হইবে। সপ্তমটিতে শরিয়তের

আহকামের টান বলবৎ হইবে এবং উহার খেলাফ কার্য্য হইতে অন্তর বিরত থাকিবে।

নিয়ত —

আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব আল্লাহ্‌তায়ালার জাত— যাহা মোস্তাজমেয়ে জমিয়ে আছমা ও ছেফাত হইতেছে; উহার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, উহা হইতে ফানার (কিম্বা বাকার কিম্বা ওয়ারেদাতের কিম্বা এস্তেগরাকের, কিম্বা বেখুদীর কিম্বা দাওয়ামে হুজুরের কিম্বা এনকেশাফের) ফয়েজ আমার কলবে আসুক।

তওহিদের ওজুদির বিবরণ —

হজরত খাজা মোহাম্মদ মা'ছুম (রঃ) লিখিয়াছেন, তরিকতপন্থী ব্যক্তি সর্ব্বদা জেকর, মোরাকাবা, এবাদত ইত্যাদিতে নিমগ্ন থাকায় তাহার প্রেম, আসক্তি অধিক হইতে অধিকতর হইতে থাকে, এমন কি তাহার হৃদয় অতিশয় পরিচ্ছন্ন হওয়ায় উহাতে খোদাতায়ালার নাম ও ছেফাতের প্রতিচ্ছায়া প্রকাশিত হইতে থকে। এই খোদা প্রেমে আত্মহারা ব্যাক্তি আপন অন্তরে উক্ত প্রতিবিম্ব প্রকাশিত হইতে দেখিয়া আত্মবিস্মৃতি ও অচৈতন্যাবস্থায় উহাকে খোদাতায়ালা দর্শন লাভ ধারণা করিয়া থাকে। নিতান্ত প্রাণের আবেগ, আসক্তি প্রেমে উম্মত হইয়া প্রতিবিম্ব ও মূলের মধ্যে প্রভেদ করিতে সক্ষম হয় না, বরং এই ধারণা এরূপ প্রবল হইয়া পড়ে যে, আপনার অস্তিত্ব (ওজুদ) ও সমস্ত জগতের অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়া ''আনাল-হক'' ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করিয়া বসে। যে ব্যাক্তি ফানা প্রাপ্ত হইয়া আত্মস্মৃতি অবস্থায় উহা উচ্চারণ করে, সে ক্ষমার পাত্র হইতে পারে, আর যে ব্যক্তি ফানা বাকা লাভের পূর্ব্বে এইরূপ শব্দ উচ্চারণ করে অথবা মুরিদগণকে শিক্ষা প্রদান করে, সে ব্যক্তি কঠিন কাফের।

পাঠক, মনে রাখিবেন, এই ব্যাক্তি খোদাতায়ালার নামের প্রতিবিম্বকে খোদা ধারণা করতঃ প্রথম ভ্রম করিল, তৎপরে সমস্ত জগতকে উক্ত প্রতিবিম্বে প্রতিবিম্বত দেখিয়া সমস্ত জগতকে খোদাতায়ালা ধারণা করতঃ দ্বিতীয় ভ্রম

করিল। একখণ্ড লৌহকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে, লৌহখানি অগ্নিবৎ হইয়া পড়ে এক্ষেত্রে লৌহখণ্ড নিজকে অগ্নি বলিয়া দাবি করিলে, যেরূপ ভ্রমাত্মক দাবি করা হয়, সেইরূপ আত্মহারা ফানাপ্রাপ্ত ব্যক্তি আপনাকে খোদার নাম ও গুণাবলীর প্রতিবিম্বে প্রতিবিম্বিত দেখিয়া আপনাকে খোদা বলিয়া দাবি করিলে, তাহার এই দাবি যে ভ্রমাত্মক হইবে ইহাতে কি সন্দেহ আছে?

যেরূপ সূর্য্যের তীক্ষ্ম কিরণে দিবা ভাগে নক্ষত্রমালা দৃষ্টিগোচর না হইলেও নক্ষত্রমালা অস্তিত্ব শূন্য হয় না, সেইরূপ খোদার আছমা ও ছেফাতের প্রতিবিম্বের তীক্ষ্ম জ্যোতিতে তরিকতপন্থীর চক্ষু ক্ষীণ হইয়া আপনাকে ও জগতকে দর্শন করিতে না পারিলেও তাহার ও জগতের অস্তিত্ব শূন্য হওয়া প্রমাণিত হয় না।

হজরত মোজাদ্দেদ ছাহেব মকতুবাতে লিখিয়াছেন, যদি কোন ফানাপ্রাপ্ত মযজুব আত্মহারা অবস্থায় এইরূপ শরিয়ত বিরুদ্ধ কথা বলে, তবে অজ্ঞানতাহেতু মার্জ্জনা পাইতে পারে। আর যে ব্যক্তি ফানাপ্রাপ্ত না হইয়া এরূপ কথা বলিয়া ফেলে, সে কঠিন কাফের— ধর্ম্মদ্রোহী। কারণ সে পয়গম্বরগণের শরিয়ত বাতিল করার চেষ্টা করিল। ইহা সত্যপরায়ণ আত্মহারা মযজুবের পক্ষে অনিষ্টকর না হইলে বাতিল মতাবলম্বী লোকের পক্ষে হলাহলের তুল্য অনিষ্টকর। নীল নদীর পানি ইস্রায়িল বংশধরগণের পক্ষে মিষ্ট হইলেও মিসরীয়দের পক্ষে রক্তবৎ ছিল। যে মযজুব শরিয়তের প্রতি স্থিরপ্রতিজ্ঞ, তাহাকে সত্যপরারয়ণ বুঝিতে হইবে, আর যে ফকির শরিয়তের বিরুদ্ধাচারণকারী, তাহাকে বাতিল মতাবলম্বী ধারণা করিতে হইবে। মনছুর হাল্লাজ কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিয়াও প্রত্যেক রাত্রিতে ৫০০ রাকয়াত নফল নামাজ পড়িতেন এবং অত্যাচারীদিগের কর্ত্তৃক যে খাদ্য তাঁহার নিকট প্রেরিত হইত তিনি তাহা ভক্ষণ করিতেন না, বাতিল মতাবলম্বী দলের প্রতি শরিয়তের আহকাম পালন করা পর্ব্বত তুল্য কঠিন বোধ হইয়া থাকে। যে মহৎ ব্যক্তি প্রকৃত ইছলামে দীক্ষিত হইয়াছেন তিনি এরূপ শব্দ উচ্চারণ করিতে বিরত থাকেন এবং সর্ব্বোতোভাবে পয়গম্বরগণের অনুসরণ করিয়া থাকেন।

কোন কোন তরিকতপন্থী বায়ু লতিফা ছায়ের করা কালে বুঝিতে পারেন যে, বায়ু জগতের প্রত্যেক কণায় প্রবেশ করিয়া আছে, ইহাতে তিনি ভ্রমবশতঃ উহাকে খোদা বলিয়া ধারণা করিয়া থাকেন।

কোন কোন তরিকতপন্থী আত্মিক জগৎ পরিদর্শন করিয়া থাকেন, কিন্তু আত্মিক জগৎ অপেক্ষাকৃত অনুপম ভাবে বাহ্য জগতকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, দর্শনে ভ্রমবশতঃ ইহাকে বাহ্য জগতের রক্ষক ও খোদা বলিয়া ধারণা করিয়া থাকেন।

ছুলতানোল-আরেফিন হজরত বাএজিদ বোসাতামি (কোঃ) বলিয়াছিলেন যে, ''আমি ত্রিশ বৎসর যাবৎ রুহকে খোদা ধারণায় এবাদত (উপাসনা) করিয়াছি'' কিন্তু খোদাতায়ালার অনুগ্রহে তিনি উক্ত মকাম হইতে উন্নত হইলে, উক্ত তত্ত্ব অবগত হইয়া পরিতাপ করিয়াছিলেন রুহ আত্মিক পদার্থ বলিয়া তিনি এই ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন।

দায়রায় বেলায়েতে কোবরা
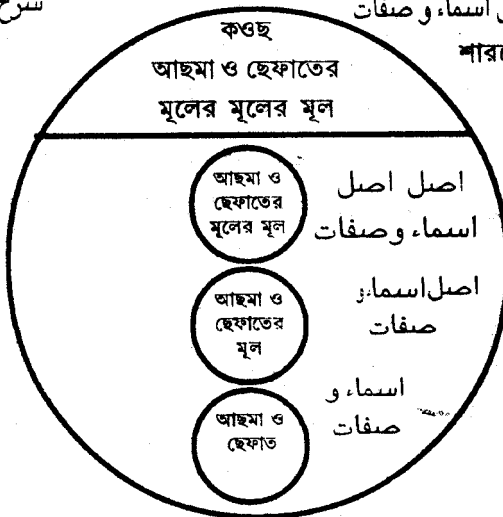
ইহা পয়গম্বরগণের বেলাএতের দরজা। এই দায়েরাতে চারিটি দাএরা আছে। প্রথম দাএরা খোদাতায়ালার নামসমূহ ও গুণাবলীর দাএরা। দ্বিতীয়,

নামসমূহ ও গুণাবলীর মূলের দাএরা। তৃতীয়, নামসমূহ ও গুণাবলীর মূলের মূলের দাএরা। চতুর্থ, নাম সমূহ ও গুণাবলীর মূলের মূলের মূলের দাএরা। পঞ্চম, দাএরাকে 'কওছ" নামে অভিহিত করা হয়, যেহেতু মোরাকাবার সময় উক্ত দাএরা কওছের (ধনুকের) তুল্য দৃষ্টিগোচর হয়, উক্ত দাএরাকে শারহোছ ছদুর বলা হয়, কেননা এই দাএরাতে হৃদয়ের প্রসার লাভ হইয়া থাকে। কোন কোন তরিকতপন্থী পীর আছমা ও ছেফাতের দাএরাকে আকরবিএত নামে অভিহিত করেন। এবং দ্বিতীয় দাএরাকে মহব্বতে উলা ও তৃতীয় দাএরা কে মহব্বতে ছানিয়া নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। কোন কোন তরিকতপন্থী পীর দ্বিতীয় দাএরাকে আকরবি এত এবং তৃতীয় দাএরাকে মহব্বত বা যজবা বলিয়া থাকেন। প্রথম দাএরাতে আল্লাহতায়ালার আজ্জাহেরো নাম ও গুণাবলীর সম্বন্ধে মোরাকাবা করিতে হয়। তিনি সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি জগদ্বাসিদিগকে উপজীবিকাদান করিয়া থাকেন, লোকদিগের সৎপথ প্রদর্শন হেতু কেতাব,পয়গম্বর প্রেরণ করিয়াছেন, পরকালে মনুষ্যকে শাস্তি বা শান্তি প্রদান করিবেন ইত্যাদি তাঁহার এছমে জাহেরের বিকাশ মাত্র।

তাঁহার আটটি গুণ আছে, হায়াত حيوة (জীবন) এলম علم (জ্ঞান) কোদরত قدرت (ক্ষমতা) এরাদাত ارادت (ইচ্ছা) ছামা سمع (শ্রবণ), বাছার بصر (দর্শন) কালাম كلام (কথন) এবং তকবিন تكوين (সৃষ্টিকরণ)। এই আটটি গুণকে ছেফাতে হকিকিয়া বলা হয়।

তাহার আরও কতকগুলি গুণ আছে,তিনি অনাদি, অনন্ত তাহার অস্তিত্ব (ওজুদ) প্রয়োজনীয় (জরুরী) ও তাহার লয় ক্ষয় অসম্ভব। তিনি উপাস্য (এবাদতের) একমাত্র যোগ্য এইরূপ গুণাবলীকে ছেফাতে এতেবারিয়া বলা হয়।

তিনি পার্থিব বস্তু বা উহার গুণবিশেষ নহেন, তিনি স্থানও কালে আবদ্ধ নহেন, কোন বস্তুতে মিলিত নহেন, কোন দিক নহেন, তাঁহার তুল্য কোন বস্তু নাই, তাঁহার পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র কন্যা নাই তিনি কলঙ্কমূলক ও নশ্বর গুণাবলী

হইতে নির্ম্মল। এইরূপ গুণাবলীকে ছেফাতে ছলবিয়া বলা হয়। এই দাএরা তে সাধারণতঃ খোদাতায়ালার অমরত্ব সর্ব্বজ্ঞ হওয়া সর্বশক্তিমান হওয়া ইচ্ছাময় হওয়া সর্বদর্শক সর্বশ্রোতা হওয়া সৃষ্টিকর্তা হওয়া ও বাকা এই আটটি ছেফাতের ফয়েজ আসিতে থাকে।

দ্বিতীয় ,তৃতীয় ও চতুর্থ দাএরা যাহা খোদাতায়ালার নাম ও গুণের মূলের মূল কিম্বা মূলের মূল অথবা মূলের মূল বলা হইয়াছে, তৎসমুদয় 'শাইউনাত' নামে অভিহিত করা হয়, এই শাইউনাত আল্লাহতায়ালার জাতের ফয়েজ এবং আছমা ও ছেফাতের ফায়েজের মধ্যে সীমারূপে নিদ্ধারিত হইয়াছে। যদিও এই বেলাএতে কোবরাতে নফছের উপর ফয়েজ আসিতে থাকে, তথাচ ক্রমান্বয়ে সমস্ত শরীর উহার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়, কলব অপেক্ষা নফছের অবস্থা স্বাদবিহীন বলিয়া অনুমিত হয়, বরং নফছের নেছবত বলবান হইলে, কলবের স্বাদ যুক্ত আনন্দ বর্দ্ধক ভাবগুলি বিস্মৃতি সাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়।

☆ ان النفس لا مارة بالسؤ

"অবশ্য নফছ মন্দ কর্ম্মের অধিকতর উত্তেজক।"

মাওলানা রুমি বলিয়াছেন বাহ্য অগ্নি নির্ব্বাপিত করা সহজসাধ্য কিন্তু প্রস্তর নিহিত অগ্নি সমুদ্রের পানি দ্বারাও নির্ব্বাপিত করা যায না, নফছ প্রস্তর নিহিত অগ্নির তুল্য, উহাকে দমন করা দুরূহ ব্যাপার।

মোজাদ্দেদ ছাহেব মকতুবাতের তৃতীয় খণ্ডে (৫৩ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন, "শয়তানের কুমন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাওয়া সহজসাধ্য, কিন্তু নফছের কুমন্ত্রণা মারাত্মক হলাহল ও মহাবিপদ। শয়তানের কুটচক্র অস্থায়ী পীড়ার তুল্য, কিন্তু নফছের চক্র স্থায়ী ব্যাধির তুল্য, নফছ সাংঘাতিক শত্রু। শয়তান উহার সাহায্যে মনুষ্যের প্রতি আক্রমণ করে। নফছ সমধিক অজ্ঞান, যেহেতু সে নিজের অহিতাকাঙ্খী, নিজের বিনাশ সাধন উহার অভিলাষ, নিজের প্রতিপালকের অবাধ্যতা ও আপন প্রাণহন্তা শত্রু শয়তানের বশ্যতা উহার অভিপ্রায়; ১৭ বৎসরের পরে আমি শয়তানের চক্র ও নফছের চক্রের মধ্যে প্রভেদ করিতে সক্ষম হইয়াছি।

নফছের কয়েকটি দ্বার আছে, চক্ষুদ্বয় উহার দুইটি প্রবল দ্বার, কর্ণ, হস্ত, পদ, হৃদয় উহার অন্যান্য দ্বার। নফছ চক্ষুদ্বয়কে অবৈধ বস্তুর দিকে দর্শন করিতে, অন্তরকে কু-কামনা, দ্বেষ, হিংসা, অহংকার, সম্মান-স্পৃহা, লোভ ইত্যাদি ভাব পোষণ করিতে উত্তেজিত করে।

কোর আন শরিফে আছে—

☆ يعلم خائنة الاعين و ما تخفى الصدور

"উক্ত খোদা চক্ষু সমূহের অবৈধ ব্যবহার এবং অন্তর সমূহে নিহিত ভাব অবগত আছেন।"

হাদিছ শরীফে আছে; — চক্ষু, কর্ণ হস্ত পদ অন্তর দ্বারা জেনা (ব্যভিচার) হইয়া থাকে। দৈবাৎ কোন স্ত্রীলোকের দিকে দৃষ্টিপাত হইলে, পুনরায় দৃষ্টিপাত করিতে নাই। যে ব্যক্তি অসৎ দৃষ্টি হইতে বিরত থাকিতে পারে, সেই ব্যক্তি এবাদতের মিষ্টতা অনুভব করিতে পারিবে।" যাহার চর্ম্মচক্ষু অসৎদৃষ্টিতে কলুষিততাহার অন্তর চক্ষু মোরাকাবার জ্যোতিঃ আকর্ষণে অক্ষম। বেলায়েতে কোবরাতে নফছ মৃতপ্রায় হইয়া যায় এবং খোদাতায়ালার আছমা ও ছেফাত রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া অসৎ কার্য্যের কামনা ও বাসনা হইতে নিরস্ত হইয়া যায়। এইরূপ নফছকে কোরআন শরিফে শান্তি প্রাপ্ত নফছ বলা হইয়াছে।

এই দায়েরার ফয়েজ নফছের উপর পতিত হইতে থাকিলে, তরিকতপন্থী আপনাকে জলীয় লবণ বা সূর্য্যোত্তাপে বিগলিত বরফের ন্যায় নিজের অস্তিত্ব বিলুপ্ত প্রায় অনুভব করে, নিজের শরীর, গুণ ভাবসমূহ একেবারে বিলীন হইয়া যায়। বেলাএতে ছোগরাতে নামমাত্র ফানা লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত ফানা এই বেলাএতে কোবরাতে হইয়া থাকে।

এই দাএরাতে নফছের বিশুদ্ধতা সম্পন্ন হইলে, দ্বেষ, হিংসা রিয়া, আত্মগরিমা, অহঙ্কার ও পদমর্য্যাদার আকাঙ্খা দূরীভুত হয়।

বেলাএতে ছোগরাতে কলবের ছায়ের করা কালে তওহিদের নেফছবতের আধিক্য বশতঃ তরিকতপন্থীর দৃষ্টি ও অর্ন্তচক্ষু এরূপ এরূপ ক্ষীণ ও জ্যোতিঃহীন হইয়া পড়ে যে,সৃষ্টবস্তু সৃষ্টিকর্ত্তার মধ্যে প্রভেদ করিতে

সক্ষম হয় না, এই হেতু তওহিদে-ওজুদির মতাবলম্বন করিয়া থাকে।

বেলাএতে কোবরা পয়গম্বরগণের বেলাএত এবং এস্থলে পূর্ণ চৈতন্য ও জ্ঞান থাকে, এইহেতু তথায় তীক্ষ্ম দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া বুঝিতে পারে যে, সৃষ্টি খোদাতায়ালার আছমা ও ছেফাতের 'জেল্লো' (প্রতিবিম্ব) ব্যতীত আর কিছুই নহে। বেলাএতে ছোগরাতে আত্মহারা অবস্থায় যে সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্ত্তাকে একই ধারণা করিয়াছিল, বেলাএতে কোবরাতে উক্ত ধারণা দূরীভূত হইয়া যায়, এই পার্থক্য ভাবকে তওহিদে-শহুদী বলে।

এই দাএরাতে দায়রায় এমকান ও দায়রায় জেলালের তুল্য জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়, কিন্তু প্রথম দুই দায়রার জ্যোতিঃ অপেক্ষা বহুগুণে উজ্জল,

দ্বিতীয় দাএরাতে نحن اقرب اليه من حبل الوريد "নাহনোআকরাবো এলায়হে মেন হাবলেল অরিদ" কোরআন শরিফের উপরোক্ত আয়তের মোরাকাবা করিতে হয়।

আয়তের অর্থ ;—

"আমি (খোদাতায়ালা) প্রাণ রগ হইতে তাঁহার সন্নিকট।" হাদিছ শরিফে উল্লেখ আছে, যে ব্যক্তি আমার (খোদাতায়ালার) এক বিঘত সন্নিকট হয়, আমি এক হাত তাহার সন্নিকট হই, আর যে ব্যক্তি এক হস্ত আমার সন্নিকট হয়, আমি এক বাঁও (ব্যাম) তাহার সন্নিকট হই।"

পাঠক মনে রাখিবেন, খোদাতায়ালার সন্নিকট হওয়া স্থান ও দিকের হিসাবে নহে, কারণ তিনি স্থান ও দিক হইতে মুক্ত। ইহাতে এরূপ ধারণা করিবে যে খোদাতায়ালার আছমা ও ছেফাতের মূল হইতে তরিকতপন্থীর উপর জ্যোতিঃ নিক্ষিপ্ত হইতেছে। এই মোরাকাবায় তরিকতপন্থীর অন্তরে খোদাতায়ালার নৈকট্যভাব এরূপ প্রবল হইয়া থাকে যে। কোন অন্যায় চিন্তা তাহার হৃদয়ে উদিত হইলে, লজ্জিত হইয়া উক্ত সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। যদি কেহ নির্জ্জনে কোন প্রকার গোনাহ করিতে বাসনা করে, এমতাবস্থায় তথায় হঠাৎ তাহার পিতা মাতা কিম্বা পীর মোর্শেদ উপস্থিত হন, তবে সে লজ্জিত হইয়া উহা হইতে বিরত থাকে। হজরত ইউছোফ (আঃ) জোলেখা

কর্ত্তৃক নিভৃত কক্ষে আবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং জোলেখা তাঁহাকে ব্যভিচারের জন্য উত্তেজিত করিতেছিল, এমতাবস্থায় খোদাতায়ালা হজরত ইয়াকুব (আঃ) এর রূপকে তাঁহার সমক্ষে প্রকাশ করেন, ইহাতে হজরত ইউছোফ (আঃ) লজ্জিত হইয়া দ্বারগুলি উদ্‌ঘাটন করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করেন।

যে তরিকতপন্থী বেলাএতে কোবরাতে আপন নফছকে আছমা ও ছেফাতের জ্যোতিতে আলোকিত করিয়াছে, সে ব্যক্তি অসৎ কার্য্যের কামনা করিলে, উক্ত জ্যোতিঃ দর্শনে লজ্জিত হইয়া উহা হইতে বিরত থাকে। হাদীছ শরীফে এইরূপ লোকদের সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, যে ব্যক্তিকে কোন সদ্বংশদ্ভোত রূপবতী স্ত্রীলোক (ব্যাভিচারের জন্য) উত্তেজিত করে, ইহা সত্বেও সে ব্যক্তি খোদাতায়ালার ভয়ে উক্ত (অসৎ) কার্য্যে লিপ্ত না হয়, সে ব্যাক্তি কেয়ামতে আরশের ছায়াতে স্থান পাইবে।

তৃতীয় দাএরাতে و يحبهم و يحبو نه "অইয়োহেব্বোহেম অইয়োহোব্বোনাহু" এই আয়তের মোরাকাবা করিতে হয়, ইহার অর্থ — "উক্ত খোদা তাহাদিগকে ভালবাসেন এবং তাহারা উক্ত খোদাকে ভালবাসেন।" ইহাকে মহব্বতের দাএরা বলা হয়। মহব্বতের অর্থ প্রেম, এই মহব্বত তিন প্রকার, মহব্বতের প্রথম শ্রেণী এই যে, প্রেমিক নিজের লাভ ও প্রেমাস্পদের (খোদার) সন্তোষ লাভ উভয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখে।

দ্বিতীয় শ্রেণী, যখন উক্ত প্রেমে উন্নতি লাভ করে, তখন প্রেমিকের লাভের আশা অতি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং খোদার অসন্তোষ লাভের ধারণা অধিকতর বলবৎ হইয়া পড়ে।

তৃতীয় শ্রেণী, প্রেমিকের লাভের ধারণা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং খোদার সন্তোষ লাভ ভিন্ন অন্তরে কিছুই স্থান পায় না।

মহব্বতের চিহ্ন এই যে, প্রেমিক ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক কার্য্যে প্রেমাস্পদের আজ্ঞাবহ হইবে। যদি কেহ তদ্বিপরীত কার্য্য করে তবে তাহাকে প্রেমিক বলা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না।

কোরআন শরিফে আছে, —

☆ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم

"তুমি বল, যদি তোমরা খোদাতায়ালার প্রেম (মহব্বত) করিতে চাও তবে আমার অনুসরণ কর, খোদাতায়ালা তোমাদিগকে ভালবাসিবেন।"

ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, খোদাতায়ালার সহিত প্রেম করার বাসনা করিলে হজরত নবি (আঃ) এর কর্ত্তৃক প্রচারিত শরিয়তের অনুসরণ করিতে হইবে।

মেশকাতের একটি হাদিছে আছে;— তিনটি লোক হজরতের এবাদতের সম্বন্ধে অবগত হইয়া উহা সামান্য মনে করিয়া বলিতে লাগিল, বেগোনাহ পয়গম্বরের সহিত আমাদের তুলনা হইতে পারে না; কাজেই আমাদের পক্ষে উহা যথেষ্ট হইতে পারে না। তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, আমি সমস্ত রাত্রি জাগ্রত থাকিয়া নামাজ পাঠ করিব। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, আমি সমস্ত বৎসর ব্যাপী রোজা রাখিয়া থাকিব। তৃতীয় লোকটি বলিতে লাগিল, আমি কখনও নেকাহ (বিবাহ) করিব না। তৎশ্রবণে হজরত (ছাঃ) বলিলেন, তোমরা নাকি এরূপ বলিয়াছ? আমি তোমাদের অপেক্ষা অধিকতর খোদাভীরু ও পরহেজগার; কিন্তু আমি রাত্রির কতকাংশ নিদ্রিত থাকি এবং কতকাংশ নামাজ পাঠ করি, বৎসরের কিয়ংদশ রোজা করি এবং অবশিষ্ঠাংশ আহার করি, দার পরিগ্রহণ (নেকাহ) করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি আমার ছুন্নত হইতে পরাম্মুখ হয়, সে আমার তরিকা হইতে বহির্গত হইয়া যাইবে।

মাকামাতে এমাম রাব্বানিতে আছে ;—

"এক দিবস মোজাদ্দেদে আলফেছানি (রঃ) ছাহেব ভ্রমবশতঃ পায়খানায় প্রবেশ করিতে প্রথমে ডাহিন পা রাখিয়াছিলেন, তৎপরে তিনি পায়খানায় প্রবেশ না করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। অবশেষে প্রথমে বাম পা রাখিয়া পায়খানায় প্রবেশ করিলেন। লোকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মোজাদ্দেদ ছাহেব বলিলেন, আমি যে সময় হইতে পায়খানায় যাইতে হজরতের (ছাঃ) একটি ছুন্নত ত্যাগ করিয়াছিলাম, সেই সময় হইতে আমার উপর তরিকতের ফয়েজ বন্ধ হইয়া যায় তৎপরে কয়েক দিবস যাবৎ খোদাতায়ালার নিকট

রোদন ক্রন্দন করায় পুনরায় উক্ত ফয়েজ জারি হয়।

শেখ ছাদি (রহঃ) বলিয়াছেন—

خلاف پیمبر کسی راه گزید۔ کہ ہرگز بمنزل نخواهد رسید

"যে ব্যক্তি পয়গম্বর (ছাঃ) এর বিরুদ্ধ পথাবলম্বন করিল, (সে ব্যক্তি) কখনও গন্তব্য পথে উপস্থিত হইতে পারিবে না।"

হজরত এব্রাহিম (আঃ) একদা পর্ব্বতোপরি দণ্ডায়মান হইয়া প্রান্তরে বিচরণকারী বিবিধ পশুগুলি পর্যবেক্ষণ করিতে ছিলেন, এমতাবস্থায় হজরত জিবরাইল (আঃ) মানবরূপে প্রকাশিত হইয়া বলিলেন, 'হে ইব্রাহিব .... আপনার দ্বাদশ সহস্র ছাগরক্ষী কুকুরের প্রত্যেকের গলদেশে এক একটি সুবর্ণ ঘণ্টা বন্ধন করা হইয়াছে কেন? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, খোদাতায়ালা আমাকে স্বর্ণরাশি প্রদান করিয়াছেন, অমি যেন উহার প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া খোদার প্রেম হইতে বিমুখ না হই, এজন্য উহা কুকুরের গলদেশে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছি তৎশ্রবণে হজরত জিব্রাইল (আঃ) কিছু পশু দান চাহিয়া ছিলেন। তদুত্তরে হজরত এব্রাহিম (আঃ) বলিলেন, আপনি মহান খোদাতায়ালার নাম পাঠ করুন। তখন তিনি سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة و الروح "ছুব্বূহোন কুদদুছোন রাব্বোনা অরাব্বোল মালা একাতে অররুহ" নামগুলি পাঠ করিলেন। ইহাতে হজরত এবরাহিম (আল্লাহর নামের প্রেমে উন্মত্ত হইয়া) তাঁহাকে এক চতুর্থাংশ পশু দান করিলেন। এইরূপ তিনি কয়েকব্বার উক্ত নামগুলি উচ্চারণ করেন এবং হজরত এব্রাহিম (আঃ) পর পর তৃতীয়াংশ। অর্দ্ধেকাংশ অবশেষে সমস্ত পশু দান করিয়া ফেলিলেন। ইহাই প্রেমের নিদর্শন। — তফছিরে রুহোল বায়ান।

এইরূপ হজরত নবিয়ে করিম (ছাঃ) বাহরাএন প্রদেশ হইতে নীত কয়েক লক্ষ স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রভাত হইতে দ্বিপ্রহরের মধ্যে দান করিয়াছিলেন, কেবল মাত্র দুইটি টাকা গৃহে ছিল। হজরত (ছাঃ) নামাজের ছালাম পরে, ত্রস্তভাবে গৃহে প্রবেশ করতঃ অনতিবিলম্বে মছজিদে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ছাহাবাগণ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হজরত বলিলেন, দুইটি টাকাদান

করা হইয়াছিল না বলিয়া ত্রস্তভাবে গৃহে প্রবেশ করতঃ উহা দান করিয়া আসিলাম। ইহা খোদা প্রেমের শেষ সীমা।

চতুর্থ দায়েরায় কওছ

ইহাকে শরহোছ্ ছদুর বলা হইয়া থাকে, ইহা মহব্বতের শেষ সীমা। তরিকতপন্থী পীরগণ বলেন হৃদয় (কলবের) দুইটি দ্বার আছে, একটি নফছের দিকে, উহাকে বক্ষঃ (ছিনা) বলে। আর একটি রুহের (আত্মার) দিকে, উহা অতি প্রশস্ত, ইহার হিসাবে বক্ষঃ অতি সঙ্কীর্ণ; যাহার বক্ষঃ প্রসারিত হয় তাহার হৃদয়ের উক্ত প্রশস্ত দ্বার পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে প্রসারিত হয়। এই হেতু এস্থলে হৃদয়ের উল্লেখ না করিয়া বক্ষদেশের উল্লেখ করা হইয়াছে। বক্ষ হৃদয়ের দুর্গ স্বরূপ, শয়তান মনুষ্যের পার্থিব কামনা ও লোভের জন্য নফছের দিক হইতে হৃদয়ের প্রথম দ্বার বক্ষের উপর আক্রমণ পূর্ব্বক উহা সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলে কাজেই উহার সঙ্কীর্ণতা হেতু হৃদয় সঙ্কীর্ণ হইয়া যায় এবং ঈমানের আসক্তি ও এবাদতের ভক্তি কম হইয়া যায়। যদি হৃদয়ের এই দ্বার প্রসারিত হয়, তবে হৃদয়ের শান্তি সহ এবাদত কার্যে রত হওয়া সম্ভব নয় যাহার বক্ষঃদেশের যত প্রসারতা হয়, তাহার তত অধিকপদ ও সিদ্ধি (কামালিয়াত) লাভ হয়।

ফেরেশতাগণ হজরত নবীয়ে করিম (ছাঃ) এর বক্ষঃ দেশকে চারিবার বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। কোরআন ছুরা এনশোরাহ ;—

الم نشرح لك صدرك

"আমি কি তোমার জন্য তোমার বক্ষঃকে প্রসারিত করি নাই।" খোদাতায়ালা হজরতের হৃদয় এরূপ প্রসারিত করিয়াছিলেন যে, উহা এক অনন্ত প্রান্তররূপে পরিণত হইয়াছিল। যাহাতে একটি বৃহৎ অট্টালিকা ছিল এবং তন্মধ্যে বারটি বৈঠকখানা ছিল; উহার প্রথমটিতে একটি বাদশাহ, দ্বিতীয়টিতে একজন হাকিম, তৃতীয়টিতে একজন কাজী, চতুর্থটিতে একজন মুফতী, পঞ্চমটিতে একজন ফৌজদারী হাকিম, ষষ্ঠটিতে একজন কারী, সপ্তমটিতে একজন আবেদ, অষ্টমটিতে একজন মা'রেফাত তত্ত্বজ্ঞ কামেল

মোর্শেদ, নবমটিতে একজন উপদেষ্টা, দশমটিতে একজন শ্রেষ্ঠতম রছুল, একাদশটিতে একজন তরিকতপন্থী সিদ্ধ পীর এবং দ্বাদশটিতে একজন রূপবান প্রেমাস্পদ ছিলেন;— তফছিরে আজিজি।

কোরআন শরিফে আছে ;—

رب اشرح لى صدرى

"হে আমার প্রতিপালক ! আমার জন্য আমার বক্ষঃদেশ (ছাতি) প্রসারিত কর।" মুছা (আঃ) খোদাতায়ালার নিকট বক্ষঃ প্রসারিত হইবার জন্য যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহাই উক্ত আয়তে বর্ণিত হইয়াছে।

এমাম রাজি উহার মর্ম্মে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন;—

হজরত নবী করিম (ছাঃ) বক্ষঃ প্রসারিত হওয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হওয়ায় বলিয়াছিলেন যে, হৃদয়ে একটি নূর (আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃ) প্রজ্জ্বলিত হওয়ার নামই বক্ষঃপ্রসারিত হওয়া । তৎপরে লোকে উহার চিহ্ন জিজ্ঞাসিত করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "পৃথিবী (পার্থিব বিষয়) হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া, পরকালের দিকে মন নিবিষ্ট করা এবং মৃত্যুর অগ্রে উহার জন্য প্রস্তুত হওয়াই ইহার লক্ষণ।"

আল্লামা হক্কি তফছির রুহোল বায়ানে লিখিয়াছেন;—

উক্ত জ্যোতির লক্ষণ এই যে, জড়জগতের কামনা ও উহার সৌন্দর্য্য এবং কুপ্রবৃত্তি সমূহের প্রতি অন্ধ আনুরক্তি দূরীভূত হইয়া পরজগৎ ও সৎ কার্য্য সমূহের প্রতি আসক্ত ও সচ্চরিত্র সদাচারী হওয়া।

আর উক্ত ব্যক্তির হৃদয় খোদার জেকরে কোমল হয়, খোদা দর্শন ও তাহর নৈকট্য লাভের জন্য তাহার আগ্রহ বলবৎ হয় পার্থিব শ্রমসাধ্য ব্যাপার এবং পাশবিক ও দানবীয় স্বভাব সমূহের ভার বহন করিতে অক্ষম হইয়া খোদা প্রাপ্তির দিকে ধাবমান হইতে থাকে। সেই ব্যক্তি খোদার ছেফাত সমূহের জ্যোতিঃ লাওয়াএহের জ্যোতিঃ লাওয়ামেয়ের জ্যোতিঃ মোকাশাফা ও মোশাহাদার জ্যোতিঃ এবং জামালে ছামাদিয়েতের জ্যোতিঃ আকর্ষণ করে। এমাম অস্তি বলিয়াছেন, হৃদয় প্রসারিত হওয়ার জ্যোতিঃ খোদাতায়ালার

এক মহা অনুগ্রহ, খোদাতায়ালা যাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন কেবল সেই ব্যক্তি উহার আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয়।

কোরআন ছুরা জোমারে আছে;—

☆ افمن شرح الله صدره للسلام فهو على نور من ربه

"খোদাতায়ালা যাহার বক্ষ ইসলামের জন্য প্রসারিত করিয়াছেন, সে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের জ্যোতির উপর আছে।

টীকাকারেরা বলেন, খোদাতায়ালা যাহার হৃদয় স্বীয় মারেফাতের জন্য প্রসারিত করিয়াছেন, সে ব্যক্তি তাঁহার জ্যোতির উপর থাকেন এবং উক্ত জ্যোতিঃ কর্ত্তৃক অদৃশ্য বিষয় সমূহ দর্শন করেন এবং আপন রুহ ও ছের সহ উহার জন্য মোরাকাবায় নিমগ্ন থাকেন।

এমাম জাফর ছাদেক (রঃ) বলিয়াছেন,খোদাতায়ালা ওলিআল্লাহ-গণের বক্ষেঃ প্রসারিত করেন, ইহা তাঁহার গুপ্ত ধনভান্ডার, ইঙ্গিতের খনি ও বাঞ্চিত বস্তুর আলয়।

শেখ শিবলি (কোঃ) বলিয়াছেন, 'খোদাতায়ালা যাঁহাদের হৃদয় প্রসারিত করিয়াছেন, তাঁহাদের অন্তর আলোকিত হইয়াছে, তাঁহাদের রসনা তত্ত্বজ্ঞান (হেকমত) প্রকাশ করিতেছে, তাহারা রিপু দমন পূর্ব্বক শিষ্টাচার ও ছুফিত্ত্ব অবলম্বন করতঃ সিদ্ধ ওলি ও সিদ্দিক হইয়াছেন।

মাওলানা আব্দুল হক মোহাদ্দেছ দেহলবী ছাহেব নিজ মকতুবাতের ৩২৯।৩৩০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

নিম্নোক্ত কয়েকটি কার্য্যে বক্ষঃ প্রসারিত হয়—

প্রথম —কোরআন, হাদিছ, তফছির ও ফেকাহ শিক্ষা করা।

দ্বিতীয়—খোদাতায়ালার প্রেম করা। তৃতীয় —**সর্ব্বদা** খোদাতায়ালার **জেকরে নিমগ্ন থাকা। চতুর্থ —দরিদ্রকে অর্থ দান করা। পঞ্চম—বিপন্ন ব্যক্তির বিপদ উদ্ধার করা অথবা অত্যাচারীর অত্যাচার হইতে প্রপীড়িত ব্যক্তির উদ্ধার করা। ষষ্ঠ**— ধর্ম্ম বিদ্যা শিক্ষা প্রদান করা বা লোককে-ধর্ম্মোপদেশ প্রদান

করা। সপ্তম—ধর্ম্ম কার্য্যে বীরত্ব প্রকাশ করা। অষ্টম —হজরতের সম্পূর্ণ অনুসরণ করা । নবম— দ্বেষ, হিংসা, আত্মগরিমা, অহঙ্কার, রিয়া (সম্মান লাভেচ্ছায় এবাদত করা) ও সম্মান স্পৃহা ত্যাগ করা। উপরোক্ত কার্য্যে যিনি যত অগ্রসর হইবেন, তাঁহার হৃদয় তত অধিক প্রসারিত হইবে।

এই দাএরাতে নফছ বিশুদ্ধ হইয়া যায় দ্বেষ, হিংসা, আত্ম গরিমা, অহঙ্কার, রিয়া, সম্মান-স্পৃহা বিদুরিত হয়, প্রকৃত ফানা ও প্রকৃত ইসলাম লাভ হয়। শরিয়তের বিধি ব্যবস্থা পালনে কঠিনতা দূরীভূত হয়, খোদাতায়ালার নির্দ্দেশিত তকদিরের প্রতি সন্তোষ লাভ ও তাঁহার দানরাশির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সহজ হইয়া পড়ে।

প্রথম বেলাএতে কোবরার দায়রার নিয়ত—

আমি আমার নফছের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার নফছ জনাব পীর ছাহেব কেবলার নফছের অছিলায় আল্লাহতায়ালার জাত যাহা মোস্তাজমেয়ে জামিয়ে আছমা ও ছেফাত হইতেছে, উক্ত আছমা ও ছেফাতের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, আছমা ও ছেফাতের ফয়েজ আমার নফছ ও পাঁচ লতিফায় আসুক।

نیت مراقبہ دائرہ اسماء وصفات

میں اپنے نفس کے طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میری نفس جناب حضرت پیر صاحب قبلہ کے نفس کے وسیلہ سے اللہ تعالی کا ذات جو مستجمع جمیع اسماء و صفات ہے ان اسماء و صفات کی طرف متوجہ ہوتا ہے اسماء وصفات کا فیض میری نفس و پانچ لطیفے میں آتا ہے

দ্বিতীয় দায়রায় আকরবিয়তের মোরাকাবার নিয়ত

আমি আমার নফছের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার নফছ জনাব হজরত পীর ছাহেব কেবলার নফছের অছিলায় আল্লাহতায়ালার জাত যাহা মোস্তাজমেয়ে জামিয়ে আছমা ও ছেফাত হইতেছে, আকরবিয়তের ফয়েজ আমার নফছ ও পাঁচ লতিফায় আসুক।

نیت مراقبہ اقربیت

میں اپنے نفس کے طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میرے نفس جناب حضرت پیر
صاحب قبلہ کے نفس کی وسیلہ سے اللہ تعالی کی ذات جو مستجمع جمیع اسماء
وصفات ہے ان اسم ءوصفات کے اصل کی طرف متوجو ہوتی ہے اقربیت
کا فیض میری نفس اور پانچ لطیفے میں آتا ہے

এই মোরাকাবার "নাহনো আকরাবো ইলায়হে মিন হাবলেল আরিদ"—

☆ نحن اكرب اليه من حبل الوريد

এই আয়ত পাঠ ও উহার মর্ম্মের দিকে ধেয়ান করিবে। ইহার মর্ম্ম ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

তৃতীয়— দায়রায় মহব্বতের মোরাকাবার নিয়ত

আমি আমার নফছের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার নফছ জনাব হজরত পীর ছাহেব কেবলার নফছের অছিলায় আল্লাহতায়ালার জাত— যাহা মোস্তাজমেয়ে জমিয়ে আছমা ও ছেফাত হইতেছে উক্ত আছমা ও ছেফাতের আছলের আছলের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, মহব্বতের ফয়েজ আমার নফছ ও পাঁচ লতিফায় আসুক।

نیت مراقبہ دائرۂ محبت

میں اپنی نفس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں ۔ اور میری نفس جناب حضرت پیر
صاحب قبلہ کی نفس کی وسیلے سے اللہ تعالی کی ذات جو مستجمع جمیع اسماء و
صفات ہے اُن اسماء وصفات کی اصل کی اصل کی طرف متوجہ ہوتی ہے محبت
کا فیض میری نفس اور پانچ لطیفے میں آتا ہے ☆

এই মোরাকাবায় 'ইয়োহেব্বোহুম অ-ইয়োহেব্বোনাহু' يحبهم و يحبو نه পড়িতে ও উহার মর্ম্মের দিক ধেয়ান করিতে হইবে। ইহার মর্ম্ম ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

চতুর্থ— দায়রায় শরহোছ ছুদুরের মোরাকাবার নিয়ত

আমি আমার নফছের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার নফছ জনাব হজরত পীর ছাহেব কেবলার নফছের অছিলায় আল্লাহতায়ালার জাত-যাহা মোস্তাজমেয়ে জামিয়ে আছমা ও ছেফাত হইতেছে, উক্ত আছমা ও ছেফাতের আছলের আছলের অছুলের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, শরহোছ ছুদুরের ফয়েজ আমার নফছ ও পাঁচ লতিফায় আসুক।

نیت مراقبہ دائرۂ شرح الصدور

میں اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میری نفس جناب حضرت پیر صاحب قبلہ کے نفس کی وسیلے اللہ تعالی کی ذات جو مستجمع جمیع اسماء وصفات ہے ان اسماء وصفات کی اصل کی اصل اصول کی طرف متوجہ ہوتی ہے شرح الصدور کا فیض میری نفس اور پانچ لطیفے میں آتا ہے

এই মোরাকাবায় الم نشرح لك صدرك আলাম নাশরাহলাকা ছাদরাকা' এই আয়ত পড়িতে হইবে। ইহার অর্থ এই—"আমি কি তোমার জন্য তোমার বক্ষঃ প্রসারিত করি নাই"।

দায়রায় বেলায়েতে উলইয়া

হজরত মোজাদ্দেদ ছাহেব লিখিয়াছেন যে, যখন আমি বেলাএতে কোবরার

ছায়ের সমাপন করিলাম, তখন আমি ধারণা করিলাম যে, তরিকতের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, এমতাবস্থায় একটি শব্দ শ্রবণ করিতে পাইলাম যে, এই সমস্ত খোদাতায়ালার আজ্জাহেরো নামের বিকাশ মাত্র, রুহানি জগতে উড্ডীয়মান হইতে যে দুইটি পক্ষের আবশ্যক হয়, তন্মধ্যে একটি পক্ষ মাত্র প্রস্তুত হইতেছে, এখন দ্বিতীয় পক্ষ প্রস্তুত না হইলে, উপরোক্ত জগতে উড্ডীয়মান হওয়া অসম্ভব, ইহা আল-বাতেনা নামের ছায়ের করা।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফেছানি (কোঃ)র পূর্ব্বে পীরগণ বেলাএতে কোবরা অবধি ছায়ের করিতেন, ইহা তাঁহাদের শেষ সীমা ছিল। খোদাতায়ালা অনুগ্রহ পূর্ব্বক বেলাএতে উলইয়া হইতে অন্যান্য দাএরায় মকামগুলি বিশেষভাবে হজরত মোজাদ্দেদ ছাহেবের জন্য প্রকাশ করিয়াছেন।

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ☆

'ইহা খোদাতায়ালার অনুগ্রহ, তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, ইহা প্রদান করেন।" এই মোরাকাবায় অগ্নি, বায়ু ও পানি এই তিন লতিফার উপর ফয়েজ পতিত হয়, উক্ত তিন লতিফায় হুজুরী তাওয়াজ্জোহ, উরুজ ও নজুল অনুভুত হয়।

ইহা ফেরেশতাগণের বেলাএতের দরজা। যে ফেরেশতাগণ জগতে কার্য্যে পরিচালনা করেন খোদার হুকুম অবগত হইয়া থাকেন, লওহো মহফুজে যে কোন হুকুম প্রকাশ হয়, প্রথমেই তাঁহারা জ্ঞাত হইয়া থাকেন, তৎপরে উহা জগতে প্রকাশিত হয়। উক্ত ফেরেশতাগণ সমস্ত জড় ও জীব জগতের মধ্যে অপ্রকাশ্য, সেই হেতু খোদার আল-বাতেনো নামের সহিত তাঁহাদের অধিকতর সম্বন্ধ আছে। অগ্নি, পানি ও বায়ু শরীরের তিনটি অপ্রকাশ্য অংশ মৃত্তিকা শরীরের প্রকাশ্য অংশ। বেলাএতে উলইয়া ফেরেশতাগণের বেলাএত, এই হেতু উক্ত অপ্রকাশ্য তিন লতিফার উপর এই বেলাএতের জ্যোতিঃ পতিত হইয়া থাকে। এই বেলাএতে-উলইয়ার জ্যোতিঃ পতনে উক্ত লতিফাত্রয়ের অবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। অগ্নির গুণ আক্রমণ করা ও উচ্চে ধাবিত হওয়া, সেই হেতু মনুষ্যের মধ্যে আত্মগরিমা ও অহঙ্কারের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

অগ্নি ইবলিছের অভিসম্পাতের কারণ হইয়াছে এবং তাহাকে খোদার অনুগ্রহ হইতে নিরাশ করিয়াছে। যখন তরিকতপন্থী এই বেলাএতের জ্যোতিঃ আকর্ষণকরে তখন উক্ত অগ্নি খোদার হুকুম পালন করিতে, উচ্চ আকাঙ্খা পোষণ করিতে এবং শরিয়তের আহকাম (বিধি ব্যবস্থা) পালনে দ্রুত গমন করিতে রত হয়। বায়ু নানাবিধ ভোগ বিলাসের লোভ সৃষ্টি করে। এই বেলাএতের জ্যোতিতে উহার অবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। উক্ত বায়ু খোদার ইচ্ছা অনুযায়ী কার্য্য করার আগ্রহ বলবৎ করে এবং পার্থিব বাতিল বিষয়ের কামনা হইতে বিরত রাখে। পানির গুণ শিথিলতা কার্য্যে শিথিলতা ও নত হওয়া । এই মোরাকাবার জ্যোতিতে উক্ত পানি গোনাহ কার্য্যে শিথিলতা ও খোদাতায়ালার দরগায় নম্রতা প্রকাশ করে। কতকগুলি জ্যোতিষ্মান পর্দা অতিক্রম করিলে এই মাকামের ছায়ার সমাপ্ত হইয়া যায়। নূতন তরিকতপন্থীর পক্ষে ছুলতানোল আজকারে উক্ত তিন লতিফার যে শুদ্ধতা লাভ হয়, তাহা অন্য প্রকারের আর এই বেলাএতের উক্ত লতিফাত্রয়ের যে শুদ্ধতা লাভ হয়, তাহা ভিন্ন প্রকারে। এই স্থলের অবস্থা অতি সূক্ষ্ম ও পবিত্র। এই মকামে অপূর্ব্ব অন্তর প্রসার উপলব্ধি হয়ে থাকে, উর্দ্ধ জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। কাশ্‌ফশক্তি বিশিষ্ট তরিকতপন্থীগণ ফেরেশতাগণের দর্শন লাভ করিয়া থাকেন এবং বহু গুপ্ততত্ত্ব অবগত হইয়া থাকেন। বেলাএতে কোবরাতে আজ্জাহেরো নামের এবং এই বেলাএতে উলইয়াতে আলবাতেনো নামের ছায়ের করা হইয়া থাকে। এই উভয় ছায়েরের মধ্যে প্রভেদ এই যে, আজ্জাহেরো নামের মোরাকাবায় কেবল তাজাল্লিয়ে-ছেফাতি পরিলক্ষিত হয়, উহাতে তাজাল্লিয়ে জাতি পরিলক্ষিত হয় না। পক্ষান্তরে আলবাতেনো নামের মোরাকাবায় তাজাল্লিয়ে-ছেফাতি পরিলক্ষিত হইলেও উহার অন্তরালে তাজাল্লিয়ে জাতিও পরিলক্ষিত হয়। বেলাএতে কোবরাতে এল্‌ম, কোদরত, ছামা, বাছার, খালক, ইত্যাদি ছায়ের করা হয়, উহা কেবল খোদাতায়ালার ছেফাত, উহাতে খোদাতায়ালার জাতের প্রতি লক্ষ্য করা হয় না। আর বেলাএতে উলইয়াতে আলীম, বাছির, ছমি, কদির, খালেক ইত্যাদির ছায়ের করা হয়। আলিমের অর্থ—এলম গুণসম্পন্ন জাতে খোদা, বাছিরের অর্থ—

বাছার গুণসম্পন্ন জাতে খোদা, এইরূপ ছামি, কাদির ও খালেকের অর্থ- ছামা, কুদরত ও খল্‌ক্‌- গুণসম্পন্ন জাতে খোদা। আলিমের অর্থ সর্ব্বজ্ঞ, এলমের অর্থ জ্ঞান। বাছিরের অর্থ-সর্ব্বদর্শী, বাছারের অর্থ-দর্শন। 'ছমি' শব্দের অর্থ সর্ব্ব শ্রোতা, ছামা শব্দের অর্থ-শ্রবণ। কাদিরের অর্থ-সর্ব্বশক্তিমান কুদরতের অর্থ-শক্তি। খালেকের অর্থ-সৃষ্টিকর্ত্তা, খাল্‌কের অর্থ সৃষ্টিকরণ। আলিম, কাদির, ছমি বাছির ও খালেক এই গুলির ছায়ের করিলে, প্রত্যক্ষভাবে খোদার ছেফাতের তাজল্লি এবং পরোক্ষভাবে জাতের তাজল্লি পরিলক্ষিত হয়। এল্‌ম, কুদরত ইত্যাদির ছায়ের করিলে আজ্জাহেরো নামের ছায়ের করা বুঝিতে হইবে। আলিম, কাদির, ইত্যাদি ছায়ের করিলে, আলবাতেনা মামের ছায়ের করা বুঝিতে হইবে। এলম ও আলিমের এবং আজ্জাহেরো ও আল- বাতেনো নামের মধ্যে এত অধিক প্রভেদ আছে- যেরূপ ভূতল ও আরশে এবং পানি বিন্দু ও মহাসমুদ্রের মধ্যে প্রভেদ আছে। মৌখিক কলেমা পাঠ করিলে, লম্বা কেয়াম, কেরাত, রুকু ও সেজদা সহ নফল নামাজ পড়িলে, অল্প কথা বলিলে, অল্প নিদ্রা ও অল্পই লোকের সঙ্গলাভ করিলে, এই মকামে সমধিক উন্নতি লাভ হয়। এই মকামে উপস্থিত হইলে, শরিয়তের সহজসাধ্য কার্য্যের (রোখছতের) প্রতি আমল করা উচিত নহে। কষ্টসাধ্য নিয়মের (আজিমতের) প্রতি আমল করিলে, সমধিক উন্নতি সাধিত হয়। রোখছতের প্রতি আমল করা মানবীয় ভাবের দিকে আকর্ষণ করে, আজিমতের প্রতি আমল করা ফেরেশতাভাব আনয়ন করে। যতই ফেরেশতাভাবাপন্ন হওয়া সম্ভব হয়, ততই এই মকামের উন্নতির কারণ হয়।

এই মোকাবার নিয়ত

আমি আমার লতিফায় আব, আতেশ ও বাদের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার লতিফায় আব, আতেশ ও বাদ উক্ত জাতের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়-যাহা আছমা ও ছেফাতে বাতেনার মন্‌শা (মূল) হইতেছে, মোছাম্মায় আছমা ও ছেফাতে বাতেনার ফয়েজ আমার লতিফায় আব, আতেশ ও বাদে আসুক।

نیت

میں متوجہ ہوتا ہوں طرف اپنے آب و آتش و باد کے میرا آب و آتش و باد اس
ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو منشا ہے اسماء صفات باطنہ کا مسمی اسماء و صفات
باطنہ کا فیض میرا آب آتش و باد میں اوے

দাএরায় কামালাতে নবুয়ত

এই দাএরার মোরাকাবায় অবিচ্ছিন্ন ভাবে তাজাল্লিয়ে-জাতি পতিত হইয়া থাকে। লতিফার মধ্যে মৃত্তিকা স্থায়ী ও স্থিতিশীল, এই হেতু অবিচ্ছিন্ন তাজাল্লি উহার উপর পতিত হয়। লতিফার খাক (মৃত্তিকা) উক্ত প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া এতদূর নত হয় যে, আপনাকে ফিরিঙ্গী কাফের হইতে নিকৃষ্ট অনুভব করে। মোজাদ্দেদ ছাহেব (কোঃ) বলিয়াছেন যে, সূক্ষ্ম জগত (আলমেআমার) অপেক্ষা স্থুল জগতের (আলমে খালকের) মর্যাদা সমধিক। পয়গম্বরগণ আলমে-খালকের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইছলামের আরকান কলবের সহযোগে অঙ্গ- প্রত্যঙ্গের কার্য্য, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আলমে-খালকের অর্ন্তভুক্ত। আলমে-খালকের সহিত কলবের অধিক তর সম্বন্ধ আছে, এই হেতু কলবের বিশ্বাসও ইছলামের অংশ বিশেষ হইয়াছে। কলব ব্যতীত অন্যান্য লতিফার প্রতি কোন হুকুম হয় নাই বা মূল বস্তুর মধ্যে পরিগণিত হয় নাই।

বেহেশতের সুখ সম্ভোগ, খোদাতায়ালার দর্শন লাভ এবং দোজখের কষ্টভোগ আলমে-খালকের ভাগ্য নিহিত; ইহাতে কলব ব্যতীত আলমে

আমরের অধিকার নাই। ফরজ, ওয়াজেব ও ছুন্নত সম্পাদানে অধিক ফল লাভ হইয়া থাকে, ইহা আলমে-খালকের (শরীরের) কার্য্য ; নফল কার্য্য আলমে-আমরের জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে; ফরজ ওয়াজেবের দরজা— নফল অপেক্ষা বহু সহস্র গুণে অধিক; বরং ছুন্নতের সহিত নফলের কোনই তুলনা হইতে পারে না। ফরজ, ওয়াজেব ও ছুন্নত সম্পাদনে যে নৈকট্য লাভ হয়, নফল কার্য্য কি সেইরূপ নৈকট্য লাভ হইতে পারে? ক্ষুদ্র পানিবিন্দু কি মহা সমুদ্রের তুল্য হইতে পারে? কাজেই আলমে-আমরের দরজা কি আলমে-খালকের দরজার তুল্য হইতে পারে?

তাজাল্লিয়ে জাতির তিন শ্রেণী আছে; প্রথম, নবীগণের কামালাতের হিসাবে, দ্বিতীয়, রছুলগণের কামালাতের হিসাবে, তৃতীয়, উলুল আজমের কামালাতের হিসাবে।

কাজী বয়জাবি তফছিরের ৫৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"যে পয়গম্বর নূতন শরিয়ত প্রচারার্থে প্রেরিত হইয়াছেন, তিনিই রছুল নামে অভিহিত হইবেন। নূতন শরিয়ত সহ প্রেরিত হউন, কিম্বা পূর্ব্বতন পয়গম্বরের শরিয়ত দৃঢ় করা উদ্দেশ্যে প্রেরিত হউন, সকলকেই নবী বলা সিদ্ধ হইবে। নবী সাধারণ শব্দ, সমস্ত পয়গম্বর নবী নামে অভিহিত; কিন্তু রছুল তাঁরাদের মধ্যে বিশিষ্ট তিনশত তেরো জনকে বলা হয়। কোন কোন বিদ্বান বলেন, যিনি লোককে অলৌকিক ঘটনা (মোজেজা) প্রদর্শন করা সত্ত্বেও ধর্ম্মগ্রন্থ (আছমানি কেতাব) প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই রছুল হইবেন, আর যিনি ধর্ম্মগ্রন্থ প্রাপ্ত না হইয়াছেন, তিনিই নবী হইবেন। কোন কোন বিদ্বান বলিয়াছেন, যাহার নিকট ফেরেশতা ওহি আনয়ন করিতেন, তিনিই রছুল ও নবী, আর যিনি নিদ্রিত অবস্থায় ওহি প্রাপ্ত হইতেন, তিনি রছুল নহেন, বরং নবী নামে অভিহিত।"

এমাম রাজী তফছিরে কবিরের ৬ষ্ঠ খন্ডে ১৯৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "নবী ও রছুলে তিন প্রকার প্রভেদ হইতে পারে। প্রথম এই যে, যে পয়গম্বর মোজেজা (অলৌকিক কার্য্য) দর্শন করা সত্ত্বেও আছমানী কেতাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই রছুল, আর যিনি আছমানী কেতাব প্রাপ্ত হন নাই, কিন্তু প্রাচীন কোন ধর্মগ্রন্থ

প্রচারে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, তিনিই নবী। দ্বিতীয়, যিনি মোজেজা ও ধর্ম্মগ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ও পূর্ব্বতন শরিয়ত মনছুখ করিয়াছিলেন, তিনিই রছুল, আর যিনি এই তিন গুণের কোন একটি ধারণা না করিতেন, তিনিই নবী। তৃতীয়, যাঁহার নিকট প্রকাশ্য ভাবে কোন ফেরেশতা আগমন করিতেন এবং তাঁহাকে উম্মতের আহ্বানের জন্য আদেশ করিতেন, তিনি রছুল, আর যিনি স্বপ্নযোগে প্রেরিতত্বের (পয়গম্বরির) সংবাদ প্রাপ্ত হয়েন অথবা অন্য কোন রছুল তাঁহার প্রেরিতত্বের সংবাদ প্রদান করিয়াছেন, তিনি সাক্ষাৎ ভাবে কোন ফেরেশতা কর্ত্তৃক ওহি প্রাপ্ত হন নাই, তিনিই নবী হইবেন।"

তফছিরে রুহোল মায়ানির ৭ম খন্ডে (১৪৬পৃষ্ঠায়) লিখিত আছে, এমাম আহমদ স্বীয় মছনদে হজরতের একটি হাদিছে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ১লক্ষ ২৪ হাজার নবী প্রেরিত হইয়াছিলেন, তৎন্মধ্যে ৩১৫ জন রছুল ছিলেন; কিন্তু তফছিরে কবিরের উক্ত পৃষ্ঠায় ও তফছিরে বয়জাবির উক্ত পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, ৩১৩ জন রছুল ছিলেন। আরও আকায়েদে নাছাফির ১০১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, অন্য রেওয়ায়েতে ২লক্ষ ২৪ হাজার নবীর কথা আছে, কাজেই নবী বা রছুলগণের সংখ্যা নির্দ্দিষ্টভাবে বর্ণনা করা উচিত নহে। কেননা কোন এক সংখ্যা নির্দ্দিষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া বলিলে হয়ত প্রকৃত কতক সংখ্যক নবীকে বাদ দেওয়া হইবে, না হয় কতক সংখ্যক গর-নবীকে নবীরূপে গণ্য করা হইবে, উভয় অবস্থা সঙ্কটজনক। এইহেতু তাঁহাদের সংখ্যা নির্দ্দেশ না করিয়া মোটামুটি ভাবে তাঁহাদের প্রতি ঈমান আনিবে।

তফছিরে খাজেন ও মায়ালেমের ছুরা আহকাফের টীকায় লিখিত আছে, উলুল আজম কোন্ কোন্ নবী ছিলেন, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। একদল বিদ্বান বলিয়াছেন যে, যে আট জন শ্রেষ্ঠতম রছুলের কথা ছুরা আনয়ামে বর্ণিত আছে, তাঁহারাই উলুল-আজম নামে অভিহিত ছিলেন। কলবি বলিয়াছেন যে, রছুলগণ ধর্ম্মযুদ্ধ করিতে ও কাফেরদিগকে দমন করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারাই উলুল আজম ছিলেন।

কেহ কেহ বলেন, ছুরা আ'রাফ ও শোয়ারায় যে ৬ জন রছুলের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহারাই উলুল-আজম ছিলেন। হজরত এবনে আব্বাছ

(রাঃ) ও কাতাদা বলিয়াছেন, ছুরা আহজাব উল্লেখিত হজরত মোহাম্মদ (দঃ) নূহ, এব্রাহিম, মুছা ও ঈসা (আঃ) এই শরিয়ত প্রর্বর্ত্তক পাঁচজন রছুল উলুল-আজম ছিলেন।''

ছেরাতোলা মোস্তাকিমে লিখিত আছে, ''কামালাতের নবুয়তের মর্ম্ম এলমে হেদাএত এরূপ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়া যে, উহাতে কোন প্রকার ভ্রম আসিতে না পারে, নবিগণের পক্ষে সর্ব্বক্ষণে এমন কি নিদ্রিত অবস্থায় এইরূপ ভাব বর্ত্তমান থাকিত, কেননা তাঁহারা সশরীরে সত্যপথ প্রদর্শনের জ্যোতির আঁধার ছিলেন, তাহাদের অজ্ঞাতাবস্থায় জগদ্বাসিদিগের উপকার সাধিত হইত। তাঁহারা প্রদীপের তুল্য ছিলেন, প্রদীপ অনবগত থাকিলেও লোকে তাহার আলোক দ্বারা লাভবান হইয়া থাকে।

পয়গম্বরগণ সর্ব্বদা স্ব স্ব কার্য্যে থাকিতেন, কাজেই তাজাল্লিয়ে জাতি ধারাবাহিক রূপে তাঁহাদের উপর পতিত হইত। উক্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই মোরাকাবা করিতে হইবে। কামালাতে-রেছালাতের উদ্দেশ্য এই যে, রছুলগণ স্ব স্ব দাবী স-প্রমাণ করিতে, দলীল পেশ করিতে স্থল বিশেষে মোজেজা প্রদর্শন করিতে ও তর্ক বাহাছ করিতে চেষ্টা করিতেন। জাতে খোদা হইতে এই কামালাতে রেছালাতের যে ফয়েজ পতিত হইত, তাহার প্রতি লক্ষ্য করতঃ কামালাতে রেছালাতের মোরাকাবা করিবে। কামালাতে উলুল-আজমের তাৎপর্য এই যে, কতক সংখ্যক রছুল পীরছাহেবের ধার্ম্মিকদিগের অবস্থা সংশোধন করিতে ও কাফেরদিগকে ধ্বংস করিতে তৎপর থাকিতেন। এই কামালাতে উলুল-আজমের ফয়েজ যে জাতে-খোদা হইতে উলুল-আজম পয়গম্বরগণের উপর পতিত হইত, তাহার প্রতি লক্ষ্য করতঃ কামালাতে-উলুল-আজমের মোরাকাবা করিবে। কামালাতে নবুয়তে সত্য স্বপ্ন দর্শন করিতে পারিবে।

এই কামালাতে নবুয়তের এক বিন্দু পথ অতিক্রম করা বেলাএতে ছোগরা, কোবরা ও উলইয়া অপেক্ষা দরজায় শ্রেষ্ঠতর। পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ বেলাএতে যেরূপ প্রাণের আবেগ, মনের উদাসীনতা, তওহিদে-ওজুদি ও তওহিদে শহুদি ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয়, এই মাকামে তৎসমস্ত দূরীভূত হইয়া রং বিহীন অব্যক্ত ভাব পরিলক্ষিত হয়, ঈমান ও আকায়েদ সম্বন্ধে দৃঢ়তা

জন্মিয়া থাকে, নিরাশ ভাব প্রবল হয়, ধীরভাবে কোরআন পাঠ, আদব সহ নামাজ সমাপন, হাদিছ অনুমোদিত জেকর সমূহ, হাদিছ অধ্যয়নে মনোনিবেশ ও হজরত হাবিবে খোদা (ছঃ) এর ছুন্নতের অনুসরণ করিলে ও মকামের দৃঢ়তা জ্যোতিঃ প্রবাহ অনুভূত হয়।

হজরত মা'ছুম (রঃ) লিখিয়াছেন, এই উন্মতের কতক সংখ্যক লোক কামালাতে-নবূয়তের ফয়েজ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন বলিয়া নবী হইতে পারেন না, কিম্বা কোন নবীর সমতুল্য হইতে পারেন না কেননা কামালাতে-নবুয়তের ফয়েজ লাভ করিলে, নবুয়তের পদ লাভ হইতে পারে না।

হজরত মোজাদ্দেদ (রঃ) মকতুবাত শরিফের প্রথম খন্ড ২৭৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"তাজাল্লিয়ে- জাত" খাস আমাদের পয়গম্বর (ছঃ) কে প্রদান করা হইয়াছে, তাঁহার অনুসরণ করার গুণে এই উম্মতের কামেল (সিদ্ধ) পীরগণও উহার অংশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অন্যান্য পয়গম্বরগণকে তাজাল্লিয়ে ছেফাতি প্রদান করা হইয়াছে। তাজাল্লীয়ে-জাতি তাজাল্লীয়ে ছেফাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু অন্যান্য পয়গম্বর তাজাল্লী ছেফাতি দ্বারা যে দরজা লাভ করিয়াছিলেন, এই উম্মতের সিদ্ধ পীরগণ পরোক্ষভাবে তাজাল্লিয়ে জাতি লাভ করিয়াও উক্ত দরজায় পৌঁছিতে পারেন নাই। মনে ভাবুন, একটি লোক সূর্যের সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া মধ্যবর্ত্তী পথ অতিক্রম পূর্বক সূর্য্যের নিকট উপস্থিত হইল এবং উভয়ের মধ্যে কোন প্রকার অন্তরাল থাকিল না, পক্ষান্তরে এক ব্যক্তি সূর্যের প্রেম লাভ সত্ত্বেও সূর্য পর্য্যপ্ত পৌঁছাতে না পারিয়া (পৃথিবীতে থাকিয়া উহার কিরণে উদ্ভাসিত হইতে থাকে)। যদিও এতদুভয়ের মধ্যে কোন অন্তরাল না থাকে, তথাচ ইহাতে সন্দেহ নাই যে, প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা সূর্যের অধিকতর সন্নিকট ও উহার সৌন্দর্যের বিষয় অধিকতর অভিজ্ঞতা হয়। যে ব্যক্তি অধিকতর নৈকট্য লাভে ও মা'রেফাতে তত্ত্বজ্ঞানে সক্ষম হইয়াছে, সেই ব্যক্তি দরজায় শ্রেষ্ঠতর। এই উম্মতের কোন ওলি স্বীয় পয়গম্বরের গুণে তাজাল্লিয়ে-জাতির অংশ প্রাপ্ত হইলেও কোন নবীর দরজায় পৌঁছিতে পারেন না।"

পাঠক মনে রাখিবেন, তাজাল্লিয়ে-জাতি বলিলে নবুয়ত্ রেছালাত ইত্যাদি

কামালাতের ফয়েজ অবতীর্ণ হওয়া বুঝিতে হইবে, ইহাতে কেহ যেন না বুঝেন যে, সাক্ষাৎ খোদাতায়ালার দর্শন লাভ হয় অথবা তিনি আলোকময় পদার্থ, তাঁহার জ্যোতিঃ সাধকের দৃষ্টিগোচর হয়, ইহা খোদাতায়ালার পক্ষে অসম্ভব। তফছিরে- জোমালের দ্বিতীয় ভাগ (১৮৮ পৃষ্ঠায়) তুর পর্ব্বতোপরি খোদাতায়ালার তাজাল্লি হওয়া সংক্রান্ত আয়তের ব্যাখ্যায় লিখিত আছে — জোহাক বলিয়াছেন, খোদাতায়ালা পর্দা সমূহের জ্যোতিঃ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ছাহহ বেনে ছা'দ বলিয়াছেন, খোদাতায়ালা ৭০ সহস্র নূরের পরদা হইতে এক দেরেম পরিমাণ জ্যোতিঃ প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহাতেই পর্বত বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

আরও লিখিত আছে যে, তাজাল্লির অর্থ প্রকাশ হওয়া, খোদাতায়ালার কোন (সৃষ্ট) নূর প্রকাশ হইয়াছিল, খোদাতায়ালার কোন রূপধারী পদার্থ রূপে প্রকাশ হওয়া একেবারে অসম্ভব।

এই মোরাকাবার নিয়ত

আমি আমার লতিফায় খাকের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার লতিফায়-খাক আল্লাহতায়ালার জাতে-বাহতের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, আল্লাহতায়ালার জাতে-বাহ্ত হইতে কামালাতে নবুয়তের ফএজ আমার লতিফায়-খাকে আসুক।

نیت

میں اپنے لطیفۂ خاک کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میر الطیفۂ خاک اللہ تعالی کی ذات بحت کی طرف متوجہ ہوتا ہے ذات بحت سے کمالات نبوت کا فیض میر الطیفۂ خک میں آتا ہے

পাঠক, যশোহর জেলার খড়কী নিবাসী মৌলবী আবদুল করিম ছাহেব এরশাদে খালেকিয়া বা খোদাপ্রাপ্তি তত্ত্ব নামক কেতাবের প্রথম সংস্করণের ১৬০।১৬১ পৃষ্ঠায় এবং দ্বিতীয় সংস্করণের ১৬২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, —"

উহার কর্ত্তা জ্যোতির্ম্ময় খোদাতায়ালা ভিন্ন অপর কাহাকেও দৃষ্ট হইবে না।.........সমস্ত জগতে খোদাতায়ালার জ্যোতিঃ ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইবে না।.......এই সৃষ্টি সমূহ পবিত্র খোদাতায়ালার জ্যোতিঃ সমুদ্রে নিমগ্ন থাকা বশতঃ চক্ষু বিমুক্ত ব্যক্তির চক্ষে ঐ জ্যোতির্ম্ময় মহাসমুদ্র ভিন্ন আর কিছু পতিত হইবে না।'' আরও তিনি উক্ত কেতাবের প্রথম সংস্করণের ১৬৯।১৭০।১৭২।১৮০ পৃষ্ঠায় এবং দ্বিতীয় সংস্করণের ১৬৮।১৭২।১৭৩।১৮২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,— "সমস্তই একেবারে বিলুপ্ত হইয়া খোদা-ই খোদা দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল ।............. স্রষ্টার দৃষ্টান্তশূন্য এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম জ্যোতিঃ— যাহা সমুদয় সৃষ্টিকে বেষ্টন করিয়া আছে, সেই জ্যোতিকে পরম পবিত্র খোদা তায়ালার নূর هو نور (উনিই নূর) বলিয়া জানিতে পারিবে।'' .... এবং দিদার ও মোশাহাদা বিনা আবরণে সিদ্ধ হইবে।'' আরও তিনি উহার প্রথম সংস্করণের ১৬৬।১৭৯ পৃষ্ঠায় ও দ্বিতীয় সংস্করণের ১৬৬। ১৮২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, —" মাইয়েতে সঙ্গী হউন সিদ্ধ হয় । উহা দশ হাত দূরে থাকিলেও সিদ্ধ হইতে পারে এবং দুই হাত দুরে থাকিলেও সিদ্ধ হয়। সঙ্গতায় অধিক নিকটবর্ত্তী হওনের কোন শর্ত নাই।................. সূর্যের অধিক নিকটবর্ত্তী হইলে যেরূপ চক্ষে ধাঁ ধাঁ লাগা বশতঃ কোন বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ খোদাতায়ালার অধিক নিকটবর্ত্তী হইলে, অন্ধকার বশতঃ আর নূরই দৃষ্টিগোচর হয় না।

পাঠক! মৌলভী ছাহেবের লেখাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, তিনি খোদাতায়ালাকে জ্যোতির্ম্ময় বস্তু ধারণা করেন, আরও তিনি এই জগতে খোদাতায়ালার দর্শন পাওয়ার দাবী করিয়াছেন। দ্বিতীয়— তিনি খোদাতায়ালাকে সাকার বা আলোকময় পদার্থ ধারণা করিয়াছেন, এজন্য তিনি 'মায়িএত এর অর্থ বর্ণনাস্থলে স্থানের হিসাবে খোদাতায়ালার নৈকট্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার উল্লিখিত ভ্রম দুইটি অতি মারাত্মক যদি তিনি আকায়েদ বা তাছাওয়ফের কেতাবগুলি মনোবিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিতেন, তবে এত বড় ভ্রমে পতিত হইতেন না এই হেতু তরিকতপন্থীর পীরের শরিয়তের এলম সমূহে পরিপক্ক হওয়া একান্ত আবশ্যক।

এমাম রাজি তফছিরে করিরের প্রথম খন্ডে (৬৭পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন, —"আল্লাহতায়ালাকে উক্ত নূর (আলোক) বা উক্ত নূরের অন্তর্গত বলা বাতীল, ইহা কয়েকটি দলীলে বুঝা যায়। প্রথম এই যে, নূর (জ্যোতিঃ) জেছমী (জড় পদার্থ) হইবে, কিংবা উহার গুণ হইবে জড় বা উহার গুণ নূতন সৃষ্ট পদার্থ আল্লাহতায়ালা ঐরূপ দোষ হইতে পবিত্র। দ্বিতীয়— নূরের বিপরীত অন্ধকার; আর আল্লাহতায়ালার সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী থাকা অসম্ভব। তৃতীয়—নূর বিনষ্ট হয় এবং উহার ক্ষয় সম্ভব হয়, আর খোদাতায়ালা লয় ক্ষয় হইতে পাক। কোরআন শরিফে আছে, الله نور السموات والارض উক্ত আয়তটি মোতাশাবেহাতের অন্তর্গত। কেহ কেহ উহার অর্থ —" আল্লাহ আছমান সকল ও জমিনের আলোক প্রদানকারী" বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এমাম নবাবী ছহিহ মোছলেমের টীকার ৯৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"নূর (জ্যোতিঃ) একটি জেছম (জড় পদার্থ) বা উহার গুণ, সমস্ত এমামের এজমাতে আল্লাহতায়ালার উপরোক্ত নূর হওয়া অসম্ভব, আর কোরআন শরীফে বলা হইয়াছে— الله نور السموات والارض উক্ত আয়তের অর্থ "আল্লাহ আছমান সমূহের ও জমিনের আলোক দানকারী।"

মাওয়াকেফের টীকা,৭৫৪ পৃষ্ঠা —

"রাফেজিদের মধ্যে একদল শয়তানিয়া নামে অভিহিত তাহারা বলিত, খোদাতায়ালা কোন জেছম না হইলেও একটি নূর (জ্যোতিঃ) তবলিছ ইবলিছ, ১১৯।১২০ পৃষ্ঠায়—

"ভ্রান্তর মরজিয়াদের মধ্যে একদল বলিয়া থাকেন যে, খোদাতায়ালা একটি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ ।"

মৌলভী আবদুল করিম ছাহেব যে মোজাদ্দেদিয়া তরিকার সম্বন্ধে 'খোদা প্রাপ্তি তত্ত্ব' নামক কেতাব লিখিয়াছেন, সেই তরিকার পীর এমাম আহমদ ছারহান্দি (রঃ) মকতুবাত শরিফের ১ম খন্ডে (৩৪৭। ৩৪৮ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন, —"একজন লোক দাবী করে যে মোশাহাদাকালে স্বচক্ষে খোদাতায়ালার দর্শন লাভ করিয়াছি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মোশাহাদাকালে

খোদাতায়ালার নাম ও গুণাবলীর প্রতিবিম্ব বা জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া উহাকে খোদার ধারণা করতঃ কাফের হইয়া যায়। তাহারা আল্লাহতায়ালার প্রতি অযথা কলঙ্কারোপ করিয়াছে। আল্লাহতায়ালা অসীম দয়াশীল, সেই হেতু এই অপবাদক দলের প্রতি হঠাৎ অভিসম্পাত প্রেরণ করেন না এবং তাহাদিগকে নির্মূল করেন না। ইস্রায়িল সন্তানগণ ইহজগতে আল্লাহতায়ালার দর্শন আকাঙ্খা করা মাত্র বিনিষ্ট হইয়াছিল। হজরত মুছা (আঃ) তাঁহার দর্শন আকাঙ্খা করার পরে, তীব্র নিষেধ বাক্য শ্রবণে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং অবশেষে এই প্রার্থনার জন্য অনুতাপ করিয়াছিলেন। সৃষ্টি-শ্রেষ্ঠ হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) মে'রাজের রাত্রে সশরীরে আরশ, স্থান ও কাল অতিক্রম করিয়া আল্লাহতায়ালার দর্শন লাভ করিতে পারিয়াছিলেন কিনা, ইহাতে বিদ্বানদিগের মতভেদ হইয়াছে। আর এই হতভাগ্য দল প্রত্যেকেই আল্লাহতায়ালার দর্শন লাভ করে, ইহা অপেক্ষা বাতুলতা আর কি হইতে পারে।

এমাম বয়হকি কেতাবোল আছমা-অছছেফাতের ৩০৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,-- এমাম ছুফইয়ান, মোকাতেল প্রভৃতি বিদ্বানগন বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা তোমাদের সঙ্গে আছেন, ইহার অর্থ এই যে, আল্লাহতায়ালার এলম তোমাদের সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে, অর্থাৎ তিনি তোমাদিগের অবস্থা অবগত আছেন। আরও উক্ত মোজাদ্দেদ ছাহেব নিজ মকতুবাতের প্রথম খণ্ডে(৩৮০পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন, সত্যপরায়ণ বিদ্বানমন্ডলী (ছুন্নত জমায়াত) এবং সুবিজ্ঞ তরিকতপন্থী দলের মতে আল্লাহতায়ালার সঙ্গী ও সন্নিকট হওয়ার মর্ম্ম এই যে তাঁহার এলম প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গে সংলগ্ন রহিয়াছে এবং তিনি প্রত্যেক বস্তুর অবস্থা, জ্ঞাত আছেন, তিনি স্থান ও দিকের হিসাবে সঙ্গী বা নিকট নহেন। উপরোক্ত বিবরণে মৌলভী আবদুল করিম সাহেবের মহা ভ্রম প্রকাশিত হইয়া পড়িল। আরও উক্ত মৌলভী ছাহেব উক্ত কেতাবের প্রথম সংস্করণের ২৫৮ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় সংস্করণের ২৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, বেদ ঋষিগণের সিদ্ধান্তে ও বিশ্বাস মতে ঈশ্বরীয় শাস্ত্র তৎপরে তিনি বেদের প্রকার ভেদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ইহার ভাষা প্রবাহে বুঝা

যায় যে, তিনিও যেন বেদকে আছমানি কেতাব বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, নচেৎ তিনি এই কথার প্রতিবাদ করিতেন। যিনি পীরের আসনে সমাসীন, অন্ততঃ তাঁহার পীরত্বের খাতিরে এইরূপ ভ্রান্তিমূলক মত উল্লেখ করিয়া উহার প্রতিবাদ করা উচিত ছিল। তফছিরে কবিরের ৮ম খণ্ডে (৩৮৬ পৃষ্ঠায়) ও তফছিরে রুহোল বায়ানের ৪র্থ খণ্ডে (৬৩৫ পৃষ্ঠায়) লিখিত আছে---হজরত আদম, হজরত শিছ, হজরত ইদরিছ, হজরত এব্রাহিম, হজরত মুছা,হজরত দাউদ, হজরত ঈছা ও হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) আলায়হে- চ্ছালাম এই পয়গম্বরগণের উপর আছমানি কেতাব নাজিল হইয়াছিল, আছমানি কেতাবের সংখ্যা ১০৪।

উক্ত কেতাবগুলি ইবরানি, ছুরইয়ানি ও আরবী ভাষায় নাজিল হইয়াছিল, কাজেই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বেদ আছমানিকেতাব হইতে পারে না। বেদ যে আছমানি কেতাব নহে, ইহার প্রতি মুসলমানদিগের মতভেদ নাই। কোরআন ও হাদিছ যে কেতাবকে আছমানি কেতাব বলিয়া উল্লেখ করে নাই সেই কেতাবকে আছমানি কেতাব বলিয়া দাবি করা ইছলামি আকিদায় একেবারে বিপরীত।

আরও মৌলভী ছাহেব উক্ত কেতাবের প্রথম সংস্করণের ৫০পৃষ্ঠায় এবং দ্বিতীয় সংস্করণের ৫১পৃষ্ঠায় অযোগ্য ও কৃত্রিম পীরের লক্ষণ বর্ণনাস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন, কেহ বা মহামতি জনাব মাওলানা কেরামত আলী ছাহেবের ও তাঁহাদের সুযোগ্য পুত্রের শরিয়ত প্রকাশ করাকে ফকিরি প্রকাশ করা বুঝিয়া এবং ফকির যেআল্লাহতায়ালার আদেশানুসারে শরিয়তের কোন অঙ্গ কোন স্থানে হীনবল হইলে, সেই স্থানে সেই অঙ্গ দৃঢ়করণ জন্য উপদেশ দিতে প্রেরিত হয়েন, ইহা জ্ঞাত না থাকিয়া তাঁহাদের পদমর্য্যাদি দর্শনে লোলুপ হইয়া সেই অনুকরণে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন।

এস্থলে মৌলভী ছাহেবের কথায় বুঝা যায় যে মাওলানা কেরামত আলী ছাহেব বা তাঁহার সুযোগ্য পুত্র কেবল শরিয়ত জারি করিতেন, তাঁহারা ফকিরি জানিতেন না বা ফকিরি প্রকাশ করিতেন না, কেবল মৌলভী ছাহেব একজন মস্ত ফকির। তাঁহার এইরূপদাবী একেবারে বাতিল। জনাব মাওলানা কেরামত

আলি ছাহেব যেরূপ শরিয়ত ও তরিকত প্রকাশ করিয়াছেন, ইছলামের যেরূপ উপকার সাধন করিয়াছেন, মৌলভী ছাহেব এত বড় ফকিরি দাবি করিয়াও উহার সহস্রভাগের এক ভাগও করিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। তাঁহার ভাষাতে যে মাওলানা কেরামত আলী ছাহেবকে পীরের অযোগ্য হওয়া বুঝা যায়, ইহা কোন বিবেকসম্পন্ন লোক বাতীল কথা না বলিয়া থাকিতে পারিবেন না।

দাএরায় কামালাতে রেছালাতে

এই দাএরাতে বা তৎপরবর্ত্তী দাএরা সমূহে হায়য়াতে-অহদানিয়ার উপর ফয়েজ পতিত হয়। যেরূপ উপযুক্ত চিকিৎসক কতকগুলি পৃথক গুণবিশিষ্ট সম-ওজন ঔষধ চূর্ণ করতঃ শর্করা ও মধুসহ একত্রে পূর্ব্বক এক প্রকার মিশ্রিত ঔষধ (মা,জুন) প্রস্তত করেন, ইহাতে উক্ত ঔষধের এক পৃথক গুণের সৃষ্টি হয়, সেইরূপ মনুষ্যের দশটি লতিফা ও পরিষ্কৃত হওয়ার পরে উক্ত মিশ্রিত ঔষধের ন্যায় এক মিশ্রিত লতিফায়পরিণত হয়, উক্ত লতিফা সমষ্টিকে হায়য়াতে-অহদানিয়া নামে অভিহিত করা হয়। এই দাইরা হইতে আরম্ভ করিয়া অবশিষ্ট দায়রা পর্য্যন্ত এই হায়য়াতে অহদানিয়া উন্নত হইয়া থাকে। কোরআন পাঠ ও লম্বা কেয়াম সহ নামাজ পাঠ এই মোরাকাবার উন্নতিদায়ক। এই মোরাকাবায় পূর্ব্বোক্ত অন্যান্য মোকাম অপেক্ষা সমধিক জ্যোতিঃ প্রবাহ, হৃদয় প্রসার ও রংহীন ভাব পরিলক্ষিত হয়। ধর্ম্মভ্রষ্ট ও গোনাহগার দিগকে সদুপদেশ প্রদান ও তাহাদের সহিত তর্ক বাহাছ করার শক্তি প্রদত্ত হইয়া থাকে। খোদাতায়ালার জাত হইতে যে রছুলগণের প্রতি কামালাতে রেছালাতের ফয়েজ পতিত হইত, তাহার প্রতি অনুধাবন করতঃ

মোরাকাবা করিতে হইবে।

এই মোকাবার নিয়ত

আমি আমার হায়য়াতে অহদানিয়ার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার হায়য়াতে অহদানিয়া আল্লাহতায়ালার জাতে বাহতের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, জাতে-বাহত হইতে কামালাতে রেছালাতের ফয়েজ আমার হায়য়াতে-অহদানিয়াতে অসুক।

نیت

میں اپنے حیات وحدانیہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اور میری حیات وحدانیہ اللہ تعالیٰ کی ذات بحت کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ذات بحت سے کمالات رسالت کا فیض میری حیات وحدانیہ میں آتا ہے ☆

দাএরায় কামালাতে উলোল আজম

এই দায়রার অসীম তজাল্লিয়ে-জাতি ও বর্ণনাতীত জ্যোতিঃ প্রবাহ তরিকতপন্থীর অন্তরে পরিলক্ষিত হয়, কল্পনাতীত হৃদয় প্রসার ও বর্ণহীন নেছবত প্রতিলব্ধ হয়। হজরত এমাম রাব্বানি মোজাদ্দেদে আলফেছানি অহমদ ছারহান্দি (রঃ) ও হজরত মাহবুবে ছোবহানি মাছুম (রঃ) এই অপূর্ব্বক পদ লাভ করিয়া কোরআন শরিফের অব্যক্ত মর্ম্মবাচক (মোকাত্তায়াত) অক্ষর ও (মোতাশাবেহ) আয়তগুলির গুপ্ততত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, উক্ত গুপ্ত তত্ত্বগুলি প্রকাশ করা মানবের সাধ্যাতীত। আর যদি

অসম্ভব কথাকে সম্ভব ধারণায় উহা বর্ণনা করার ইচ্ছা করা হয়, তবে এরূপ মর্ম্মবাচক শব্দ কোথায় যাদ্দ্বারা উক্ত গুপ্ততত্ত্বগুলি প্রকাশ করা যায়? উক্ত তত্ত্বগুলি বর্ণনা করার ইচ্ছা করিলে, বক্তা অধীর শ্রোতা অচৈতন্য হইয়া যায়। এই মাকামের উন্নতি কেবল খোদাতায়ালার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে। কোরআন পাঠ ও লম্বা কেয়াম সহ নামাজ পাঠে ইহার কিঞ্চিৎ উন্নতি সাধিত হইতে পারে। এই মোরাকাবায় যতই উন্নতি সাধিত হইবে, ততই খোদাতায়ালার শত্রুগণের সহিত শত্রুতাভাব পোষণ করিতে ও তাঁহার বন্ধুগণের সহিত বন্ধুত্বভাব প্রকাশ করিতে সমূৎসুক হইবে। জাতে-খোদা হইতে উলুল আজম পয়গম্বরগণের উপর যে কামালাতে-উলোল আজমের ফয়েজ পতিত হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই মোরাকাবা করিবে।

এই মোরাকাবার নিয়ম

আমি আমার হায়য়াতে-অহদানিয়ার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার হায়য়াতে অহদানিয়া আল্লাহতায়ালার জাতে বাহতের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, জাতে বাহত হইতে কামালাতে উলোল-আজমের ফয়েজ আমার হায়য়াতে অহদানিয়াতে আসুক।

نیت

میں اپنے حیات وحدانیہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میری حیات وحدانیہ اللہ تعالیٰ کی ذات بحت کی طرف متوجہ ہوتی ہے کمالات اولوالعزم کا فیض میری حیات وحدانیہ میں آتا ہے

দাএরায় হকিকতে কাইউমিয়ত

কাইউমিয়ত শব্দের অর্থ কার্য্য পরিচালনা, ইহা কোৎবিয়েতের দরজা। কোতবের হস্তে ওলিউল্লাহ শ্রেণীর পরিচালনার ও নির্ব্বাচনের ভার অর্পিত হয় বলিয়া তাঁহাকে কাইউম নামে অভিহিত করা হয়। তফছির রুহোল-বায়ানে আছে কোতবোল আবদাল ও কোতবোল-এরশাদ নামে দুইজন শ্রেষ্ঠতম ওলিউল্লাহ আছেন। কাশফোল মহজুব গ্রন্থে আছে যে, চারি সহস্র ওলি উল্লাহদিগের মধ্যে একজন কোতব ও গওছ নামে আখ্যাত আছেন। মোজাদ্দেদ ছাহেব মকতুবাত শরীফের প্রথম খন্ডে ২৬০ মকতুবে লিখিয়াছেন, " কোতবে-মাদার ও কোতবে-এরশাদ দুইটি উচ্চপদ আছে। শেখ মহিউদ্দিন আরাবী বলেন, কোতবে-মাদার গাওছকেই বলা হয়, হজরত মোজাদ্দেদ ছাহেব বলেন ইহাই আমার মত। ইনি আবদাল শ্রেণীর ও ওলিউল্লাহগণের নির্ব্বাচনের অধিকার রাখেন। আরও মোজাদ্দেদ ছাহেব 'মাবদা ও মায়াদ' কেতাবে লিখিয়াছেন, "কখন কখন কোতবে এরশাদ ফরদিয়েতের মকামে উপস্থিত হইয়া থাকেন, এই ফরদিয়েত পদপ্রাপ্ত কোতবোল এরষাদ অতি দুর্লভ, বহু শতাব্দী পরে কেহ কেহ এই পদলাভে গৌরবান্বিত হইয়া থাকেন। তাঁহার হেদায়েতের আলোকে উভয় জগৎ উদ্ভাসিত হইয়া থাকে।" মূলকথা— হকিকতে কাইয়ূমিয়ত বলিলে উক্ত কোতবিয়তের দরজার প্রতি লক্ষ্য করা হইয়া থাকে। এই মোরাকাবায় মধ্যে মধ্যে هو الحى القيوم পড়িতে হইবে।

এই মোরাকাবার নিয়ত

আমি আমার হেদায়াতে অহদানিয়ার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার হায়য়াতে অহদানিয়া জনাব পীর ছাহেব ও দাদা পীর ছাহেব কেবলার হায়য়াত অহদানিয়ার অছিলায় আল্লাহতায়ালার জাতে বাহতের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, জাতে বাহত হইতে হকিকতে-কাইউমিয়তের ফয়েজ আমার হায়য়াতেঅহদানিয়াতে আসুক।

نیت

میں اپنے حیات وحدانیہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میری حیات وحدانیہ جناب پیر صاحب و دادا پیر صاحب کی حیات وحدانیہ کی وسیلہ سے اللہ تعالی کی ذات بحت کی طرف متوجہ ہوتی ہے ذات بحت سے حقیقت قیومیت کا فیض میری حیات وحدانیہ میں آتا ہے

দাএরায় হকিকতে ইছাবি

হজরত ঈছা (আঃ) সংসার বিরাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া ছিলেন। তিনি গৃহদ্বারে বাস না করিয়া তরুতলে বা পর্ব্বত গহ্বরে বাস করিতেন, উৎকৃষ্ট বসন পরিধান না করিয়া বৃক্ষ-বল্কলে লজ্জা আবৃত করিতেন, সুস্বাদু খাদ্য ভক্ষণ না করিয়া ফলমূল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। দিবারাত্র খোদা ধেয়ানে মনোনিবেশ করিতেন। ইছলামে যদিও সংসার বিরাগের অনুমতি নাই, তথাচ কোরআন শরিফে আদেশ হইয়াছে, وتبتل اليه تبتيلا "এবং তুমি তাঁহার (খোদাতায়ালার) দিকে প্রত্যাগত হও।" খোদাতায়ালার জেকর ও মোরাকাবা কালে যেমন অন্য চিন্তা মনে উদয় না হয়, সর্ব্বদা যেন অন্তরে খোদাতায়ালার ধেয়ান বর্ত্তমান থাকে; সমস্ত এবাদত বিশুদ্ধ মনে যেন সম্পন্ন হয় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন সমস্ত গোনাহ হইতে বিরত থাকে । খোদাতায়ালা ভিন্ন অন্যের প্রেম যেন অন্তরে বলবৎ না হইতে পারে।

এই মোরাকাবার নিয়ত

আমি আমার হায়য়াতে-অহদানিয়ার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার হায়য়াতে অহদানিয়া আল্লাহতায়ালার জাতে বাহ্তের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, হকিকতে ঈছাবির ফয়েজ আমার হায়য়াতে অহদানিয়াতে আসুক।

نیت

میں اپنے حیات وحدانیہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میری حیات وحدانیہ اللہ تعالی کی ذات بحت کی طرف متوجہ ہوتا ہے ذات بحت سے حقیقت عیسوی کا فیض میری حیات وحدانیہ میں آتا ہے

এই মোরাকাবায় নিম্নোক্ত দরুদটি পড়িবে ঃ—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ جَمِيْعِ لْاَ نْبِيَاءِ

وَ الْمُرْسَلِيْنَ خُصُوْصًا عَلٰى رُوْحِكَ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ

দাএরায় হকিকতে এবরাহিমী

পাঠক, এস্থলে দুইটি শব্দের অর্থ বুঝুন। প্রথম, মোহেব্ব محب ইহার অর্থ— প্রেমিক (যিনি খোদার প্রেম করেন), দ্বিতীয়, মাহাবুব محبوب প্রেমাস্পদ (যিনি খোদার স্নেহভাজন)। মোহেব্বিয়তের (প্রেমিকত্বের) তিন শ্রেণী আছে; প্রথম, বিশুদ্ধ মোহেব্বিয়েত (প্রেমিকত্ব)—যাহা মাহবুবিয়েতের (প্রেমাস্পদ হওয়ার) দরজার নিকট পৌঁছিতে পারে নাই, ইহা খোল্লাতের দরজা অপেক্ষা নিম্ন, ইহাকে 'হকিকতে মুছাবি' বলা হয়। দ্বিতীয়, মোহেব্বিয়েত, যাহা মহবুবিয়েতের দরজার অতি নিকট পৌঁছিয়াছে, কিন্তু মহবুবিয়েতের দরজায় উন্নত হইতে পারে নাই ইহাকে 'খোল্লাত' ও হকিকতে এবরাহিমী' বলা হয়, ইহা মাহেব্বিয়েতের উচ্চতম দরজা। তৃতীয়, মোহেব্বিয়েত—যাহা মহবুবিয়েতে দরজায় উন্নত হইয়াছে, ইহা খোল্লাতের দরজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, ইহাকে 'হকিকতে-মোহাম্মদী' বলা হয়;আর বিশুদ্ধ মহবুবিয়তের দরজা, যাহাতে মোহেব্বিয়েতের নাম গন্ধ নাই, তাহাকে 'হকিকতে-আহমদি' বলা হয়।

হকিকতে এবরাহিমী বলিলে, খোল্লাতের দরজা বুঝা যায়, ইহা অতি জ্যোতিস্মান ও শান্তিময় দরজা, অন্যান্য পয়গম্বরগণ এই দরজায় হজরত এবরাহিম (আঃ) এর অনুসরণকারী ছিলেন। তরিকতপন্থী এই মকামে বিশিষ্ট

প্রেম ও বিশুদ্ধতা অনুভব করিয়া থাকে, মহবুবিয়ে তে ছেফাতি তাহার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

খোদাতায়ালা কোরআন শরিফে و اتبع ملة ابراهيم এই আয়তে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) কে হজরত এবরাহিম (আঃ) এর অনুসরণ করিতে বলিয়াছিলেন। উক্ত মকামের প্রতি লক্ষ্য করিয়া হজরত নবী (আঃ) উম্মতকে নামাজে নিম্নোক্ত দরুদ পাঠ করিতে উপদেশ দিয়াছেন—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرٰهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُجِيْدٌ

দরুদের অর্থ;—"হে খোদা, তুমি আমাদের অগ্রণী হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর প্রতি এবং আমাদের অগ্রণী হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর বংশধরগণের প্রতি দরুদ (পূর্ণ অনুগ্রহ) অবতারণ (নাজিল) কর, যেরূপ তুমি আমাদের অগ্রণী (হজরত) এবরাহিম (আঃ) এবং তাঁহার বংশধরগণের প্রতি দরুদ অবতারণ করিয়াছিলে। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও গৌরবান্বিত। হে খোদা ! তুমি আমাদের অগ্রণী (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) এর প্রতি এবং আমাদের অগ্রণী (হজরত) মোহাম্মাদ (ছাঃ) এর বংশধরগণের প্রতি (বরকত) অবতারণ কর, যেরূপ তুমি আমাদের অগ্রণী (হজরত) এবরাহিম (আঃ) এর প্রতি এবং আমাদের অগ্রণী (হজরত) এবরাহিম (আঃ) এর বংশধরগণের প্রতি শান্তি অবতারণ করিয়াছিলে। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও গৌরবান্বিত।" ইহাতেই হজরত এবরাহিম (আঃ) এর খোল্লাতের দরজার অবস্থা অনুমান করুন। এই দরুদ শরিফ অধিক পাঠ করিলে, এই মকামের সমধিক উন্নতি লাভ হয়। এই মকামে উন্নত হইলে, মনুষ্যের নিকট আশা আকাঙ্ক্ষা করার

ভাব হৃদয় হইতে একেবারে দূরীভূত হইয়া যায়।

কোরআন মজিদে হজরত এবরাহিম (আঃ) এর কথা বর্ণিত আছে;—

انی و جہت وجھی للذی فطر السموات و الارض حنیفا

و ما انا من المشرکین

নিশ্চয়ই আমি সমস্ত দিক (বাতিল ধর্ম্মমত) হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আপন মুখমন্ডলকে উক্ত খোদার দিকে ফিরাইতেছি—যিনি আকাশ সমূহ ও ভুখন্ড সৃষ্টি করিয়াছেন, আমি অংশীবাদীদিগের অন্তর্গত নহি। অর্থাৎ তিনি খোদা ব্যতিত কাহারও প্রেমে মনোনিবেশ করেন নাই। এই খোল্লাত মাকামের জন্য তিনি স্বীয় প্রাণাধিক পুত্র হজরত এছমাইল (আঃ) ও তদীয় মাতা হজরত হাজেরা (আঃ) কে বিজন প্রান্তর মক্কাভূমিতে রাখিয়া আসিয়া ছিলেন। আরও তিনি প্রাণাধিক পুত্র হজরত এছমাইল (আঃ) কে জবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন এবং হজরত জিবরাইল (আঃ) কে আপন সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন।

তফছিরে খাজেনে লিখিত আছে, যে সময়ে নমরুদ তদীয় সহচরগণ হজরত এবরাহিম (আঃ) কে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করিয়া ছিল, সেই সময়ে আকাশের ফেরেশতাগণ রোদন করিয়া বলিলেন, হে খোদা জগতে তোমার খলিল (বন্ধু এবরাহিম) ব্যতীত তোমার এবাদতকারী আর কেহ নাই, সেই খলিল শত্রু কর্ত্তৃক অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন; আমাদিগকে তাঁহার সাহায্যের অনুমতি প্রদান করুন। তদুত্তরে খোদাতায়ালা বলিলেন, এবরাহিম আমার একমাত্র খলিল, তিনি ব্যতীত আমার অন্য কেহ খলিল (বন্ধু) নাই, আমি তাঁহার মা'বুদ (উপাস্য) খোদা, আমা ব্যতীত তাঁহার উপাস্য আর কেহ নাই। যদি তিনি তোমাদের কাহারও নিকট উদ্ধার প্রার্থনা করেন, অথবা মনস্কামনা পূর্ণ করিতে চাহেন, তবে তোমরা তাঁহার সহায়তা কর, আমি সহায়তা করার অনুমতি প্রদান করিলাম। আর যদি তিনি আমা ব্যতীত

অন্য কাহারও নিকট মনোবাসনা পূর্ণ করিতে না চাহেন, তবে আমিই তাঁহার সহায়তাকারী রক্ষক, তোমরা তাঁহাকে আমার উপর ন্যস্ত কর। যে সময় কাফেরগণ তাঁহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিতেছিল, তখন পানি পরিচালক ফেরেশতা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, এবরাহিম, যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তবে আমি অগ্নি নিৰ্ব্বাপিত করিয়া দিতে পারি। বায়ু পরিচালক ফেরেশতা বলিলেন, যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তবে আমি বায়ুদ্বারা অগ্নিকে স্থানান্তরিত করিয়া দিতে পারি। তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, আপনাদের নিকট আমার কোন আবশ্যক নাই, খোদা আমার কৰ্ত্তা, আমি তাঁহার প্রতি আত্মনির্ভর করিতেছি। হজরত জিবরাইল (আঃ) বলিলেন, এবরাহিম, তোমার কিছু বাসনা আছে কি ? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, আপনার নিকট আমার কোন আবশ্যক নাই। হজরত জিবরাইল (আঃ) বলিলেন, তবে আপনার প্রতিপালককে ডাকুন। তিনি বলিলেন, খোদা আমার অবস্থা অবগত আছেন, কাজেই যাঞ্চা করার অবশ্যক নাই। সেই সময় খোদাতায়ালা অগ্নিকে নিৰ্ব্বাপিত হওয়ার আদেশ করিয়াছিলেন; ইহাই খোল্লাতের চুড়ান্ত লক্ষ্মণ।

এই মোকাবার নিয়ত

আমি আমার হায়য়াতে অহদানিয়ার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার হায়য়াতে অহদানিয়া জাতে বাহতের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, জাতে বাহত হইতে হকিকতে এবরাহিমের ফয়েজ আমার হায়য়াতে অহদানিয়াতে আসুক।

نیت

میں اپنے حیات وحدانیہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میری حیات وحدانیہ اللہ تعالی کے ذات بحت کے طرف متوجہ ہوتی ہے ذات بحت سے حقیقت ابراھیمی کا فیض میری حیات وحدانیہ میں آتا ہے

দাএরায় হকিকতে মুছাবি

এই মকামে বিশুদ্ধ মোহেব্বিয়েতে জাতিয়ার ফয়েজ প্রবল বেগে অপূর্ব্ব ভাবে তরিকতপন্থীর উপর পতিত হইতে থাকে। এই মহব্বতে-জাতিয়ার মধ্যে কতকটা উদাসীনতা প্রকাশ হইয়া থাকে; এই মহব্বতে-জাতিয়ার সাগরে নিমর্জ্জিত হইয়া নির্ভীক ভাবে হজরত মুছা (আঃ) বলিয়াছেনঃ—

آتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هى الا فتنتك

"(হে খোদা), আমাদের দলভুক্ত নির্ব্বোধেরা যাহা করিয়াছে, তজ্জন্য তুমি কি আমাদিগকে বিনষ্ট করিবে? ইহা তোমার ফাছাদ"

আরও তিনি প্রেমের বিতাড়নে মনের আবেগে খোদাতায়ালার দর্শন আকাঙ্ক্ষায় অধীর হইয়া বলিয়াছিলেন, رب ارنى انظر اليك হে আমার প্রতিপালক, তুমি স্বীয় দর্শন দ্বারা আমাকে বিভূষিত কর, আমি তোমাকে চাহি।

এই মোরাকাবায় নিম্নোক্ত দরুদটি অধিক পরিমাণ পাঠ করিতে হইবে—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ خُصُوْصًا عَلٰى كَلِيْمَكَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ

পাঠক! মনে রাখিবেন, এই মোরাকাবায় কিম্বা ইহার পরে হকিকতে হোব্বে-মোমতাজো অবধি হকিকতে এবরাহিমীর ন্যায় নিয়ত করিতে হইবে; কেবল হকিকতে এবরাহিমীর স্থলে, হকিকতে মুছাবি, হকিকতে মোহাম্মাদী,

হকিকতে আহমদী, হকিকতে হোব্বেছারাফা, হকিকতে হোব্বে- মোমতাজো ইত্যাদি শব্দ গুলি যোগ করিতে হইবে।

দাএরায় হকিকতে মোহাম্মদী

এই মোরাকাবায় মিশ্রিত মোহেব্বিয়েত ও মহাবুবিয়েতের ফয়েজ তরিকতপন্থীর হায়য়াতে অহদানিয়তে পতিত হইতে থাকে। প্রেমপূর্ণ নাম "মোহাম্মদ" লিখিত দুইটি মিম অক্ষরের আবশ্যক হয়, এক মিমে মোহেব্বিয়েত এবং দ্বিতীয় মিমে মাহাবুবিয়েত এই দুই মকামের প্রতি ইশারা করা হইয়াছে। এই মাকামে বিশিষ্ট ফানা বাকা লাভ হয় এবং হজরত ছুলতানে দারাএনের সহিত এক প্রকার অপরূপ যোগসূত্র স্থাপিত হয়। নবী ও উম্মতের মধ্যে এরূপ সামঞ্জস্য সাধিত হয় যেন উভয়ে একই প্রস্রবণ হইতে পানি পান করিতেছে অনুমিত হয়; হজরতের সহিত এক অপূর্ব্ব প্রীতি পরিলক্ষিত হয়। পার্থিব ও ধর্ম্মকার্য্য সমূহে, রীতি-নীতি ও চলন-চরিত্রে হজরতের অনুসরণ করা তরিকতপন্থীর বাঞ্ছিত হয়; এই হকিকতে মোহাম্মদী সমস্ত পয়গম্বরের মূল বুঝিতে হইবে। এই মোরাকাবায় উন্নতি লাভ করিতে চাহিলে, নিম্নোক্ত দরুদ শরীফ অধিক পরিমাণে পড়িতে হইবে—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اَصْحَابِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلُ صَلٰوَاتِكَ بِعَدَدِ مَعْلُوْمَاتِكَ وَسَلِّمْ

দাএরায় হকিকতে আহমদী

এই মোরাকাবায় বিশুদ্ধ মহাবুবিয়াতের ফয়েজ তরিকতপন্থীর হায়য়াতে অহদানিয়াতে আসিতে থাকে। এই মকামে উচ্চ নেছবত, অতিরিক্ত তীক্ষ্ণ জ্যোতিঃপ্রবাহ পরিলক্ষিত হয়, বহুগুপ্ত তত্ত্ব বর্ণনাতীত আশ্চর্য্যজনক হাবভাব প্রকাশিত হয়। হজরতের দুইটি নাম, প্রত্যেক নামের বেলায়েত পৃথক; বাহ্যজগতের হিসাবে তাঁহার নাম মোহাম্মদ, আত্মিক জগতের হিসাবে তাঁহার নাম আহমদ। হকিকতে মোহাম্মদী দেহের ন্যায়, হকিকতে আহমদী প্রাণের ন্যায়। হকিকতে-আহমদীর বেলাএত হকিকতে মোহাম্মদীর বেলাএত অপেক্ষা নৈকট্য লাভে অগ্রগণ্য। খোদাতায়ালার এক নাম আহাদ, হজরতের এক নাম, আহমদ ইহাতে একটি মিম অক্ষর বেশী যোগ করা হইয়াছে; মিম অক্ষর দ্বারা তাঁহার বান্দা (মখলুক) হওয়ার প্রতি ইশারা করা হইয়াছে। এই মোরাকাবায় হকিকতে-মোহাম্মদীর উল্লিখিত দরুদ অধিক পরিমাণ পাঠ করিতে হইবে।

দাএরায় হকিকতে হোব্বে ছার্ফা

এই দাএরায় বিশুদ্ধ হোব্বের (প্রেমের) ফয়েজ হায়য়াতে অহদানিয়াতে পতিত

হইতে থাকে। এই প্রেমের সহিত মোহেব্বিয়েত অথবা মাহবুবিয়েতের প্রতি লক্ষ্য করা হইবে না, কেবল হোব্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। রংহীন নেছবত এস্থলে পরিলক্ষিত হইতে থাকে। সৃষ্টি প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বে এই হোরব প্রকাশিত হয়। কোরআন শরীফে উল্লিখিত আছে, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون আমি জ্বেন ও মনুষ্য জাতিকে আমার এবাদত করার জন্য সৃষ্টি করিয়াছি।" এই হোব্বের জন্য খোদাতায়ালা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। এই হোব্ব হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) এর বিশিষ্ট মকাম, অন্য কোন পয়গম্বর এই বিশিষ্ট মকামের অধিকরী হইতে পারেন নাই।

দাএরায় হকিকতে হোব্বে মোমতাজেজা

ইহার নিয়ত হোব্বে ছার্ফার তুল্য হইবে।

দাএরায় হকিকতে লাতায়াইয়োন

ইহা খোদাতায়ালার জাতে-বাহতের মোরাকাবা, এস্থলে ছায়েরকে ছায়েরে-নাজারি বলা হয়। কেহ যেন ধারণা না করেন যে, এস্থলে

খোদাতায়ালার দর্শন লাভ হইতে পারে। অবশ্য ইহা আয়তে মোতাশাবেহাতের ন্যায় বর্ণনাতীত। যিনি এই মকামের ছায়ের না করিয়াছেন, তিনি ইহার অবস্থা বুঝিতে পারেন না, আর যিনি এই মকামের ছায়ের করিয়াছেন, তিনি উহার অবস্থা বর্ণনা করিতে একান্ত অক্ষম। ইহা হজরতের বিশিষ্ট মকাম। ইহাতে 'হায়য়াতে অহদানিয়া' স্থলে 'কুওয়াতে নাজারিয়া' বলিতে হইবে, উহার অর্থ কুয়াতে এলমে এদরাকি।

দাএরায় হকিকতে কা'বা

হকিকতে কা'বা

حقيقت كعبه

এই মোরাকাবায় খোদাতায়ালার জালাল (মহিমা) ও আজমতে শানের ফয়েজ আসিতে থাকে। কোর-আন শরীফে আছে, "নিশ্চয় প্রথম গৃহ যাহা মনুষ্য জাতির জন্য স্থাপন করা হইয়াছে, যাহা মক্কা শরিফে আছে (উহা) শান্তিদায়ক ও জগদ্বাসিদিগের পথ প্রদর্শক।" খোদাতায়ালার জাত সমস্ত সৃষ্টির ছেজদার পাত্র, খোদাতায়ালা প্রথমে কা'বা গৃহ প্রস্তুত করিয়া উহাতে স্বীয় জালাল ও আজমতের ফয়েজ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই হেতু উক্ত জালাল ও আজমতের প্রতি লক্ষ রাখিয়া কা'বা গৃহকে কেবলা স্বরূপ নির্দ্ধারিত করতঃ মনুষ্য খোদাতায়ালার ছেজদা করিয়া থাকে। তরিকতপন্থী এই মোরাকাবা কালে আপনাকে জালাল ও আজমতের সমুদ্রে নিমজ্জিত দেখিতে পায়। এই মকামে ফানা ও বাকা লাভ হইলে, আপনাকে উক্ত আজমতের রং-এ রঞ্জিত দেখিতে পায়। এই মোরাকাবার নিয়তের শেষ অংশে বলিতে হইবে, যাতে বাহত হইতে হকিকতে কা'বার ফয়েজ আমার কুওয়াতে-নাজারিয়াতে আসুক।

দাএরায় হকিকতে কোর-আন

এই মোরাকাবাতে জাতে খোদার অনুপম অসীমত্ব গুণের ফয়েজ তরিকতপন্থীর হয়াতে অহদানিয়াতে পতিত হইতে থাকে।

Î ß Â ± õ þ تبيانا لكل شئ

অর্থ— "(কোর-আন) প্রত্যেক বিষয়ের বর্ণনাকারী।" আরও কোর-আন শরীফে আছে,—

و لا رطب و لا يابس الا فى كتاب مبين

"এরূপ কোন আর্দ্র বস্তু নাই এবং কোন শুষ্ক বস্তু নাই — যাহা প্রকাশ্য গ্রন্থে নাই। হাদিছ শরীফে আছে— انزل قرآن

على سبعه احرف لكل حرف ظهرو بطن

কোর-আন সপ্ত অক্ষরে অবতীর্ণ হইয়াছে, প্রত্যেক অক্ষরের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য (দুই প্রকার) অর্থ আছে— অর্থাৎ প্রত্যেক অক্ষরের ১৪ প্রকার অর্থ আছে। উপরোক্ত প্রমাণ সমূহে প্রমাণিত হইল যে, সমস্ত জগতের তত্ত্বজ্ঞানুক্ত কোর-আনে বর্ত্তমান আছে এবং সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থের সূক্ষ্মতত্ত্ব উহাতে রক্ষিত আছে। উহাতে এরূপ অসীম নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে— যাহা মনুষ্যের জ্ঞানাতীত। আরও কতকগুলি মোতাশাবেহ আয়ত আছে উহাতে এরূপ অসীম গুপ্ত মর্ম্ম আছে যে, জগতে এমন কোন রসনা নাই যদ্দ্বারা উহার তত্ত্ব প্রকাশ করা যায়, এমন কোন শব্দ নাই যদ্দ্বারা উহার বর্ণনা করা সম্ভব হয়, খোদাতায়ালা অসীম তাঁহার বাক্যের মর্ম্ম অসীম, সহস্র সহস্র মহাপণ্ডিত উহার তত্ত্বানুসন্ধানে অক্ষম এবং উহার এক ক্ষুদ্রাংশের তুল্য আনায়ন করিতে

অপারক। এই মোরাকাবায় খোদাতালার কালামের গুপ্ততত্ত্ব প্রকাশিত হয়। কোর-আন শরীফের এক একটি অক্ষর এক একটি সমুদ্র তুল্য পরিলক্ষিত হয়।

কোর-আন পাঠের সময় ক্বারীর রসনা হজরত মুছা (আঃ) এর তুর উপরিস্থিত বৃক্ষের তুল্য হয়, বরং সমস্ত দেহ রসনা তুল্য হইয়া যায়। জাতে খোদা হইতে কোর-আন শরীফ অবতীর্ণ হইতেছে, এরূপ ভাব একদল তরিকতপন্থীর অন্তরে বলবৎ হয়। কোর-আন শরীফে আছে

قد جائكم من الله نور নিশ্চয় তোমাদের নিকট খোদাতায়লার পক্ষ হইতে একটি জ্যোতিঃ উপস্থিত হইয়াছে। একদল টীকাকার কর্ত্তৃক এই জ্যোতির অর্থ কোর-আন শরীফ বলিয়া বিবৃত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে কোর-আনের প্রত্যেক অক্ষর এক একটি জ্যোতির সমুদ্র। এই কোরআনের জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইলে, মনুষ্যের অন্তর ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে। কোরআন শরীফে আছে—
انا سنلقى عليك قولا ثقيلا নিশ্চয় আমি তোমার উপর কঠিন বাক্য নিক্ষেপ করি।"

টীকাকারেরা লিখিয়াছেন, যখন হজরতের উপর কোরআন শরীফ অবতীর্ণ হইত, তখন এরূপ কঠিন শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত যে, তাঁহার প্রাণ যেন ইহজগৎ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরজগতের দিকে ধাবিত হইত। শীত কালে হজরতের শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া যাইত। যদি ওহি অবতীর্ণ হওয়াকালে হজরত (ছাঃ) কোন জন্তুর উপর আরোহণ করিয়া থাকিতেন, তবে উক্ত জন্তু ভূপাতিত হইয়া যাইত। কেবল তাঁহার কোছওয়া নাম্নী উষ্ট্রী এই ভার বহনে অভ্যস্ত হওয়ায় ভূপাতিত হইত না। যদি হজরত (ছাঃ) উক্ত সময় কোন লোকের জানুর উপর ভর দিয়া থাকিতেন, তবে তাহার জানু চূর্ণ বিচূর্ণ হওয়ার সম্ভব হইয়া যাইত। মূলকথা, এই মোরাকাবায় কোরআনের জ্যোতিঃ ও খোদার অসীমত্ব গুণের জ্যোতিঃ হায়য়াতে অহদানিয়াতে পতিত হইতে থাকে। এই মোরাকাবায় নিয়তের শেষাংশে বলিবে, জাতে-বাহত হইতে হকিকতে কোরআনের ফয়েজ আমার কুওয়াতে নাজারিয়াতে আসুক।

দাএরায় হকিকতে ছালাত

এই মোরাকাবায় খোদাতায়ালার অনুপম পরিব্যাপ্ত হওয়ার গুণ প্রকাশিত হয়, এই মকামের একাংশ হকিকতে কোরআন দ্বিতীয়াংশে হকিকতে কা'বা। তরিকতপন্থী এই মকামে উন্নীত হইলে নামাজের সময় এক প্রকার আলমে নাছুত (ইহজগৎ) অতিক্রম করতঃ আলমে মালাকুত বা আলমে আরওয়াহে উপস্থিত হয়। খোদাতায়ালর অতি নৈকট্য লাভে সৌভাগ্যবান হইয়া থাকে।

হাদিছে আছে— ان تعبد اللّٰه كانك تراه

"তুমি এইভাবে খোদার এবাদত কর যে, যেন তুমি তাঁহাকে দেখিতেছ।" উপরোক্ত মোরাকাবায় এই হাদিছের মর্ম্ম প্রকাশিত হয়। এই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন—الصلوة معراج المؤمنين "নামাজ ঈমানদারগণের মে'রাজ।" আরও হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন— اقرب ما يكون العبد من الرب هى الصلوة "বান্দা নামাজের মধ্যে প্রতিপালকের অতি নৈকট্য লাভ করে।" নামাজ প্রেমিকগণের উত্তপ্ত হৃদয়ের শান্তিদায়ক এবং দগ্ধ হৃদয়ের দুঃখ নিবারক। সেই হেতু হজরত বলিয়াছেন— ارحتى يا بلال " হে বেলাল তুমি (আজান দিয়া) আমাকে শান্তি প্রদান কর।" আরও হজরত বলিয়াছেন— قرة عينى فى الصلوة "নামাজের মধ্যে আমার চক্ষুর শীতলতা আছে।" যাহারা হকিকতে নামাজের সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, তাহারাই গীতবাদ্য নর্ত্তন কুর্দ্দনে আনন্দ অনুভব করে। যদি তাঁহারা হকিকতে নামাজের বিন্দু পরিমাণ সন্ধান পাইত, তবে গীতবাদ্য নর্ত্তন কুর্দ্দনে মুগ্ধ হইত না। নামাজী যে সময় তকবির পাঠ করে, সেই সময় উভয়

জগৎ হইতে হস্ত উত্তোলন করতঃ মহিমান্বিত খোদার দরবারে উপস্থিত হয়, তাঁহার মহিমা ও গৌরবের সমক্ষে আপনাকে নত ও নগণ্য ধারণায় স্বীয় দেহ-প্রাণ তাঁহার জন্য উৎসর্গ করে। যেরূপ হজরত মুছা (আঃ) এর তুর উপরিস্থ বৃক্ষ খোদার কালাম শ্রবণ ও ব্যক্ত করিয়াছিল, সেইরূপ তরিকতপন্থী কোরআন পাঠকালে একবার খোদার কালাম শ্রবণ, দ্বিতীয়বার উহা উচ্চারণ করিতে থাকে। রুকু কালে অতি বিনীতভাবে তাঁহার নৈকট্যলাভে সৌভাগ্যবান হইয়া থাকে; তৎপরে খোদার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে আদব সহ দন্ডায়মান হয়, পরিশেষে অতি অনুনয় বিনয় ভাব প্রকাশ মানসে প্রেমাস্পদ খোদার দরবারে মস্তক অবনত করা হয়। প্রথম সেজদায় খোদাপ্রাপ্তির ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছিল, এই জন্য ত্রুটী মার্জ্জনার আশায় উপবেশন করতঃ দ্বিতীয় সেজদা করা হয়। আত্তাহিয়াতো উপলক্ষ্যে এই নৈকট্য লাভের কৃতজ্ঞতা স্বীকার ব্যতীত নৈকট্য লাভ হইতে পারে না, হজরতের অছিলা ব্যতীত এবাদত গ্রহণীয় হইতে পারে না, এই হেতু শেষ কলেমা ও দরুদ পাঠ করা হয়। হজরত এবরাহিম (আঃ) এর প্রতি দরুদ পাঠ করিয়া খোল্লাত-মকামের অছিলায় এবাদতের পূর্ণতা প্রার্থনা করা হয়। নামাজ শেষ করিয়া আলমে-মালাকুত পরিত্যাগ পূর্ব্বক আলমে-নাছুতে উপস্থিত হইয়া সঙ্গী ফেরেশতাদ্বয়কে ছালাম করা হয়।

শাহ্ অকুফি (রঃ) নামাজের বর্ণনায় লিখিয়াছেন, আজান দেওয়া, কেয়ামতে ইস্রাফিল ফেরেশতার সিঙ্গা ফুৎকার করা বুঝিবে। আজান শ্রবণান্তে মসজিদের দিকে ধাবিত হওয়া কেয়ামতে গোরভেদ করতঃ হাশর প্রান্তরের দিকে ধাবিত হওয়া বুঝিতে হইবে। মসজিদে সারি সারি দন্ডায়মান হওয়া হাশর-প্রান্তরে সারি সারি দন্ডায়মান হওয়া বুঝিবে, নামাজে হস্ত নাভীর নিম্নে স্থাপন করিয়া দন্ডায়মান হওয়া, হাশর-প্রান্তরে খোদার হিসাবের জন্য দন্ডায়মান হওয়া বুঝিবে। নতশিরে রুকু করা, হিসাব দিতে অক্ষম হইয়া খোদার নিকট শির নত করা বুঝিবে। রুকু হইতে মস্তক উত্তোলন করা, খোদার আদেশে হিসাব দিতে উত্থিত হওয়া বুঝিতে হইবে। প্রথম ছেজদা করা, হিসাবে নিরুত্তর হইয়া ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া ভূপাতিত হওয়া বুঝিতে হইবে। প্রথম ছেজদা হইতে

মস্তক উত্তোলন করিয়া উপবেশন করা, খোদার আদেশের বিতাড়নে দ্বিতীয়বার হিসাব দিতে সমত্থিত হওয়া বুঝিবে। দ্বিতীয় ছেজদা করা হিসাবে দোষী প্রমাণিত হইয়া দয়াপ্রত্যাশী হইয়া ভূতলশায়ী হওয়া বুঝিবে। প্রথম ছালাম, হাশরের দক্ষিণ দিকে পয়গম্বর পীরগণের নিকট সুপারিশের জন্য উপস্থিত হইয়া ছালাম করা ও দ্বিতীয় ছালাম, হাশরে বাম পার্শ্বে আত্মীয় স্বজনগণের নিকট নেকী প্রাপ্তির আশায় উপস্থিত হইয়া ছালাম করা বুঝিতে হইবে। মোনাজাত কালে হস্তদ্বয় উত্তোলন করা সমস্ত দ্বার হইতে নিরাশ হইয়া কেবল খোদার দ্বারে ক্ষমা ভিক্ষা করা বুঝিতে হইবে।

শামী কেতাবে আছে, আল্লামা কাহাস্তানি মোকদ্দমা কিদানিয়ার টীকায় লিখিয়াছেন, তহরিমা কালে হুজুরে কলব ওয়াজেব; কোন কোন বিদ্বান বলিয়াছেন, প্রত্যেক রোকনে হুজুরে কলব ওয়াজেব। যদি প্রত্যেক রোকনে হুজুরে কলব না থাকে, তবে তজ্জন্য গোনাহগার হইবে না, কিন্তু ছওয়াবেরও ভাগী হইবে না। কেহ কেহ বলেন, যে নামাজে হুজুরে কলব না হয়, সেই নামাজের কোন মূল্য নাই। এই কথাটি অগ্রাহ্য। এইরূপ মোলতাকাত, খাজিনা, ও ছেরাজিয়া কেতাবে আছে। হুজুরে কলবের অর্থ এই যে, নামাজী নামাজে যে কার্য্যগুলি করে, অথবা যাহা পাঠ করে, তৎসমুদয়ের প্রতি মনোনিবেশ করা। হজরত মোজাদ্দেদ (রঃ) লিখিয়াছেন, নামাজের ফরজ, ওয়াজেব, ছুন্নত ও মোস্তাহাবগুলি মনোনিবেশ পূর্ব্বক সম্পন্ন করাকে হুজুরে কলব বলা হয়, ইহা ব্যতীত হাকিকতে ছালাতের ফয়েজ প্রকাশিত হইতে পারে না।

এমাম গাজ্জালী লিখিয়াছেন, খোদাতায়ালা বলিয়াছেন— "আমার স্মরণ করার জন্য নামাজ প্রতিষ্ঠা (কায়েম) কর।" আরও বলিয়াছেন— "তুমি অমনোযোগী হইও না।" নামাজের অর্থ অনুনয় বিনয়, নম্রতা, দুঃখ প্রকাশ লজ্জিত হওয়া এবং হস্তদ্বয় উত্তোলন করা। যে সময় তুমি নামাজ পাঠ করিবে, বিদায় গ্রহণকারীর তুল্য নামাজ সম্পন্ন করিবে। যে নামাজ তোমাকে গোনাহ হইতে বিরত না রাখে, সেই নামাজ দূরত্বের কারণ হইবে। নামাজ অর্থ গোপনীয় কথা বলা, অমনোযোগীতা দ্বারা উহা কিরূপে সম্পন্ন হইবে? হজরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, হজরত (ছাঃ) আমাদের সহিত কথা বলিতেন এবং

আমরাও তাঁহার সহিত কথা বলিতাম, কিন্তু নামাজের সময় তিনি যেন আমাদিগকে চিনিতেন না এবং আমরাও যেন তাঁহাকে চিনিতে পারিতাম না, তিনি খোদার এবাদতে লিপ্ত হইতেন। যে নামাজ মানুষের শরীর দ্বারা সম্পাদিত হয় কিন্তু অন্তর উহার সঙ্গী না থাকে, খোদাতায়ালা উক্ত নামাজের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। হজরত এবরাহিম (আঃ) যে সময় নামাজ পড়িতেন, তাঁহার কলবের শব্দ দুই মাইল পথ পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাইত। যে সময় ছইদ তনুখি (রঃ) নামাজ পড়িতেন, তখন চক্ষুর পানিতে তাঁহার মুখমন্ডল ও শ্মশ্রু আর্দ্র হইয়া যাইত; অশ্রুধারা নিবারিত হইত না। হজরত (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে নামাজে দাড়ির সহিত ক্রীড়া করিতে দেখিয়া বলিয়াছেন, যদি তাহার মন ভীত হইত, তবে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপর উহার লক্ষণ প্রকাশ পাইত। হজরত হাছান বাছারী (রঃ) দেখিলেন, এক ব্যক্তি কঙ্কর লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে বলিতেছে যে, হে খোদা! আমাকে একটি বেহেশতী হুরের সহিত বিবাহ দাও। ইহা শ্রবণে হাছান বাছারী (রঃ) বলিলেন, ' হে সম্বন্ধকারী, তুমি কঙ্কর লইয়া ক্রীড়া করিতেছ, আবার তুমি হুরের বিবাহপ্রার্থী হইতেছ— ইহা অতি মন্দ কর্ম্ম।" অনেক নামাজী এরূপ আছে যে, তাহার নামাজে কষ্ট ও পরিশ্রম ভিন্ন অন্য কিছু লাভ হয় না; ইহা অমনোযোগী নামাজীর অবস্থা। বান্দার নামাজের যে অংশটুকু মনোযোগ সহকারে সম্পাদিত হয় সেই অংশটুকুই লিখিত হয়, কাহারও নামাজের ষষ্ঠাংশ ও কাহারও দশমাংশ লিখিত হয়।

মোছলেম বেনে ইয়াছের (রাঃ) এক দিবস বাছরার জামে মসজিদে নামাজ পড়িতেছিলেন, এমন সময় মসজিদের এক দিকের প্রাচীর ভূপাতিত হইল, লোকে তজ্জন্য তথায় সমবেত হইতেছিল; কিন্তু উক্ত মোছলেম নামাজ শেষ না করা অবধি প্রাচীরের পতন সংবাদ আদৌয় অবগত হইতে পারেন নাই। হজরত আলি (রাঃ) নামাজের সময় কম্পিত হইতেন এবং তাঁহার মুখমন্ডল বিবর্ণ হইয়া যাইত। লোকে জিজ্ঞাসা করিতেন, হে আমিরোল মোমেনিন আপনার কি হইয়াছে? তদুত্তরে তিনি বলিতেন, এখন উক্ত আমানত বহন করার সময় উপস্থিত হইয়াছে, যাহা খোদাতায়ালা আকাশ, ভূতল ও

পর্ব্বতের উপর পেশ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহারা উহা বহন করিতে অস্বীকার করিয়াছিল এবং ভীত হইয়াছিল। যে সময় আলিবেনে হোছায়েন (রাঃ) অজু করিতেন, সেই সময় তাঁহার রং জরদ হইয়া যাইত। এতদ্দর্শনে তাঁহার পরিজন বলিতেন, অজুর সময় আপনার এরূপ অবস্থা হয় কেন? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, আমি এখন কাহার সাক্ষাতে দন্ডায়মান হইব, তাহা কি তোমরা জান না? লোকে হাতেম আছমের নিকট নামাজের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, যখন নামাজের সময় উপস্থিত হয়, তখন আমি পূর্ণভাবে অজু করিয়া থাকি এবং নামাজের স্থানে উপস্থিত হইয়া উপবেশন করি, এমনকি আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থির হইয়া যায়; তৎপরে আমি নামাজের জন্য দন্ডায়মান হই এবং কা'বা শরিফকে ভ্রূযুগলের মধ্যে পোলছেরাতকে আমার পদদ্বয়ের নিম্নে, বেহেস্তকে আমার দক্ষিণ দিকে, দোজখকে আমার বামদিকে এবং মৃত্যুর ফেরেশতাকে পশ্চাতের দিকে ধারণা করি। আমি উহাকে জীবনের শেষ নামাজ বলিয়া ধারণা করি। তৎপর ভয় ও আশা বক্ষে ধারণা করিয়া দন্ডায়মান হই, মনোযোগ সহকারে তকবির পাঠ করি, ধীর ও স্থির ভাবে কোরআন পাঠ করি, বিনীত ভাবে রুকু করি, ভীতভাবে ছেজদা করি এবং বিশুদ্ধভাবে উপবেশন করি। অতঃপর জানি না যে, আমার নামাজ খোদার দরবারে গৃহীত হইয়াছে কিনা। হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, অমনোযোগী অন্তরসহ সমস্ত রাত্রি জাগরণ অপেক্ষা মনোযোগ সহকারে সংক্ষিপ্তভাবে দুই রাকয়াত নামাজ মস্পাদন করা উত্তম।

পাঠক, চক্ষুর দ্বারা চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইতে পারে; সেইজন্য নামাজে দণ্ডায়মান হইয়া ছেজদা স্থলে, রুকুকালে পদদ্বয়ের দিকে, ছেজদা কালে নাসিকার দিকে, উপবেশনকালে ক্রোড়ের দিকে এবং ছালাম করা কালে দুই স্কন্ধের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকিবে। গাঢ়ভাবে উক্ত পঞ্চস্থলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মনে স্থিরতা লাভ হয়। এই পঞ্চস্থল ব্যতীত ডাহিনে, বামে, সম্মুখের দিকে ও আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না। কর্ণে নানাবিধ শব্দ প্রতিধ্বনিত হইলে চিত্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত হইতে পারে। ইহার প্রতিকার কল্পে কোরআন, তছবিহ, ছানা, আত্তাহিয়াতো ও দরুদ পাঠের উপর মনোনিবেশ

করিবে। স্পষ্টভাবে কোরআন ইত্যাদি মনোযোগ সহকারে এইরূপ পাঠ করিবে যেন উহার স্পষ্ট শব্দ কর্ণে শ্রবণ করিতে পার। প্রত্যেক শব্দটি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিলে চিত্তচাঞ্চল্য দূরীভূত হইতে পারে।

বাহ্য কোন কারণে চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইলে, উহা দূর করার চেষ্টা করিবে। হাদিছে আছে, মল-মূত্রের বেগ হইলে অগ্রে মল-মূত্র ত্যাগ করিবে, ক্ষুধা পিপাসা প্রবল হইলে, অগ্রে ক্ষুধা পিপাসা নিবারণ করার চেষ্টা করিবে, তৎপরে নামাজ পড়িবে। হজরত নবীয়ে করিম (ছাঃ) আবু জাহমের প্রদত্ত একখানি চিত্রিত চাদর পরিধান করিয়াছিলেন, নামাজ পাঠান্তে হজরত উহা আবুজাহমের নিকট পাঠাইয়া দিয়া বলিলেন, ইহা নামাজে আমার চিত্তচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। এই হেতু তিনি এক সময় রঙ্গিন পাদুকাদ্বয় একজন ভিক্ষুককে দান করিয়াছিলেন।

হজরত আবুতালহা নামক ছাহাবা একটি উদ্যানে নামাজ পাঠ করিতেছিলেন, হঠাৎ একটি পক্ষী বৃক্ষের শাখার উপর উড়িয়া বেড়াইতেছিল, তিনি নামাজের মধ্যে উক্ত পক্ষীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, এজন্য তিনি নামাজ কয় রাকয়াত পড়িয়াছিলেন, ইহাতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। নামাজ পাঠান্তে তিনি হজরত নবীয়ে করিম (ছাঃ) কে এই দুর্ঘটনার কথা অবগত করাইয়া বলিলেন, আমি এই উদ্যানটি খোদার পথে দান করিলাম।

যদি অতিরিক্ত পার্থিব চিন্তা মনে উদয় হইতে থাকে এবং সহজে উহা দূর করা সম্ভবপর না হয়, তবে সজোরে দৃঢ়ভাবে উহার গতিরোধ করার চেষ্টা করিবে। একবার উক্ত চিন্তা ঘনীভূত হইয়া তোমার মনকে অস্থির করিয়া তুলিবে এবং একবার তুমি উহা বিতাড়িত করিতে সক্ষম হইবে, এইরূপ সংগ্রাম করিতে করিতে তোমার নামাজ শেষ হইবে। উদাহরণ স্থলে ইহা বলা যাইতে পারে যে, একজন পথিক বৃক্ষের ছায়াতলে বিশ্রাম করা উপলক্ষ্যে নিদ্রাযুক্ত হইয়াছিল, হঠাৎ একদল চড়ুই পক্ষী বৃক্ষোপরি বসিয়া শব্দ করিতে লাগিল, ইহাতে পথিকের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। পথিক একখানা বেতের ইশারায় পক্ষীদলকে তাড়াইয়া দিয়া পুনরায় নিদ্রিত হইল। দ্বিতীয়বার অন্য একদল পক্ষী আসিয়া শব্দ করতঃ তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিল। পথিক বারম্বার

বেতের ইশারায় উহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে লাগিল। পাঠক! বৃক্ষ তোমার মন, পক্ষীর দল তোমার অন্তরের বিবিধ চিন্তা, যতবার তোমার অন্তরে বিবিধ চিন্তার উৎপত্তি হইবে, ততবার তুমি একখানা বেতের সঙ্কেতে উহা দূর করিবার চেষ্টা কর। খোদার নিকট মনে মনে অনুনয় বিনয়সহ এই দুশ্চিন্তা নিবারণের জন্য প্রার্থনা করাকে বেত তুল্য বুঝিতে হইবে।

মেশকাতের একটি হাদিছে আছে, হজরত ওছমান বেনে আবিল-আছ (রাঃ) জনাব হবিবে খোদা (ছাঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, শয়তান নামাজ ও কোরআন পাঠে বিঘ্ন জন্মাইতেছিল, উহাতে সন্দেহ উপস্থিত করিতেছিল। হজরত (ছাঃ) বলিলেন, ইহা খেঞ্জাব নামীয় একটি শয়তানের কার্য্য। যে সময় তুমি উহা বুঝিতে পার, খোদার নিকট উহার উদ্ধার প্রার্থনা কর এবং বাম দিকে তিনবার ফুৎকার কর।

পাঠক, বিশুদ্ধভাবে নামাজ পড়িতে ইচ্ছা করিলে প্রথমে তুমি নামাজের সমস্ত কার্য্য মনোযোগ সহকারে সম্পন্ন করিবে, ইহাই হুজুরে কলব। দ্বিতীয়— তুমি খোদার কালামের মর্ম্ম বুঝিবার এবং উহার প্রতি মনঃসংযোগ করার চেষ্টা করিবে। তৃতীয়, তুমি নতভাবে একাগ্রচিত্তে খোদাতায়ালার সম্মানের ধারণা করিবে। চতুর্থ তুমি নিজের ত্রুটির জন্য ভয় করিতে থাকিবে। পঞ্চম—নামাজের ছওয়াবের প্রতীক্ষা করিবে—খোদাতায়ালার উপযুক্ত এবাদত ও সম্মান করিতে অক্ষম হওয়ার জন্য লজ্জিত হইতে থাকিবে। পাঠক! চর্ম্ম শরীরের প্রথম আবরণ, বস্ত্র উহার দ্বিতীয় আবরণ, মৃত্তিকা তৃতীয়, মৃত্যু অন্তরের আবরণ। তুমি এই আবরণ গুলি ধৌত করতঃ পবিত্র করিতেছ, কিন্তু তুমি স্বীয় মনকে কেন ধৌত কর না? উহা ধৌত করিবার নিয়ম এই যে কৃত গোনাহ কার্য্যের জন্য অনুতপ কর, ভবিষ্যতে কোন গোনাহ করিবে না, ইহা দৃঢ় সঙ্কল্প কর।

তুমি লোকের চক্ষু হইতে শরীরকে আবৃত করিয়া থাক, কিন্তু অন্তরে অবৈধ ভাবকে খোদা হইতে গোপন করার চেষ্টা কর না কেন? তুমি জানিয়া রাখ যে, খোদার নিকট হইতে কোনো কিছু গোপন করিতে পারিবে না, কাজেই উহার প্রতিকারের একমাত্র উপায় এই যে, অনুপত, পরিতাপ, লজ্জা

ও ভয় সহকারে অপরাধী পলাতক দাসের ন্যায় অধোমস্তকে তাঁহার সম্মুখে দন্ডায়মান হও।

তুমি সমস্ত দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া কা'বা শরীফের দিকে মুখ করিতেছ, তোমার অন্তরকে সমস্ত কামনা-বাসনা হইতে ফিরাইয়া খোদার ধেয়ানে নিবিষ্ট কর না কেন? মূলকথা, নামাজ সমস্ত এবাদত অপেক্ষা উত্তম, হকিকতে ছালাতে তাহাই প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহার নিয়তের শেষাংশে বলিবে— "জাতে-বাহত হইতে হকিকতে ছালাতের ফয়েজ আমার কুওয়াতে নাজারিতে আসুক।"

দাএরায় হকিকতে ছাওম

এই দাএরায় খোদাতায়ালার ছামাদিয়েতের ফয়েজ হায়য়াতে অহদানিয়াতে আসিতে থাকে।

হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন—"আদম সন্তানদিগের প্রত্যেক কার্য্যের ফল ১০ হইতে ৭০০ গুণ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, কিন্তু রোজার ফল (অসীম) সংখ্যাতীত; খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, রোজা আমার বিশিষ্ট (এবাদত) আমিই উহার সুফল প্রদান করিব। রোজাদার আমার জন্য কামনা ও খাদ্য পরিত্যাগ করিয়াছে, বেহেশতে 'রাইয়ান' নামক একটি দ্বার আছে তন্মধ্যে রোজাদার ভিন্ন কেহই প্রবেশ করিতে পারিবে না।" টীকাকার বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, কয়েক কারণে রোজাকে খোদাতায়ালার বিশিষ্ট এবাদত বলা হইয়াছে। প্রথম এই যে, খোদাকে পৃথিবীতে কেহই দর্শন করিতে পারে না, রোজাকেও কেহ দর্শন করিতে পারে না। দ্বিতীয়, খোদার পানাহার নাই, রোজাদার পানাহার বর্জ্জন করিয়া উক্ত গুণে গুণান্বিত হয়। তৃতীয় রোজাতে শরীরের রক্তরস

শুষ্ক হইয়া যায়, কামশক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং শয়তানের গতিরোধ হইয়া যায়, এই কারণে উহাকে খোদার বিশিষ্ট এবাদত বলা হইয়াছে। কেয়ামতে খোদাতায়ালা বলিবেন, তোমরা সমস্ত এবাদতের ফল প্রাপ্ত হইয়াছ, কেবল রোজার ফল প্রাপ্ত হও নাই, তৎপরে রোজার ফলে খোদাতায়ালার দর্শন লাভ হইবে ইহা বেহেশতের সমস্ত সুখ হইতে অধিকতর আনন্দদায়ক হইবে এই রোজা তিনপ্রকার, পানাহার ও স্ত্রীসঙ্গম ত্যাগ করিলে রোজা জায়েজ হয়, ইহা সাধারণ লোকের রোজা। দ্বিতীয় সমস্ত শরীরকে গোনাহ হইতে বিরত রাখিতে হয়, চক্ষুকে অবৈধ দর্শন হইতে, রসনাকে পরনিন্দা, মিথ্যা কথা, মিথ্যা শপথ, কটুবাক্য, প্রলাপ ও বিদ্রুপ ইত্যাদি হইতে কর্ণকে নিষিদ্ধ শ্রবণ, হস্তপদকে নিষিদ্ধ ব্যবহার হইতে এবং উদরকে হারাম ও সন্দেহের বস্তু ভক্ষণ হইতে বিরত রাখিতে হইবে বরং এফতারের সময় অধিক পরিমাণ হালাল খাদ্য ভক্ষণ হইতেও বিরত থাকিবে। এফতারের পরে রোজা মঞ্জুর হওয়ার আশা ও না মঞ্জুর হওয়ার ভয় হৃদয়ে পোষণ করিবে। ইহা মধ্যম বা খাস লোকদের রোজা। হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন—'যে ব্যক্তি বাতিল কথা ও বাতিল কার্য্য পরিত্যাগ না করে, তাহার পানাহার ত্যাগ করার কোন দরকার নাই।''

তৃতীয়— ছিদ্দিক ও নবীগণের রোজা। উপরোক্ত কার্য্য হইতে বিরত থাকা সত্ত্বেও খোদাতায়ালার ধেয়ান ব্যতীত পার্থিব চিন্তা অন্তরে স্থান না দেওয়া এবং খোদার ছামাদিয়াতের ফয়েজে নিমগ্ন থাকা। হকিকতে-ছওমের মোরাকাবায় শেষোক্ত রোজার ফয়েজ আসিতে থাকে। নিয়তের শেষাংশে বলিবে, জাতে-বাহত হইতে হকিকতে ছওমের ফয়েজ আমার কুওয়াতে নাজারিতে আসুক।

দাএরায় মা'বুদিয়তে ছারফা

মা'বুদিয়াতে ছারফা

معبديت صرفه

এই মোরাকাবায় খোদাতায়ালর দিকবিহীন আজমতের (মহিমার)

ফয়েজ হায়য়তে অহ্‌দানিয়াতে পতিত হয়। খোদাতায়ালা নামাজে তাঁহার ছেজদা করা ফরজ করিয়াছেন, এজন্য তিনি লোকের মা'বুদ (উপাস্য) নামে অভিহিত আছেন, ইহাকে মা'বুদিয়তে মোকাইয়াদা বলা হয়। যদিও তিনি এই এবাদতের হুকুম না করিতেন, তথাচ তিনি এবাদতের (উপাসনার) যোগ্য, ইহাকে মা'বুদিয়তে ছারফা বলা হয়। এই স্থলে لا اله الا الله এই কলেমার হকিকত (নিগুঢ়তত্ত্ব) প্রকাশিত হয়। খোদাতায়ালাই যে প্রকৃত এবাদতের যোগ্য ও তাঁহা ব্যতীত আর কেহই বন্দেগির যোগ্য নহে, এই তত্ত্ব এস্থলে ব্যক্ত হইয়া পড়ে। নিয়তের শেষংশে বলিবে, জাতে-বাহত হইতে মা'বুদিয়তে-ছারফার ফয়েজ কুওয়াতে নাজারিয়াতে আসুক।

দাএরায় হকিকতে মহববত ও যজ্‌বায় জাতি বা হোব্বে এশকি
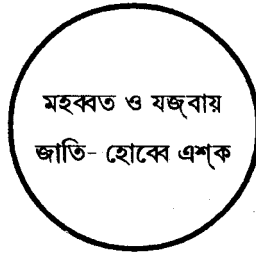
محبت جذبه ذاتی
بنام حب عشق

এই মোরাকাবায় জাতে-খোদা হইতে প্রেমপূর্ণ উচ্ছাস পতিত হইয়া থাকে, অতি জ্যোতিঃ পরিলক্ষিত হইতে থাকে, এই ফয়েজে যজবার মহত্ত্ব পরিলক্ষিত হয়। নিয়তের শেষাংশে বলিবে জাতে-বাহত হইতে মহব্বত ও যজবায়-জাতির ফয়েজ আমার কুওয়াতে নাজারিয়াতে আসুক।

দাএরায় হকিকতে ছায়ফোল্লাহ

ইহা হজরত নবীয়েকরিম (ছাঃ) এর বিশিষ্ট মকাম। তিনি খোদাতায়ালার তরবারি স্বরূপ ছিলেন; এই মকামের প্রতি তিনি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "আমার আতঙ্কে এক মাসের পথ অবধি আমার করতলগত হইয়াছে।" ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "খসরু পরভেজের রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাউক।" একজন অরণ্যবাসী হজরতের তরবারি হস্তে লইয়া তাঁহার প্রতি আঘাত করিতে উদ্যত হইয়া বলিয়াছিল, এখন আপনাকে কে রক্ষা করিবে? তিনি বলিয়াছিলেন, খোদাতায়ালা। ইহাতে সে কম্পিত হইল এবং তাহার হস্ত হইতে তরবারি পড়িয়া গেল, ইহাও উক্ত ছায়ফুল্লাহ মকামের ফয়েজে সংঘটিত হইয়াছিল।

হজরত আবু বকর ও ওমার (রাঃ) খলিফাদ্বয়ের মধ্যে এই ফয়েজে পূর্ণভাবে বিরাজমান ছিল। হজরত খালেদ (রাঃ) এই ফয়েজ প্রাপ্ত হইয়া ছায়ফুল্লাহ (খোদার তরবারি)— এই নামে গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন।

এই মোরাকাবার নিয়ত

আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব জনাব নবীয়ে করিম (ছাঃ) এর কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়— তিনি ছায়ফুল্লাহ হইতেছেন, উক্ত ছায়ফুল্লাহর ফয়েজ আমার কলবে আসুক এবং উক্ত ফয়েজ তরবারি হইয়া ইছলামের শত্রুদিগের উপর পতিত হউক এবং তাহাদের ধ্বংস সাধন করুক।

نیت

میں اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میرا قلب حضرت نبی ﷺ کی طرف جو سیف اللہ ہیں متوجہ ہوتا ہے سیف اللہ کا فیض میرے قلب میں پھونچکر سیف اللہ ہوکر اسلام کے مخالفین کے گردن میں پھونچے اور اسکو تباہ کردے

এই ফয়েজে নিম্নোক্ত দরুদ পড়িতে হয়।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيْفِ اللّٰهِ الْقَاطِعِ وَ اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

"আল্লাহোম্মা ছাল্লে আলা ছাইয়েদেনা মোহাম্মাদেন ছায়েফিল্লাহে কাতেয়ে অ আলেহি অছাল্লেম।"

মকামে বেলাএতে ছেরাজাম মনিরা

مقام ولايت سراجا منيرا

কোর-আন শরিফের ছুরা আহজাবে উল্লিখিত আছে, و سراجا منيرا এবং (আমি তাহাকে আলোক প্রদানকারী প্রদীপ করিয়া(প্রেরণ করিয়াছি)।" ছেরাজাম মনিরার অর্থ— "আলোক প্রদানকারী প্রদীপ।" তফছিরে রুহোল বায়ানে উক্ত আয়তের শেষ অংশের ব্যাখ্যায় লিখিত আছে, "খোদাতায়ালা জনাব হাবিবে খোদা মোহাম্মাদ (ছাঃ) কে কয়েক কারণে আলোক প্রদানকারী প্রদীপ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। প্রথম এই যে, যেরূপ অন্ধকারময় স্থানে একটি প্রদীপ জ্বালাইয়া দিলে লোকে সরল পথ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেরূপ শেরক, বেদয়াত ও গোমরাহি স্বরূপ অন্ধকারপূর্ণ জগতে সত্যপথ প্রদর্শক হজরত মোহাম্মাদ (ছাঃ) প্রেরিত হওয়ায় কোটি কোটি নরনারী সত্যপথ প্রাপ্ত হইয়াছেন। দ্বিতীয় অন্ধকারময় গৃহে কোন বস্তু নিরুদ্দেশ হইয়া গেলে, প্রদীপের আলোকে উক্ত বস্তুর সন্ধান করা হয়, সেইরূপ মা'রেফাতের নিগূঢ়তত্ত্ব

জগত হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, হজরত হাবিবে খোদা (ছাঃ) এর আবির্ভাবে উক্ত বিলুপ্ত তত্ত্বজ্ঞান ওলিউল্লাহ দলের সমক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে

তৃতীয়— প্রদীপ গৃহবাসীদের পক্ষে শান্তি ও আনন্দদায়ক, চোরের পক্ষে অমঙ্গলজনক, সেইরূপ হজরত হাবিবে খোদা (ছাঃ) ধার্ম্মিকগণের শান্তি প্রদাতা এবং ধর্ম্মদ্রোহীদলের শাস্তি দাতা। চতুর্থ— একটি প্রদীপ দ্বারা সহস্র প্রদীপ আলোকিত করা হয়, কিন্তু উহার জ্যোতিঃ হ্রাস প্রাপ্ত হয় না; সেইরূপ হজরতের জ্যোতির উপলক্ষ্যে জগদ্বাসীগণের বিকাশ সাধিত হইয়াছে। শরিয়ত তরিকত, হকিকত, ও মা'রেফাতের এলম তাঁহা কর্ত্তৃক উম্মতের বিদ্বানগণের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও তাঁহার জ্যোতিঃ ও এলম হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই।

অন্যান্য তফছিরে লিখিত আছে যে, হজরত হাবিবে খোদা (ছাঃ) কে সূর্য্য বলিয়া অভিহিত করা হয় নাই, বরং প্রদীপ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, জগদ্বাসীদিগের পক্ষে সূর্য্য হইতে আলোক জ্বালাইয়া লওয়া অসম্ভব কিন্তু প্রদীপ হইতে আলোক জ্বালাইয়া লওয়া সম্ভব। হজরত কর্ত্তৃক জগদ্বাসীদিগকে সত্যপথের জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হওয়া খোদাতায়ালার অভিপ্রায়, সেই জন্য তাঁহাকে প্রদীপ বলা হইয়াছে।

এই মকামে তরিকতপন্থীর উন্নতি হইলে, বহু লোকের হেদায়েতের পথ প্রশস্ত হইয়া থাকে। এই মকামে নিম্নোক্ত দরুদ বেশী পরিমাণ পড়িতে হইবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سِرَاجًا مُنِيْرًا وَ اٰلِهٖ وَ سَلِّمْ

এই মোরাকাবার নিয়ত

আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব হজরত নবী করিম (আঃ) এর হকিকত— যাহা ছেরাজাম মোনিরা হইতেছে, উহার বেলাএতের মকামের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয় উক্ত ছেরাজাম মোনিরার বেলাএতের ফয়েজ আমার কলবে আসুক।

نیت

میں اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میرا قلب نبی ﷺ کی حقیقت جو سراجا منیرا ہے اسکی کمالات کے مقام کے طرف متوجو ہواتا ہے اس سراجا منیرا کی کمالات کی مقام کا فیض میرے قلب میں آتا ہے

মকামে নবুয়তে রেছাজম মোনিরা

مقام نبوت سراجا منیرا

এই মোরাকাবায় ছেরাজাম-মোনিরার নবুয়তের ফয়েজ তরিকপন্থীর কলবে পতিত হইয়া থাকে।

এই মোরাকাবার নিয়ত

আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব হজরত নবীয়ে করিম (ছাঃ) এর হকিকত—যাহা ছেরাজাম মোনিরা হইতেছে, উহা নবুয়তের মকামের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, উক্ত ছেরাজাম-মোনিরার নবুয়তের মকামের ফয়েজ আমার কলবে আসুক।

نیت

میں اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میرا قلب حضرت نبی ﷺ کی حقیقت جو سراجا منیرا ہے اسکی ولایت کی مقامکی طرف متوجو ہوتا ہے اس سرا جا منیرا کی ولایت کی مقام کا فیض میرا قلب میں آتا ہے

মকামে রেছালাতে ছেরাজাম মনিরা

مقام رسالت سراجا منیرا

এই মোরাকাবায় ছেরাজাম মোনিরার রেছালাতে ফয়েজ তরিকতপন্থীর কলবে পতিত হইতে থাকে।

এই মোরাকাবার নিয়ত

"আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব হজরত নবী (ছাঃ) এর হকিকত— যাহা ছেরাজাম-মোনিরা হইতেছে, উহার রেছালাতের মকামের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, উক্ত ছেরাজাম-মোনিরার রেছালাতের মকামের ফয়েজ আমার কলবে আসুক।"

نیت

میں اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میرا قلب نبی ﷺ کی حقیقت
جو سراجا منیرا ہے اسکے رسالت کے مقام کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس
سراجا منیرا کی رسالت کے مقام کا فیض میرا قلب میں آتا ہے

মকামে কামালাতে ছেরাজাম মোনিরা

مقام کمالات سراجا منیرا

ইহাতে ছেরাজাম-মোনিরার কামালাতের ফয়েজ তরিকতপন্থীর কলবে পতিত হইতে থাকে।

এই মোরাকাবার নিয়ত

"আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব হজরত নবী (ছাঃ) এর হকিকত— যাহা ছেরাজাম-মোনিরা হইতেছে, উহার কামালাতের মকামের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, উক্ত ছেরাজাম মোনিরার কামালাতের মকামের ফয়েজ আমার কলবে আসুক।"

نیت

میں اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میرا قلب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت جو سراجا منیرا ہے اسکی کمالات کے مقام کی طرف متوجہ ہوتا ہے اُس سراجا منیرا کے کمالات کے مقام کا فیض میرا قلب میں اتا ہے

মকামে ছোলতানান্নাছিরা

مقام سلطانا نصيرا

কোর-আন, ছুরা বনি ইছরাইলে বর্ণিত আছে;—

و اجعل لی من لدنك سلطانا نصيرا

হজরত নবীয়ে করিম (ছাঃ) খোদার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, ‘‘এবং তুমি আমার জন্য তোমার নিকট হইতে এক সাহায্যকারী শক্তি নির্দিষ্ট কর।’’

এই আয়তের ‘‘ছোলতানান্নছিরা’’ শব্দের অর্থ কি? তাহাই বিবেচ্য বিষয়। তফছিরে রুহোল মায়ানিতে লিখিত আছে, মোজাহেদ উহার মর্ম্মে বলিয়াছেন যে, স্পষ্ট দলীল বা আহকাম-সমন্বিত কেতাব দ্বারা খোদাতায়ালা তাঁহাকে সহায়তা করিয়াছিলেন হাছান বাছারি (রঃ) বলিয়াছেন, উহা কাফের ও কপটদের প্রতি পরাক্রম। কেহ কেহ বলেন, পরাক্রম, গৌরব সম্মান—যদ্বারা ইছলামের সহায়তা করা হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, তিনি প্রত্যেক সময়ে একজন ইছলামের সহায়তাকারী বাদশাহ হওয়ার প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

রুহোল-বয়ান ও মায়ালেমে লিখিত আছে, উহার অর্থ দলীল, গৌরব ও রাজ্য যদ্বারা ইছলামের উন্নতি ও ইছলামের শত্রুদের পরাজয় সংঘটিত হয়। খোদাতায়ালা তাঁহাকে বিপক্ষদলের চক্র হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার সহচরগণ মহা পরাক্রমশালী হইয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্ম সমস্ত ধর্ম্মের উপর জয়যুক্ত হইয়াছিল। খোদা তাঁহার সহচর ও অনুবর্ত্তিগণকে ভূতলে খলিফা করিয়াছিলেন। পারস্য ও রুম রাজ্য তাঁহাদের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল।

তফছিরে কবিরে লিখিত আছে, খোদাতায়ালা দলীল পরাক্রম ও শক্তি দ্বারা তাঁহাকে বিপক্ষ দলের উপর জয়যুক্ত করিয়াছিলেন। মূলকথা এই যে, তায়িদে খোদা তাঁহার উপর অবতীর্ণ হইয়াছিল, সেই ফয়েজ কর্ত্তৃক তিনি বহু শত্রুর সম্মুখ হইতে হেজরত কালে স্বীয় গৃহ হইতে নিরাপদে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি বিপক্ষ দলের আক্রমণ হইতে 'ছওর' নামক গর্ত্তে নির্ব্বিঘ্নে সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। মদিনা শরিফের পথে তিনি ছোরাকা বেনে মালেক কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াও নিরাপদে মদিনা শরিফে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তবুক, হোনাএন প্রভৃতি যুদ্ধে বিপক্ষদলকে ভীত ও পরাজিত করিয়াছিলেন। তরিকতপন্থী উক্ত তায়ীদি ইজাদি অথবা ছোলতান্নাছিরার ফয়েজ লাভ করিয়া থাকেন।

এই মোরাকাবার নিয়ত

"আমি আমার কলবরে দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব হজরত নবী (ছাঃ) এর মকাম যাহা ছুলতানান্নাছিরা হইতেছে, উক্ত মকামের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, উক্ত ছুলতানান্নাছিরা মকামের ফয়েজ আমার কলবে আসুক।

نیت

میں اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میرا قلب نبی علیہ السلام کی مقام جو سلطانا نصیرا ہے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے سلطانا نصیرا مقام کا فیض میرا قلب میں آتا ہے

মকামে মাকামাম মাহমুদা

مقام مقاما محمودا

খোদাতায়ালা কোর-আন শরিফে হজরতের এই মাকামের কথা নিম্নোক্ত আয়তে উল্লেখ করিয়াছেন— عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا

"অচিরে তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রশংসিত স্থানে (মাকামাম মাহমুদে) প্রেরণ করিবেন।"

এমাম রাজি তফছিরে কবিরে লিখিয়াছেন, সমস্ত টীকাকার একবাক্যে বলিয়াছেন যে, উহা হজরতের শাফায়াতের স্থান। স্বয়ং হজরত নবীয়ে করিম (ছাঃ) উহার ব্যখ্যায় বলিয়াছেন যে, আমি যে স্থানে দন্ডায়মান হইয়া উম্মতের শাফায়াত করিব, উক্ত স্থানকে মাকামে মাহমুদ বলা হয়। তফছিরে খাজেনে এই হাদিছটি আছে, (কেয়ামতে) প্রথমেই আমি গোর ভেদ করিয়া দন্ডায়মান হইব, এবং বেহেশতের চাদর পরিধান করিব, তৎপরে আরশের দক্ষিণ দিকে দণ্ডায়মান হইব। আমার ব্যতীত কেহই তথায় দণ্ডায়মান হইতে পারিবে না। তফছিরে জোমালে আছে, হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, হজরত শাফায়াতের স্থানে উন্নীত হইলে, জগতের সমস্ত লোক তাঁহার প্রংশসা করিবেন, খোদাতায়ালা বলিবেন, তুমি যাচ্ঞা কর, আমি তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিব, তুমি শাফায়াত কর, আমি মঞ্জুর করিব, সকলে তোমার প্রশংসা-পতাকার নিম্নে থাকিবে। তফছিরে রুহোল-বায়ানে ফতুহাতে মক্কিয়া হইতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, যে মকামটি সমস্ত মকামের মূল ও খোদাতায়ালার সমস্ত নামের বিকাশ স্থল উহাই মকামে মাহমুদ। উহা খাস হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর মকাম, শাফায়াতের দ্বার উক্ত স্থানে উদ্‌ঘাটিত করা হইবে।

এই মোরাকাবার নিয়ত

"আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব আরশের নিম্নস্থ মকামে মাহমুদ নামক মকামের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, মকামে মাহমুদের ফয়েজ আমার কলবে আসুক"।

نیت

میں اپنے قلب کے طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میرا قلب زیر عرش مقام محمود کے مقام کی طرف متوجہ ہوتا ہے مقام محمود کا فیض میری قلب میں آتا ہے

মকামাতে ছালেহীন

مقامات صالحين

কোর-আন শরিফে নবী, ছিদ্দিক, শহিদ ও ছালেহ এই চারি শ্রেণীর বিষয় নিম্নোক্ত আয়তে উল্লিখিত আছে—

و من يطع الله و الرسول فاولئك مع الذين

انعم الـه عليهم من الـنبين و الصديقين و الشهداء و

الصالحين الحين

"এবং যাহারা খোদা ও রছুলের হুকুম মান্য করেন, তাঁহারা উক্ত নবীগণের ছিদ্দিকগণের শহিদগণের এবং নেককারগণের সঙ্গী হইবেন, যাহাদের উপর খোদাতায়ালা কল্যাণ করিয়াছেন।

এমাম রাজি তফছিরে কবিরে লিখিয়াছেন, টীকাকারগণ ছিদ্দিকগণের ব্যখ্যায় মতভেদ করিয়াছেন প্রথম এই যে, যে ব্যক্তি ধর্ম্মের সমস্ত বিষয়ের প্রতি বিনা সন্দেহে বিশ্বাস স্থানপ করেন, সেই ব্যক্তি ছিদ্দিক নামে অভিহিত। দ্বিতীয়—- হজরতের প্রধান ছাহাবা ছিদ্দিক নামে অভিহিত। তৃতীয়— যে ব্যক্তি প্রথমে হজরতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতঃ অন্যান্য লোকের অগ্রণী হইয়াছেন, তিনিই ছিদ্দিক। ছিদ্দিকিয়তের দরজার পরেই নবুয়তের দরজা।

যে ব্যক্তি যুক্তি প্রমাণ দ্বারা অথবা তরবারি বল্লম দ্বারা ধর্ম্মের সত্যতা সপ্রমাণ করিয়াছেন, তিনিই শহিদ, আলেমে রব্বানি এই শ্রেণীর অগ্রগণ্য। যে ব্যক্তি ধর্ম্মের সহায়তায় প্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন, তিনিই শহিদ নামে আখ্যাত। যে ব্যক্তি ধর্ম্মমতে ও ধর্ম্মকার্য্যে পরিপক্ক সেই ব্যক্তি ছালেহ নামে অভিহিত।

আল্লামা আলুছি তফছিরে রুহোল-মায়ানিতে লিখিয়াছেন— "খোদায়ী শক্তি যাঁহাদের সহায়তাকারী, যাঁহাদের আত্মা পবিত্রতার (পাকির) সর্ব্বোচ সোপানে আরোহণ করিয়াছে, তাঁহারাই নবী নামে অভিহিত। (যাঁহারা)

মা'রেফাতে খোদাপ্রাপ্তি জ্ঞান নবীগণ অপেক্ষা নিম্নে তাঁহারাই ছিদ্দিক। ইহারা হক্কোল একিন লাভ করিয়াছেন। যাঁহারা দলীল প্রমাণ দ্বারা খোদা-প্রাপ্তির জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই শহিদ। যাঁহারা অন্যের কথার প্রতি অকাট্য বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ধর্ম্ম জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ছালেহ শ্রেণী ভুক্ত ইহা রাগেব ও তিবি বর্ণনা করিয়াছেন।

যাঁহারা স্ব স্ব ঈমানের জোতির বলে বিনা প্রমাণ প্রয়োগ পয়গম্বরের কথা বিশ্বাসে খোদা ও রছুলগণকে মান্য করিয়া লইয়াছেন, তাঁহারাই ছিদ্দিক। এমাম গাজ্জালি প্রভৃতির মতে ছিদ্দিকিয়েত ও নবুয়তের মধ্যে অন্য কোন দরজা নাই।

শায়খে আকবার বলিয়াছেন, ছিদ্দিকিয়েত ও নবুয়তের মধ্যে একটি দরজা আছে, উহাকে মাকামে কোরবাত বলা হয়। হজরত আবু বকর ছিদ্দিকের হৃদয়ে যে গুপ্ততত্ত্ব নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহাই মকামে-কোরবাত। ঈমানের শাখাসমূহের সংখ্যার পরিমাণে উক্ত মাকামে কোরবাতের শাখাসমূহ আছে। কেহ কেহ বলেন, নবুয়ত ও ছিদ্দিকিয়েত এই দুই জ্যোতির মধ্যস্থলে সবুজবর্ণ একটি জ্যোতিঃ আছে—যদ্বারা হজরতের হেজাবে-গায়েব হইতে নীত বিষয়ের প্রতি মোশাহাদা জন্মে, উহাকেই মোকামে কোরবাত বলে। যাঁহারা এল্‌ম দ্বারা খোদাতায়ালার একত্ব ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহারা শহিদ নামে খ্যাত। কোর-আন শরীফে আছে— "আল্লাহ্‌, ফেরেশতাগণ ও বিদ্বানগণ খোদার একত্বের সাক্ষ্য প্রধান করিয়াছেন।" এই আয়তে বিদ্বানগণকে "শাহেদ" অথবা শহিদ, বলা হইয়াছে, যাহাদের খোদাপ্রাপ্তি জ্ঞান ও ঈমানে কোন ত্রুটি প্রবেশ না করে, তাঁহারাই ছালেহ নামে অভিহিত।

তফছির বয়জবিতে আছে—

খোদাতায়ালা ধর্ম্ম জ্ঞান ও ধর্ম্মকার্য্যের শ্রেণীর হিসাবে মনুষ্য জাতিকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম—যাঁহারা ধর্ম্ম জ্ঞান (এলম) ও ধর্ম্মকার্য্যে (আমলে) সিদ্ধ (কামেল) হইয়াছেন, এবং উম্মতকে সিদ্ধ (কামেল) করার শক্তি সঞ্চয় করিয়াছেন, তাঁহারা নবী নামে অভিহিত। দ্বিতীয়—যাঁহারা একবার দলীল ও প্রমাণ সমূহে গবেষণা করিতে সক্ষম হইয়াছেন, আর একবার

আত্মশুদ্ধি ও এবাদতে সাধ্য সাধনার দ্বারা মা'রেফাতের (খোদপ্রাপ্তির) উচ্চপদে আরোহণ করিয়াছেন, এমন কি অনেক (অদৃশ্য অবস্থা) অবগত হইয়া তৎসমুদয়ের গুপ্ততত্ত্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ছিদ্দিক শ্রেণীভুক্ত। তৃতীয় যাঁহাদের হৃদয়ে এবাদাতের আগ্রহ ও সত্য প্রকাশের চেষ্টা বলবৎ হয়, এমন কি খোদার হুকুম উন্নত করিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন, তাঁহারাই শহিদ নামে খ্যাত। চতুর্থ— যাঁহারা খোদার আদেশ পালনে জীবন অতিবাহিত এবং তাঁহার সন্তোষ লাভে অর্থরাশি ব্যায় করিয়াছেন, তাঁহারাই ছালেহ (সাধক) শ্রেণীভুক্ত।

আরও তিনি লিখিয়াছেন, খোদাতায়ালা যাঁহাদের উপর কল্যাণ করিয়াছেন, তাঁহারা আরেফ বিল্লাহ (মা'রেফাতপন্থীদল) তাঁহাদের মধ্যে একদল (খোদাপ্রাপ্তি তত্ত্বে অথবা ধর্ম্ম বিষয়ে) চাক্ষুষ জ্ঞান (আএনোল-একিন) লাভ করিয়াছিলেন; দ্বিতীয় দল দলীল প্রমাণ দ্বারা বিশ্বাস অর্জ্জন করিয়াছিলেন, প্রথম দল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন যে, প্রথম চাক্ষুষ জ্ঞান লাভসত্ত্বেও এরূপ নৈকট্য লাভ করিয়াছেন যে, যেমন প্রত্যেক বস্তুকে নিকটে দেখিয়া থাকেন, ইহারা নবী নামে খ্যাত হইয়াছেন, দ্বিতীয় শ্রেণী এইরূপ নৈকট্য লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা যেন প্রত্যেক বস্তুকে দূর হইতে দেখিয়া থাকেন, ইহারা ছিদ্দিক নামে অভিহিত। দ্বিতীয় দলও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন, প্রথম শ্রেণী অকাট্য প্রমাণ সমূহ দ্বারা খোদাপ্রাপ্তি জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, ইহারাই বিদ্বান আলেমে-রব্বানি ও ভূতলে খোদার সাক্ষ্যদাতা শ্রেণী। দ্বিতীয় শ্রেণী আনুমানিক যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা ধর্ম্মতত্ত্বে মনের শান্তি লাভ করিয়াছেন, ইহারাই ছালেহ সম্প্রদায়।

তফছিরে নায়ছাপুরিতে আছে, যাহারা মহা সত্যবাদী, তাঁহারাই ছিদ্দিক নামে অভিহিত। অধিকাংশ টীকা কারের মতে যাঁহারা বিনা সন্দেহে ধর্ম্মের প্রত্যেক বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারাই ছিদ্দিক। যাঁহারা কাফেরদিগের তরবারীতে নিহত হইয়াছেন, মহামারিতে, উদরাময়ে ও নেফাছ কালে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই শহিদ। যাঁহারা প্রমাণ বা অস্ত্র প্রয়োগে ধর্ম্মের সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহারাও শহিদ শ্রেণীভুক্ত।

এমাম এবনে জরির লিখিয়াছেন, পয়গম্বরগণের যে অগ্রগামী দল তাঁহাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের যাঁহারা ইহধাম ত্যাগ করার পরে তাঁহাদের পথের অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহারাই ছিদ্দিক। যাঁহাদের অন্তর ও বাহ্য শুদ্ধ হইয়াছে, তাঁহারাই ছালেহ।

মকামাতে ছালেহিনের মোরাকাবার নিয়ত

আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব জনাব পীর ছাহেবের কলবের অছিলায় আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, মকামাতে ছালেহিনের ফয়েজ আমার কলবে আসুক।

نیت

میں اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میرا قلب جناب پیر صاحب کے قلب کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا ہے مقامات صالحین کا فیض میرا قلب میں آتا ہے

মকামাতে শোহদা

مقامات شہداء

ইহাতে শাহদাতের ফয়েজ কলবের উপর আসিতে থাকে। আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব জনাব পীর ছাহেবের কলবের অছিলায় আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, মকামাতে শোহদার ফয়েজ আমার কলবে আসুক।

نیت

میں اپنے قلب کے طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میرا قلب جناب پیر صاحب کے قلب کے وسیلہ سے اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوتا ہے مقامات شہداء کا فیض میرا قلب میں آتا ہے

মকামাতে ছিদ্দিকিন

مقامات صديقين

ইহাতে ছিদ্দিকিয়াতের ফয়েজ কলবে পতিত হয়।

নিয়ত—

আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব জনাব পীর ছাহেবের কলবের অছিলায় আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, মাকামাতে ছিদ্দিকিনের ফয়েজ আমার কলবে আসুক।

نیت

میں اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میرا قلب جناب پیر صاحب کے قلب کے وسیلہ سے اللہ تعلیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے مقامات صدیقین کا فیض میرا قلب میں آتا ہے

রো'ইয়ায় ছাদেকা

رؤياى صادقه

কোর-আন শরিফে ছুরা ইউনোছে বর্ণিত আছে—

الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذن امنوا و كانوا يتقون لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الاخرة

সাবধান! "নিশ্চয় আল্লাহ্‌তায়ালর ওলিগণ— তাঁহাদের উপর কোন আশঙ্কা নাই বরং তাহারা দুঃখিত হইবেন না, যাঁহারা ঈমান আনিয়াছেন এবং পরহেজগারি করিতেন— তাহাদের জন্য ইহ জগতে এবং পরজগতে শুভসংবাদ আছে।"

তফছিরে রুহোল বায়ানে উক্ত আয়তের শেষাংশের ব্যাখ্যায় লিখিত আছে, "উপরোক্ত ওলিগণ সত্য স্বপ্ন বা মঙ্গলময় স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন, যে ওলিগণ খোদার জেকর ও মা'রেফাতে সত্য নিমগ্ন থাকেন, তাঁহাদের নিদ্রা চৈতন্যের তুল্য হইয়া থাকে, তাঁহারা সত্য স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। আর যাহারা পার্থিব ব্যাপারে সর্ব্বদা লিপ্ত থাকেন, তাঁহাদের স্বপ্নের উপর বিশ্বাস করা যায় না। তাবিলাতে-নজমিয়াতে লিখিত আছে যে, তাঁহারা সত্য স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন, এলহাম ও কাশফশক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং মোরাকাবার জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া থাকেন, ইহজগতের শুভ সংবাদের ইহাই মর্ম্ম।

ছহিহ বোখারীতে এই হাদিছটি বর্ণিত হইয়াছে, শুভ সংবাদ ব্যতীত নবুয়তের কোন অংশ বাকী নাই, লোকে বলিল, শুভ সংবাদ কি? (তদুত্তরে) হুজুর বলিলেন, উহা মঙ্গলময় (অথবা) সত্য স্বপ্ন। ছহিহ বোখারী ও মোছলেমে এই হাদিছটি উল্লিখিত আছে, "সত্য স্বপ্ন নবুয়তের ৪৬ অংশের একাংশ।" ছহিহ বোখারীতে হজরত আএশা (রাঃ) কর্ত্তৃক এই হাদিছটি বর্ণিত হইয়াছে, "প্রথমে হজরত রছুলে খোদা (ছাঃ) এর উপর যে ওহি অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহা নিদ্রাযোগে সত্য স্বপ্ন ছিল।" ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে আছে, সত্য স্বপ্ন খোদাতায়ালার পক্ষ হইতে বাতিল স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ হইতে হয়। যদি কেহ কল্যাণময় কোন স্বপ্ন দর্শন করে, তবে বন্ধু ব্যতীত কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। যদি কেহ মন্দ স্বপ্ন দর্শন করে, তবে তিনবার বাম দিকে থু থু নিক্ষেপে করিবে এবং উহা কাহারও নিকট প্রকাশ না করিয়া তিনবার পাঠ করিবে—

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم و من شر هذه ارؤيا

"আউজোবিল্লাহে মিনাশ-শয়তানের রজিম অ-মিন শার্রে হাজেহির রো'ইয়া।"

হজরত এবনে ছিরিন বলিয়াছেন, স্বপ্ন তিন প্রকার। প্রথম নফছের উক্তি, দ্বিতীয়, শয়তানের ভীতি প্রদর্শন এবং তৃতীয়, খোদার পক্ষ হইতে সুসংবাদ।

শেখ আবদুল গণি নাবেলছি 'তাতিরোল আনাম' কেতাবে

লিখিয়াছেন— বাতীল স্বপ্ন কয়েক প্রকার— প্রথম নফছের ইচ্ছা কোন মূর্ত্তি ধরিয়া প্রকাশ পায়, দ্বিতীয়—এহতেলাম, তৃতীয় শয়তানের ভীতি প্রদর্শন, চতুর্থ—ঐন্দ্রজালিক জ্বেন ও মনুষ্য যাহা দেখাইয়া থাকে, পঞ্চম, শয়তান যে বাতীল ভাব দেখাইয়া থাকে, ষষ্ঠ, অসুস্থ হওয়ায় ও বায়ুগ্রস্ত হওয়ায় যে স্বপ্ন দেখা যায়। মনুষ্য যে সময় সুখ শান্তিতে উৎকৃষ্ট বসনে, সুখদায়ক ও স্বাস্থ্যকর পানাহারে থাকে, সেই সময়ের স্বপ্ন সত্য হইয়া থাকে, অল্পই অমূলক হইয়া থাকে, সত্য স্বপ্ন কয়েক প্রকার, প্রথম কোন স্পষ্ট সত্য ঘটনা দেখা দ্বিতীয় মঙ্গলজনক স্বপ্ন— যাহা খোদার পক্ষ হইতে সুসংবাদ স্বরূপ, তৃতীয় স্বপ্ন প্রদর্শক একজন ফেরেশতা লওহো মহফুজের অবস্থা খোদা কর্ত্তৃক অবগত হইয়া উহার আত্মিকরূপ প্রকাশিত করিয়া থাকেন। চতুর্থ, আত্মাদিগের কর্ত্তৃক কোন জটিল ব্যাপার দর্শন করা। প্রভাতে, দিবাভাগে ও দ্বিপ্রহরের সময় যে স্বপ্ন দেখা হয়, তাহা প্রায় সত্য হইয়া থাকে। আত্মা স্বপ্ন দেখে, জ্ঞান উহা বুঝিতে পারে, নিদ্রাকালে আত্মা সূর্যের তুল্য জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতে থাকে এবং উক্ত জ্যোতিঃ দ্বারা স্বপ্ন প্রদর্শক ফেরেশতার স্বপ্ন দেখিতে পায়, যদি জ্ঞান আত্মার সহযোগে থাকে, তবে জাগরিত হওয়ার পরে উহা দর্শকের স্মরণে থাকে, আর জ্ঞান আত্মা হইতে পৃথক ভাবে থাকিলে দর্শক উহা স্মরণ রাখিতে পারে না।

এমাম এবনে ছিরিন মোন্তাখাবোল কালামে লিখিয়াছেন— মিথ্যাবাদী লোকের স্বপ্ন প্রায় মিথ্যা হইয়া থাকে এবং সত্যবাদী লোকের স্বপ্ন প্রায় সত্য হইয়া থাকে। স্বপ্নের তত্ত্ব প্রকাশক ব্যক্তিকে নিম্নোক্ত কথা বলা উচিত خير لك وشر لاعدائك "খায়রুল্লাকা ও শার্রুল-লে-আ'দায়েক।" বিদ্বান, মঙ্গলাকাঙ্খী কিম্বা বিবেচক ব্যতীত কাহারও নিকট স্বপ্নের কথা প্রকাশ করিবে না।

উক্ত তা'তিরোল আনামে লিখিত আছে যে, হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ) স্বপ্নের তত্ত্ব বুঝিতে সুদক্ষ ছিলেন, কখন কখন হজরত নবীয়ে করিম (ছাঃ) তাঁহার নিকট স্বপ্নের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেন। এক সময়ে হজরত (ছাঃ) তাঁহার নিকট স্বপ্নের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন যে, আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি

"এবং আমি তাঁহাকে (হজরত খেজেরকে) আমার নিকট হইতে এল্ম শিক্ষা প্রদান করিলাম।"

এই আয়তে খোদাতায়ালা যে হজরত (খেজের (আঃ) কে এল্মে-লাদুন্নি দান করিয়াছিলেন, তাহাই বিবৃত হইয়াছে। যে এল্মটি কোন শিক্ষকের নিকট হইতে শিক্ষা করা সম্ভব নহে, কেবল খোদাতায়ালার অনুগ্রহে উহা শিক্ষা করা সম্ভব হয় তাহাকেই এল্মে-লাদুন্নি বলা হয়। হজরত নবীয়ে করীম (ছাঃ) এর হৃদয়ে পূর্ণমাত্রায় এই এল্মে-লাদুন্নি বিরাজমান ছিল, ইহার বিস্তারিত বিবরণ এই কেতাবের প্রথমাংশে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, এই মোরাকাবায় উক্ত এল্মে লাদুন্নির ফয়েজ তরিকতপন্থীর কলবে পতিত হইয়া থাকে।

এই মোরাকাবার নিয়ত

"আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব জনাব পীর ছাহেবের অছিলায় হজরত দাদাপীর ছাহেবের কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, তাঁহার কলবের অছিলায় হজরত মাওলানা ছৈয়েদ আহমদ মোজাদ্দেদ রহমতুল্লাহে আলায়হের কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, তাঁহার কলবের অছিলায় হজরত নবিয়ে করিম (ছাঃ) এর কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, তাঁহার কলব হইতে এলমে-লাদুন্নির ফয়েজ আমার কলবে আসুক।"

نیت

میں اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میرا قلب جناب پیر صاحب کے قلب کے وسیلہ سے دادا پیر صاحب کے قلب کے طرف متوجہ ہوتا ہے انکے قلب کے وسیلہ سے حضرت مجدد سید احمد رحمۃ اللہ علیہ کے قلب کے طرف متوجہ ہوتا ہے انکے قلب کے وایلہ سے حضرت نبی ﷺ کے قلب کے طرف متوجہ ہوتا ہے انکے قلب سے علم لدنی کا فیض میرا قلب میں آتا ہے

এই মোরাকাবা করার সময় নিম্নোক্ত দরুদটি অধিক পরিমাণ পাঠ করিবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ

এত্তেবায়ে ছোনানের মোরাকাবা

কোরআন শরিফে আছে;— اتباع سنن

قل ان كنتم تحبون الله فتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم

ذنوبكم و الله غفر رحيم

"তুমি বল, যদি তোমরা খোদাতায়ালার সহিত ভালবাসা করিতে চাও, তবে তোমরা আমার আজ্ঞাবহ হও, (তাহা হইলে খোদাতায়ালা তোমাদিগকে ভালবাসিবেন ও তোমাদের জন্য তোমাদের গোনাহসমূহ ক্ষমা করিবেন এবং খোদাতায়ালা ক্ষমাশীল দয়াবান।"

এই আয়তে হজরতের ছুন্নতের অনুসরণ করিতে আদেশ হইয়াছে। এই মোরাকাবায় উপরোক্ত আয়তটি পাঠ করিতে হইবে এবং ইহাতে হজরতের ছুন্নতের প্রতি গাঢ় ভক্তি জন্মিবে।

এই মোরাকাবার নিয়ত

"আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব পীর ছাহেব ও দাদাপীর ছাহেবের কলবের অছিলায় আল্লাহতায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, নক্শবন্দিয়া তরিকা অনুযায়ী এত্তেবায় ছোনানের ফয়েজ আমার কলবে আসুক।"

نیت

میں اپنے قلب کے طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میرا قلب پیر صاحب ودادا پیر صاحب کے قلب کے وسیلہ سے اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوتا ہے موافق نقشبندیہ طریقہ کے اتباع سنن کا فیض میرا قلب میں آتا ہے

কুওয়াতের ফয়েজের মোরাকাবা

قوت کا فیض

কোরআন শরিফে আছে— ان القوة الله جميعا

"নিশ্চয় সমস্ত শক্তি খোদাতায়ালার জন্য।"

এই মোরাকাবায় খোদাতায়ালার অসীম শক্তির ফয়েজ তরিকতপন্থীর কলবে পতিত হইতে থাকে। এই মোরাকাবা দ্বারা জ্বেন, দৈত্য ধৃত করা যায় এবং ইহাতে জ্বেন, দৈত্যকে বিতাড়িত করা যায়। যাদুর ক্রিয়া নষ্ট করা যায়, ইহা দ্বারা বহু কার্য্য সম্পন্ন করা যায়। ইহা দ্বারা শরীর ও বাটী বন্ধ করা হয়।

এই মোরাকাবার নিয়ত

"আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব। আল্লাহ্‌তায়ালার জাত, যাহা — ان القوة لله جميعا "আন্নালকুওয়াতা লিল্লাহে জামিয়া" এই আয়তের মর্ম্ম অনুযায়ী আজালান আবাদান মোস্তাজমেয়ে জমিয়ে কুওয়াত হইতেছে, উক্ত কুওয়াতের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, উক্ত কুওয়াতের ফয়েজ আমার কলবে আসুক। জ্বেন, দৈত্য ও মনুষ্য শত্রুকে দমন করিতে ইচ্ছা করিলে উক্ত নিয়তে নিম্নোক্ত শব্দগুলি যোগ করিবে।

"উক্ত কুওয়াতের ফয়েজে দুষ্ট জ্বেন, দৈত্য খবিছ, ভূত ও মনুষ্য বিতাড়িত (দফা) হইয়া যায় এবং উক্ত জ্বেন, দৈত্য, খবিছ, ভূত ও মনুষ্য কোপগ্রস্ত (মকহুর) হইয়া যায়।

نیت

میں اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میرا قلب اللہ کی ذات جو بمضمون آیت ان القوۃ للہ جمیعا مجتمع جمیع قوۃ ازلا وابدا ہے اس قوت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس قوت کا فیض میرا قلب میں آتا ہے اور اس سے اشرار جن و دیو وخبیث و بہوت و انسان دفع ہوجاوے اور وہ جن و دیو وخبیث و بہوت و انسان مقہور ہوجاے

এই ফয়েজ দ্বারা মুরিদের হৃদয়ের কাঠিন্য দূরীভূত করা যায় এবং পীড়া নিবারণ করা যায়। কাহারও পীড়া উপশম করার ইচ্ছা করিলে প্রথমে জাব্বারি, কাহহারি ও জালালির ফয়েজ দ্বারা আপনাকে হেছার (বন্ধ) করিয়া লইয়া তৎপরে কুওয়াতের ফয়েজ দ্বারা উহার উপশম করিবার চেষ্টা করিবে এবং ছলবে মরজের নিয়তে উক্ত পীড়ার আত্মিকরূপকে কোন হিংস্র জন্তুর উপর নিক্ষেপ করিবে অথবা মৃত্তিকায় প্রোথিত করিবে।

কুওয়াতের ফয়েজের দ্বিতীয় প্রকার নিয়ত

"আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব আল্লাহ্তায়ালার জাত যাহা মোস্তাজমেয়ে জামিয়ে-কুওয়াত আজালান আবাদান হইতেছে, সেই কুওয়াতের আক্ছ সমস্ত জাহান এবং আমিও হইতেছি, আক্ছ আছলের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, আল্লাহ্তায়ালার কুওয়াতের ফয়েজ আমার কলবে আসুক"

উক্ত মোরাকাবায়— لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰه

কিংবা اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ইহার খেয়াল করিবে।

আর জ্বেন দৈত্য আবদ্ধ করিতে হইবে, উক্ত নিয়তের সহিত নিম্নোক্ত কথাগুলি যোগ করিবে— কুওয়াতের ফয়েজের উপর যে ফেরেশ্তারা মোয়াক্কেল আছেন, তাঁহাদের দ্বারা অমুকের উপর যে জ্বেন বা দৈত্যের আছর আছে, তাহা গ্রেপ্তার হইয়া ছিজ্জিনে আবদ্ধ হউক।

কাহ্হারি, জালালি ও জববারির ফয়েজ

قهارى و جلالى و جبارى كا فيض

ইহা খোদাতায়ালার তিনটি নামের মোরাকাবা, প্রথম কাহহার ইহার অর্থ— মহা প্রতাপশালী, দ্বিতীয়, জলিল, ইহার অর্থ— মহিমান্বিত, তৃতীয় জাব্বার, ইহার অর্থ—মহাপরাক্রান্ত, এই তিন নামের মোরাকাবায়

খোদাতায়ালার প্রতাপ, মহিমা ও পরাক্রমের ফয়েজ কলবে পতিত হইতে থাকে, এই ফয়েজ দ্বারা জ্বেন, দৈত্য বিতাড়িত ও ধৃত করা যায় এবং শরীর ও বাটী হেছার (বন্ধ) করা যায়।

এই মোরাকারার নিয়ত

"আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব يا الله ياقهار يا جليل يا جبار ইয়া আল্লাহ ইয়া কাহ্হার, ইয়া জলিল, ইয়া জাব্বার, এই চারি নামের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, কাহহারি জ্বালালি ও জাব্বারির ফয়েজ আমার কলবে আসুক।

জ্বেন দৈত্য ধৃত করিতে বা হেছার করিতে ইচ্ছা করিলে, এই নিয়তের সঙ্গে ইহা যোগ করিবে—"এই ফয়েজ দ্বারা দুষ্ট জ্বেন ও মনুষ্য দফা (বিতাড়িত) কিম্বা ধৃত হইয়া যায় এবং জ্বেন ও মনুষ্য দমন (মকহুর) হইয়া যায়, আমার চারিদিকে ও আমার বাটীর চারিদিকে হেছার হইয়া যায়।

نیت

میں اپنے قلب کے طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میرا قلب یا اللہ یا قہار یا جلیل یا جبار ان چار نام کی طرف متوجہ ہوتا ہے قہاری جلالی وجباری کا فیض میرا قلب میں آتا ہے اس سے اشرار جن وانسان دفع ہوجاوے اور وہ جن وانسان مقہور ہوجاوے اور میرے چاروں طرف اور میرے مکان کے چاروں طرف حصار ہوجاے

রহমতের ফয়েজ

رحمت کا فیض

এই ফয়েজ দ্বারা খোদাতায়ালার রহমতের (অনুগ্রহের) জ্যোতিঃ কলবে পতিত হইয়া থাকে, এই ফয়েজ দ্বারা কোন ওলিউল্লাহ ব্যক্তির কবর জিয়ারত করিলে, তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ হইতে পারে।

এই মোরাকাবার নিয়ত

"আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব يا الله يا رحمن يا رحيم يا حى يا قيوم ইয়া আল্লাহো, ইয়া রহমানো, ইয়া রহিমো, ইয়া হাইয়ো, ইয়া কাইয়ুমো, এই পাঁচ নামের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, এই পাঁচ নাম হইতে রহমতের ফয়েজ আমার কলবে আসুক এবং আমার কলব হইতে রহমতের ফয়েজ সমস্ত নবী, ওলি ও মুছলমানের রুহ পাকে পৌঁছুক।

খাছ কোন কবরে জিয়ারতকালে বলিতে হইবে, "আমার কলব হইতে রহমতের ফয়েজ এই বোজর্গের পবিত্র রুহে পৌঁছুক এবং তাঁহার জিয়ারত (দর্শন) আমার নছিব হউক।"

نیت

میں اپنے قلب کے طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میرا قلب یا اللہ یا رحمٰن یا رحیم یا حی یا قیوم ان پانچ نام کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس پانچ نام سے رحمت کا فیض میرا قلب میں آوے اور میرا قلب سے رحمت کا فیض جمیع انبیا و اولیا و مسلمانوں کے ارواح میں پہونچے اور فلاں بزرگ کی زیارت ہمارا نصیب ہوے

পাগল অথবা যে ব্যক্তি কোন আমল করিতে করিতে বিকৃত মস্তিষ্ক হইয়া যায়, এই ফয়েজ দ্বারা তাহার বিকারের উপশম করা যায়।

কোশায়েশে বাতেনের ফয়েজ

کشایش باطن کا فیض

এই মোরাকাবায় লতিফাসমূহ পরিস্কৃত হয়। তৎসমস্তের মরিচা দূরীভূত হইয়া যায়।

এই মোরাকাবার নিয়ত

আমি আমার ছয় লতিফার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার ছয় লতিফা পীর ছাহেব দাদা পীর ছাহেব ও হজরত মোজাদ্দেদে আলফেছানির ছয় লতিফার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, তাঁহাদের ছয় লতিফা হইতে কোশায়েশে বাতেনের ফয়েজ আমার ছয় লতিফায় আসুক।

نیت

میں اپنے چھ لطیفے کی طرف متوجہ ہوا ہوں اور میرا چھ لطیفہ پیر صاحب دادا پیر صاحب وحضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی چھ لطیفہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے ان کے چھ لطیفے سے کشایش باطن کا فیض میرے چھ لطیفے میں اوے

এই মোরাকাবায় নিম্নোক্ত আয়ত মধ্যে মধ্যে পড়িবে—

الله عالم الغيب و الشهادة

জওকে জেক্‌রের ফয়েজ

ذوق ذکر کا فیض

ইহাতে জেক্‌রের আনন্দ অন্তরে অনুভূত হয়, খোদাতায়ালার জেক্‌রের দিকে মন আকৃষ্ট হয়।

এই মোরাকাবার নিয়ত

"আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, জওকে জেক্‌রের ফয়েজ আমার কলবে আসুক।"

نیت

میں اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میرا قلب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے ذوق ذکر کا فیض میرا قلب میں آتا ہے

মোরাকাবায় ছেদ্‌কে-তাওয়াজ্জোহ এলাল্‌লাহ

مراقبۂ صدق توجہ الی اللہ

এই মোরাকাবায় তরিকতপন্থীর কলব বিশুদ্ধ ভাবে খোদার ধেয়ানে নিবিষ্ট হয়।

এই মোরাকাবার নিয়ত

"আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব আল্লাহ্‌তায়ালার জাতে বাহতের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, ছেদক তাওয়াজ্জোহ এলাল্লাহর ফয়েজ আমার কলবে আসুক।"

نیت

میں اپنے قلب کیطرف متوجہ ہوتا ہوں اور میرا قلب اللہ تعالیٰ کی ذات بحت کی طرف متوجہ ہوتا ہے صدق توجہ الی اللہ کا فیض میرا قلب میں آتا ہے

মোরাকাবায় তাজার্রোদোল কলব

আম-মা ছেওয়াল্‌লাহ

تجرد قلب عن ماسوی اللہ

এই মোরাকাবায় কলব সমস্ত বিষয়ে ধেয়ান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেবল খোদার ধেয়ানে নিবিষ্ট হয়।

এই মোরাকাবার নিয়ত

"আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ্ হই, আমার কলব আল্লাহ্‌তায়ালার জাতে বাহতের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, তজার্রোদে কলব আম-মা ছেওয়াল্লাহ্‌র ফয়েজ আমার কলবে আসুক।

نیت

میں اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوں اور میرا قلب اللہ تعالیٰ کی ذات بحت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تجرد قلب عن ماسوی اللہ کا فیض میرا قلب میں آتا ہے

কাৎয়ে হোব্বে দুন্‌ইয়ার মোরাকাবা

قطع حب دنیا

হজরত নবী করিম (ছাঃ) হজরত ওমার (রাঃ) এর বক্ষের উপর হস্ত রাখিয়া বলিয়াছিলেন দেখ ওমার। তোমার অন্তরে কোন্ কোন্ বস্তুর প্রেম বিরাজমান আছে? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, অর্থ সম্পদ, স্ত্রী পুত্র কন্যার মমতা আমার অন্তর হইতে দূরীভূত হইয়াছে, এখন কেবল আমার নিজের প্রাণের মমতা আমার অন্তরে বর্ত্তমান আছে। তৎপরে হজরত (ছাঃ) তাঁহার বৃক্ষের উপর হস্ত রাখিয়া বলিলেন, এখন তোমার অন্তরে কিসের মমতা বর্তমান আছে? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, এখন আমার প্রাণের মমতা দূরীভূত হইয়াছে, কেবল খোদা ও রছুলের মমতা আমার অন্তরে বর্ত্তমান আছে। পাঠক! ইহাই কামেল ঈমানের নিদর্শন। কাৎয়ে হোব্বে দুনইয়ার অর্থ পৃথিবীর মমতা বর্জ্জন করা। এই মোরাকাবায় হজরত ওমার (রাঃ) এর কলব হইতে পৃথিবীর প্রেম বর্জ্জনের ফয়েজ আসিতে থাকে।

এই মোরাকাবার নিয়ত

"আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব হজরত ওমার (রাঃ) এর কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, তাঁহার কলব হইতে কাৎয়ে-হোব্বে দুনইয়ার ফয়েজ আমার কলবে আসুক।

نیت

میں اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میرا قلب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قلب کی طرف متوجہ ہوتا ہے قطع حب دنیا کا فیض اُنکے قلب سے میرا قلب میں آتا ہے

অহদানিয়তের মোরাকাবা

ইহাতে খোদাতায়ালার একত্বের মর্ম্ম স্পষ্টভাবে প্রকাশ হইয়া পড়ে।

এই মোরাকাবার নিয়ত—

"আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব আল্লাহ্তায়ালার জাত যাহা মোস্তাজমেয়ে আছমা ও ছেফাত হইতেছে উহার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, উহা হইতে অহদানি-য়াতের ফয়েজ আমার কলবে আসুক।"

ছামাদিয়তের মোরাকাবা

ইহাতে জাতে খোদা যে একেবারে বেনেয়াজ (অভাব রহিত) তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে। উপরোক্ত মোরাকাবার ন্যায় ইহাও নিয়ত করিবে, কেবল অহদানিয়তের স্থলে ছামাদিয়তের শব্দ বসাইবে। এই দুই মোরাকাবায় قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَد পড়িতে হইবে।

মোরাকাবায় নেছবত বায়নাছ ছিদ্দিক আন্নবিয়ে (ছাঃ)

এই মোরাকাবায় হজরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) ও হজরত নবীয়ে করিম (ছাঃ) এর মধ্যে যে নেছবত (সম্বন্ধ) আছে, তাহার ফয়েজ তরিকতপন্থীর কলবে পতিত হয়। এই মোরাকাবায় নিম্নোক্ত দরুদটি বেশী পরিমাণ পড়িতে হইবে—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَدِيْنَةِ الْعِلْمِ وَ عَلٰى اَسَاسِهَا الْحَضْوَةِ اَبِىْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

এই মোরাকাবার নিয়ত

"আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব পীর ছাহেবের কলবের অছিলায় হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ) এর কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ) ও হজরত নবীয়ে করিম (ছাঃ) এর মধ্যে যে নেছবত আছে উক্ত নেছবতের ফয়েজ আমার কলবে আসুক।"

نیت

میں اپنے قلب کے طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میرا قلب جناب پیر صاحب کے قلب کے وسیلہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قلب کے طرف متوجہ ہوتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ و حضرت نبی ﷺ کے درمیان میں جو نسبت ہے اس نسبت کا فیض میرا قلب میں آتا ہے

মোরাকাবায় নেছবত বায়নাল ফারুক অন্নবিয়ে (ছাঃ)

এই মোরাকাবায় হজরত নবীয়ে করিম (ছাঃ) ও হজরত ওমার ফারুক (রাঃ) এর মধ্যে যে নেছবত আছে, সেই নেছবতের ফয়েজ তরিকতপন্থীর কলবে পতিত হইতে থাকে। এই মোরাকাবায় নিম্নোক্ত দরুদ পড়িতে থাকিবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِ نَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ عَلٰى مَظْهَرِ عَدْلِهِ الْحَضْرَةْ عُمَرَرَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

এই মোরাকাবার নিয়ত

"আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব জনাব পীর ছাহেবের কলবের অছিলায় হজরত ওমার (রাঃ) এর কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, হজরত ওমর (রাঃ) ও হজরত নবী (ছাঃ) এর মধ্যে যে নেছবত আছে উক্ত নেছবতের ফয়েজ আমার কলবে আসুক।"

نیت

میں اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میرا قلب جناب پیر صاحب کے قلب کے وسیلہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قلب کے طرف متوجہ ہوتا ہے حضرت عمر فاروق رض اللہ عنہ و حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درمیان میں جو نسبت ہے اسی نسبت کا فیض میرا قلب میں آتا ہے

মোরাকাবায় নেছবত বায়না জেন্নুরাএন অন্নবিয়ে (ছাঃ)

এই মোরাকাবায় হজরত ওছমান (রাঃ) ও হজরত নবীয়ে করিম (ছাঃ) এর মধ্যে যে নেছবত আছে, উক্ত নেছবতের ফয়েজ তরিকতপন্থীর কলবে পতিত হয় এবং উক্ত মোরাকাবাকালে নিম্নোক্ত দরুদ পাঠ করিতে হইবে—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى ذِى النُّوْرَيْنِ اَلْحَضْرَةُ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

ইহার নিয়ত—উপরোক্ত নিয়তের ন্যায় নিয়ত করিতে হইবে, কেবল উহার শেষাংশে বলিবে, হজরত ওছমান (রাঃ) ও হজরত নবী (ছাঃ) এর মধ্যে যে নেছবত আছে, উক্ত নেছবতের ফয়েজ আমার কলবে আসুক।

মোরাকাবায় নেছবাত বায়নাল মোরতাজা অন্নবিয়ে (ছাঃ)

এই মোরাকাবায় হজরত আলি (রাঃ) ও হজরত নবী (ছাঃ) এর মধ্যে যে নেছবত আছে উক্ত নেছবতের ফয়েজ কলবে আসিতে থাকে, এই মোরাকাবায় নিম্নোক্ত দরুদ পড়িতে হইবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَدِيْنَةِ الْعِلْمِ وَ عَلٰى عَلِيِّ بَابِهَا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

এই মোরাকাবার নিয়তের শেষাংশে বলিবে; —

হজরত নবী (ছাঃ) ও হজরত আলি (রাঃ) এর মধ্যে যে নেছবত আছে, উক্ত নেছবতের ফয়েজ আমার কলবে আসুক ”

মোরাকাবায় নেছবত বায়নাল হাছানায়নে অন্নবিয়ে (ছাঃ)

এই মোরাকাবায় হজরত এমাম হাছান (রাঃ) এমাম হোছায়েন (রাঃ) ও হজরত নবী (ছাঃ) এর মধ্যে যে নেছবত আছে, উক্ত নেছবতের ফয়েজ কলবে আসিতে থাকে।

এই মোরাকাবায় নিম্নোক্ত দরুদ পাঠ করিবে—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى رَيْحَا نَتَيْهِ الْحَسَنِ وَ

الْحُسَيْنِ رَضِىَ اَللّٰهُ عَنْهُمَا

ইহা নিয়তের শেষাংশে বলিবে—

“হজরত নবী (ছাঃ) এবং এমাম হাছান ও হোছায়েন (রাঃ) এর মধ্যে যে নেছবত আছে, উক্ত নেছবতের ফয়েজ আমার কলবে আসুক।”

মোরাকাবায় নেছবত বায়নাল আব্বাছে অন্নবিয়ে (ছাঃ)

ইহাতে হজরত আব্বাছ (রাঃ) ও হজরত নবী (ছাঃ) এর মধ্যে যে নেছবত আছে, উক্ত নেছবতের ফয়েজ কলবে পতিত হইতে থাকে। ইহার নিয়তে শেষাংশে বলিবে,— হজরত আব্বাছ (রাঃ) ও হজরত নবী (ছাঃ) এর মধ্যে যে নেছবত আছে, উক্ত নেছবত আমার কলবে আসুক এবং উক্ত ফয়েজ কর্ত্তৃক পানি বর্ষণ হউক অথবা অতিরিক্ত বর্ষা বন্ধ হউক কিম্বা এই বিপদ দূরীভূত হউক।

মোরাকাবায় নেছবত বায়না খাদিজাতোল কোবরা অন্নবিয়ে (ছাঃ)

ইহাতে উম্মোল মো'মেনিন হজরত 'খাদিজাতোল কোবরা ও হজরত নবী (ছাঃ) এর মধ্যে যে নেছবত আছে, উক্ত নেছবতের ফয়েজ কলবে আসিতে

থাকে, ইহার নিয়তের শেষাংশে বলিবে— "হজরত খাদিজাতোল-কোবরা ও হজরত নবী (ছাঃ) এর মধ্যে যে নেছবত আছে, উহা আমার কলবে আসুক।"

নেছবতে জামেয়ার ফয়েজ

এই মোরাকাবার মর্ম্ম এই যে, সমস্ত ফেরেশ্‌তা, সমস্ত পয়গম্বর ও সমস্ত ওলির মধ্যে যে নেছবত আছে, তৎসমস্ত নেছবত হজরত নবী করিম (ছাঃ) এর মধ্যে নিহিত আছে, এই মোরাকাবায় হজরতের কলব হইতে উপরোক্ত সমস্ত নেছবত তরিকতপন্থীর কলবে পতিত হইতে থাকে। এই মোরাকাবায় নিম্নোক্ত দরুদ পাঠ করিবে—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ جَامِعِ النِّسْبَةِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلِّمْ

এই মোরাকাবার নিয়ত

"আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব জনাব পীর ছাহেব ও দাদাপীর ছাহেবের কলবের অছিলায় হজরত নবী (ছাঃ) এর কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, সমস্ত ফেরেস্তা, সমস্ত পয়গম্বর ও সমস্ত ওলিউল্লাহর যে নেছবত হজরত নবী (ছাঃ) এর মধ্যে নিহিত আছে, উক্ত নেছবতে-জামেয়ার ফয়েজ আমার কলবে আসুক।

نیت

میں اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میرا قلب جناب پیر صاحب و دادا پیر صاحب کے قلب کے وسیلہ سے حضرت نبی ﷺ کے قلب کے طرف متوجہ ہوتا ہے جمیع انبیا و فرشتگن و اولیاء کے جو نسبت حضرت نبی ﷺ کے اندر ہے اس نسبت جمیعا کا فیض میرا قلب میں آتا ہے

এইরূপ হজরত আএশা ছিদ্দিকা (রাঃ) হজরত ফাতেমা জোহরা (রাঃ)

হজরত হামজা (রাঃ) হজরত ওয়েছ কোরাণির ও হজরত নবী (ছাঃ) এর মধ্যে যে যে নেছবত আছে, তৎসমস্তের মোরাকাবা ও নিয়ত করিবে। এইরূপ চারি তরিকার পীরগণ ও হজরত নবী (ছাঃ) মধ্যে যে যে নেছবত আছে, তাঁহার মোরাকাবা ও নিয়ত করিবে।

পাঠক, কোরআন শরিফে যতটি ছুরা বা আয়ত আছে, এই তরিকায় ততটি মোরাকাবা আছে, একটির নিয়ত এস্থলে লিখিত হইতেছে, এই অনুপাতে সমস্ত আয়তের মোরাকাবা করিতে হইবে।

''আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব ছুরা ফাতেহার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, ছুরা ফাতেহার ফয়েজ আমার কলবে আসুক এবং আমার বা অমূকের ব্যারাম শেফা উহক।

তাওয়াজ্জোহ দিবার নিয়ম

মোর্শেদ প্রথমে নিজের কোন লতিফার জেক্‌রে অথবা মকামের মোরাকাবায় নিমগ্ন হইবে, তৎপরে নিজের লতিফাকে মুরিদের লতিফার সহিত সংযোগ করার ধারণা করিবে, সজোরে উক্ত লতিফা ও মকামের ফয়েজ মুরিদের লতিফার উপর নিক্ষেপ করার চেষ্টা করিবে। তরিকতের পীরগণের অছিলা ধরিয়া খোদাতায়ালার নিকট এই ফয়েজটি মুরিদের লতিফায় সংক্রামিত হওয়ার প্রার্থনা করিবে। ইহাতে খোদার অনুগ্রহে পীরের লতিফার ফয়েজ মুরিদের লতিফায় সংক্রামিত হইবে। পীরের বিনা অনুমতিতে এইরূপ কার্য্য করিতে চেষ্টা করিবে না। মুরিদ অনুপস্থিত থাকিলে, তাহার চেহারার প্রতি লক্ষ্য করতঃ তাওয়াজ্জোহ দিলে এইরূপ ফল হইবে।

নেছবত বা মনোভাব বুঝিবার নিয়ম

কোন জীবিত বা মৃত ওলির নেছবত অবগত হওয়ার ইচ্ছা করিলে নিজের নেছবত শূন্য হইয়া নিজের অন্তরকে তাঁহার অন্তরের সহিত সংযোগ করিবে, তৎপরে নিজের অন্তরের দিকে লক্ষ্য করিবে, ইহাতে যে অবস্থাটি নিজের মধ্যে বোধ করিবে, তাহাই উক্ত ওলির নেছবত বুঝিতে হইবে। মুরিদের

লতিফার অবস্থা বুঝিতে ইচ্ছা করিলে, ঐরূপ নিজের লতিফাকে তাঁহার লতিফার দিকে নিবিষ্ট করিবে, ইহাতে মুরিদের লতিফার প্রতিবিম্ব পীরের লতিফায় পতিত হইবে, এই প্রকারে মুরিদের অবস্থা অবগত হওয়া সম্ভব হইবে। যদি কাহারও মনোভাব বুঝিবার ইচ্ছা হয়, তবে চিন্তাশূন্য হইয়া নিজের অন্তরকে তাহার অন্তরের দিকে নিবিষ্ট করিবে, ইহাতে অন্তরে যে ভাবটি উদয় হইবে, তাহাই উক্ত ব্যক্তির মনোভাবের প্রতিবিম্ব বুঝিবে।

গোনাহ্ হইতে বিরত রাখার ফয়েজ

প্রথম নিজের অন্তরকে কোন গোনাহ্গারের অন্তরের সহিত সংযোগ করিবে যেন উভয় এক হইয়া যায়, তৎপরে নিজেকে গোনাহ্গার ধারণা করতঃ তওবার ফয়েজে নিমগ্ন হইয়া তওবা এস্তেগফার পাঠ করিতে থাকিবে এবং ধারণা করিতে থাকিবে যে, উক্ত ফয়েজ তাঁহার আত্মা হইতে উক্ত ব্যক্তির আত্মায় সংক্রামিত হইতেছে, ইহাতে অচিরে উক্ত ব্যক্তি তওবা করিবে।

তছখিরে কুলুবের ফয়েজ

কোন লোকের মন আকর্ষণ করার ইচ্ছা করিলে, প্রথমে নিজের আত্মাকে তাহার আত্মার সহিত সংযোগ করিবে, তৎপরে প্রেমের ভাবকে দৃঢ়ভাবে ধেয়ান করিতে থাকিবে এবং সজোরে উক্ত ফয়েজ তাহার উপর নিক্ষেপ করিবে, ইহার ও তাঁহার মধ্যে প্রেম-প্রীতির ভাব প্রকাশিত হইবে ও সেই ব্যক্তি আনুগত্য স্বীকার করিবে।

পাঠক, এই তরিকায় ফানাফিল্লাজাল্লা, মেরয়াত ইত্যাদি কতগুলি জরুরি মোরাকাবা আছে, যাহা কোন কারণ বশতঃ লিখিত হইল না, পীরের নিকট তৎসমুদয় অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
কাদেরিয়া তরিকার জেকের

জনাব হজরত বড় পীর ছৈয়দ মহীউদ্দিন আব্দুল কাদের (কোঃ) তরিকত পন্থীদিগের মধ্যে একজন উচ্চদরের ওলি ছিলেন, তাঁহার জন্মস্থান জিলান, তাঁহার সমাধিস্থান বাগদাদ। তাঁহার দ্বারা বহু অলৌকিক কার্য্য প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁহার প্রবর্ত্তিত তরিকাকে কাদেরিয়া তরিকা বলা হয়।

মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ মোহাদ্দেছ দেহলবি (রঃ) স্বীয় কওলোল - জমিল গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"হাদিছ শরীফে অতি উচ্চ জেকের করার নিষেধাজ্ঞা আছে, কিন্তু কাদেরিয়া তরিকায় যে জলি জেকের করার বিধান আছে, উহা অল্প অল্প আওয়াজে করিতে হয়, উহা নিষিদ্ধ নহে।

কোরআন ছুরা আরাফ—

"আর তুমি কাতর ও ভীতভাবে এবং অনুচ্চ স্বরে তোমার প্রতিপালকের নামে জেকের কর।"

ছহিহ বোখারি ও মোছলেম—

হজরত আবু মুছা আশ্‌য়ারি (রাঃ) বলিয়াছেন, আমরা জনাব হজরত নবী করিম (ছাঃ)এর সঙ্গে বিদেশে ছিলাম, তৎপরে লোকে উচ্চস্বরে তকবির পড়িতে লাগিলেন, উহাতে হুজুর (ছাঃ) বলিলেন, "হে লোক সকল, তোমরা স্বীয় প্রানের উপর কোমলতা অবলম্বন কর" (অর্থাৎ) নরম স্বরে উহা পাঠ কর, কেননা তোমরা বধির ও অনুপস্থিতকে ডাকিতেছ না, নিশ্চয় তোমরা শ্রোতা ও দর্শককে ডাকিতেছ।

"বোরহান" "গায়াতোল বায়ান" ও "কেফায়া" গ্রন্থ সমূহে লিখিত আছে-উচ্চশব্দে জেকের করা বেদয়াত, কেননা উহা কোরআন শরীফের আয়াতের খেলাফ।"

ফাতাওয়ায় কাজিখানে বর্ণিত আছে, "জেক্‌র করিতে উচ্চশব্দ করা জায়েজ নহে, কেননা হজরত এবনে মছউদ (রাঃ) হইতে ছহিহ প্রমাণে প্রমাণিত হইয়াছে যে একদল লোক মছজিদে উচ্চ শব্দে কলেমা ও দরুদ পড়িতেছিলেন,

উহাতে তিনি তাহাদিগকে মছজিদ হইতে বাহির করিয়া দিয়া বলিলেন যে, আমি তোমাদিগকে বেদয়াতি ধারণা করি।"

"মোস্তফা" লেখক বলিয়াছেন যে, উচ্চৈঃস্বরে জেকর করা মকরুহ। "ফাতাওয়ায় আল্লামিয়া" ও "বাহারিয়াতোল মোগনী" গ্রন্থে লিখিত আছে যে, জেক্‌রের সময় ছুফিগণকে উচ্চশব্দ করিতে নিষেধ করা আবশ্যক।

"শামী" কেতাবে বর্ণিত আছে যে, যে জাহেরা জেক্‌রে লোকের-নিদ্রাভঙ্গ বা নামাজ নষ্ট হইতে পারে, কিংবা রিয়াকারীর আশঙ্কা হয়,উহা নিষিদ্ধ, কিন্তু যে জাহেরা জেক্‌রে কাহারও নামাজ বা নিদ্রার ক্ষতি না হয়, অথবা রিয়াকারীর ভয় না থাকে, তাহা অবাধে জায়েজ হইবে।

মেশকাত, ৪৭০ পৃষ্ঠা—

জনাব হজরত নবী করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, "(কেয়ামতের একটি চিহ্ন এই যে,) মছজিদে উচ্চশব্দ প্রকাশিত হইবে। মেরকাত, ৫ম খণ্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা—

কোন কোন হানাফি আলেম বলিয়াছেন, মছজিদে উচ্চ শব্দ করা যদিও জেকর-প্রসঙ্গে হয় তথাচ উহা হারাম হইবে।"

মাওলানা আবদুল হাই লখনবী মরহুম ছাহেব স্বীয় ফাতাওয়ার প্রথমখণ্ডে লিখিয়াছেন যে, একটু একটু আওয়াজ জলি জেকর করা জায়েজ আছে, কিন্তু ছহিহ বোখারি, মোছলেম, আবু দাউদ ও তেরমেজির হাদিছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বেশী শব্দে জেক্‌র করা একেবারে নাজায়েজ এবং উহাতে বহু দোষ আছে। বিদ্বানগণের পক্ষে উপরোক্ত জেক্‌রকারীদের উপর এনকার করা ওয়াজেব।

প্রথমে এই তরিকার শিক্ষার্থীকে এশার সময় নামাজের অবস্থায় বসিয়া চক্ষুদ্বয় বন্ধ করতঃ কলবের দিকে লক্ষ্য রাখিতে ১০০ একশত বার নিম্নোক্ত দরুদ পড়িতে হইবে—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّعْدِنِ الْجُوْدِ وَ الْكَرَمِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلِّمْ

আল্লাহোম্মা ছাল্লে-আলা ছাইয়েদেনা মোহাম্মাদেন মায়াদেনেল জুদে অলকারামে অ-আলিহি অছাল্লেম।

এই দরুদ পড়িবার পূর্ব্বে নিম্নোক্ত প্রকার নিয়ত করিবে—

"আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব জনাব হজরত পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছিলায় হজরত নবীয়ে করিম (ছাঃ) এর কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, তাঁহার কলব হইতে তাওয়াজ্জোহ ও জিয়ারতের ফএজ আমার কলবে আসুক।"

ফজরের নামাজের পরে নিম্নোক্ত দরুদটি ১০০ একশত বার পড়িবে,—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ عَلٰى اَرْشَدُ اَوْلَادِهٖ اَشَّيْخِ عَبْدُ الْقَادِرِ الْجِيْلَانِىْ اِمَامِ الطَّرِيْقَةِ وَ الْاَوْلِيَاءِ الْكَامِلِيْنَ

(২) আল্লাহোম্মা ছাল্লে আল্লা ছাইয়েদেনা মোহাম্মাদেন ছাইয়েদেল মোরছালিন অ-আলা আরশাদে আওলাদেহি আশশায়খে আবদুল কাদেরেল জিলানিয়ে এমামৎ তরিকতে অল আওলিয়ায়েল কামেলিন।

এই দরুদ পড়িবার নিয়ম

আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব জনাব হজরত পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছিলায় হজরত পিরান পীর ছৈয়দ আব্দুল কাদির জিলানী কোদ্দেছা ছের্রুহুর কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, তাঁহার কলব হইতে তাওয়াজ্জোহ ও জিয়ারতের ফয়েজ আমার কলবে আসুক।

তৎপরে রাত্রিতে নির্জনে উপবেশন করতঃ অল্প শব্দে জেকর করিবে, ইহাকে জলি জেকর বলা হয়।

প্রথমতঃ আল্লাহ নামের জেকর করিতে হয়, ইহাকে এছমে জাতির জেকর বলা হয়। ইহাতে প্রথমে কাদেরিয়া তরিকার পীরগণের পাকরুহের উপর ছওয়াব রেছানি করিয়া লইবে।

ছওয়াব রেছানির নিয়ম

কয়েকবার এস্তেগফার, তিনবার সুরা ফাতেহা বিছমিল্লাহ সহ ১০ বার সুরা এখলাছ বিছমিল্লাহসহ ও ১১ বার দরুদ পাঠ করিয়া বলিবে ইয়া আল্লাহ! যাহা কিছু পড়িলাম, ইহার ছওয়াব কাদেরিয়া তরিকার পীরগণের পাক রুহে পৌঁছাইয়া দাও। তৎপরে এক জরবী জেক্‌র করিবে।

এক জরবী জেকরের নিয়ম

আল্লাহ নামকে লম্বা সুরে, শক্তি ও শব্দ সহকারে কলব (হৃৎপিন্ড) ও গলদেশ উভয়ের একযোগে উচ্চারণ করিবে, কিম্বা আল্লাহ নামকে উপরোক্ত প্রকারে একবার কলব হইতে, দ্বিতীয়বার গলদেশ হইতে উচ্চারণ করিবে, তৎপরে তাহার শ্বাস প্রকৃতিস্থ হওয়া পর্য্যন্ত স্থগিত রাখিয়া পুনঃ পুনঃ এই প্রকার করিতে থাকিবে। এই জেকর কালে নামাজের ন্যায় উপবেশন করিবে এবং জেকরকালে আল্লাহতায়ালার দিকে ধেয়ান করিতে থাকিবে।

এই জেকরের নিয়ত

"আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব জনাব হজরত পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছিলায় আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, কাদেরিয়া তরিকার নেছবত অনুযায়ী এক জরবী জেকরের ফয়েজ আমার কলবে আসুক।"

দুই জরবী জেকরের নিয়ম

নামাজের ন্যায় উপবেশন করিয়া আল্লাহ শব্দ দ্বারা একবার দক্ষিণ জানুতে এবং দ্বিতীয়বার কলবে আঘাত করিবে, এইরূপ অবিলম্বে (তাড়াতাড়ি) পুনঃ পুনঃ করিতে থাকিবে, এই জেকর বিশেষতঃ কলবের জেকর সজোরে শক্তিসহকারে করা কর্ত্তব্য, ইহাতে হৃৎপিন্ড প্রভাবান্বিত হইবে এবং মন খোদাতায়ালার দিকে বিনিষ্ট হইবে। দুই জরবি, তিন জরবি ও চার জরবি জেকরের নিয়ত এক জরবির তুল্য, কেবল "এক জরবি" স্থলে "দুই জরবি" "তিন জরবি" ও "চার জরবি" শব্দ পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। তৎপরে তিন জরবি জেকর করিবে।

তিন জরবী জেকরের নিয়ম

আসন গাড়িয়া উপবেশন করিয়া আল্লাহ্ শব্দ দ্বারা একবার দক্ষিণ জানুতে দ্বিতীয়বার বাম জানুতে এবং তৃতীয়বার কলবে আঘাত করিবে, কিন্তু তৃতীয়টি অপেক্ষাকৃত সজোরে উচ্চারণ করিবে।

চারি জরবী জেকরের নিয়ম

চারি জানু উপবেশন করিয়া একবার আল্লাহ্ নামকে ডাহিন জানুতে, দ্বিতীয়বার বাম জানুতে, তৃতীয়বার কলবে এবং চতুর্থবার সম্মুখে আঘাত করিবে, কিন্তু চতুর্থ জেকরটি অপেক্ষাকৃত সজোরে ও উচ্চৈঃস্বরে করিবে।

জরবী জেকরের দ্বিতীয় নিয়ম
এক জরবী জেকরের নিয়ম

নামাজের ন্যায় দুই জানু বসিয়া খোদাতায়ালার ধেয়ানের সহিত সজোরে শব্দ সহকারে "আল্লাহ" শব্দকে বক্ষঃদেশ হইতে বাহির করতঃ ললাটের সম্মুখে জরব দিবে, এবং ধারণা করিবে যে, যেন একটি নূর "আল্লাহ" শব্দের সহিত মুখ হইতে বহির্গত হইতেছে। জরব শেষ করিবার পরে একটি খেয়ালী শব্দ অনুভব হইতে থাকে, উক্ত খেয়ালী শব্দকে লম্বা করিয়া ধারণা করিবে যে, উক্ত নূরটি বিস্তৃত হইয়া একখানি জ্যোতিষ্মান চাদরের ন্যায় সম্মুখ হইতে মস্তকের উপর দিয়া আপাদমস্তক শরীর পরিবেষ্টন করিতেছে, তৎপরে উক্ত খেয়ালি শব্দ হইতে নিস্তব্ধ হইয়া ধেয়ান করিবে যে, উক্ত আলোকময় চাদরখানি শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ চারিদিক হইতে বক্ষের মধ্যদেশে সংগৃহীত হইতেছে, তৎপরে সেই নূরটি স্তরে স্তরে বারংবার সংগৃহীত হইয়া সমস্ত শরীর জ্যোতিপিন্ড হইয়া গিয়াছে। অনেকক্ষণ এইরূপ ধেয়ানে থাকিয়া পুনরায় জেকর আরম্ভ করিবে। বহুদিবস এরূপ জেকর করিতে করিতে উহা স্বভাবগত হইলে দুই জরবি জেকর আরম্ভ করিবে।

দুই জরবী জেকরের নিয়ম

নামাজের ন্যায় উপবেশন পূর্ব্বক আল্লাহ শব্দকে বৃক্ষের মধ্যদেশ হইতে বাহির করতঃ সজোরে শব্দসহকারে ডাহিন জানুর উপর আঘাত করিবে, এই খেয়ালি শব্দকে ক্রমান্বয়ে লম্বা করিয়া ডাহিন স্কন্ধ পর্যন্ত টানিয়া বৃক্ষের মধ্যদেশে পৌঁছাইবে এবং ধারণা করিবে যে, আল্লাহ্ শব্দের সহিত একটি নূর প্রকাশিত হইয়া তাহার ডাহিন জানুর কুক্ষিদেশ, স্কন্ধ ও হস্ত আলোকিত করিয়াছে, যেন রক্ত মাংস লুপ্ত হইয়া জ্যোতিঃ পিন্ড হইয়াছে। কিছুক্ষণ উক্ত জ্যোতিঃপিন্ডে মনোনিবেশ করিতে থাকিবে। তৎপরে আল্লাহ শব্দকে বক্ষের মধ্যেদেশ হইতে বাহির করিয়া ডাহিন স্কন্ধ পর্য্যন্ত টানিয়া সজোরে শব্দসহকারে কলবের উপর আঘাত করিবে এবং ধারণা করিবে যে, যে নূরটি ডাহিন পার্শ্ব পরিবেষ্টন করিয়াছিল, তাহা কলবের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে এবং কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া ধারণা করিবে যে, কলবস্থিত নূর সমস্ত শরীর আলোকিত করিতেছে।

তিন জরবী জেকরের নিয়ম

চারি জানু বসিয়া উল্লেখিত নিয়মাবলী ডাহিন দিকে এক জরব দিবে, তৎপরে বামদিকে এইভাবে দ্বিতীয় জরব দিবে যে, আল্লাহ শব্দকে বক্ষের মধ্যদেশ হইতে বাহির করিয়া বাম জানুতে আঘাত করিবে এবং উক্ত খেয়ালী শব্দকে লম্বা করিয়া বাম স্কন্ধ পর্যন্ত টানিয়া বক্ষের মধ্যদেশে পৌঁছাইবে এবং এইরূপ ধারণা করিবে যে আল্লাহ নামের সহিত একটি নূর প্রকাশিত হইয়া বামজানু, স্কন্ধ, কুক্ষি ও হস্তকে আলোকময় করিয়াছে, তৎপরে আল্লাহশব্দকে বক্ষঃ হইতে বাহির করিয়া কলবের উপর তৃতীয়বার আঘাত করিবে এবং উহার আলোকময় হওয়ার ধারণা কিছুক্ষণ করিবে। এইরূপ বহুবার জেকর করিবার অভ্যাস হইয়া গেলে চারি জরবি জেকর আরম্ভ করিবে।

চারি জরবী জেকরের নিয়ম

প্রথমোক্ত নিয়মানুসারে প্রথমবার ডাহিন দিকে জরব, দ্বিতীয়বার বামদিকে এবং তৃতীয়বার কলবের উপর জরব করিবে চতুর্থবার আল্লাহ শব্দ দ্বারা

সম্মুখের দিকে আঘাত করিবে এবং এইবারে ধারণা করিবে যে, আল্লাহ্ নামের সহিত যে নূর বহির্গত হইয়াছে, তাহা নিম্নদিক হইতে সমস্ত শরীরকে আলোকময় করিয়া ফেলিয়াছে এবং উক্ত জ্যোতিতে নিমজ্জিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ আলোকময় হইয়া গিয়াছে। এরূপ করিতে করিতে তাহার শরীর হইতে মানবীয় অন্ধকাররাশি বহির্গত হইয়া যাইবে এবং ফানা লাভের নিকট স্তরে উপনীত হইবে।

জরবী জেকরের তৃতীয় নিয়ম

এক জরবি জেকরে, 'হুওয়া' শব্দ কে নাভি হইতে পাতাল পর্যন্ত পৌঁছাইবে এবং ধেয়ান করিবে যে, পাতাল পর্য্যন্ত লয় করিলাম, তৎপরে আল্লাহ শব্দকে নাভি হইতে মস্তক পর্য্যন্ত এবং তথা হইতে আরশ পর্য্যন্ত পৌঁছাইবে এবং ধেয়ান করিবে যে, আরশ পর্য্যন্ত ফানা করিলাম, অবশেষে কেবল আল্লাহ্কে স্থিতিশীল ধারণা করিবে।

দুই জরবি জেকরে "হুওয়াল-হাইয়ো" কে ডাহিন জানুর উপর এবং 'হুওয়াল কাইয়োম" কে কলবের উপর জরব দিবে, কিম্বা প্রথম এছমটিকে রুহের এবং দ্বিতীয় এছমটিকে কলবের উপর জরব দিবে।

তিন জরবি জেক্‌রে "আনতালহাদি' এই নাম দ্বারা ডাহিন জানুতে, 'আন্তাল-বাকী' এই নাম দ্বারা বাম জানুতে এংব "আন্তাল-কাফি, এই নাম দ্বারা কলবে জরব দিবে কিম্বা 'হুওয়াছ' ছামিয়ো' দ্বারা ডাহিন জানুতে, 'হুওয়াল-বছিরো' দ্বারা বাম জানুতে এবং 'হুওয়াল আলিমো" দ্বারা কলবে আঘাত করিবে।

চারি জরবি জেকেরে চারি জানু বসিয়া "আন্তাল-হাদি দ্বারা দক্ষিণ জানুতে, 'লায়ছাল-হাদি' দ্বারা রুহে এবং 'ইল্লাহু" দ্বারা কলবে আঘাত করিবে।

তৎপরে লা-এলাহা ইল্লাল্লাহ' কলেমার জেকর করিবে, ইহাকে নফি ও এছবাতের জেকর বলা হয়।

নফি এছবাতের জেকরের নিয়ম

কা'বা অভিমুখে নামাজের ন্যায় উপবেশন করতঃ চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত করিয়া

'লা' শব্দ এই প্রকারে উচ্চারণ করিবে যে, যেন উহা নাভিস্থল হইতে বাহির হইতেছে, তৎপরে উহা টানিয়া ডাহিন স্কন্ধ পর্য্যন্ত পৌঁছাইবে, তৎপরে 'এলাহা' শব্দ উচ্চারণ করিবে, যেন উহা মস্তিস্ক হইতে বাহির হইতেছে, অবশেষে 'ইল্লাল্লাহ' শব্দ দ্বারা সজোরে শক্তিসহকারে কলবের উপর আঘাত করিবে এবং এরূপ মনে করিবে যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত প্রেমাস্পদ আর কেহ নাই; মধ্যম শ্রেণীর শিষ্য মনে করিবে যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত বাঞ্ছিত আর কেহ নাই এবং উচ্চ শ্রেণীর শিষ্য মনে করিবে যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত অস্তিত্বশীল আর কিছু নহে।

উপরোক্ত নফি ও এছবাতের জেকরের নিয়ম

"আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব জনাব পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছিলায় আল্লাহতায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, জাতে-অহাদিয়ত হইতে কাদেরিয়া তরিকার নেছবত অনুযায়ী নফি ও এছবাতের ফয়েজ আমার কলবে আসুক।"

একটি দ্রষ্টব্য বিষয়

যদি কেহ বলেন, এরূপ সজোরে কয়েকবার (আল্লাহ শব্দের) জরব করা শর্ত্ত হওয়ার এবং স্থান বিশেষের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জেকর করা নিগূঢ় তত্ত্ব কি? তদুত্তরে বলা যাইবে যে ভিন্ন ভিন্ন দিকে মনোনিবেশ করা, নানাবিধ শব্দ শ্রবণ করা এবং বিবিধ চিন্তায় সংলিপ্ত হওয়া মনুষ্যপ্রকৃতি, কাজেই তরিকতপন্থী-পীরগণ আপন আত্মা ব্যতীত অন্য দিকে মনোনিবেশ বা নানাবিধ বাহ্যচিন্তা নিবারণ করা উদ্দেশ্যে উপরোক্ত নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, ইহাতে ক্রমান্বয়ে মনুষ্য আমিত্ব ভুলিয়া গিয়া কেবল খোদাতায়ালার দিকে মনঃনিবিষ্ট করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। তরিকতপন্থী পীরগণ নির্দ্দিষ্ট জেকরের বিবিধ প্রকার বৈঠক ও প্রণালী নির্বাচন করিয়াছেন, ইহাতে কতিপয় গুপ্ততত্ত্ব নিহিত আছে—যাহা বিশুদ্ধ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি ও তত্ত্বজ্ঞানবিশিষ্ট বিদ্বানগণ বুঝিতে সক্ষম হয়, যাহার কোন কার্য্যে ইন্দ্রিয় সংযম, কোনটিতে দীনতা হীনতা বা কোনটিতে মনের স্থিরতা সাধিত হয় কোনটিতে দুশ্চিন্তা নিবারণ হয় এবং কোনটিতে এবাদতে আনন্দলাভ হয়, এই তত্ত্বের জন্য জনাব হজরত নবি

করিম (ছাঃ) কুক্ষিতে হস্ত রাখিয়া দণ্ডায়মান হইতে নিষেধ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, ইহা দোজখিদের আকৃতি, এই নিষেধের উদ্দেশ্য এই যে, অধিকাংশ সময়ে এরূপ অবস্থায় শৈথিল্যের সৃষ্টি ও শান্তি বিনষ্ট হয়, ইহা এবাদতকার্য্যে সংলিপ্ত থাকায় প্রতিবন্ধক স্বরূপ হইয়া থাকে। উপরোক্ত প্রণালিতে জেকর করাকে শরিয়তের অবৈধ বিষয় বলা কিছুতেই সঙ্গত হইতে পারে না। নহো ইত্যাতি আরবি ব্যাকরণ শিক্ষা করা কোরআন হাদিছের বিধি না হইলেও উহা কোরআন শরিফ হাদিছ পাঠের প্রধান অবলম্বন স্বরূপ, সেই হেতু উহা দোষনীয় নহে। তদ্রূপ জেকরের উক্ত নিয়মাবলী খোদাতায়ালার নৈকট্য লাভের নিমিত্ত বিশেষ উপযোগী, তাহা হইলে উহা কেন দোষণীয় কার্য্য হইবে?

ফৎহোল মোগিছ ৮৯ পৃষ্ঠা ;—

এমাম এবনে মেহদি (রঃ) বলিয়াছেন যে, "আমরা হাদিছের সূক্ষ্মতত্ত্ব— এলহাম কর্ত্তৃক পাইয়াছি যদি তোমরা এই গুপ্ত তত্ত্বের প্রমাণ চাও তবে আমরা উহা প্রকাশ করিতে অক্ষম।" এমাম আবুহাতেম ও আবু জোরয়া (রঃ) একটি হাদিছকে ছহিহ, বাতিল বা জইফ বলিলে লোকেরা ইহার দলীল জিজ্ঞাসা করিতেন, ইহাতে তাঁহারা বলিতেন যে, আমরা ইহার প্রমাণ পেশ করিতে অক্ষম, তবে অন্যান্য বিদ্বানের নিকট জিজ্ঞাসা কর, তাঁহাদের মতের সহিত আমাদের মত ঐক্য হইলে উহা সত্য জান।

পাঠক, হাদিছ-তত্ত্ববিদগণের অধিকাংশ তত্ত্ব কাল্পনিক মত সমূহের প্রতি নির্ভর করে। যদি এবম্বিধ হাদিছ তত্ত্বসমূহ শরিয়ত গ্রাহ্য হয়, তবে তরিকতপন্থী পীরগণের জেকরের, প্রণালীসমূহ নিশ্চয় শরিয়তগ্রাহ্য হইবে।

পাঠক! যদি তরিকত শিক্ষার্থীগণ ফজর মগরেবের পরে দলবদ্ধ হইয়া চক্রাকারে খোদাতায়ালার জেকর করেন, তবে ইহাতে এত অধিক আত্মিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে, যাহা নির্জ্জনে সাধিত হওয়া অসম্ভব। যে সময় উল্লিখিত জলি জেকরের প্রভাব ও জ্যোতিঃ শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রকাশ পায়, তাহার আগ্রহ বলবৎ হয়, খোদাতায়ালার জেকরে তাহার হৃদয় শান্তিপ্রাপ্ত

হয়, মনের উদ্বেগ দূরীভূত হয় ও তাঁহার পক্ষে সমস্ত জগৎ অপেক্ষা খোদাতায়ালর প্রেম সমধিক প্রীতিজনক হয়, তখন তাহাকে খফি (অস্পষ্ট) জেকরের আদেশ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিবারাত্রে উল্লিখিত সমস্ত শর্ত্ত সহ চারি সহস্রবার জেকর করিতে থাকে এবং দুই মাস বা তদধিক কাল নিয়মিতরূপে উহা সুসম্পন্ন করিতে পারে, সে ব্যক্তি মেধাবী হউক বা নাই হউক, নিশ্চয় তাহার মধ্যে জেকরের জ্যোতিঃ প্রকাশিতহইবে। খফি জেকরের নিয়ম এই যে, চক্ষুদ্বয় ও ওষ্ঠদ্বয় বন্ধ করতঃ হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে খেয়ালের সহিত বলিবে, "আল্লাহো ছামিয়োন" যে উহা নাভি হইতে বাহির করিয়া বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত লইয়া যাইবে এবং ধারণা করিবে যে, যেন তাহার আত্মার জেকরের সহিত নাভি হইতে বক্ষদেশ পর্যন্ত উপস্থিত হইয়াছে, কিম্বা ধারণা করিবে যে, উপরে আল্লাহ্ শব্দ, নিম্নে "ছামিয়োন" শব্দ উভয়ের মধ্যে আত্মা আছে এইরূপ ধারণায় আত্মা উক্ত দুই নামের সহযোগিতায় উর্দ্ধগামী হইতে থাকিবে। তৎপরে "আল্লাহো বাছিরোন" বলিলে যেন উহা বক্ষঃদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত পৌঁছাইবে এবং ধারণা করিবে যে, আত্মা উপরোক্ত প্রকারে মস্তক পর্য্যন্ত উর্দ্ধগামী হইয়াছে; তৎপরে 'আল্লাহো কাদিরোন" বলিবে যেন উহা মস্তক হইতে চতুর্থ আকাশ পর্য্যন্ত পৌঁছাইবে এবং তৎসঙ্গে আত্মার উত্থিত হওয়াও ধারণা করিবে, তৎপরে "আল্লাহো আলিমোন" বলিবে যেন উহাতে চতুর্থ আকাশ হইতে আরশ পর্য্যন্ত পৌঁছাইবে এবং ধারণা করিবে যে, তাহার আত্মা উক্ত নামদ্বয়ের সহযোগিতায় আরশ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। এইরূপ উত্থিত হওয়াকে 'ওরুজ' বলা হয়। তৎপরে আত্মাকে আরশের ইতঃস্তত ভ্রমণ করাইবে এবং যথাসম্ভব তথায় বিলম্ব করিয়া নিম্নের দিকে অবতরণ করিবে, প্রথমে "আল্লাহো আলিমোন" বলিয়া আরশ হইতে আত্মাসহ চতুর্থ আকাশ পর্য্যন্ত নামিয়া আসিবার ধেয়ান করিবে, তৎপরে "আল্লাহো কাদিরোন" বলিয়া চতুর্থ আকাশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত, তৎপরে "আল্লাহো বাছিরোন" বলিয়া মস্তক হইতে বক্ষঃদেশ পর্য্যন্ত এবং অবশেষে "আল্লাহো জামিয়োন" বলিয়া বক্ষঃদেশ হইতে নাভি পর্য্যন্ত নামিয়া আসিবার ধারণা করিবে। এই অবতরণ করাকে 'নজুল' বলা হয়।

এই ওরুজ ও নজুলকে "এক দওরা" বলা হয়। এইরূপ জেকর করিতে করিতে তাহার আত্মা আলোকময় হইবে। পয়গম্বর ও ওলিগণের আত্মার সহিত ও ফেরেস্তাগণের সহিত দর্শন লাভ হইবে, বেহেশত, দোজখ, লওহো-মহফুজ ইত্যাদি স্থানের দর্শন লাভ সম্ভ ব হইবে।

খফি জেকরের দ্বিতীয় প্রকার "লা-এলাহা ইল্লাল্লাহ" বা নফি ও এছবাতের জেকর জলি-জেকরের নিয়ম অনুসারে ইহা অস্পষ্ট ভাবে করিতে থাকিবে।

তৃতীয় প্রকার খফি জেকর-আনফাছ। এই জেকরে আপন নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। যে সময় বিনা চেষ্টায় স্বীয় প্রকৃতি অনুসারে নিঃশ্বাস বর্হিগত হইতে থাকে, সেই শ্বাস ত্যাগকালে হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে বলিবে "লা-এলাহা" এবং শ্বাস গ্রহণকালে "ইল্লাল্লাহা" বলিবে, মনে দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ দূর করণার্থে এই জেকর মহা-ফলপ্রদ।

চতুর্থ প্রকার খফি জেকর — জলি জেকর স্থলে যে "হুওয়া" "আল্লাহ" জেকরের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, উক্ত নিয়ম প্রত্যেক ক্ষণে শ্বাস গ্রহণকালে "আল্লাহ" এবং শ্বাস ত্যাগকালে 'হুওয়া' হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে বলিতে থাকিবে, ইহাও এক প্রকার পাছ-আনফাছ।

যে সময় নফি জেকরে খোদাতায়ালার প্রেম সমধিক প্রীতি জনক হয়, হৃদয় তাঁহার ধেয়ানে অবিরত নিবিষ্ট থাকে ও খোদাপ্রাপ্তি বাসনা অন্তরে জাগরিত থাকে, সেই সময় মোরাকাবা করিতে আদেশ করিবে।

মোরাকাবার মর্ম্ম এই যে, একটি আয়ত কিম্বা কলেমা মুখে উচ্চারণ বা অন্তরে ধেয়ান করিয়া উহার মর্ম্ম বিলক্ষণরূপ হৃদয়ঙ্গম করিবে, তৎপরে উক্ত মর্ম্মটির বিকাশ কিরূপে হইতে পারে তদ্বিষয় এরূপ মনোনিবেশ হয় যে, যেন তদ্ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা হৃদয়ে স্থান না পায়, এমন কি উহাতে এক প্রকার আত্মবিস্মৃতি সংঘটিত হয় এবং তদ্ভিন্ন অন্য যাবতীয় বিষয় হইতে মোহভাব পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমে দশ মকামের মোরাকাবা করিবে। তওবার ফয়েজে কলবকে,

এনাবতের ফয়েজে রুহকে, জোহদের ফয়েজে ছের্রকে, অরা'র ফয়েজে খফিকে, শোকরের ফয়েজে আখফাকে, তাওয়া-কোলের ফয়েজে নফছকে, ছবরের ফয়েজে বায়ুকে, কানায়াতের ফয়েজে পানিকে, তছলিমের ফয়েজে অগ্নিকে এবং রেজার ফয়েজে মৃত্তিকাকে আলোকিত করিতে হইবে।

১ম মকামের মোরাকাবা করতে গেলে, চক্ষুদ্বয় বন্ধ করত নিম্নোক্ত প্রকার নিয়ত করিয়া কল্‌বের দিকে ধেয়ান করিতে থাকিবে এবং স্বীয় গোনাহরাশিকে স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করিতে ও খোদাতায়ালার নিকট বিনীত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকিবে। মধ্যে মধ্যে এস্তেগফার পড়িবে কিম্বা— (৩)

ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفرلنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرين

"রাব্বানা জালামনা আনফোছানা অএল্লাম তাগফেরলানা অতারহমনা লানাকুনান্না মেনাল খাছেরিন" পড়িতে থাকিবে, কিম্বা

لا تقنطوا من رحمةالله ان الله يغفرالذنوب جميعا (৪)

"লা-তাকনাতু মেরহমাতেল্লাহ, ইন্নাল্লাহা ইয়াগফেরোজ জনুবা জামিয়া" পড়িতে থাকিবে।

তওবা মোরাকাবার নিয়ত

আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব জনাব পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছিলায় হজরত পীরানপীর ছৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী রহমতোল্লাহে আল্লায়হের কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, তাঁহার কলব হইতে আরশস্থিত তওবার মোকামের ফয়েজ আমার কলবে আসুক।

এই মোরাকাবায় হজরত আদম (আঃ) এর সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে।

দ্বিতীয়-এনাবত মোকামের মোরাকাবা

শিক্ষার্থী চক্ষুদ্বয় বন্ধ করতঃ নিম্নোক্ত প্রকার নিয়ত করিয়া রুহ লতিফার

দিকে মনোনিবেশ করিতে থাকিবে এবং সবিনয়ে খোদাতায়ালর নিকট প্রার্থনা করিবে যে, করুণাময় খোদাতায়ালা! তুমি গোনাহ ভারাক্রান্ত দাসকে তোমার দরবারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে, সমস্ত সৎকার্য্য সম্পন্ন করিতে এবং জগতের চিন্তা হইতে বিরত হইয়া সর্ব্বক্ষণ তোমার ধেয়ানে নিবিষ্ট থাকিতে ক্ষমতা প্রদান কর।

এনাবতের মোরাকাবার নিয়ত

আমি আমার রুহের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার রুহ জনাব পীর ছাহেব কেবলার রুহের অছিলায় জনাব হজরত পীরনাপীর ছৈয়দ আবদুল কাদের জিলানি (রঃ) এর রুহের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, তাঁহার রুহ হইতে আরশস্থিত এনাবতের ফয়েজ আমার রুহে আসুক'' ইহাতে হজরত আদম (আঃ) ও নূহ (আঃ) এর সহিত জিয়ারত হইতে পারে।

তৃতীয়-জোহ্দ মকামের মোরাকাবা

শিক্ষার্থী চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত পূর্ব্বক নিম্নোক্ত প্রকার নিয়ত করতঃ ছের্র লতিফার **দিকে ধেয়ান করিতে** থাকিবে এবং করুণ স্বরে খোদাতায়ালার নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিবে, খোদাতায়ালা! তুমি এই সংসারাসক্ত অধম দাসকে সংসারের আশক্তি হইতে নিস্কৃতি দিয়া সংসার বিরাগী ও পরকাল অনুরাগী কর।

জোহদের মোরাকাবার নিয়ত

''আমি আমার ছের্রের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার ছের্র জনাব পীর ছাহেব কেবলার ছের্রেরে অছিলায় হজরত পীরানপীর ছৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) এর ছের্রের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, তাঁহার ছের্র হইতে আরশস্থিত জোহদের ফয়েজ আমার ছের্রে আসুক''

চতুর্থ-অরা'মকামের মোরাকাবা

শিক্ষার্থী চক্ষুদ্বয় বন্ধ করতঃ নিম্নোক্ত নিয়ত করিয়া লতিফা খফির দিকে মন নিবিষ্ট করিবে এবং বিনীত ভাবে খোদাতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে যে, হে করুণাময় খোদাতায়ালা! তুমি আমাকে গোনাহ বিরতি, সন্দেহমূলক কার্য্যবর্জ্জন, বাহুল্য কার্য্য বা কথা পরিহারে ক্ষমতা প্রদানপূর্ব্বক প্রকৃত ধর্ম্মভীরু

বা পরহেজগার দলভুক্ত কর। ইহাতে হজরত নবী করিম (ছাঃ) এর সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে।

অরা' মকামের মোরাকাবার নিয়ত

"আমি আমার খফির দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার খফি জনাব পীর ছাহেব কেবলার খফির অছিলায় হজরত পীরানপীর (রঃ) এর খফির দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, তাঁহার খফি হইতে আরশস্থিত অরা'মকামের ফয়েজ আমার খফিতে আসুক"

পঞ্চম — শোকর মকামের মোরাকাবা

শিক্ষার্থী চক্ষুদ্বয় বন্ধ করতঃ নিম্নোক্ত প্রকার নিয়ত করিয়া লতিফা আখফার দিকে মন নিবিষ্ট করিবে এবং বিনীত ভাবে খোদাতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে যে, দয়াময় খোদাতায়ালা! তুমি আমাকে তোমার দানরাশির কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবার ক্ষমতা প্রদান কর। ইহাতে হজরত নবী (ছাঃ) এর সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে।

শোক্‌র— মকামের মোরাকাবার নিয়ত

"আমি আমার আখফার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার আখফা জনাব পীর—ছাহেব কেবলার আখফার অছিলায় হজরত পীরানপীর (রঃ) এর আখফার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, তাঁহার আখফা হইতে আরশস্থিত শোক্‌র মকামের ফয়েজ আমার আখফাতে আসুক।

ষষ্ঠ—তাওয়াক্কোল মকামের মোরাকাবা

শিক্ষার্থী চক্ষুদ্বয় বন্ধ করতঃ নিম্মোক্ত প্রকার নিয়ত করিয়া লতিফা নফছের দিকে মন নিবিষ্ট করিবে এবং বিনীতভাবে বলিবে, খোদাতায়ালা! তুমি আমাকে তোমার উপর আত্মনির্ভর করিতে সক্ষম কর। ইহাতে হজরত আদম (আঃ) এর সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে।

ইহার নিয়ত

"আমি আমার নফছের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার নফছ জনাব পীর ছাহেব কেবলার নফছের অছিলায় পীরানপীর (রঃ) এর নফছের দিকে

মোতাওয়াজ্জেহ হয়, তাঁহার নফছ হইতে আরশস্থিত তাওয়াক্কোল মকামের ফয়েজ আমার নফছে আসুক''।

সপ্তম— তছলিম মকামের মোরাকাবা

শিক্ষার্থী চক্ষুদ্বয় বন্ধ করতঃ নিম্নোক্ত প্রকার নিয়ত করিয়া লতিফা আতেশের (অগ্নির) দিকে মন নির্বিষ্ট করিবে এবং বিনীত ভাবে খোদাতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিতে থাকিবে যে, দয়াময় খোদাতায়ালা, তুমি তোমার আদেশ -নিষেধকে বিনা আপত্তি গ্রহণ করিতে আমাকে সক্ষম কর।

ইহার নিয়ত

''আমি আমার লতিফায়-আতেশের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার লতিফায়-আতেশ জনাব পীর ছাহেব কেবলার লতিফায়-আতেশের অছিলায় হজরত পীরান-পীর (রঃ) এর লতিফায়-আতেশের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, তাঁহার লতিফায় আতেশ হইতে তছলিমের ফয়েজ আমার লতিফায়-আতশে আসুক'' ইহাতে হজরত এবরাহিম (আঃ) ও হজরত ওমার (রাঃ) এর সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে।

অষ্টম—ছবর মকামের মোরাকাবা

এই মোরাকাবায় লতিফায় বাদের (বায়ুর) দিকে ধেয়ান করিতে থাকিবে এবং বিনীত ভাবে বলিবে, খোদাতায়ালা! তুমি বিপদ সমূহে ধৈর্য্যধারণ করিতে আমাকে সক্ষম কর।

ইহার নিয়ত

''আমি আমার লতিফায় বাদের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার লতিফায় বাদ জনাব পীর ছাহেব কেবলার লতিফায় বাদের অছিলায় হজরত পীরান-পীর (রঃ) এর লতিফায় বাদের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, তাঁহার লতিফায়-বাদ হইতে ছবরের ফয়েজ আমার লতিফায় বাদে আসুক।''

নবম—কানায়াতের মকামের মোরাকাবা

ইহাতে হজরত আয়ূব (আঃ) এর সহিত জিয়ারত লাভ হইতে পারে।

ইহার নিয়ত

এই মোরাকাবায় লতিফায় আবের (পানির) দিকে ধেয়ান করিবে এবং বিনীতভাবে বলিবে খোদাতায়ালা! তুমি আমাকে অল্পে তুষ্ট হইবার ক্ষমতা প্রদান কর।

"আমি আমার লতিফায় আবের (পানির) দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার লতিফায়ে আব জনাব পীর ছাহেব কেবলার লতিফায় আবের অছিলায় হজরত পীরান পীর (রঃ) এর লতিফায় আবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, তাঁহার লতিফায় আব হইতে কানায়াতের ফয়েজ আমার লতিফায়-আবে আসুক।"

দশম—রোজা মকামের মোরাকাবা

এই মোরাকাবায় লতিফায় খাকের (মৃত্তিকার) দিকে মনোনিবেশ পূর্ব্বক বলিতে থাকিবে, খোদাতায়ালা! তুমি আমাকে তকদিরের (অদৃষ্ট লিপির) প্রতি রাজি থাকিতে সক্ষম কর। ইহাতে হজরত ইদরিছ (আঃ) এর সহিত জিয়ারত হইতে পারে।

ইহার নিয়ত

"আমি আমার লতিফায় খাকের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার লতিফায় খাক জনাব পীর ছাহেব কেবলার লতিফায় খাকের পীরানপীর (রঃ) এর লতিফায় খাকের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, তাঁহার লতিফায় খাক হইতে রোজার ফয়েজ আমার লতিফায় খাকে আসুক।"

তৎপরে ছোলতানোন্নাছিরা ও মাকামাম-মাহমুদার মোরাকাবা করিতে হইবে, ইহার নিয়ত মোজাদ্দেদিয়া তরিকায় লিখিত হইয়াছে।

অন্যান্য মোরাকাবার বিবরণ

তরিকতান্বেষী "আল্লাহো-হাজিরি' আল্লাহো-নাজিরি' 'আল্লাহো মায়ী', এই শব্দ গুলি মুখে উচ্চারণ করিবে কিম্বা অন্তরে ধেয়ান করিবে, তৎপরে খোদাতায়ালার স্থান ও দিক হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার উপস্থিতি, দৃষ্টিপাত করা ও সহকৃত হওয়ার সম্বন্ধে এরূপ গাঢ় চিন্তা করিবে

যে, যেন এই ধেয়ানে আত্মবিস্মৃতি পরিলক্ষিত হয়

و هو معكم اينما كنتم

কিম্বা 'অ-হুওয়া মায়া কোম আয়নামা কোনতোম' এই আয়তটি পাঠ করিবে এবং দন্ডায়মান, উপবেশন, শয়নাবস্থায়, জনতার মধ্যে, নির্জনে, কার্য্য উপলক্ষে ও কার্য্যহীন অবস্থায় খোদাতায়ালার সহকৃত হওয়া সম্বন্ধে ধেয়ান করিতে থাকিবে অথবা নিম্নোক্ত কয়েকটি আয়ত উচ্চারণ করিয়া উহার মর্ম্মের দিকে ধেয়ান করিবে।

اينما تولوا فثم وجه الله (৫) আয়নামা তোয়াল্লু ফাছাম্মা অজহুল্লাহ, الم يعلم بان الله يرى (৬) 'আলাম ইয়ালাম বেয়ান্নাল্লাহা ইয়ারা' نحن اقرب اليه من حبل الوريد (৭) 'নাহনো আকরাবো এলায়হে মেন হাবলেল অরিদ' والله بكل شى محيط (৮) 'আল্লাহো বেকোল্লে শাইয়েম মোহিত انمعى ربى سيهدين (৯) 'ইন্না মা'য়িয়া রাব্বির ছাইয়াহদিন' هو الاول والاخر و الظاهر و الباطن (১০) 'হুওয়াল আউয়লো অল্-আখেরো অজ্জাহেরো অলবাতেনো।

আয়তগুলির অর্থ—

৫) "তোমরা যে দিকে মুখ কর, সেই দিকেই খোদাতায়ালার মনোনীত কেবলা বা দিক।"

৬) 'মনুষ্য কি ইহা অবগত নহে যে, নিশ্চয় খোদাতায়ালা দর্শন করিতেছেন।

৭) ('খোদাতায়ালা বলিয়াছেন), আমি (মনুষ্যের) কণ্ঠ নালী অপেক্ষা তাহার অধিকতর সন্নিকট।"

৮) "খোদাতায়ালা প্রত্যেক বিষয়ের পরিবেষ্টনকারী।"

৯) "নিশ্চয় আমার প্রতিপালক আমার সঙ্গী, অচিরে তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করিবেন।

১০) "তিনি অনাদি, অনন্ত, (গুণাবলী ও ক্রিয়াকলাপের হিসাবে) প্রকাশ্য

এবং জাতের হিসাবে) অপ্রকাশ্য।" খোদাতায়ালার ধেয়ানে মনোনিবেশের পক্ষে এই মোরাকাবাগুলি মহা ফলপ্রদ।

অন্য প্রকার মোরাকাবা

পার্থিব সম্পদ হইতে সম্বন্ধশূন্য, সম্পূর্ণ বিছিন্ন হওয়ার জন্য ফানা বা আত্মবিস্মৃতি লাভের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত তিনটি আয়তের মোরাকাবা করিতে হয়। প্রথম আয়ত—

كل من عليها فان و يبقى و جه ربك ذو الجلال والاكرام

১১) ক) কুল্লো মান আলায়হা ফানেঁও অইয়াবকা অজহো রাব্বেকা জুলজালালে অল্ একরাম।

"উক্ত পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সমস্তই ধ্বংসশীল এবং তোমার মহিমান্বিত, মহা গৌরবান্বিত প্রতিপালকের জাত চিরস্থায়ী।

উক্ত আয়তের মর্মের দিকে লক্ষ্য করতঃ এইরূপ ধেয়ান করিবে যে, যেন সে নিজে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া ভস্মে পরিণত হইয়াছে এবং উক্ত ভস্ম বায়ু কর্তৃক বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে, আকাশ মণ্ডল খণ্ড খণ্ড হইয়াছে, প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে এবং খোদাতায়ালাকে নিত্য, অস্তিত্বশীল ধারণা করিবে। অনেকক্ষণ এইরূপ ধেয়ানে মনোনিবেশ করিবে, ইহাতে আত্মবিস্মৃতি ও ফানা সিদ্ধ হইবে।

দ্বিতীয় আয়ত —

ان الموت الذى تفرون منه فانه ملاقيكم

১২) (খ) ইন্নাল মাওতাল লাজি তাফের-রুনা মেনহো ফাইন্নাহু মোলাকিকোম।

"অবশ্য তোমরা যে মৃত্যু হইতে পলায়ণ করিতেছ, নিশ্চয় উহা তোমাদের সহিত সাক্ষাৎকারী হইবে।"

তৃতীয় আয়ত —

اينما تكونوا يدرككم الموت و لو كنتم فى بروج مشيدة

১৩) আয়নামা তাকুনু ইয়োদরেককোমোল-মাওতো অলাওকোনতোম ফি-বুরুজেম মোশাইয়াদাহ।

" তোমরা যে স্থানে থাক, যদিও তোমরা দুর্গ সমূহে থাক, (তথাচ) মৃত্যু তোমাদিগকে ধরিবে।"

উপরোক্ত আয়তদ্বয় পাঠ করতঃ অনেকক্ষণ অবধি উক্ত প্রকার ধেয়ান করিতে থাকিবে, ইহাতে সম্পূর্ণ ফানা ও আত্মবিস্মৃতি সিদ্ধ হইবে।

উক্ত ১৩ নম্বর মোরাকাবার এইরূপ নিয়ত করিবে— " আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব আল্লাহতায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, কাদেরিয়া তরিকার নেছবত অনুযায়ী এই আয়তের মর্ম্মের ফয়েজ আমার কলবে আসুক।"

পাঠক! মনে রাখিবেন, মোরাকাবা কালে নক্‌শবন্দীয়া মোজাদ্দেদিয়া তরিকার লিখিত মতে নফি, নফিয়োন্নফি, ইয়াদ দাশ্‌ত করিতে থাকিবে। তৎপরে উপরোক্ত মোরাকাবার নূর প্রকাশিত হইলে, তাহাকে তওহিদে আফয়ালির মোরাকাবা করিতে হইবে। উক্ত মোরাকাবায় এইরূপ ধারণা হইতে থাকিবে যে জগতের সমস্ত ক্রিয়া খোদাতায়ালার ইঙ্গিতে হইতেছে। মনুষ্যের ক্রিয়া তাহার নিকট অপ্রকাশ্য হইয়া পড়িবে, ঐ সময় খোদাতায়ালা ব্যতীত সকলের আশা ও ভয় তাহার অন্তর হইতে একেবারে দূরীভূত হইবে।

তওহিদে-আফয়ালির মোরাকাবার নিয়ত, মোজাদ্দেদিয়া তরিকার বর্ণনাস্থলে এই কেতাবের ২৪০ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

প্রকাশ থাকে যে, কাদেরিয়া ও চিস্তিয়া তরিকায় বাম স্তনের দুই অঙ্গুলী নিম্নে লতিফা কলব, ডাহিন স্তনের দুই অঙ্গুলি নিম্নে লতিফা রুহ, বক্ষের মধ্যস্থলে লতিফা ছের্র, কপালে ছেজদার স্থানে লতিফা খফি, মাথার তালুতে লতিফা আখফা ও নাভিস্থলে লতিফা নফছ নির্দ্দেশিত আছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ
চিশতিয়া তরিকার নিয়মাবলী

জনাব হজরত খাজা মইনুদ্দিন চিশ্‌তী আজমিরী (রঃ) একজন জগৎ-বরেণ্য ওলি। তিনি মধ্য এশিয়ার সঞ্জর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও ভারতের রাজপুতনার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ আজমীরে সমাধিস্থ হইয়াছে। তাঁহার প্রবর্ত্তিত তরিকা চিশতিয়া তরিকা নামে জগতে প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছে।

এই তরিকার শিক্ষার্থীকে প্রথমে এশার নামাজ অন্তে এক শতবার নিম্নোক্ত দরুদ পাঠ করিতে হইবে।

দরুদটি এই—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ اٰلِهٖ وَ سَلِّمْ

"আল্লাহোম্মা ছাল্লে আলা ছাইয়েদেনা মোহাম্মাদেনেন নাবিয়েল উম্মিয়ে অ-আলেহি অছাল্লেম।"

এই দরুদ পড়ার অগ্রে নিম্নোক্ত প্রকার নিয়ত করিবে—

"আমি আমার কলেবর দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব জনাব পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছিলায় হজরত নবীয়ে করিম (ছাঃ) এর কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, তাঁহার কলব হইতে তাওয়াজ্জোহ ও জিয়ারতের ফয়েজ আমার কলবে আসুক।"

এই দরুদ পাঠকালে কেবলার দিকে মুখ করিয়া চক্ষুদ্বয় বন্ধ করতঃ কলবের দিকে ধেয়ান করিতে হইবে এবং হজরত (ছাঃ) এর কলব হইতে জ্যোতিঃ আগমনের ধারণা করিতে থাকিবে।

ফজরের নামাজ অন্তে শিক্ষার্থী এক শতবার নিম্নোক্ত দরুদ পাঠ করিবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ عَلٰى مُحْيِ سُنَّتِهِ الشَّيْخِ مُعِيْنُ الدِّيْنِ الْچِشْتِّى اِمَامِ الطَّرِيْقَةِ وَالْاَوْلِيَاءِ الْكَامِلِيْنِ

"আল্লাহুমা ছাল্লে আলা ছাইয়েদেনা মোহাম্মাদেন ছাইয়েদেল মোরছালিন অ-আলা মোহয়ে ছোন্নতেহি আশশায়খে মঈনদ্দিনে চিস্তিয়ে এমামে ত্তরিকাতে অল-আওলিয়ায়েল কামেলিন।

এই দরুদ পড়িবার অগ্রে নিম্নোক্ত প্রকার নিয়ত করিবে—

"আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব জনাব পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছিলায় হজরত পীর মঈনদ্দিন চিশ্‌তী রহমতুল্লাহে আলায়হের কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, তাঁহার কলব হইতে তাওয়াজ্জোহ ও জিয়ারতের ফয়েজ আমার কলবে আসুক।"

জলি জেকর

মুরিদ উপরোক্ত প্রকার দরুদ পাঠ অভ্যাস করার পরে জলি জেক্‌র আরম্ভ করিবে। জলি জেকরের নিয়ম— শিক্ষার্থী প্রথমে কিমাছ নামক শিরাটি ডাহিন পায়ের বৃদ্ধা ও তর্জ্জনী অঙ্গুলী দ্বারা দাবিয়া ধরিয়া চারি জানু হইয়া বসিবে, ইহাতে মনের বিবিধ চিন্তা দূরীভূত হয়, কলবের শান্তি ও গরমি অনুভূত হয়। অথবা কেবলার দিকে মুখ করিয়া মনোনিবেশ পূর্ব্বক নামাজের বৈঠকে বসিবে, তৎপরে জেকরের পূর্ব্বে এইরূপ নিয়ত করিবে—

"আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব জনাব পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছিলায় আল্লাহতায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, চিশতিয়া তরিকার নেছবত অনুযায়ী নফি ও এছবাতের জেকরের ফয়েজ আমার কলবে আসুক।"

তৎপরে কলেমার জেকর এইভাবে করিবে যে, 'লা' শব্দকে নিঃশ্বাস যোগে নাভি হইতে বাহির করিয়া ডাহিন স্কন্ধ পর্য্যন্ত পৌঁছাইবে তৎপরে

'এলাহা শব্দকে তথা হইতে মস্তিক মূল পর্য্যন্ত পৌঁছাইবে এবং ধারণা করিবে যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত সমস্ত বস্তুর প্রেম অন্তর হইতে দূরীভূত হইতেছে, তৎপরে নিঃশ্বাস পরিত্যাগ কালে 'ইল্লাল্লাহ' শব্দকে মস্তিষ্ক মূল হইতে কলবের উপর সজোরে আঘাত করিবে। নূতন তরিকতপন্থী কলেমার এইরূপ মর্ম্ম গ্রহণ করিবে যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত উপাস্য (এবাদতের যোগ্য) আর কেহ নাই। মধ্যম তরিকতপন্থী উহা এইরূপ মর্ম্ম ধারণা করিবে যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত বাঞ্ছিত অন্য কেহ নাই। উচ্চ স্থানীয় তরিকতপন্থী উহার এইরূপ মর্ম্ম ধারণা করিবে যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত অস্তিত্বশীল (মওজুদ) অন্য কেহ নাই। এই জেকরের প্রধান শর্ত্ত এই যে, জেকরের দিকে মনোনিবেশপূর্ব্বক উহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে থাকিবে। এই জেকরকারী নিতান্ত কম আহার করিবে না বা উদার পূর্ণ ভক্ষণ করিবে না, মস্তিষ্ক যেন শুষ্ক না হয়, তজ্জন্য মস্তিষ্ক বর্দ্ধন কোন পুষ্টিকর খাদ্য ভক্ষণ করিবে।

পাঠক! মনে রাখিবেন, কলবের দুইটি দ্বার আছে— প্রথম উপরিস্থ দ্বার, ইহা শরীরের সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে। দ্বিতীয়, কলবের নিম্নস্থ দ্বার, উহা রুহের সহিত সম্বন্ধ রাখে। উপরিস্থ দ্বার জলি জেকর দ্বারা ও নিম্নস্থ দ্বার খফি জেকর দ্বারা খুলিয়া যায়।

জেকরে খফি

জেকরে জলির জ্যোতিঃ তরিকতপন্থীর মধ্যে প্রকাশিথ হইলে তাহাকে উপরোক্ত নিয়মে উক্ত নফি ও এছবাতের জেকর অস্পষ্ট স্বরে মনে মনে করিতে হইবে, ইহাকে জেকরেঁ খফি বলা হয়, জেকরে খফির দ্বিতীয় প্রকারের নাম "পাছ-আনফাছ"। ইহার মর্ম্ম এই যে, তরিকতপন্থী নিজের প্রত্যেক নিঃশ্বাসের প্রতি লক্ষ্য করিবে; প্রত্যেক নিঃশ্বাসের সহিত 'লা-এলাহা' জেকরের ধেয়ান করিবে যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত সমস্তের প্রেম অন্তর হইতে দূরীভূত হইতেছে। তৎপরে নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সঙ্গে ইল্লাল্লাহ জেকরে ধেয়ান করিবে এবং খোদার প্রেম অন্তরে আসিতেছে এইরূপ ধারণা করিবে। তরিকতপন্থী পীরগণ বলিয়াছেন যে, এই তরিকার জেকরের প্রধান শর্ত্ত এই যে, অন্তরের সহিত আপন পীরের এত অধিক সম্মান ও ভক্তি করিবে যে, যেন তাহার চিত্রখানি

হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে।

মোরাকাবা

তরিকতপন্থী জেকরে খফির নূরে আলোকিত হইলে তাহাকে মোরাকাবা করিতে হইবে। প্রথমে তাহাকে তওবা, এনাবত, জোহদ, অরা, শোকর, তাওয়াক্কোল, তছলিম, রেজা, ছবর ও কানায়াত এই দশ মকামের মোরাকাবা করিতে হইবে, তৎপরে তৌহিদে আফয়ালীর মোরাকাবা করিতে হইবে, উপরোক্ত দশ মকাম ও তওহিদে আফআলীর 'মোরাকাবার নিয়ম কাদেরিয়া তরিকার মোরাকাবার বর্ণনাস্থলে লিখিত হইয়াছে। তদনুরূপ এস্থলেও মোরাকাবা করিবে। তৎপরে (১৬) الله معى 'আল্লাহো মায়ি' (১৭) الله شاهدى 'আল্লাহো-শাহেদি (১৮) الله ناظرى 'আল্লাহো নাজেরি' (১৯) الله حاضرى 'আল্লাহে-হাদেরি' কিম্বা (২০) انه بكل شى محيط 'ইন্নাহু বেকুল্লে শাইয়েন মোহিত এই শব্দগুলি মুখে উচ্চারণ করিবে অথবা মনে মনে বলিবে এবং অর্থের প্রতি এরূপভাবে মনোনিবেশ করিবে যে, যেন আত্মবিস্মৃতি জন্মিয়া যায়। ইহাতে খোদাতায়ালার এলম ছেফাতের জ্যোতিঃ কিরূপে প্রত্যেক বস্তুর সহিত অথবা তাহার সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে সক্ষম হইবে। ১৬ নম্বর শব্দদ্বয়ের অর্থ "খোদা আমার সঙ্গী" ১৭নং নম্বরের অর্থ— "খোদা আমার সাক্ষ্যদাতা।" ১৮নং নম্বরের অর্থ— "খোদা আমার অবস্থা দর্শনকারী।" ১৯নং নম্বরের অর্থ— "খোদা আমার নিকট উপস্থিত।" ২০নং নম্বরের অর্থ— নিশ্চয় তিনি প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টনকারী।"

কাদেরিয়া তরিকাতে অন্যান্য মোরাকাবার নিয়ম লিখিত হইয়াছে, এই তরিকাতে তৎসমস্ত করিতে হইবে।

ভাল মন্দ নূর দেখার বিবরণ

যখন তরিকতপন্থীর দেল ও শরীরে জেকর জারি হয়, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য চিন্তা হইতে তাহার অন্তর পাক হইয়া যায় এবং রুহানি জামায়াতের সহিত ইহার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তখন সে ব্যক্তি বিবিধ নূর দেখিতে পায়। কখনও

নিজের অন্তরের মধ্যে কখনও অন্তরের বাহিরে উক্ত নূর দেখা যায়। যে নূরটি দেল ছিনা ও মস্তকের মধ্যে ডাহিন হাত বা বাম হাতের মধ্যে বা সমস্ত শরীরের মধ্যে দেখা যায়, উহা ভাল নূর বুঝিতে হইবে। আর যদি বাহিরের দিকে ডাহিন দিক হইতে কিম্বা মস্তকের দিক হইতে কিম্বা সম্মুখের দিক হইতে উক্ত নূর প্রকাশ হয়, তবে ভাল নূর বুঝিতে হইবে, কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য করিবে না। ডাহিন স্কন্ধের সংলগ্ন যে কোন রংয়ের নূর প্রকাশ হয়, উহা ফেরেশতাগণের নূর বুঝিতে হইবে। আর যদি উহা বিশুদ্ধ শ্বেত বর্ণের নূর হয়, তবে কেরামন-কাতেবিনের (লিপিকর ফেরেশ্‌তাগণের) নূর বুঝিতে হইবে। যদি সবুজ পোষাক পরিধানকারী সুন্দর চেহারার বা অন্য কোন প্রকার পরিচ্ছন্ন আকৃতির লোকদিগকে দেখিতে পায়, তবে তৎসমস্তকে রক্ষক ফেরেশ্‌তাদল বুঝিতে হইবে। যদি ডাহিন স্কন্ধ হইতে দূরে বা ডাহিন চক্ষের বরাবর কোন নূর প্রকাশ হয়, তবে উহাকে মোর্শেদের নূর বুঝিতে হইবে। আর যদি সম্মুখের দিক হইতে কোন নূর প্রকাশ হয়, তবে উহা সত্যপথ প্রদর্শক হজরত মোহাম্মাদ (ছাঃ) এর নূর বুঝিতে হইবে। আর যদি বাম স্কন্ধের সংলগ্ন কোন নূর প্রকাশ হয়, তবে উহা গোনাহ লেখক ফেরেশতার নূর বুঝিতে হইবে। আর যদি বাম স্কন্ধের একটু দূরে কোন নূর প্রকাশ হয়, তবে উহা ইবলিছ কিম্বা দুনিয়ার নূর বুঝিতে হইবে। এইরূপ যদি বাম দিক হইতে বা পশ্চাদ্দিক হইতে কোনও আকৃতি, শব্দ বা এইরূপ কিছু দেখিতে বা শুনিতে পায়, তবে উহা ইবলিছের চক্র বুঝিতে হইবে। 'লা-হাওলা অলাকুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' পড়িয়া এবং ছুরা নাছ ও ফালাক পড়িয়া ফুঁক দিয়া উহা দূর করিয়া দিবে। আর যদি উপরের দিক হইতে কিম্বা পশ্চাতের দিক হইতে কোন নূর প্রকাশ হয়, তবে উহা রক্ষক ফেরেশ্‌তার নূর বুঝিতে হইবে। আর যদি একটি নূর প্রকাশ হয়, কিন্তু উহার দিক ঠিক করিতে না পারা যায়; উহাতে অন্তরে ভয় অনুভব হয় এবং উহা অদৃশ্য হওয়ার পরে হুজুরে-কলব বা মনের শান্তিলাভ না হয়, তবে উহা চক্রকারী ইবলিছের নূর বুঝিতে হইবে। আর যদি উহা অদৃশ্য হওয়ার পরে অন্তরের শান্তি ও হুজরে কলব ভাল হয় এবং আগ্রহ ও শওক বলবৎ হয়, তবে উহা খোদাতায়ালার নাম বা ছেফাতের নূর বুঝিতে হইবে।

আর যদি ছিনার উপর কিম্বা নাভির উপর অগ্নি ধুম মিশ্রিত নূর দেখা যায়, তবে উহা কুমন্ত্রণাদায়ক খান্নাছের নূর ও শয়তানের চক্র বুঝিতে হইবে। আউজোবিল্লাহ পড়িয়া উহা দূর করা কর্ত্তব্য। আর যদি ছিনার মধ্যে কিম্বা দেলের উপর কোন নূর দেখিতে পায়, তবে উহা দেল পরিষ্কার হওয়ার নূর বুঝিতে হইবে। আর যদি দেল হইতে লোহিত বা সবুজ রঙ মিশ্রিত শ্বেত নূর প্রকাশ হয়, তবে উহা দেলের নূর বুঝিতে হইবে। আর বিশুদ্ধ শ্বেত নূর হইলে, উহা নূরের নূর বুঝিতে হইবে। আর যদি মস্তকের দিক হইতে নূর প্রকাশ হয়। তবে উহা রুহের নূর বুঝিতে হইবে। আর যদি সূর্য্যের ন্যায় নূর দেখিতে পায়, তবে উহা রুহের নূর বুঝিতে হইবে। আর যদি চন্দ্রের ন্যায় নূর দেখিতে পায়, তবে উহা দেলের নূর বুঝিতে হইবে। তরিকতপন্থীর পক্ষে এই সমস্ত নূরের দিকে লক্ষ্য না করা এবং উহাতে শান্তিলাভ না করা কর্ত্তব্য, কেননা এই সমস্ত নূর দর্শন তাহার মূল উদ্দেশ্য নহে। আর কজ্জ্বলের ন্যায় কালিমা রাশি ও উহার চতুর্দ্দিকে সূক্ষ-দীপ্তিমান একটি রেখা— যাহা ধুমল অগ্নিশিখার তুল্য ধূসর বলিয়া বোধ হয়, প্রকাশ হইলে, উহাকে নফির নূর বুঝিতে হইবে। উহার দিকে লক্ষ্য করিলে নফি লাভ হইবে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য হইতে দেল পরিস্কৃত হইবে। তাজাল্লিয়ে আছারির নূর শ্বেত, তাজাল্লিয়ে আফয়ালির নূর সবুজ ও তাজাল্লিয়ে ছেফাতির নূর লোহিত। ইহাতে মোহভাব (আত্মবিস্মৃতি) লাভ হয়, যখন চৈতন্য লাভ হয়, তখন প্রেম আগ্রহ ও মনের অস্থিরতা প্রবল হইতে থাকে।

সমাপ্ত